জাতীয় সংসদ নির্বাচন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা
ম্যানুয়েল

বাংলাদেশ
নির্বাচন
কমিশন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েল

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
www.ecs.gov.bd

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েল

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বাংলা পাঠ
গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (২০২৩ পর্যন্ত সংশোধিত)
নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮
সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮
স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১
নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ অনুসারে প্রণীত

ঢাকা, বাংলাদেশ
নভেম্বর, ২০২৩

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

প্রকাশ
নভেম্বর, ২০২৩
দ্বিতীয় সংস্করণ

মুদ্রণ :
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	১
প্রথম	ছবিসহ ভোটার তালিকা	৩
দ্বিতীয়	সময়সূচি ও মনোনয়নপত্র	৫
তৃতীয়	ভোটকেন্দ্র স্থাপন	১৪
চতুর্থ	ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ	১৭
পঞ্চম	ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য	২২
ষষ্ঠ	প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	২৫
সপ্তম	হলফনামা ও ব্যক্তিগত তথ্যাদির প্রচার এবং মনোনয়নপত্রের সাথে তথ্য ও কাগজপত্র সংযুক্তকরণ	২৯
অষ্টম	প্রতীক বরাদ্দ	৩১
নবম	নির্বাচনি ব্যয় ও উৎসের বিবরণী	৩২
দশম	পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান	৩৭
একাদশ	ভোটদান প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি	৪০
দ্বাদশ	নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট	৪৫
ত্রয়োদশ	নির্বাচনি দ্রব্যাদির ব্যবহার	৪৭
চতুর্দশ	ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা	৫৪
পঞ্চদশ	ভোটগণনা	৫৭
ষোড়শ	প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন	৬০
সপ্তদশ	ফলাফল একত্রীকরণ	৬১
অষ্টাদশ	নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণা এবং প্রকাশ	৬৩
উনবিংশ	নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারি অর্থ ব্যয়ের সমন্বয় সাধন	৬৪
বিংশ	নির্বাচনি কাগজপত্রাদি সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ	৬৭
একবিংশ	নির্বাচনি অপরাধ, দণ্ড ও প্রয়োগ পদ্ধতি	৬৮
দ্বাবিংশ	নির্বাচনি বিরোধ	৭৭
ত্রয়োবিংশ	নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব	৮২
চতুর্বিংশ	বিবিধ	৮৫

পরিশিষ্টসমূহ

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-ক	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (২০২৩ পর্যন্ত সংশোধিত) বাংলা পাঠ	৮৯
পরিশিষ্ট-খ	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (২০২৩ পর্যন্ত সংশোধিত)	১৫৭
পরিশিষ্ট-গ	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ (২০২৩ পর্যন্ত সংশোধিত)	২২১
পরিশিষ্ট-ঘ	সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮	২৮৩
পরিশিষ্ট-ঙ	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকের তালিকা	২৯১
পরিশিষ্ট-চ	স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১ (২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত)	২৯৫
পরিশিষ্ট-ছ	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদ এবং ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারার উদ্বৃতাংশ	২৯৯
পরিশিষ্ট-জ	নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১	৩০১
পরিশিষ্ট-ঝ	নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা-২০২৩	৩০৫
পরিশিষ্ট-ঞ	Guidelines for International Election Observers and Foreign Media	৩১৯
পরিশিষ্ট-ট	নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিক/গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য নীতিমালা (সংশোধিত)	৩৩৩
পরিশিষ্ট-ঠ	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৩	৩৩৭
পরিশিষ্ট-ড	ভোটারদের জন্য নির্দেশিকা	৩৪৩
পরিশিষ্ট-ঢ	নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী	৩৪৯
পরিশিষ্ট-ণ	ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী	৩৫৫
পরিশিষ্ট-ত	জাতীয় সংসদের পুন:নির্ধারিত নির্বাচনি এলাকার চূড়ান্ত তালিকা-২০২৩	৩৫৯

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। জাতীয় সংসদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য অন্যতম আইনী কাঠামো The Representation of the People Order, 1972, যা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংক্ষেপে আরপিও) নামে বহুল পরিচিত। সময়ের প্রয়োজনে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বিভিন্ন সময়ে সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া অনুদিত বাংলা পাঠ এসআরও আকারে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২। নির্বাচন পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু রিটার্নিং অফিসার। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেন। আইন ও বিধি অনুযায়ী যথাযথভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারের। রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা করার জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে কোন কোন ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

৩। রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী যেমন ব্যাপক, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন পরিচালনায় নানা স্পর্শকাতর এবং সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির মধ্যে রিটার্নিং অফিসারকে তাঁর কর্তব্যে অটল ও অবিচল থেকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য আইনগত দিকগুলো তার ভালভাবে জানা প্রয়োজন। আইনের প্রয়োগে রিটার্নিং অফিসারের সামান্যতম ভুল হলে যে কোন নির্বাচনের সামগ্রিক বিষয়টি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উপরন্তু, ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীর পক্ষে তাৎক্ষণিক কোন মীমাংসার পথ থাকে না এবং তাঁকে নির্বাচন শেষে নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার পর তাঁর অধিকার আদায়ের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়।

৪। রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণের নির্বাচন পরিচালনার সুবিধার্থে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ও অন্যান্য আইন-বিধিমালার আলোকে এ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ম্যানুয়েলে নির্বাচনি সময়সূচি ও রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, গণবিজ্ঞপ্তি, মনোনয়নপত্র গ্রহণ, মনোনয়নপত্র বাছাই, ভোটকেন্দ্র স্থাপন, প্রার্থিতা প্রত্যাহার, প্রতীক বরাদ্দ, নির্বাচনি দ্রব্যাদি সরবরাহ, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, নির্বাচনি দ্রব্যাদি ব্যবহার, প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব, ভোটগ্রহণ পদ্ধতি, ভোট গণনা, নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল, নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণা, নির্বাচনি দলিলাদি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। ম্যানুয়েলটির সাথে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বাংলা পাঠ, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ ; সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ ; রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ ; এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, ২০২৩, Guidelines for Foreign Election Observer 2023, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৩, সাংবাদিক নীতিমালা-২০২৩ সংযোজন করা হয়েছে।

৫। ম্যানুয়েলের কোন বিষয় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন বা বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সে সকল বিষয়ে উল্লিখিত আদেশ ও বিধিমালার বিধানসমূহই প্রযোজ্য হবে এবং আইন, বিধিমালা বিধানসমূহ অনুসরণ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ম্যানুয়েলে উল্লিখিত আদেশ বলতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ বুঝাবে এবং অনুচ্ছেদ বলতে উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ

বুঝাবে। বিধি বলতে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি বুঝাবে। সব শেষে ম্যানুয়েলে ভোটারদের জন্য নির্দেশিকা, নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী এবং ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী সন্নিবেশ করা হয়েছে। ফলে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত হালনাগাদকৃত সকল আইন ও বিধিমালা রিটার্নিং অফিসারগণ সমন্বিতভাবে পেতে সমর্থ হবেন এবং আশা করা যায় তা তাঁর দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়ক হবে।

প্রথম অধ্যায়

ছবিসহ ভোটার তালিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের যে সকল নাগরিকের বয়স ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব, তাঁরা আইন, বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতি প্রতিপালন সাপেক্ষে ভোটার হতে পারেন। বাংলাদেশে অতীতে প্রায় প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ভোটার তালিকা নতুনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৯৭৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১১টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম গ্রহণ করে। সঠিক ও নির্ভুল ভোটার তালিকা সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত হওয়ায় নির্বাচন কমিশন ২০২৩ সালের ০১ জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটারযোগ্য ব্যক্তিদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ভোটারের ছবিসহ আঙ্গুলের ছাপ ও অন্যান্য বায়োমেট্রিক্স তথ্যসহ ৩১টি তথ্য নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজে সংরক্ষিত রয়েছে। ২০ মে, ২০২২ তারিখ থেকে ০৪টি পর্যায়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ভোটার হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিগণ উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে আবেদন করেও ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করেন।

৩। এই হালানাগাদের কার্যক্রম নির্ভুল ও সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকার জন্য সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি হালনাগাদকরণে সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ, গণসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রচার কাজে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করাসহ হালনাগাদ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি মূল্যায়ন করে কমিশনকে অবহিত করেন। এছাড়াও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব এর নেতৃত্বে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। এই হালনাগাদের আওতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

(ক) **ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি** ঃ ২০২৩ সালের ১লা জানুয়ারিতে যার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে বা যিনি ইতিপূর্বে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন তাঁকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা। ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের নিয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকার সিডি প্রস্তুত ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(খ) **ভোটার তালিকায় নাম কর্তন** ঃ বিদ্যমান ভোটার তালিকা হতে মৃত ভোটারের নাম কর্তন ;

(গ) **ভোটার তালিকায় নাম স্থানান্তর** ঃ একই নির্বাচনি এলাকার মধ্যে বা এক নির্বাচনি এলাকা হতে অন্য নির্বাচনি এলাকায় ভোটার তালিকায় নাম স্থানান্তর করা ;

(ঘ) **স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ** ঃ ইতিপূর্বে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের মধ্যে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ এবং একই সাথে দশ আঙ্গুলের ছাপ ও চোখের আইরিশ গ্রহণ কার্যক্রম শুরু করা হয় ; এবং

(ঙ) **জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ** ঃ ইতিপূর্বে ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় প্রস্তুতকৃত এবং অবিতরণকৃত জাতীয় পরিচয়পত্র সংশ্লিষ্ট নির্বাচন অফিসের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

৪। **ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র** ঃ ছবিসহ ভোটার তালিকার তথ্যের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের অনেকাংশে মিল থাকলেও জাতীয় পরিচয়পত্র দেখে ভোটার তালিকায় ভোটারের অবস্থান চিহ্নিত করা যাবে না। জাতীয় পরিচয়পত্রে ভোটারের এনআইডি (NID) নম্বর ও ভোটার তালিকায় ভোটার নম্বর ও ক্রমিক নম্বর ইত্যাদি এক নয়। এ জন্য উল্লিখিত নম্বর ও ভোটার তালিকার তথ্য সম্পর্কে সকলের অবগত থাকা প্রয়োজন। নিম্নে ভোটার তালিকা সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হল :

(ক) ভোটার তালিকায় কভার পৃষ্ঠা এবং প্রথম পৃষ্ঠা ও অন্যান্য পৃষ্ঠার শীর্ষভাগে সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ওয়ার্ড নম্বরসহ বিভিন্ন তথ্যের সাথে ভোটার এলাকার নাম ও কোড নম্বর থাকে।

(খ) ভোটার এলাকা বলতে গ্রাম/মহলা/রাস্তা বা এর অংশ বিশেষ হলেও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ভোটার এলাকার নামের সাথে সেগুলোর হুবহু মিল নাও থাকতে পারে। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে অনেক ভোটার এলাকার নাম সংশ্লিষ্ট মহলা বা রাস্তার নামের সাথে মিল নেই।

(গ) ছবিসহ ভোটার তালিকায় ভোটারের নামের বিপরীতে ৪ অংকবিশিষ্ট ক্রমিক নম্বর রয়েছে। ভোটারের ক্রমিক নম্বর জানা থাকলে ভোটার তালিকায় তার অবস্থান সহজেই জানা যাবে।

(ঘ) ভোটার তালিকায় ভোটারের ১২ ডিজিটের একটি ভোটার নম্বর রয়েছে।

৫। **ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার** ঃ ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ অনুসারে এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার ভোটারগণ সেই এলাকার প্রার্থীগণকে ভোট দিতে পারবেন। তবে প্রার্থী হতে হলে দেশের যে কোন এলাকার ভোটার হলেই চলবে।

৬। **ছবিসহ ভোটার তালিকার ব্যবহার** ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য বর্তমানে প্রণীত ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অর্থাৎ ভোটগ্রহণেকারী কর্মকর্তাগণ ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করবেন। তবে প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে ছবি ছাড়া ভোটার তালিকার সিডি ক্রয় করতে হবে। এ জন্য মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময় নির্বাচনি এলাকার আওতাধীন প্রতি ইউনিয়নের জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/পৌরসভার প্রতি ওয়ার্ডের জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ট্রেজারী চালান/পে-অর্ডার মাধ্যমে টাকা জমা দিতে হবে। ট্রেজারী চালানের পুরাতন কোড নং “১-০৬০১-০০০১-২৬৩১ অথবা নতুন কোড নং ১০৬০১০১১০০১২৫-১৪২৩২৫৩”। উল্লেখ্য, কোন অবস্থাতেই কোন ভোটার, প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি বা কোন রাজনৈতিক দলের নিকট ছবিসহ ভোটার তালিকার সিডি বিক্রয় করা বা দেওয়া যাবে না। ছবিসহ ভোটার তালিকা শুধুমাত্র নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ব্যবহার করবেন।

৭। **মুদ্রিত ছবিসহ ভোটার তালিকার সাথে ছবি ছাড়া সিডি যাচাই** ঃ প্রার্থীগণকে প্রদত্ত ছবিছাড়া ভোটার তালিকার সাথে ছবিসহ মুদ্রিত ভোটার তালিকা শতভাগ যাচাই করে ভোটকেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। ছবিসহ ভোটার তালিকা ও ছবি ছাড়া ভোটার তালিকার প্রতিটি ক্রমিকের বিপরীতে প্রদত্ত ভোটারের তথ্য একই হতে অর্থাৎ শুধুমাত্র ছবি ব্যতীত সকল তথ্য এক ও অভিন্ন থাকতে হবে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সময়সূচি ও মনোনয়নপত্র

জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশন সময়সূচি সম্বলিত প্রজ্ঞাপন জারী এবং অন্যান্য পরিপত্রের মাধ্যমে প্রধান প্রধান কার্যক্রমের পদ্ধতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

২। **সময়সূচি ঘোষণা** ঃ নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১(১) অনুসারে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সময়সূচি ঘোষণা করেন। উক্ত সময়সূচি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ করা হয়। সময়সূচিতে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে ঃ

(ক) রিটার্নিং অফিসার/সহকারী অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ;

(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ ;

(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ;

(ঘ) ভোটগ্রহণের তারিখ।

৩। **নির্বাচনের সময়সূচি স্থানীয়ভাবে অবহিতকরণ** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ১১(২) এর অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারির পর সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসার, যতশীঘ্র সম্ভব কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখসমূহ উল্লেখপূর্বক একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করবেন। গণবিজ্ঞপ্তিটি যে নির্বাচনি এলাকা সম্পর্কিত সে এলাকার কোন উল্লেখযোগ্য স্থান বা স্থানসমূহে প্রকাশ করবেন। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১(৩) অনুসারে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের আহ্বান জানিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকতে হবে।

৪। **রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশন সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারেন। রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচনি কাজে সহায়তাদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত। তবে একজন সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে একের অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য নিয়োগ করা যায় না। গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসারের এলাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

৫। **রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৭ অনুচ্ছেদে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বের বিধানাবলী রয়েছে। রিটার্নিং অফিসার আইন ও বিধিমালা অনুসারে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে যেরূপ কার্যাবলী সম্পাদন করা প্রয়োজন তা সম্পাদন করবেন এবং বিধানাবলী পালন করবেন। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণে থেকে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলার বা নির্বাচনি এলাকার সকল নির্বাচনি কাজের তদারকী করবেন এবং নির্বাচন কমিশন যেরূপ আদেশ বা নির্দেশ জারী করবেন তা যথাযথভাবে পালন করবেন। তাছাড়া রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে ঃ

(১) আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী মাননীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা সাপেক্ষে সহকারী রিটার্নিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবেন।

(২) কোন ভোটারকে ভোটদানের সময় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বা হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা, ভোটগ্রহণে বাধাদান কিংবা ভোটদান হতে বিরত করা অথবা বাধাদানের প্রচেষ্টা অথবা যে কোন প্রকারে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা বা কোন ভোটারের উপর প্রভাব বিস্তার করা অথবা কোন প্রকার কাজ যা নির্বাচনি ফলাফলকে প্রভাবিত করে এরূপ কার্যকলাপের দায়ে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় কারণ লিপিবদ্ধ করে যে কোন সময় নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তাকে অথবা জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত কর্মী অথবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যকে কর্মস্থল হতে প্রত্যাহার করতে পারেন। সেই সাথে কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কমিশন তার বিবেচনা অনুযায়ী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারেন।

(৩) **কমিশন কর্তৃক কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে প্রত্যাহার–**

(ক) যদি কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি কোন ভোটকেন্দ্রে বা নির্বাচনি এলাকায় কর্মরত থাকেন তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ ভোটকেন্দ্র বা নির্বাচনি এলাকা ত্যাগ করে চলে যেতে নির্দেশ দিতে পারবেন।

(খ) উক্তরূপ প্রত্যাহারের নির্দেশের ক্ষেত্রে, নির্দেশে উল্লিখিত সময়ের জন্য অনুরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে নির্বাচনি এলাকার বাইরে থাকার জন্য নির্দেশ দেবেন এবং তদানুযায়ী তিনি নির্দেশ মান্য করবেন এবং যদি তাকে কেবলমাত্র ঐ নির্বাচনি এলাকায় কোন সরকারি দায়িত্ব পালন করতে হয় তা হলে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তার ছুটি বা অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করবেন।

(গ) অনুরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তি সম্পর্কে শাস্তিমূলক বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি প্রেরণ করবেন। কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে প্রত্যাহার করা হলে কমিশন উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

৬। **সময়সূচি সংক্রান্ত গণ-বিজ্ঞপ্তি ঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (২) ও (৩) এ বিধান রয়েছে যে, নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, রিটার্নিং অফিসারগণ তাদের আওতাভুক্ত নির্বাচনি এলাকাসমূহের জন্য পৃথক পৃথক গণ বিজ্ঞপ্তি জারী করবেন। উক্ত গণ বিজ্ঞপ্তিতে কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচির উল্লেখ থাকবে। এতদ্ভিন্ন রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান ও সময় উল্লেখ করে একই গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র আহ্বান করতে হবে। মনোনয়নপত্র অফিস চলাকালীন সময় গৃহীত হবে। নিম্নেগত বিজ্ঞপ্তির একটি নমুনা দেয়া হল ঃ

"গণ বিজ্ঞপ্তি"

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (২) অনুসারে আমি ....,
(নাম)

.... ও রিটার্নিং অফিসার এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে,
(পদবী)

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন .... ২০২৩/..................... ১৪৩০ তারিখে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার ভোটারগণকে স্ব স্ব নির্বাচনি এলাকা হতে একজন জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত করার জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচি ঘোষণা করেছেনঃ-

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	ঃ	---------------- ( )
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	ঃ	---------------- ( )
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	ঃ	---------------- ( )
(ঘ)	ভোটগ্রহণের তারিখ	ঃ	---------------- ( )

২। পূর্বোল্লিখিত আদেশের অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (৩) অনুসারে ....
(নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনি এলাকার সকল বাসিন্দাদের জ্ঞাতার্থে আমি আরও জানাচ্ছি যে, আগামী...............২০২৩/ .... ১৪৩০ তারিখ অথবা উক্ত দিনের পূর্ববর্তী কোন দিনে সকাল ০৯ টা হতে বিকাল ০৫টা পর্যন্ত উল্লিখিত নির্বাচনি এলাকা হতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট হতে আমার কার্যালয়ে................এবং আমার সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে...................
(কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা) (কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা)

মনোনয়নপত্র গৃহীত হবে।

তারিখঃ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম,
পদবী ও স্বাক্ষর
নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম।"

৭। **মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং দাখিল** ঃ (১) নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৩ বিধি অনুসারে মনোনয়নপত্র সরাসরি বা অনলাইনে দাখিল করা যাবে ঃ

(ক) কোন প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী বা প্রার্থীর প্রতিনিধি মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে তা সরাসরি দাখিল করতে পারবেন ; অথবা

(খ) অনলাইনে মনোনয়নপত্র পূরণ ও দাখিলের জন্য কোন প্রার্থী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর ওয়েবসাইটের (www.ecs.gov.bd) সংশ্লিষ্ট লিংকে (পোর্টাল) প্রবেশ করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর পোর্টালে লগইন করে মনোনয়নপত্র পূরণ ও দাখিল করতে পারবেন।

(২) অনলাইনের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যথা ঃ

(ক) অনলাইনে মনোনয়নপত্র পূরণ ও দাখিল করার উদ্দেশ্যে পোর্টালে প্রবেশ করে তার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর বা ভোটার নম্বর, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি এবং নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম এন্ট্রি করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ; রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর ইউজার নেইম ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে ;

(খ) জাতীয় পরিপয়পত্রের বায়োমেট্রিক ফিচারে সংরক্ষিত মুখায়ব তথ্যের সাথে প্রার্থী, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর চেহারা সনাক্তকরণ (Facial Recognition) করতে হবে ;

(গ) কোন প্রার্থী পোর্টালে প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে মনোনয়ন, ব্যক্তিগত তথ্যাদি ও হলফনামা সংক্রান্ত তথ্যাদি এন্ট্রি করবেন এবং অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (হলফনামা, আয়কর প্রদান সংক্রান্ত কাগজপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ) স্ক্যান করে Portable Document Format (পিডিএফ) আকারে সংযুক্ত করবেন ; তবে প্রযোজ্য স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরাসরি দাখিল করতে হবে।

(ঘ) প্রার্থী পোর্টালে রক্ষিত অনলাইন পেমেন্ট মেথড ব্যবহার করে জামানত বাবদ নির্ধারিত অর্থ প্রদান করার পর মনোনয়নপত্রটি দাখিল করবেন।

(ঙ) রিটার্নিং অফিসার অনলাইনে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃজিত/প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর অনুসারে পঞ্চম খন্ড মোতাবেক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন এবং প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ ও বাছাইয়ের নোটিশ অনলাইনে প্রার্থীকে প্রেরণ করবেন।

(চ) মনোনয়নপত্র দাখিলের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রার্থীর প্রদত্ত মোবাইল ফোনে মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকার, মনোনয়নপত্র বাছাই-এর স্থান ও তারিখ, মনোনয়নপত্র বাছাই এর সিদ্ধান্ত, প্রার্থীতা প্রত্যাহার এবং প্রতীক বরাদ্দসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পর্যায়ক্রমে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে এবং উল্লিখিত তথ্যাদি পোর্টালেও প্রদর্শিত হবে।

৮। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ** ঃ রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনবোধে অনলাইনে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির মূল কপি মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত দিনে তাঁর নিকট দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করতে পারবেন। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন অথবা তফসিল ঘোষণার পর হতে শেষ দিনের পূর্ববর্তী যে কোন দিনে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে আসলে তিনি তা গ্রহণ করবেন। মনোনয়নপত্র গ্রহণ করার সময় মনোনয়নপত্রের নির্ধারিত স্থানে ক্রমিক নম্বর প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে ক্রমিক নম্বরের আগে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে গৃহীত ক্রমিক নম্বরের পূর্বে **রিঅ-** এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে গৃহীত **সরিঅ-** প্রদান করলে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। একজন প্রার্থী একাধিক মনোনয়নপত্র এক স্থানে জমা দিলে সেক্ষেত্রে প্রথমে একটি পূর্ণ নম্বর প্রদান করে অন্যান্য কপিতে বন্ধনীতে যথাক্রমে (ক), (খ) অথবা (১), (২) ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে।

৯। **জামানত** ঃ মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী স্বয়ং কিংবা প্রার্থীর পক্ষে বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে জামানত হিসেবে–

(ক) নগদ বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিতে হবে ; অথবা

(খ) জামানত হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোন শাখায় অথবা যে কোন ব্যাংক অথবা সরকারি ট্রেজারী অথবা সাব ট্রেজারীতে ৬/০৬০১/০০০১/৮৪৭৩ নম্বর অথবা সর্বশেষ সংশোধিত ১০৯০৩০২১০১৪৪৩-৮১১৩৫০১ কোডে জমা দিতে হবে। একটি নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে সে প্রার্থীর অনুকূলে শুধু একটি মাত্র জামানত প্রদান করতে হবে। অন্য মনোনয়নপত্রের সাথে চালান/রসিদ এর সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

(গ) জামানত বাবদ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ব্যতীত মনোনয়নপত্র দাখিলকারী/ প্রার্থীর নিকট হতে অন্য কোন রকমভাবে অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় বা প্রদান করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

১০। **মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ** ঃ রিটার্নিং অফিসার প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে ক্রমিক নম্বর দেবেন, মনোনয়নপত্রে দাখিলকারীর নাম, মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির সময় ও তারিখ লিপিবদ্ধ করবেন। রিটার্নিং অফিসার কখন, কোন তারিখে ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন তা সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে অবহিত করবেন এবং মনোনয়নপত্র প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নিকট হস্তান্তর করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রাপ্তি স্বীকার রসিদটি মনোনয়নপত্রের সাথে সংযোজিত আছে। সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট যে মনোনয়নপত্র দাখিল হবে সেক্ষেত্রেও সহকারী রিটার্নিং অফিসার অনুরূপভাবে প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে ক্রমিক নম্বর দিবেন, মনোনয়নপত্রে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নাম, মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির সময় ও তারিখ লিপিবদ্ধ করে মনোনয়নপত্র প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নিকট হস্তান্তর করবেন। প্রাপ্তি স্বীকার রসিদে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র কখন, কোন তারিখে এবং কোথায় বাছাই করা হবে তাও উল্লেখ থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে রিটার্নিং অফিসার কখন, কোন তারিখে এবং কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন তা জানিয়ে দেবেন। অনলাইনে প্রাপ্ত মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিষয়ে মনোনয়ন ফরমের

পঞ্চম খন্ড (প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ ও বাছাই এর নোটিশ) পূরণ করে পিডিএফ ফাইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে তাহার ইমেইলে প্রেরণ করবেন।

১১। **সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত ; ফলে রিটার্নিং অফিসারের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ তাদের কাছে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়-সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরই যাতে সতর্কতার সাথে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করেন, সে বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণকে নির্দেশ প্রদান করবেন।

১২। **মনোনয়নপত্র সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ** ঃ আদেশের ১২ অনুচ্ছেদের (৭) দফা অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে তার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রার্থীর নাম, প্রস্তাবকারীর নাম এবং সমর্থনকারীর নাম ইত্যাদি মনোনয়নপত্রে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে তার বিবরণী সম্বলিত নোটিশ তাঁর কার্যালয়ের কোন দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করতে হবে।

১৩। **মনোনয়নপত্র বাছাই** ঃ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্দিষ্ট দিনে রিটার্নিং অফিসার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৪ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের কাজ শেষ করবেন। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় আইন অনুসারে প্রার্থীগণ, তাদের নির্বাচনি এজেন্টগণ, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী এবং প্রার্থী কর্তৃক নিযুক্ত (তিনি আইনজীবীও হতে পারেন) অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবেন। তারা যদি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখতে চান তবে তাঁদের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করতে হবে। উপস্থিত সকলের সম্মুখে রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং কেউ কোন মনোনয়নপত্র সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করলে তা নিষ্পত্তি করবেন। তাছাড়াও কোন আপত্তির ভিত্তিতে অথবা স্বউদ্যোগে যুক্তিযুক্ত মনে করলে যে কোন মনোনয়নপত্রের বৈধতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান করতে পারবেন।

১৪। **বাছাইয়ের সময় বিবেচ্য বিষয়** ঃ মনোনয়নপত্র বাছাইকালে রিটার্নিং অফিসার নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন–

(ক) প্রার্থী সংসদ নির্বাচনের যোগ্য কিনা ;

(খ) প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে প্রস্তাব/সমর্থন করার যোগ্য কিনা ;

(গ) আদেশ-এর ১২ বা ১৩ অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা ;

(ঘ) প্রার্থী এবং প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক কিনা।

(ঙ) সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর বিবরণী দাখিলের প্রমাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র।

১৫। **সারবত্তাহীন ত্রুটির জন্য মনোনয়নপত্র বাতিল না করা** ঃ ছোটখাট ত্রুটির জন্য কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে না। যদি বাছাইয়ের সময় এমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নজরে আসে যা তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন সম্ভব, তা হলে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর দ্বারা তা সংশোধন করিয়ে নিতে হবে। কোন প্রার্থীর একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার কারণে ঐ প্রার্থীর অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি মনোনয়নপত্র বৈধ হলেই তাঁর প্রার্থীপদ অটুট থাকবে। যদি কোন

প্রার্থী একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করেন তবে বাছাইয়ের সময় একটি মনোনয়নপত্র বৈধ পাওয়া গেলে অন্য মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের প্রয়োজন হবে না। মনোনয়নপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল প্রসংগে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত মনোনয়নপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উল্লিখিত আদেশ-এর ১৪ অনুচ্ছেদে (৩) দফার (ডি) উপ দফার (iii) নং শর্ত অনুসারে ভোটার তালিকার কোন অন্তর্ভুক্তির শুদ্ধতা অথবা বৈধতার প্রশ্নে কোন অনুসন্ধান চালানো যাবে না। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্য পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাবে না।

১৬। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ** ঃ আদেশের ১৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর যে সকল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হবে তাঁদের বিবরণী নির্ধারিত ৪নং ফরমে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকায় সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশিত তালিকা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করতে হবে এবং উক্ত তালিকার একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও প্রেরণ করতে হবে। আপিল করা হলে আপিলের সিদ্ধান্ত/ ফলাফলের ভিত্তিতে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

১৭। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল** ঃ আদেশ এর ১৪ এর দফা (৫) এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি-৫ অনুসারে মনোনয়পত্র বাছাই অন্তে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন সিদ্ধান্তে কোন প্রার্থী বা কোন ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হলে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পরবর্তী পাঁচ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন বরাবর সংক্ষুব্ধ পক্ষ অথবা তদ্‌কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি আপীল দায়ের করতে পারবেন।

(ক) কমিশনকে সম্বোধন করে কমিশন সচিবালয়ের সচিবের নিকট আপীল দায়ের করতে হবে।

(খ) আপীল স্মারকলিপি আকারে হবে এবং উহাতে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের তারিখ, আপীলের কারণ সম্বলিত বিবৃতি এবং তর্কিত আদেশের একটি সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।

(গ) স্মারকলিপি আকারে দায়েরকৃত আপীলের একটি মূল কপিসহ মোট [১][সাতটি] কপি দাখিল করতে হবে।

(ঘ) কমিশন সংক্ষিপ্তভাবে অথবা যেভাবে উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেভাবে আপীল নিষ্পত্তি করবেন।

(ঙ) আপীল মঞ্জুরের ক্ষেত্রে, কমিশনের আদেশক্রমে, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা সংশোধন করতে হবে।

১৮। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা সংশোধন** ঃ আদেশ এর অনুচ্ছেদ ১৪ দফা (৫) ও বিধি-৬ অনুসারে আপিল মঞ্জুর করা হলে অনুচ্ছেদ ১৫ দফা (২) অনুযায়ী কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা সংশোধন করতে হবে। বৈধভাবে মনোনীত সংশোধিত প্রার্থী তালিকা–

(ক) জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করতে হবে।

(খ) নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

১এস.আর.ও নং ৩৫০-আইন/২০১৩, তারিখ ঃ ১৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৯। **প্রার্থীপদ প্রত্যাহার** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৬ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে যে কোন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী লিখিত এবং স্বাক্ষরিত নোটিশের মাধ্যমে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে অথবা তার পূর্বে নিজে অথবা লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারবেন।

অপরদিকে ১৬ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল একটি নির্বাচনি এলাকায় একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান বা সচিব বা সমপদমর্যাদার কার্যনির্বাহী কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত পত্রের মাধ্যমে তিনি নিজে বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে অথবা তার পূর্বে চূড়ান্ত প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন এবং সেক্ষেত্রে উক্ত দলের অন্যান্য মনোনীত প্রার্থী আর প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন না।

দফা (৩) অনুসারে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য লিখিত নোটিশ দেয়া হলে বা রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হলে কোন অবস্থাতেই তা ফেরত বা বাতিল করা যাবে না।

দফা (৪) অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নোটিশ এবং রাজনৈতিক দল কর্তৃক চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়া হলে রিটার্নিং অফিসার যদি সন্তুষ্ট হন যে স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বা দলের চেয়ারম্যান বা সমপদমর্যাদার কার্যনির্বাহীর তবে রিটার্নিং অফিসার উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি তার কার্যালয়ে দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করবেন।

২০। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ** ঃ নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দের পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৫) এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ অনুসারে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পরবর্তী দিন বিধিমালায় বর্ণিত ৫নং ফরমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম বাংলা ভাষার বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তালিকা–

(ক) উক্ত তালিকা রিটার্নিং অফিসারকে দর্শনীয় স্থানে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নামের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

২১। **প্রার্থীর মৃত্যু** ঃ প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই এমন কোন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী মৃত্যুবরণ করিলে বা ৯১ই (Article-91E) অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত কারণে প্রার্থিতা বাতিল হলে রিটার্নিং অফিসারকে গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম বাতিল করতে হবে। এ বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

(ক) নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল সংক্রান্ত রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে।

(খ) রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে অবহিত হওয়ার পর কমিশন উক্ত নির্বাচনি এলাকার জন্য নতুন নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করবেন যার পরিপ্রেক্ষিতে রিটার্নিং অফিসার কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠানে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। তবে ইতিপূর্বে যারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন, তাদের নতুন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে না।

২২। **কতিপয় কারণে নির্বাচনি কার্যক্রম বাতিল বা স্থগিতকরণে রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা** ঃ রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে যদি মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই অথবা প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কিত কাজ নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না করা যায়, তবে আদেশের ১৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনি উল্লিখিত কার্যক্রম বাতিল অথবা মুলতুবি করতে পারবেন। পরবর্তীতে কমিশনের অনুমোদনক্রমে, বাতিলকৃত অথবা মুলতুবি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারকে নতুন তারিখ ধার্য করতে হবে।

২২। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন** ঃ আদেশের অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর যদি কেবলমাত্র একজন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী থাকেন অথবা অনুচ্ছেদ ১৬ অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যদি কেবলমাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকেন, তাহলে অনুচ্ছেদ ১৯-এর বিধান অনুসরণ করে উক্ত প্রার্থীকে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর কোন প্রার্থী রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের না করলে একমাত্র বৈধ প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা যাবে, অথবা আপিল দায়ের হলে কমিশন কর্তৃক আপিলে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৩। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর রিটার্ন প্রেরণ** ঃ যদি একমাত্র প্রার্থীকে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়, তবে ঘোষণার পর আদেশের অনুচ্ছেদ ১৯-এর দফা (২)-এর বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

২৪। **ভোটগ্রহণের দিন ও সময় নির্ধারণ** ঃ আদেশের ২৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ভোটগ্রহণের সময় নির্ধারণ করতঃ গণবিজ্ঞপ্তি জারী করার বিধান রয়েছে। নির্বাচনের সময়সূচি জারীর পর নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন সময়ে বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ করা হবে তা রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় অবহিত করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ভোটকেন্দ্র স্থাপন

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন অত্যাবশ্যক। ব্যক্তি/গোষ্ঠী/দলের প্রভাববিহীন ও ভোটারদের ভোট প্রদানের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণের উপর সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি অনুসারে ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ করা এবং তার চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত রয়েছে।

২। **ভোটকেন্দ্রের তালিকা** ঃ নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২৩ প্রণয়ন করে প্রাথমিক তালিকা প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করে। প্রাথমিক তালিকার উপর দাবী/আপত্তি/সুপারিশ গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতঃ চূড়ান্ত করা হয়।

৩। **ভোটকেন্দ্র স্থাপনে করণীয়** ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২৩ এ উল্লিখিত কমিটি করণীয় অনুসরণ করে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রস্তুতের নির্দেশনা দেয়া হয়। নীতিমালা অনুযায়ী গড়ে ৩০০০ ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র এবং সাধারণভাবে ৫০০ জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৪০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণ ; তবে ইভিএম এর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ৪০০ জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৩৫০ জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণ করা। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে ভোটকেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম অধিকতর সহজ ও সুষ্ঠু হবে।

৪। **কমিটির করণীয়** ঃ উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা উপজেলা কমিটির সভায় খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা উপস্থাপন করবেন। খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করত: সংশ্লিষ্টগণের মতামত গ্রহণ করবেন। উপজেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে সম্মিলিতভাবে ভোটকেন্দ্রসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং সার্বিক বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনাক্রমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা চূড়ান্ত করবেন। উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা উক্ত খসড়া তালিকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। অত:পর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা উক্ত তালিকা মহানগর/জেলা কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। মহানগর/জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ দৈবচয়ন ভিত্তিতে ভোটকেন্দ্র সরেজমিন তদন্ত করবেন এবং পরবর্তীতে সভায় মিলিত হয়ে উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা এর নিকট হতে প্রাপ্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করবেন। উক্ত মতামতসহ খসড়া তালিকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। মহানগরীসমূহের ক্ষেত্রে থানা নির্বাচন কর্মকর্তা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা সরাসরি মহানগর/জেলা কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। এক্ষেত্রে মহানগর/জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ ভোটকেন্দ্রসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করবেন।

৫। **চূড়ান্ত তালিকায় কোন কেন্দ্র কোন প্রার্থীর নিয়ন্ত্রণে বা বাড়ি সংলগ্ন কিনা তা অবহিতকরণ** ঃ ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত হলেও এমনকি গেজেটে প্রকাশ করা হলেও আদেশের ৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুসারে চূড়ান্ত তালিকায় উলিখিত কোন ভোটকেন্দ্র কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে থাকলে তা জরুরি ভিত্তিতে কমিশনকে জানাতে হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার সকল ভোটকেন্দ্র সরেজমিনে পুংখানুপুংখভাবে যাচাই করে এ বিষয়ে কমিশনে মতামত প্রেরণ করতে হবে।

৬। **রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রেরণ** ঃ রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় কমিটি কর্তৃক ইতি:পূর্বে প্রণয়নকৃত ভোটকেন্দ্র পুন:যাচাই করে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের তালিকা নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন।

৭। **ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ প্রেরণ** ঃ ভোটকেন্দ্রের তালিকার সাথে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা, পুরুষ ও মহিলা ভোটার সংখ্যা, কয়টি ভোটকেন্দ্র এবং কয়টি ভোটকক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে তার একটি সারসংক্ষেপ তৈরী করতে হবে। সে সাথে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সংখ্যাও অবহিত করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়নের সুবিধার্থে অপর পৃষ্ঠায় সংযোজিত ছকটি ব্যবহার করতে হবে। ভোটকেন্দ্র চূড়ান্ত করার জন্য রিটার্নিং অফিসার একই ছকে নির্বাচন কমিশনের ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রেরণ করবেন।

‘ছক’

ভোটকেন্দ্রের তালিকা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম...

ক্রমিক	ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান	ভোটকক্ষের সংখ্যা	যে এলাকার ভোটারগণ এই ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করবেন (ভোটার এলাকার নাম)			ভোটকেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য
			পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে গ্রামের নাম	শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং/মহল্লা/ রাস্তার নাম	যেসব কেন্দ্রে ভোটার এলাকা বিভক্ত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ভোটারদের ক্রমিক নম্বর	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫(ক)	৫(খ)	৫(ক+খ)	৬

উপজেলা/থানা :

ইউনিয়ন/পৌর এলাকা/সিটি কর্পোরেশন :

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড :

১।

২।

....
রিটার্নিং অফিসার

ভোটকেন্দ্রের তথ্য সম্বলিত সার-সংক্ষেপ

উপজেলা/ থানার সংখ্যা ও নাম	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সংখ্যা ও নাম	ইউনিয়ন/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সংখ্যা	ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা			ভোটকক্ষের সংখ্যা			ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য
			স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট	স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪ (ক+খ)	৫(ক)	৫(খ)	৫ (ক+খ)	৬(ক)	৬(খ)	৬(ক+খ)	৭

....
সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার

চতুর্থ অধ্যায়

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা অর্থাৎ প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক একটি প্যানেল প্রস্তুত করার বিধান রয়েছে। রিটার্নিং অফিসার তাঁর অধীনস্থ নির্বাচনি এলাকা বা জেলায় স্থাপিত সকল সরকারি অথবা বেসরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের নিকট হতে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের উদ্দেশ্যে যে যে শ্রেণী ও গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রয়োজন তার প্যানেল প্রস্তুতের জন্য লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা সরবরাহ করতে নির্দেশ দেবেন। এ লক্ষ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং প্রয়োজনবোধে বেসরকারি অফিস হতে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা (স্কেলসহ) তাঁর কার্যালয়ে প্রেরণ করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকল অফিস/প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করবেন।

২। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিম্নরূপভাবে প্যানেলভুক্ত করতে হবে ঃ**

(১) **প্রিজাইডিং অফিসার ঃ**

(ক) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণীর/প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা, ক্ষেত্র বিশেষে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ;

(খ) সরকারি/সরকারি অনুদান প্রাপ্ত কলেজ/সমমানের মাদ্রাসার শিক্ষক, ক্ষেত্র বিশেষে ডেমনস্ট্রেটর/কর্মকর্তা ;

(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন অথবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা, ক্ষেত্রবিশেষে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা ;

(ঘ) সরকারি/সরকারি অনুদান প্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়/সমমানের মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক, ক্ষেত্র বিশেষে সিনিয়র শিক্ষক ;

(ঙ) প্রয়োজনবোধে বেসরকারি ব্যাংক, বীমা অথবা নির্ভরযোগ্য যে কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারী প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ কর্মকর্তা/কলেজ শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষক।

(২) **সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ঃ**

(ক) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা/দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা ;

(খ) সরকারি/সরকারি অনুদান প্রাপ্ত কলেজ/সমমানের মাদ্রাসার ডেমনস্ট্রেটর/ কর্মকর্তা ;

(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন অথবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় শ্রেণীর/দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা ;

(ঘ) সরকারি/সরকারি অনুদান প্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/সমমানের মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/সিনিয়র শিক্ষক/শিক্ষক ;

(ঙ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়/রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

(৩) **পোলিং অফিসার ঃ**

(ক) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ;

(খ) সরকারি/সরকারি অনুদান প্রাপ্ত কলেজ/সমমানের মাদ্রাসার কর্মচারী ;

(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন অথবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ;

(ঘ) সরকারি/সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/সমমানের মাদ্রাসার শিক্ষক/কর্মচারী ;

(ঙ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়/রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ;

(চ) প্রয়োজন বোধে বেসরকারি ব্যাংক, বীমা অথবা নির্ভরযোগ্য যে কোন বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ শিক্ষক/কর্মচারী।

৩। **প্যানেল প্রস্তুতের প্রাথমিক কার্যক্রম ঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক একটি প্যানেল প্রস্তুতের বিধান রয়েছে। রিটার্নিং অফিসার তাঁর আওতাধীন জেলা/মেট্রোপলিটনভুক্ত এলাকায় স্থাপিত সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের নিকট হতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশ্যে যে যে গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারি প্রয়োজন তার প্যানেল প্রস্তুতের জন্য লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের তালিকা সরবরাহ করতে নির্দেশ দিবেন। এ লক্ষ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে নির্বাচনি এলাকাধীন সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রয়োজনবোধে বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান হতে নাম, পদবী, কর্মস্থল, বেতন স্কেল, মূল বেতন, জন্ম তারিখ/বয়স, প্রয়োজনে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, নিজ জেলা ও উপজেলা/থানা এবং টেলিফোন নম্বরসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা সংগ্রহ করতে হবে। মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকাভুক্ত নির্বাচনি এলাকার জন্য আলাদা তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

৪। **কতিপয় ব্যক্তিকে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত না করা ঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে কোন প্রার্থীর অধীনে কোন সময় চাকুরীতে সরাসরি নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না। তাছাড়া যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা শিক্ষক/শিক্ষিকা সম্পর্কে নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সেসব কর্মকর্তা/কর্মচারী/শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাবে না অর্থাৎ এসব কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৫। **প্যানেলে বিভিন্ন বিষয় অর্ন্তভুক্তকরণ ঃ** ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তার প্যানেল প্রস্তুত করার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা, সততা, সাহস এবং নিরপেক্ষতার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের প্যানেল প্রস্তুতের সময় যথাসম্ভব তাদের পদমর্যাদা, জ্যেষ্ঠতা, বেতনস্কেল ও মূল বেতন বিবেচনা করতে হবে। প্রয়োজনে প্যানেলে অন্তর্ভুক্তদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি যেমন-তার শারীরিক, মানসিক অবস্থা, বয়স বা

অন্য কোন কর্মব্যস্ততা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে তালিকায় চিহ্নিত করে রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, কোনক্রমেই চতুর্থ শ্রেণীর (জাতীয় বেতন স্কেলের গ্রেড ১৭-২০) কোন কর্মচারীকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দায়িত্ব দেয়া যাবে না।

৬। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ** ঃ আইনানুগ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁদের নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বিধায় ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের চূড়ান্ত নিয়োগের পূর্বেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষকদের মধ্য হতে বাছাই করে যাদেরকে চূড়ান্ত নিয়োগ দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাঁদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করতে হবে। তবে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগের জন্য যত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষকের প্রয়োজন হবে তার চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বেশী সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষককে প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করতে হবে।

৭। **অন্যান্য কাজে দায়িত্ব পালনকারীদের তালিকা** ঃ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের প্যানেল ছাড়াও প্রয়োজনবোধে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রিটার্নিং অফিসার/জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ফলাফল, পরিস্থিতি প্রতিবেদন সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজে এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার/ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একটি আলাদা তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্র

জেলার নাম: ....নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম: ....
ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান: ....ভোটকক্ষের (বুথ) সংখ্যা.......................
যে ভোটার এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করবেন সে এলাকার নাম:

১। .... ২। .... ৩। ....

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (১ক) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, আমি................ ....নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে উপরোল্লিখিত ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য এতদ্বারা প্রিজাইডিং অফিসার, এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা দানের জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিলাম:

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম ও পদবী	পোলিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম যিনি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে কাজ করবেন
১	২	৩	৪
১।.....................	১।.....................	১।..................... ২।.....................	১। ....
	২।.....................	১।..................... ২।.....................	
	৩।.....................	১।..................... ২।.....................	

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর
ও
নাম, পদবী, ঠিকানা সম্বলিত সিল মোহর

স্থান: ....

তারিখ: ....

....

প্রাপ্তি স্বীকার ও অঙ্গীকারনামা

(এই অংশটুকু রিটার্নিং অফিসারকে ফেরত দিতে হবে)

আমি ………………………………….. উপরে বর্ণিত নিয়োগ গ্রহণ করে অঙ্গীকার করছি যে, আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সর্বপ্রকার দলীয়/গোষ্ঠীয়/ধর্মীয় প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে পালন করিব। আমি অবগত আছি যে, দায়িত্ব সম্পাদনে কোন ব্যত্যয়ের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের ১৫৫নং আইন) ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩নং আইন) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন অনুযায়ী দায়ী থাকিব।

…………………………………………………………

প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/
পোলিং অফিসার এর নাম এবং জাতীয় পরিচিতি নম্বর

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম: …………………………………………..

পঞ্চম অধ্যায়
ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯ অনুচ্ছেদের ১(খ) দফা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। উল্লিখিত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে প্যানেল প্রস্তুতের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন অফিস, প্রতিষ্ঠান হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা সংগ্রহ করতে হয়।

২। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ** ঃ এ উপলক্ষে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দুইজন পোলিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগপত্রের নমুনা পূর্বের অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। নিয়োগপত্রে প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে চিহ্নিত করে দিতে হবে।

৩। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনা** ঃ ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একই ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদা/বেতন স্কেল যেন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের পদমর্যাদা হতে নিম্নে না হয়। অনুরূপভাবে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদা/বেতন স্কেল যেন পোলিং অফিসারের পদমর্যাদা বা বেতনক্রম হতে নিম্নে না হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তা বাধা হবে না। অর্থাৎ কোন একটি ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার অন্য কোন ভোটকেন্দ্রের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হতে নিম্ন পদমর্যাদার হলেও অসামঞ্জস্য হবে না। তাছাড়া ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের চূড়ান্ত নিয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেসব প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হবে সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের যেন ঐ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব দেওয়া না হয়। তবে প্রিজাইডিং অফিসারের কাজের সুবিধার্থে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানের একজনকে পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। কোন প্রার্থী কর্তৃক কোন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা যাতে প্রভাবিত হতে না পারে সে জন্য প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা যে উপজেলা/থানার বাসিন্দা যতদূর সম্ভব তাদেরকে যেন উক্ত উপজেলা/থানার ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব দেয়া না হয়। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার যে ভোটকেন্দ্রের ভোটার সেই ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না। এ বিষয়ে পরিপত্রের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে আরও নির্দেশনা দেয়া হবে।

৪। **প্রার্থীর অধীন চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ নিষিদ্ধ** ঃ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের সময় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯ এর বিধানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। উক্ত শর্ত অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চাকুরীতে নিয়োজিত থাকেন অথবা অতীতে কোন সময় নিয়োজিত ছিলেন, তবে তাকে প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। তাছাড়া যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা শিক্ষক/ শিক্ষিকা বিতর্কিত অথবা যাঁদের সম্পর্কে সংশয় ও মতবিরোধ রয়েছে, সে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যকে কোন অবস্থাতেই ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না।

৫। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগে বিশেষ যোগ্যতা** ঃ প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগের সময় ঐ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, সততা, সাহস এবং নিরপেক্ষতার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা তাদের কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, সততা, সাহস ও নিরপেক্ষতার উপরই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্ভরশীল। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণকে সকল প্রকার প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে।

৬। **মহিলা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ** ঃ মহিলা ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য যথাসম্ভব মহিলা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং মহিলা পোলিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। মহিলা ভোটাররা যাতে স্বাচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে সমর্থ হন তার সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভোটকক্ষের ব্যবস্থা করে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা** ঃ ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশিকা" সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া "ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী" শীর্ষক একটি লিফলেট নির্বাচন কমিশন হতে প্রস্তুত করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারগণ উক্ত নির্দেশাবলী সম্বলিত পুস্তিকা এবং লিফলেট সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণকে সরবরাহ করবেন। উক্ত নির্দেশাবলীসমূহ যথাসময়ে সরবরাহের পর পরই প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে তারা নির্দেশাবলী সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন কিনা তা নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে।

৮। **প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতি** ঃ অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে অনুপস্থিতি হতে বা উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে, প্রিজাইডিং অফিসার তার অনুপস্থিতি বা অক্ষমতার কারণ যথাশীঘ্র সম্ভব রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন এবং রিটার্নিং অফিসার নিয়োগপত্রে বিকল্প প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে উল্লিখিত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণের মধ্য হতে যে কোন একজনকে উক্ত প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করবেন। রিটার্নিং অফিসার কারণ লিপিবদ্ধ করে ভোটগ্রহণ চলাকালে যে কোন সময়, যে কোন প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসারকে তার দায়িত্ব পালন হতে বিরত থাকার আদেশ দিতে পারবেন এবং উক্তরূপ আদেশ প্রদানের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৯। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের পরিচয়পত্র** ঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের পরিচিতির জন্য পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হবে। সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব পালনকালে এ পরিচয়পত্র বহন করতে হবে। নিম্নে এ পরিচয়পত্রের নমুনা প্রদর্শন করা হ'ল:

জাতীয় সংসদ নির্বাচন.............

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার পরিচয়পত্র

প্রিজাইডিং অফিসার/

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/

পোলিং অফিসারের নাম :.................................জাতীয় পরিচিতি নম্বর :...........................

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম :..

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম :..

ভোটকক্ষের নম্বর (সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসারের ক্ষেত্রে) :

....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও পূর্ণ নাম

পদবী ও ঠিকানা সম্বলিত সিল মোহর

তারিখ: ....

(হস্তান্তরযোগ্য নহে)

১০। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের বিশেষ সতর্কতা ঃ** আইন ও বিধিগতভাবে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালনের উপরই সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই তাদেরকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। অতীতে দেখা গেছে যে, কোন স্বার্থান্বেষী হয়তো ব্যালট পেপার/ব্যালট পেপারসমূহ ব্যালট বাক্সে না ফেলে কৌশলে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে নানা বিভ্রান্তি ছড়ায় বা নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করার পাঁয়তারা করে। আবার কেউ কেউ মুড়িপত্র নিয়ে যায়। এ সকল পরিস্থিতি নিরসনে প্রত্যেক ভোটকক্ষের দায়িত্ব প্রাপ্ত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণের একজন প্রত্যেক ভোটার ভোট প্রদানের পর ব্যালট বাক্সে ফেলেছে কিনা তা তদারকি করবেন। ব্যালট পেপারের পিছনে অফিসিয়াল সিল ও স্বাক্ষর প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আর ব্যালট বইয়ের ব্যালট শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুড়িপত্রসমূহ প্রিজাইডিং অফিসারকে কোন বাক্সে বা প্যাকেটে নিরাপত্তা সহকারে রাখতে হবে, যাতে কক্ষ হতে বা গণনার সময় কেউ নিয়ে যেতে না পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য সংবিধান এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। মনোনয়নপত্রে প্রার্থীকে যেমন স্বাক্ষর করতে হয়, তেমনি প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীকেও স্বাক্ষর করতে হয়। প্রার্থীর ন্যায় প্রত্যেক প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর যোগ্যতা সম্পর্কে আইনে বিধান রয়েছে। এ অধ্যায়ে জাতীয় সংসদের প্রার্থীর যোগ্যতা, অযোগ্যতা এবং প্রস্তাবক ও সমর্থকদের যোগ্যতা ও করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। **জাতীয় সংসদের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা** ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদে সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিধান রয়েছে। নিম্নে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা বর্ণনা করা হ'ল :

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের নাগরিক এবং যার বয়স ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হয়েছে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না, যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁকে মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা করেন ;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করে থাকেন ;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন ;

তবে সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২ক) দফা অনুসারে ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি-

(অ) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করলে ; কিংবা

(আ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে-

এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন বলে গণ্য হবে না।

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁর মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে ;

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন ;

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ;

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবেন না।

(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ (১) অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল :

(ক) কোন ভোটার এলাকায় ভোটার হিসাবে তাঁকে তালিকাভুক্ত হতে হবে ;

(খ) তাঁকে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী বা একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে হবে ;

তবে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলের পক্ষে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী স্বাক্ষরিত দলের মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র থাকতে হবে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে নিম্নের যেকোন একটি শর্ত পূরণ করতে হবে :

(i) ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে হবে ; অথবা

(ii) তাঁর নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা প্রদান করতে হবে।

(গ) প্রজাতন্ত্রের বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকলে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন না। উল্লেখ্য যে "লাভজনক পদ" (Office of profit) অর্থ প্রজাতন্ত্র কিংবা সরকারি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারের ৫০% এর অধিক অংশীদারিত্ব সম্পন্ন কোম্পানীতে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত কোন পদ বা অবস্থান।

(ঘ) অনুচ্ছেদ ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ বা ৮৬ এর অধীন কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে থাকেন এবং তাঁর মুক্তি লাভের তারিখের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে।

(ঙ) এমন কোন ব্যক্তি হন যার নির্বাচন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের অনুচ্ছেদ ৬৩ এর দফা (১) এর অধীন উপদফা (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত যে কোন কারণে বাতিল বলে ঘোষিত হয়ে থাকে এবং এরূপ ঘোষণার তারিখের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে।

(চ) প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের কোন চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেছেন বা অবসরে গমন করেছেন এবং উক্ত পদত্যাগ বা অবসর গমনের পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হয়ে থাকে।

(ছ) প্রজাতন্ত্রের বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের চাকুরী হতে বরখাস্ত, অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং এরূপ বরখাস্ত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে।

(জ) প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের কোন চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন এবং উক্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ বা চুক্তি বাতিলের পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হয়ে থাকে।

(ঝ) কোন বিদেশী রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান হতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করে থাকে এরূপ কোন বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী পদে কর্মরত থাকেন অথবা উক্ত পদ হতে পদত্যাগ কিংবা অবসর গ্রহণ করে থাকেন কিংবা পদচ্যুত হয়ে থাকেন এবং উক্তরূপ পদত্যাগ, অবসর কিংবা পদচ্যুতির পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হয়ে থাকে। প্রধান কার্যনির্বাহী বলতে যে ব্যক্তি বেতন ও অন্যান্য সুবিধার বিনিময়ে সার্বক্ষণিকভাবে প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করছেন তাকে বুঝাবে।

(ঞ) [বিলুপ্ত]

(ট) কৃষিকাজের জন্য গৃহীত ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ব্যতীত, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার তারিখের পূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা তার কোন কিস্তি পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকেন।

"কৃষি কাজের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ" অর্থ চা, তামাক ব্যতীত ফসল ঋণ, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত স্বল্প মেয়াদী ঋণ এবং সেচ যন্ত্রপাতি, পশু পালন, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি যন্ত্রপাতি, নার্সারি ও উদ্যানভিত্তিক ফসল, পান বরজ, জলমহল ব্যবস্থাপনা এবং রেশমগুটি উৎপাদন, তুঁতগাছ, লাক্ষা গাছ, খয়ের গাছ ইত্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রদত্ত মেয়াদী ঋণ যার পরিমাণ প্রতিটি ঋণের বিপরীতে সুদে আসলে এক লক্ষ টাকার অধিক নয়।

(ঠ) এমন কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হন যা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা তার কোন কিস্তি তাঁর মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার দিনের পূর্বে (before the day of submission) পরিশোধে খেলাপী হয়েছে।

(ড) ব্যক্তিগতভাবে মনোনয়ন পত্র দাখিলের পূর্বে প্রদেয় সরকারি টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্য কোন সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে থাকেন।

(ঢ) *International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973)* এর অধীন সংঘটিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে ব্যাংক বলতে (১) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন ব্যাংক কোম্পানী ; (২) *Bangladesh Development Bank Limited incorporated under the Companies Act, 1994 (Act No. 18 of 1994) ;* (৩) বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ; (৪) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ; (৫) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ; (৬) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ; (৭) বেসিক ব্যাংক লিমিটেডকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া, 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান' বলতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি বা কোন কোম্পানী বা কোন ফার্ম উল্লিখিত কোন ঋণ বা উহার কিস্তি পরিশোধে খেলাপী বলে গণ্য হবেন, যদি তিনি বা উহা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত "খেলাপী ঋণ গ্রহীতা" এর অর্থে খেলাপী হন বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে খেলাপী হন। ঋণ খেলাপীদের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) হতে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা যাবে।

৩। **প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর যোগ্যতা** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী কোন নির্বাচনি এলাকার যে কোন ভোটার উক্ত এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের যোগ্যতা সম্পন্ন যেকোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পারবেন।

৪। **প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর করণীয়** ঃ আদেশের ১২ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে নির্ধারিত মনোনয়নপত্র (ফরম-১) এ প্রত্যেক প্রস্তাব পৃথক পৃথক মনোনয়নপত্রের মাধ্যমে করতে হবে। প্রতিটি মনোনয়নপত্র প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং তাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে, যথা:–

(ক) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করেছেন এবং তার সদস্য নির্বাচিত হবার বা সদস্য থাকার বিপক্ষে কোন অযোগ্যতা নাই ;

(খ) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তাদের কেউ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোন মনোনয়ন পত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই ;

(গ) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি তিনটির অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন নাই।

৫। **একাধিক আসনের প্রার্থিতা** ঃ আদেশের ১৩এ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন ব্যক্তি একই সময়ে তিনটির অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না। যদি কোন ব্যক্তি একই সময়ে তিনটির অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রার্থী হন তাহলে সকল নির্বাচনি এলাকার জন্য তার সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

সপ্তম অধ্যায়

হলফনামা ও ব্যক্তিগত তথ্যাদির প্রচার এবং মনোনয়নপত্রের সাথে তথ্য ও কাগজপত্র সংযুক্তকরণ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২(৩খ) অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামার মাধ্যমে ৮টি তথ্য ও কোন কোন তথ্যের স্বপক্ষে কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ভোটারদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। হলফনামা প্রচারের সুবিধার্থে প্রার্থীগণের নিকট হতে হলফনামার মূল কপি ছাড়াও আরও দুটি ফটোকপি নিতে হবে। হলফনামায় প্রার্থীর নিম্নে বর্ণিত তথ্যাদি প্রদান করতে হবে:

(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী (প্রমাণ স্বরূপ সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে) ;

(২) বর্তমানে কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত আছে কিনা ;

(৩) অতীতে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কিনা থাকলে মামলার রায় কি ছিল ;

(৪) ব্যবসা/পেশার বিবরণী ;

(৫) সম্ভাব্য আয়ের উৎসসমূহ ;

(৬) তার নিজের ও তার উপর নির্ভরশীলদের পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী ;

(৭) অতীতে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে থাকলে নির্বাচনের পূর্বে কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং কি পরিমাণ অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল তার বিবরণী ;

(৮) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে তদকর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা তার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হবার সুবাদে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে)।

২। **হলফনামায় দাখিলকৃত তথ্যাবলী ভোটারগণের মধ্যে প্রচার** ঃ প্রার্থীদের কাছ থেকে হলফনামার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি ভোটারদের মধ্যে প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে ভোটাররা এসব তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। নির্ধারিত হলফনামার মাধ্যমে দাখিলকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের বিভিন্ন তথ্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটেও প্রকাশ করা হবে। এ কারণে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

(ক) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের পূর্বেই হলফনামার অনুলিপি স্ক্যান করে পিডিএফ ফাইল তৈরি করতে হবে। তা সিডিতে কপি করে বা ইন্টারনেটে নির্দিষ্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের অন্ততঃ এক দিন পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এ কাজের জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে স্ক্যানার এবং ল্যাপটপ প্রদানের পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

(খ) হলফনামার তিনটি অনুলিপি প্রার্থীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। তার একটি মনোনয়নপত্রের সাথে থাকবে। একটি রিটার্নিং অফিসারের অফিসের বাইরে টাংগিয়ে দিতে হবে। তৃতীয় কপিটি একজন কর্মকর্তাকে নির্ধারিত করে তার কাছে রাখতে হবে। তিনি যে কোন ব্যক্তি হলফনামার ফটোকপি নিতে আগ্রহী হলে ফেরত প্রদানের শর্তে তাদের তা প্রদান করবেন।

(গ) রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নমুনা অনুযায়ী হলফনামার তথ্য সমন্বিত করে প্রতিবেদন/বিবরণী তৈরি করবেন এবং তার ভিত্তিতে লিফলেট আকারে মুদ্রণ করে তা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩। **হলফনামায় ভুল তথ্য প্রদান** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুসারে হলফনামার মাধ্যমে কোন প্রার্থী তথ্য প্রদান না করলে অথবা দাখিলকৃত হলফনামায় কোন অসত্য তথ্য প্রদান করলে বা হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্যের সমর্থনে যথাযথ সার্টিফিকেট, দলিল, ইত্যাদি দাখিল না করলে রিটার্নিং অফিসার স্বীয় উদ্যোগে, অথবা আদেশের ১৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে তৎবিবেচনায় সংক্ষিপ্ত তদন্ত পরিচালনা করতে পারবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন। অধিকন্তু হলফনামা দাখিল না করলে বা আদেশের বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন না করলে নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১৪(৩)(সি) অনুসারে বাছাই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করতে পারবেন। তাছাড়া, হলফনামায় প্রদত্ত কোন তথ্য মিথ্যা বা ভুল বলে প্রমাণিত হলে তা ১৮৬০ সনের দণ্ডবিধির ১৮১ ধারা অনুযায়ী তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে অবগত করতে হবে। সেই সাথে উল্লিখিত বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রচার কার্যক্রম নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করতে হবে।

৪। **মনোনয়নপত্রের সাথে সংযুক্তিসমূহ** ঃ

১। **দলীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে দলের মনোনয়ন** ঃ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলের পক্ষে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী স্বাক্ষরিত দলের মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র (মনোনয়ন ফরম এর সংযুক্তি-২ অনুযায়ী)।

২। **স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে** ঃ (১) ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত না হয়ে থাকলে তাঁর নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থনসূচক স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা প্রদান করতে হবে ; অথবা

(২) ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলে তার স্বপক্ষে কাগজাদি/দলিলাদি (সংযুক্তি-৩ অনুযায়ী)।

৩। যথাযথভাবে পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত মনোনয়নপত্র (ফরম-১) ;

৪। জামানত বাবদ নির্ধারিত অর্থ জমাদানের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারি চালান/রশিদের কপি ;

৫। হলফনামায় ৮টি তথ্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দলিলাদি ;

৬। নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভব্য উৎসের বিবরণী (ফরম-২০) ;

৭। প্রার্থীর সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী (ফরম-২১) ;

৮। আয়কর রিটার্নের কপি ও সম্পদের বিবরণী (আইটি-১০বি) ;

৯। সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র ;

১০। নতুন ব্যাংক একাউন্ট খোলা সম্পর্কিত কাগজপত্র (হিসাবের নাম ও নম্বরসহ)।

অষ্টম অধ্যায়
প্রতীক বরাদ্দ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি কোন নির্বাচনি এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকেন, তা হলে রিটার্নিং অফিসারকে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে উক্ত দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার যতদূর সম্ভব প্রার্থীর পছন্দ বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৯ এ উল্লিখিত প্রতীকের মধ্য হতে প্রতীক বরাদ্দ করবেন। তবে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বহির্ভূত উন্মুক্ত প্রতীক হতে বরাদ্দ করতে হবে।

২। **রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক** ঃ নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৯ বিধিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। মনোনয়নপত্রের সাথেই কোন দলের কোন প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ থাকবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পূর্বে রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করবেন। তদনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট দলের সংরক্ষিত প্রতীক উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীকে বরাদ্দ করবেন। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকের তালিকা পরিশিষ্ট-ঙ দেয়া হল।

৩। **জোটভুক্ত দলের প্রতীক** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২০(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সময়সূচির প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর তিন দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট পেশকৃত কোন দরখাস্ত মোতাবেক দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক নিবন্ধিত দল কর্তৃক যৌথভাবে মনোনীত প্রার্থীকে কমিশন কর্তৃক উক্ত দলগুলোর জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের মধ্য হতে কোন একটি প্রতীক বরাদ্দ করতে পারবেন।

৪। **স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতীক** ঃ রাজনৈতিক দলসমূহের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের পর নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৯ বিধিতে উল্লিখিত যে সমস্ত প্রতীক উদ্বৃত্ত থাকবে সে সমস্ত প্রতীক হতে, যতদূর সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ইচ্ছাকে বিবেচনায় রেখে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে। একই প্রতীক বরাদ্দের জন্য একাধিক প্রার্থী দাবী জানালে তাদেরকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতীক পছন্দের আহ্বান জানাতে পারেন। যদি তারা সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হন তা হলে প্রয়োজনবোধে রিটার্নিং অফিসার লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন।

৫। **প্রার্থীকে প্রতীকের নমুনা প্রদান** ঃ প্রতীক বরাদ্দের পর পরই প্রতীকের একটি নমুনা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে সরবরাহ করবেন। কারণ তা তার প্রচারণার জন্য প্রয়োজন হবে। প্রতীক সম্বলিত পোস্টার বা নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রতীকসমূহের নমুনা পাওয়া যাবে।

৬। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকায় প্রতীক সন্নিবেশন** ঃ নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দের পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৪) এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ অনুসারে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পরবর্তী দিন বিধিমালায় বর্ণিত ৫নং ফরমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম বাংলা ভাষার বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে তাদের নামের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রতীক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার উক্ত তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন এবং প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও প্রতীক লক্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ব্যালট পেপার মুদ্রণ করবে।

নবম অধ্যায়
নির্বাচনি ব্যয় ও উৎসের বিবরণী

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয়ের উৎসের বিবরণী দাখিল, ব্যয়ের সীমা এবং নির্বাচনোত্তর নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সম্পর্কে বিধানাবলী ও পদ্ধতি এ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে।

২। **নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৪৪কক (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থী রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্ধারিত ফরমে মনোনয়নপত্রের সাথে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎসের বিবরণী ফরম-২০ ও তার সম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ আয়কর রিটার্নের অনুলিপি দাখিল করবেন। নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ রয়েছে ঃ

(ক) নিজ আয় হতে যে অর্থের সংস্থান করা হবে এবং উক্ত আয়ের উৎস ;

(খ) নিজ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে ঋণ বা তাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ এবং তাদের আয়ের উৎস ;

(গ) কোন ব্যক্তির নিকট হতে ঋণ বা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল অথবা অন্য কোন সংস্থা হতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ ;

(ঙ) অন্য কোন উৎস্য হতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ।

ব্যাখ্যা ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক (১) অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট দফায় "আত্মীয় -স্বজন" বলতে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই এবং বোন বুঝাবে।

৩। **সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল** ঃ নির্ধারিত ফরম-২০ এ দাখিলকৃত বিবরণীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে ফরম-২১ এ তার সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সম্বলিত বিবরণীও দাখিল করতে হবে। উক্ত বিবরণীর সাথে সর্বশেষ আয়কর রিটার্নের অনুলিপিও সংযুক্ত করতে হবে।

৪। **নির্বাচন কমিশনে বিবরণী প্রেরণ** ঃ প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলকৃত নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎসের বিবরণী এবং তার সম্পদ ও দায়ের বিবরণীসহ এ সংক্রান্ত কাগজপত্রের এক কপি নির্বাচন কমিশনে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে।

৫। **সম্পূরক বিবরণী** ঃ কোন প্রার্থী ফরম-২০ এ নির্ধারিত উৎসসমূহের বাইরে অন্য কোন উৎস হতে অর্থ প্রাপ্ত হলে নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণীর (ব্যয়ের রিটার্ন) সাথে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ এবং তার উৎস সম্পর্কে একটি সম্পূরক বিবরণী নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলকালে প্রদান করতে হবে এবং উক্ত বিবরণীর অনুলিপিও রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৬। **যথাযথভাবে বিবরণী দাখিলের জন্য নির্দেশনা** ঃ নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎসের বিবরণী এবং তার সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিলের জন্য নির্বাচন কমিশন থেকে নির্দেশনা জারী এবং প্রচার করা হবে। পাশাপাশি রিটার্নিং অফিসারও স্থানীয়ভাবে প্রার্থীদের নির্দেশনা প্রদান ও প্রচার করবেন।

৭। **প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়** ঃ কোন প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের পরিমাণ, ব্যক্তিগত খরচ, রাজনৈতিক দল কর্তৃক খরচ, অর্থ ব্যয়ের ধরণ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে দেয়া হ'ল:

(১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর আদেশের ৪৪খ অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অর্থের সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ কোন ব্যক্তি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে পরিশোধ করতে পারবেন না।

(২) আদেশের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪খ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত কোন ব্যক্তি এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না, তবে কোন ব্যক্তি নির্বাচনি এজেন্টের নিকট হতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে উক্ত অর্থ মনোহারী দ্রব্যাদি ও ডাক টিকিট ক্রয়, টেলিফোন এবং অন্যান্য ছোটখাটো খরচ বাবদ ব্যয় করতে পারবেন।

(৩) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪খ (৩) অনুচ্ছেদের বিধান মতে কোন প্রার্থী যে রাজনৈতিক দল হতে মনোনয়ন পাবেন তার জন্য উক্ত রাজনৈতিক দল কর্তৃক কৃত খরচসহ তার নির্বাচনি ব্যয় পঁচিশ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ভোটার প্রতি মাথাপিছু হারে হবে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রজ্ঞাপন দ্বারা ভোটার প্রতি ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভোটার প্রতি নির্বাচনি ব্যয় যাই নির্ধারিত হোক না কেন কোন নির্বাচনি এলাকায় মোট নির্বাচনি ব্যয় পঁচিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হবে না। উক্ত অনুচ্ছেদের (৩ক) দফায় উল্লেখ রয়েছে যে, নির্ধারিত উক্ত অর্থ এবং এর অংশ বিশেষ নিম্নলিখিত কোন কাজের জন্য খরচ করা যাবে না:

(ক) একের অধিক রং বা কালি ব্যবহার করে পোস্টার মুদ্রণ ; অথবা

(খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত বা কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট সাইজ হতে বৃহৎ সাইজের পোস্টার মুদ্রণ ;

(গ) ৪০০ (চারশত) বর্গফুট-এর অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল স্থাপন ; অথবা

(ঘ) কোন নির্বাচনি এলাকায় একই সময়ে ৩ (তিন)-এর অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ভাড়া ; অথবা

(ঙ) ভোটগ্রহণের দিনের ৩ (তিন) সপ্তাহের পূর্ববর্তী যে কোন সময়ে যে কোন উপায়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ; অথবা

(চ) কোন নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে একাধিক বা পৌর এলাকা/সিটির প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন ; অথবা নির্বাচনি এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন ; অথবা

(ছ) ভোটারদের কোন প্রকারের আপ্যায়ন করা ; অথবা

(জ) শোভাযাত্রা বা মিছিল করার জন্য স্থলযান বা জলযান যথাঃ- ট্রাক, বাস, কার, ট্যাক্সি, মোটর সাইকেল, স্পীডবোট ইত্যাদি ব্যবহার ; অথবা

(ঝ) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা নেয়ার জন্য কোন ধরনের যানবাহন বা জলযান ভাড়া করা বা ব্যবহার করা ; অথবা

(ঞ) বিদ্যুতের সাহায্যে যে কোন রকম আলোকসজ্জাকরণ ; অথবা

(ট) একের অধিক রং বা কালি দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রার্থীর প্রতিকৃতি বা প্রতীকের ব্যবহার এবং প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার ; অথবা

(ঠ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের নির্বাচনি প্রতীকের প্রদর্শনী ; অথবা

(ড) নির্বাচনি প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্যে কোন কালি বা রং বা তুলি বা যে কোন কিছুর দ্বারা কোন লিখন বা এ জাতীয় কোন লিখন বা বিজ্ঞাপন ব্যবহার ;

(ঢ) ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি ক্যাম্প পরিচালনা।

৮। **নির্বাচনি প্রতীক, ব্যানার ও পোস্টারের আকার** ঃ সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭এ দফা (৩) অনুসারে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচনি প্রতীকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ৩ মিটারের অধিক এবং ব্যানারের আয়তন ৩ × ১ মিটারের অধিক হবে না। নির্বাচনি প্রচার কাজে ব্যবহৃত পোস্টারের আকার ৬০ সেন্টিমিটার × ৪৫ সেন্টিমিটার এর অধিক হবে না।

৯। **পোস্টারের ধরণ** ঃ নির্বাচনি প্রচারনার ব্যবহৃত পোস্টার ও ব্যানার সাদা-কালো রঙের হতে হবে এবং পোস্টার বা ব্যানারে প্রার্থী তার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারবে না। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হলে সেক্ষেত্রে তিনি কেবল তার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে ছাপাতে পারবেন।

১০। **নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে নতুন ব্যাংক একাউন্ট খোলা** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪খখ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্টকে অথবা এজেন্ট নিয়োগ করা না হলে প্রার্থী কর্তৃক নিজে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য (ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত) তফসিলি ব্যাংকে পৃথক একাউন্ট খুলতে হবে। উক্তরূপ ব্যাংক একাউন্ট হতে ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয়ের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্রে প্রার্থীর ব্যাংক একাউন্ট উল্লেখ করতে হবে বিধায় নতুন ব্যাংক একাউন্ট ছাড়া কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হবে না।

১১। **নির্বাচনি ব্যয়ের বিষয়বস্তু** ঃ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকতে হবে:

(ক) প্রত্যেক দিন ব্যয়িত অর্থের বিবরণীসহ পরিশোধিত অর্থের সকল বিল, রসিদ ও ভাউচারসমূহ ;

(খ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর আদেশের ৪৪খখ অনুচ্ছেদের (ক) দফায় বর্ণিত তফসিলি ব্যাংকে খোলা একাউন্টে জমাকৃত অর্থ এবং উক্ত একাউন্ট হতে উত্তোলিত অর্থের প্রত্যয়িত বিবরণী ;

(গ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক ব্যক্তিগত খরচ, যদি থাকে ;

(ঘ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল বিতর্কিত দাবীর বিবরণী ;

(ঙ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল অপরিশোধিত দাবীর, একটি বিবরণী ;

(চ) নির্বাচনি খরচের জন্য যে কোন উৎস হতে প্রাপ্ত সকল অর্থ প্রাপ্তির প্রমাণসহ ও উক্ত অর্থের প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখ করে বিবরণী।

১২। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪গ অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধান অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্টকে (যিনি নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করেননি, তিনি নিজেই তার নির্বাচনি এজেন্ট

হিসাবে গণ্য হবেন) ফরম-২২-এ এফিডেভিটসহ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হবে। রিটার্নের সাথে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৩১ বিধি অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে ফরম-২২ক (যে ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনি এজেন্ট সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা), ফরম-২২খ (নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করা হলে প্রার্থীর হলফনামা), ফরম-২২গ (নির্বাচনি এজেন্টের হলফনামা) এর নমুনায় হলফনামা দাখিল করতে হবে। রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত রিটার্ন ও এফিডেভিটের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও পাঠাতে হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে অর্থাৎ নির্বাচনে বিজয়ী/পরাজিত সকল প্রার্থীকে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করতে হবে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন অবশ্যই দাখিল করতে হবে। এমনকি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনে কোন ব্যয় না হলেও তা নির্ধারিত ফরমে উল্লেখপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

১৩। **নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিধানাবলী লংঘনের অপরাধ ও শাস্তি** ঃ ফরম-২০ এ দাখিলকৃত সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে ব্যয় নির্বাহ করা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর আদেশের ৪৪ক অনুচ্ছেদের অধীন প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

১৪। **নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা অতিক্রম** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কতিপয় বিধান যেমন নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ, নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম ইত্যাদি বিধান লংঘন করলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হবে। অপরপক্ষে আদেশের ৪৪খ অনুচ্ছেদের (৩খ) দফা অনুযায়ী ৪৪খ অনুচ্ছেদ এর (৩ক) দফার কোন বিধান লংঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোন অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত (৩) দফায় উল্লিখিত পরিমাণের অধিক নির্বাচনি খরচ বলে গণ্য হবে এবং তা অনুচ্ছেদ ৪৪খ এর লংঘন বলে গণ্য হবে।

১৫। **নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এবং নির্বাচনি রিটার্ন দাখিল না করার শাস্তি** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪কক বা ৪৪গ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী পালন করতে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল না করলে অথবা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন ফলাফল প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে না করলে অথবা এ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিপালন না করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

১৬। **সম্ভাব্য ব্যয়ের উৎসসহ বিভিন্ন বিবরণী ও রিটার্ন জমা না দেয়া বা এ সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪কক অনুচ্ছেদের অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে বা ৪৪খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধান যেমন-নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ করা, নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা অতিক্রম বা কতিপয় নিষিদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করলে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদন্ডে এবং অর্থ দন্ডেও দন্ডিত হতে পারে। অন্যদিকে আদেশের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল না করলে অথবা এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রতিপালন না করলে দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এর জন্য অন্যূন ২ (দুই) বৎসর ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদন্ড এবং অর্থ দন্ডেও দন্ডিত হতে পারে।

১৭। **নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব ও বিবরণী দাখিলের ফরম** ঃ নির্বাচন পরিচালনা, বিধিমালা, ২০০৮ এর ২৯ বিধি অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ফরম-২০ এ এবং প্রার্থীর সম্পদ, দায়-দেনা ও তার বাৎসরিক আয়-ব্যয় বিবরণী ফরম-২১ এ দাখিল করতে হবে। বিধিমালার ৩০ বিধি অনুসারে ফরম-২২ এ নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করবেন। নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার জন্য নিম্নরূপ হলফনামার প্রয়োজন হবে–

(ক) যে ক্ষেত্রে প্রার্থী নিজেই তার নির্বাচনি এজেন্ট সেক্ষেত্রে, ফরম-২২ক-তে ;

(খ) নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী কর্তৃক ফরম-২২খ-তে ; এবং

(গ) নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক, ফরম-২২গ-তে।

১৮। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধান অবহিতকরণ** ঃ রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধান সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেবেন। তারপরও যদি কেউ উক্ত বিধান লংঘন করেন তা হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে ক্ষেত্রে নির্বাচনের বিরুদ্ধে নির্বাচনি মামলা দায়ের হবে না, সেক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার দিন হতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে এবং যে নির্বাচনে অপরাধ সংঘটিত হবে যদি ঐ নির্বাচন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারাধীন থাকে এবং হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত অপরাধ সম্পর্কে কোন আদেশ দান করেন তবে আদেশ দানের তিন মাসের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারকে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। মামলা দায়েরের জন্য নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমতির প্রয়োজন নেই।

১৯। **নির্বাচনি ব্যয় বিবরণী সংক্রান্ত দলিলপত্র সংরক্ষণ** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪ঘ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎসের বিবরণী, নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণী এবং দলিল দস্তাবেজ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তার অফিসে বা সুবিধাজনক অন্য কোন স্থানে এক বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

২০। **ব্যয় বিবরণী সংক্রান্ত দলিলপত্র পরিদর্শন ও কপি প্রদান** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪ঘ অনুচ্ছেদ ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ২৮ বিধি অনুসারে উল্লিখিত সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ ও বিবরণী ব্যয়ের রিটার্ন অফিস চলাকালীন সময়ে একশত টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকবে। উল্লিখিত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিলের কপি বা তার উদ্ধৃতাংশ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত দরখাস্তে তার অনুলিপি বা উদ্ধৃতাংশ প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করা হবে।

দশম অধ্যায়
পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের বিধান রয়েছে। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগে যোগ্য ভোটার এবং ভোটদান প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

২। **পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিম্নরূপ ব্যক্তিবর্গের পোস্টাল ব্যালট-এর মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিধান রয়েছে:

(ক) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ;

(খ) কোন ব্যক্তি তিনি যে ভোট কেন্দ্রে ভোট দেয়ার অধিকারী সে কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত আছেন ;

(গ) বাংলাদেশী ভোটার বিদেশে বসবাস করলে।

[গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭ এবং ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ এর সংশ্লিষ্ট অংশের কপি পরিশিষ্ট-ছ]

৩। **পোস্টাল ব্যালটে ভোট দানের জন্য আবেদন** ঃ ভোটদানের জন্য (ক) ও (গ) দফায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন ঘোষণার দিন হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য রিটার্নিং অফিসারের নিকট বিধি অনুসারে আবেদন করতে পারবেন এবং নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকেও নির্বাচনি কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট আবেদন করতে হবে।

৪। **আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর করণীয়** ঃ রিটার্নিং অফিসার উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর পরই সংশ্লিষ্ট ভোটারের নিকট একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার ও নির্দেশনাসহ কাগজপত্রাদি এবং তৎসংগে একটি খাম প্রেরণ করবেন। উক্ত খামের উপর ভোটার কর্তৃক যথারীতি পূরণকৃত খামটি ডাক বিভাগের উপযুক্ত কর্মকর্তার দ্বারা সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এর মাধ্যমে ডাকযোগে প্রেরণের প্রত্যয়নসহ তারিখ উল্লেখ থাকবে। সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পেপার গ্রহণ এবং চিঠির উপর এ সম্পর্কে রাবার স্ট্যাম্পের সিল ব্যবহার করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার সাথে সাথে ডাকযোগে ভোটদানের যোগ্য ব্যক্তিগণের নিকট পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরণ করবেন এবং নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করবেন ঃ

(ক) যার নিকট ব্যালট পেপার প্রেরণ করা হবে তার নাম, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার নাম এবং ভোটার তালিকায় বর্ণিত ক্রমিক নম্বর ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে লিপিবদ্ধ করবেন।

(খ) উল্লিখিত ভোটার সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে যাতে ভোট প্রদান না করতে পারেন তা নিশ্চিত করবেন।

(গ) ডাকযোগে ব্যালট পেপার প্রেরণ ও প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৫। **ভোটারের নিকট প্রেরিতব্য দ্রব্যাদি** ঃ রিটার্নিং অফিসার ব্যালট পেপারের সাথে নিম্নে বর্ণিত খাম ও কাগজপত্রাদি ভোটারের নিকট প্রেরণ করবেন ঃ-

(ক) ফরম-৮ এ একটি ঘোষণাপত্র ;

(খ) ফরম-৯ এ একটি খাম ;

(গ) ফরম-১০ এ রিটার্নিং অফিসারকে সম্বোধনকৃত একটি বড় খাম ; এবং

(ঘ) ফরম-১১ এ ভোটপ্রদানের নির্দেশাবলী।

৬। **ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি যথাযথ সংরক্ষণ** ঃ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেয়ার যোগ্য সকল ভোটারের নিকট ব্যালট পেপার প্রেরণ করার পর রিটার্নিং অফিসার প্রেরণকৃত সকল ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র একটি প্যাকেটে সিলগালা করে রাখবেন এবং প্যাকেটের উপর রক্ষিত কাগজপত্রাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, নির্বাচনি এলাকার নম্বর, নাম এবং সিলগালা করার তারিখ লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

৭। **পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান** ঃ পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ভোটার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারে তার নাম বা প্রতীকের জায়গায় কলম দিয়ে টিক (√) চিহ্ন দেবেন। ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করে ফরম-১১ এ প্রদত্ত নির্দেশনাবলী অনুসরণপূর্বক ব্যালট পেপারটি নির্ধারিত খাম (ফরম-৯) এর ভিতরে রাখবেন। অতঃপর ব্যক্তিগতভাবে ভোটারের পরিচিত এমন অন্য কোন ভোটারের সম্মুখে ভোটার ফরম-৮ এর ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং তিনি তার স্বাক্ষর উক্তরূপ ভোটার দ্বারা প্রত্যয়িত করে নিবেন।

৮। **নিরক্ষর বা অসমর্থ ভোটারকে সহায়তা প্রদান** ঃ যদি কোন ভোটার নিরক্ষর হন বা শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্ন প্রদান করতে ও ফরম-৮ এ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে অসমর্থ হন, তা হলে তিনি অন্য কোন ভোটার দ্বারা ব্যালট পেপারে তার ভোট চিহ্ন প্রদান করাতে এবং তার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করাতে পারবেন। অতঃপর উক্ত ভোটার নিরক্ষর ভোটারের ইচ্ছানুযায়ী তার সম্মুখে এবং তার পক্ষে ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং ফরম-৮ এ উল্লিখিত যথাযথ জায়গায় প্রত্যয়ন করবেন।

৯। **পোস্টাল ব্যালট পেপার পুনঃসরবরাহকরণ** ঃ কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কোন কারণে বিলি না হয়ে ফেরৎ আসলে রিটার্নিং অফিসার পুনরায় তা ডাকযোগে প্রেরণ করতে পারবেন অথবা ভোটারের অনুরোধক্রমে তা তাকে ব্যক্তিগতভাবে সরবরাহ করতে বা করবার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

১০। **পোস্টাল ব্যালট পেপার ফেরৎ প্রদান** ঃ ভোটার ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে ফরম-১১ এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসারে ব্যালট পেপার এবং ঘোষণাপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরৎ দেবেন।

১১। **পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রাপ্তি এবং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ** ঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার ফলাফল একত্রীকরণে সামিল করবেন। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর রিটার্নিং অফিসার যদি কোন ভোটারের নিকট হতে পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত খাম প্রাপ্ত হন, তাহলে তিনি তা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করে রাখবেন এবং অনুরূপ সকল খাম একত্র করে একটি আলাদা খামের ভিতর রেখে দেবেন। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রেরিত ভোট গণনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়

পর্যন্ত প্রাপ্ত ব্যালট পেপারসমূহ প্রাপ্তির তারিখ ও সময় এবং ভোটারের নামসহ এতদসংক্রান্ত বিবরণী ফরম ১২ অনুযায়ী একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। রিটার্নিং অফিসার পোস্টাল ব্যালট পেপার গ্রহণের সময়সীমা অতিবাহিত হবার পর প্রাপ্ত মোট পোস্টাল ব্যালট পেপারের সংখ্যা প্রকাশ করবেন।

একাদশ অধ্যায়
ভোটদান প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

ভোটগ্রহণকালে ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ, দ্রব্যাদি ব্যবহার এবং ভোটার, এজেন্ট ও কর্মকর্তাদের করণীয় সম্পর্কে নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করা হল ঃ

২। **ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা** ঃ ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ায় অন্ততঃ ২ (দুই) ঘণ্টা পূর্বে প্রিজাডিং অফিসার ভোটগ্রহণের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করবেন। তিনি প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য একজন সহকারী প্রিজাডিং অফিসার ও দুইজন পোলিং অফিসার নির্দিষ্ট করে দেবেন। প্রত্যেক ভোটকক্ষে যে যে এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করবেন তিনি সে এলাকার ভোটার তালিকা সহকারী প্রিজাডিং অফিসারের নিকট হস্তান্তর করবেন। কোন্ ভোটকক্ষে কোন্ কোন্ ভোটার এলাকার ভোটারগণ ভোটদান করবেন তার একটি বিবরণী তিনি ভোটকেন্দ্রে বাহিরে প্রকাশ্য স্থানে টাংগিয়ে দেবেন এবং প্রত্যেক ভোটকক্ষের বাহিরে "ভোটকক্ষ নং.............(পুরুষ)" এবং ভোটকক্ষ নং............(মহিলা)" প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে দেবেন। ভোটারগণের ভোটকক্ষে প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ নির্দিষ্ট করিয়া "প্রবেশ" ও "বাহির" প্ল্যাকার্ড লাগাতে হবে। এ সমস্ত প্ল্যাকার্ড রিটার্নিং অফিসারের কাছে থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

৩। **ভোটকেন্দ্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা** ঃ প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা করবেন। ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করতে হবে। কর্তব্যরত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা যে কোন প্রয়োজনে প্রিজাইডিং অফিসারকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবেন।

৪। **ভোটকেন্দ্র হতে বহিষ্কার** ঃ কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে অসদাচরণ করলে ও প্রিজাইডিং অফিসারের আইনসম্মত আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে ভোটকেন্দ্র হতে বহিষ্কার করতে অথবা করাতে পারেন। উপরোক্ত পদ্ধতিতে ভোটকেন্দ্র হতে বহিষ্কৃত ব্যক্তি ঐদিন প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত পুনরায় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। উপরোক্ত পদ্ধতিতে বহিষ্কৃত কোন ব্যক্তি যদি ভোটকেন্দ্রে অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত হন তবে বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারবেন। এ ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা যাবেনা যাতে উক্ত ব্যক্তি যে ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের উপযুক্ত সে ভোটকেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ হতে বঞ্চিত হন।

৫। **ভোটকেন্দ্র প্রবেশাধিকার** ঃ প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবেন। ভোটগ্রহণের দিন প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে শনাক্তকরণের কাজে সহায়তাদানের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ, তাঁদের নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টগণকে প্রবেশের সুযোগ দেবেন ; তবে কোন বুথে কোন প্রার্থীর **১** জনের বেশী পোলিং এজেন্টকে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় যাবে না।

কেবলমাত্র ভোটার এবং প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন ; প্রিজাইডিং অফিসার একইসংগে যে সংখ্যক ভোটার ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের জন্য যুক্তিসংগত মনে করবেন সে সংখ্যক ভোটারকে ভোকেন্দ্রে প্রবেশে অনুমতি দেবেন ; তবে একজনের বেশী ভোটার ভোটদানের জন্য গোপন কক্ষে (মার্কিং প্লেস) প্রবেশ করতে পারবেন না। ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রিজাইডিং অফিসারকে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে ; কোন প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট কেবলমাত্র নিজের ভোট প্রদানের সময় ছাড়া ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য নির্ধারিত কক্ষে (গোপন কক্ষ বা মার্কিং প্লেসে) প্রবেশ করতে পারবেন না।

৬। **ভোটকেন্দ্রে ভোটের জন্য প্রচার প্রচারণা নিষিদ্ধ** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন ব্যক্তি ভোটগ্রহণের তারিখে ভোটকেন্দ্রের চারশত গজ ব্যসার্ধের মধ্যে নিম্নবর্ণিত প্রচারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবেন–

(ক) ভোটের জন্য প্রচারণা ; বা

(খ) কোন ভোটারের নিকট ভোট প্রার্থনা ; বা

(গ) কোর ভোটারকে নির্বাচনে ভোট প্রদান না করার জন্য বা কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান না করার জন্য প্ররোচিত করা ; বা

(ঘ) রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে, প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্টের জন্য এবং ভোটকেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন সংরক্ষিত স্থান ব্যতীত ভোটারগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে কোন নোটিশ, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা প্রদর্শন বা সংকেত প্রদান।

৭। **বিধান লংঘনের শাস্তি** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভোট গ্রহণের উল্লিখিত বিধান লংঘনের দায়ে কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস হতে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দণ্ডণীয় হবেন।

৮। **ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি** ঃ ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ আধঘণ্টা পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন–

(ক) তিনি নিশ্চিত করবেন যে, ভোটগ্রহণের জন্য যে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হবে তা খালি আছে ;

(খ) খালি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাদের নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টগণকে দেখানো ;

(গ) খালি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স দেখাবার পর তা বন্ধ করে সিল করা ;

(ঘ) স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি এমন স্থানে রাখা যাতে তা তার এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে থাকে এবং সেখানে ভোটারগণ সহজে পৌছাতে পারেন।

৯। **পরিপূর্ণ ব্যালট বাক্স সংরক্ষণ ও অন্য বাক্স ব্যবহার** ঃ ভোটগ্রহণকালে যখন একটি ব্যালট বাক্স পূর্ণ হবে, তখন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা সে ব্যালট বাক্সটি সিল করে নিরাপদ সংরক্ষণ করবেন এবং অন্য আর একটি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের পদ্ধতি অনুসরণ করে ভোটগ্রহণের জন্য ব্যবহার করবেন।

১০। **ভোটদান পদ্ধতি** ঃ (১) ভোটকেন্দ্রে কোনো ভোটার ভোটদানের জন্য উপস্থিত হলে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তাকে ব্যালট পেপার দেবেন এবং কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(২) ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে নিম্নোক্তে কার্যাদি গ্রহণ করতে হবে ;

(ক) ভোটারের বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলে অমোচনীয় কলমের কালির চিহ্ন প্রদান করতে হবে ;

(খ) ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ ক্রমিক সংখ্যা এবং নাম উল্লেখ করে ভোটারকে ডাকতে হবে ;

(গ) ভোটার তালিকায় ভোটারের নামের বিপরীতে একটি (✓) টিক চিহ্ন দিতে হবে, যাতে বোঝা যায় যে, তাকে ব্যালট পেপার দেয়া হয়েছে ;

(ঘ) ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে, ব্যালট পেপারের অপর পৃষ্ঠায় অফিসিয়াল সিলের সাহায্যে ছাপ দিতে হবে এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের অনুস্বাক্ষর করতে হবে। এ সিলে একটি কোড নম্বর বা গোপন সংকেত নম্বর থাকবে ;

(ঙ) ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটার তালিকায় প্রদত্ত ভোটারের ক্রমিক নম্বর লিখতে হবে এবং ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটারের স্বাক্ষর অথবা টিপসহি গ্রহণ করতে হবে। তারপর মুড়িপত্রে অফিসিয়াল সিল দ্বারা ছাপ দিতে হবে।

(৩) কোন ভোটার অমোচনীয় কালির কলমের চিহ্ন লাগাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে অথবা তার যে কোন আংগুলে অমোচনীয় কলমের কালির চিহ্ন থাকলে তাকে কোন ব্যালট পেপার দেয়া যাবে না।

(৪) ভোটগ্রহণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত অফিসিয়াল সিলের কোড নম্বর গোপন রাখতে হবে।

১১। **ভোটার কর্তৃক ভোটদানের প্রক্রিয়া** ঃ

(ক) ভোটার ব্যালট পেপার পাওয়ার সাথে সাথে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে যাবেন ;

(খ) যে প্রার্থীর অনুকূলে ভোটার ভোট দিতে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত প্রতীক চিহ্নিত ঘরে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক সরবরাহকৃত বর্গাকৃতি রাবার স্ট্যাম্প দ্বারা গোপনভাবে ছাপ দেবেন ;

(গ) এভাবে ব্যালট পেপারে ছাপ দেয়ার পর ব্যালট পেপার ভাঁজ করবেন এবং তা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার সম্মুখে রক্ষিত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ফেলবেন। ভোটদানের পর ভোটার বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ ভোটকেন্দ্র ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করবেন। ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করা পূর্বে মার্কিং সিলটি ভোটারের নিকট হতে ফেরত নিতে হবে।

১২। **ভোটকেন্দ্রে অযথা দেরী না করা** ঃ ভোটাররা অযথা দেরী না করে ভোট প্রদান করেন এবং দেয়ার পর অবিলম্বে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করেন প্রিজাইডিং অফিসার তার নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

১৩। **অন্ধ বা অক্ষম ভোটারের ভোটদান** ঃ যদি কোন ভোটার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বা দৈহিক কোন অসামর্থ্যের জন্য কোন সংগী ছাড়া ভোট দিতে অসমর্থ হন ; তাহলে প্রিজাইডিং অফিসার কোন সঙ্গীকে তাঁকে সাহায্যের জন্য অনুমতি দিতে পারেন (এ সঙ্গী কোন ক্রমেই প্রার্থী বা তার নিয়ুক্ত কোন এজেন্ট বা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হতে পারবেন না) এবং যদি অসমর্থ্য এমন হয় যে, ভোটার নিজে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করতে পারবেন না, তা হলে ভোটারের নির্দেশ মতে তার সঙ্গীই ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করতে পারবে।

১৪। **ভোটগ্রহণের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভোটদান** ঃ ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর মধ্যে ভোটকেন্দ্র অবস্থিত সেই ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর ভিতর উপস্থিত ব্যক্তিগণ, যারা ভোট প্রদান করেননি অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করছেন তারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করা অথবা ভোট প্রদানের

অনুমতি দেয়া যাবে না। এজন্য ভোটকেন্দ্রের যে সীমানা ধরা হবে তা হল ভোটকেন্দ্র যে বিল্ডিং/দালান এ অবস্থিত তার আঙ্গিনা এবং সেখানে নির্দিষ্ট সীমানাসহ আঙ্গিনা না থাকে তবে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের যে এলাকা নির্দিষ্ট করে দেবেন তা ভোটকেন্দ্রের সীমানা বলে ধরা হবে।

১৫। **আপত্তিকৃত ভোট ঃ** কোন ব্যক্তি ভোট দানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করার সময় যদি কোন প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ঘোষণা করেন যে, ঐ ব্যক্তি নির্বাচনে একই ভোটকেন্দ্রের বা অপর কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন এবং তা বিশ্বাস করার জন্য যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে অথবা ভোটার তালিকায় লিখিত যার নামে ভোট দিতে চান তিনি ঐ ব্যক্তি নন এবং তিনি যদি আাদালতে এ অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তিকৃত প্রতি ভোটের জন্য নগদ ১০০ (একশত) টাকা জমা দান করেন তা হলে প্রিজাইডিং অফিসার ভুয়া পরিচয় প্রদানের পরিণতি সম্পর্কে সে ভোটারকে সতর্ক করে ব্যালট পেপারে মুড়িপত্রের উপর তার টিপসই নিয়ে এবং তিনি শিক্ষিত হলে তার দস্তখত গ্রহণ করে ঐ ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার দেবেন। এগুলো "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" বলে গণ্য হবে।

১৬। **আপত্তিকৃত ভোটের প্যাকেট ঃ** আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক পর্দাঘেরা কক্ষে চিহ্নিত ও ভাঁজ করার পর স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে না ফেলে ঐ অবস্থায় সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রদান করতে হবে। ঐ ব্যালট পেপার তিনি "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" লিখিত একটি প্যাকেটে রাখবেন।

১৭। **টেন্ডার্ড ভোট ঃ** যদি কোন ব্যক্তি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করে অবগত হন যে অন্য ব্যক্তি ইতোপূর্বে নিজেকে উক্ত ভোটার হিসেবে ঘোষণা করে আবেদনকারীর নামে ভোট প্রদান করেছেন তাহলে তিনি অন্য যে কোন ভোটারের মত একই পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার পাবেন। এ ব্যালট পেপার "টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার" নামে অভিহিত হবে। টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে না ফেলে প্রিজাইডিং অফিসারকে দিতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তির নাম ও ভোটারের ক্রমিক নং ফরম-১৪-তে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তাতে ভোটারের দস্তখত বা টিপসহি গ্রহণ করবেন। অতঃপর চিহ্নিত ব্যালট পেপার প্যাকেট-৬-এ রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার গণনা করা যাবে না।

১৮। **আপত্তিকৃত ভোট বাবদ ফি আদায় ঃ** আপত্তিকৃত ভোটগ্রহণের পরেই প্রিজাইডিং অফিসার আপত্তিকৃত ভোটের ফি বাবাদ প্রাপ্ত টাকা উপযুক্ত রসিদ গ্রহণ করে রিটার্নিং অফিসারকে প্রদান করবেন। রিটার্নিং অফিসার পর্যায়ক্রমে তা "১০৬-০১০১-১০০১১২৫-১৪৪১২৯৯" খাতে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা দেবেন।

১৯। **ভোটকক্ষে পর্যবেক্ষকদের অবস্থান ঃ** ভোটকক্ষে কোন পর্যবেক্ষক সার্বক্ষণিক অবস্থান করতে পারবেন না কিন্তু তিনি ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণসহ নির্বাচনের অন্যান্য বিষয়াদি সুবিধামত এবং স্বল্প সময়ের জন্য পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। কোন পর্যবেক্ষকই ভোট চিহ্নিত করার স্থানে তথা গোপন কক্ষে (মার্কিং প্রেস) প্রবেশ করতে পারবেন না।

২০। **জাল ভোটদান দন্ডনীয় অপরাধ ঃ** অন্যের নাম ধারণ করে অর্থাৎ জাল ভোট প্রদান বা প্রদানের চেষ্টা ৭৩(২বি) অনুচ্ছেদ অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। তাছাড়া জাল ভোট প্রদান বা প্রদানের চেষ্টা বা জাল ভোট প্রদানে সহায়তা করা ১৮৬০ সনের দন্ডবিধির ১৭১ এর ধারায়ও দন্ডনীয় অপরাধ। যে ব্যক্তি ভোটদানের জন্য ভুয়া পরিচয় দেবে, কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার তাকে গ্রেফতারী পরোয়ানা ব্যতিরেকে আটক করতে পারবেন।

২১। **বিনষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার** ঃ অসাবধান্য বশতঃ যদি কোন ভোটার তার অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যালট পেপার এমনভাবে নষ্ট করে ফেলেন, যা বৈধ ব্যালট পেপার হিসেব আর ব্যবহার করা চলবে না সেক্ষেত্রে যদি তিনি সন্তোষজনকভাবে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট তার অসাবধানতার বিষয় প্রমাণ করতে পারেন, তা হলে তিনি আরেকটি ব্যালট পেপার পাবেন। বিনষ্ট ব্যালট পেপারটি প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ফেরত দিতে হবে। বিনষ্ট ব্যালট পেপার প্রিজাইডিং অফিসার স্বাক্ষর করে বাতিল করে দেবেন এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ঐ মর্মে উল্লেখ করে স্বাক্ষর প্রদান করবেন। বিনষ্ট ব্যালট পেপারগুলি "নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার" লিখিত একটি প্যাকেটে রাখবেন। এতদ্ব্যতীত ভোটারকে প্রদত্ত ব্যালট পেপার যদি কোন ভোটার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে না ফেলে থাকেন এবং যদি তা ভোটকেন্দ্রে বা তার আশেপাশে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় তা হলে প্রিজাইডিং অফিসার সে ব্যালট পেপারটিও বাতিল করে দেবেন। এ প্রকারের ব্যালট পেপারও "নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার" বলে গণ্য হবে।

২২। **ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা** ঃ যদি কোন সময় প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে ভোটগ্রহণ বিঘ্নিত বা বাধাগ্রস্ত হয় এবং তা ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনরায় শুরু করা সম্ভব না হয় ; ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোন স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হতে বেআইনীভাবে অপসারণ করা হলে বা দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হলে বা হারিয়ে গেলে বা এরূপ হস্তক্ষেপ হলে যে ক্ষেত্রে উক্ত ভোটকেন্দ্রের ফলাফল নির্ধারণ করা যাবে না ; এবং কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বৈধভাবে বা অবৈধভাবে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া প্রিজাইডিং অফিসার বা অন্যান্য ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদেরকে অস্ত্র-প্রদর্শন ও শারীরিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাহাদের স্বাভাবিক নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করে তাহলে প্রিজাইডিং অফিসার অনতিবিলম্বে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দিবেন এবং নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অপসারণ ও গ্রেপ্তার করবার জন্য সহযোগিতা চাইবেন। রিটার্নিং অফিসার অনতিবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি রিপোর্ট/প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নিয়ে নতুনভাবে ভোটগ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করবেন।

২৩। **মুড়িপত্র নিরাপদ সংরক্ষণ** ঃ অতীতে দেখা গেছে যে, ভোটকক্ষে কোন ব্যালট বই এর ব্যালট পেপার শেষ হলে মুড়িসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। তাতে স্বার্থান্বেষী মহল কৌশলে উক্ত মুড়িপত্র সরিয়ে ফেলে এবং একটি সুষ্ঠু ও সফল নির্বাচনে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রয়াস চালায়। উল্লিখিত অবস্থা নিরসনকল্পে প্রত্যেকটি ব্যালট বই এর ব্যালট পেপার শেষ হওয়ার সাথে সাথে যাতে মুড়িপত্রসমূহ একটি বাক্সে বা প্যাকেটে ঢুকিয়ে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখতে হয় তার জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণকে পূর্বেই সতর্ক করে দিতে হবে।

২৪। **ব্যালট পেপার সরবরাহ ও যাচাইকরণ** ঃ ব্যালট পেপার প্রতিদ্বন্দ্বী তালিকা অনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে কিনা, তা জেলা নির্বাচন অফিসার বা উপযুক্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে। এ লক্ষ্যে ব্যালট পেপারসমূহ গ্রহণের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রতীক মিলিয়ে দেখতে হবে। কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করিয়ে নিতে হবে।

২৫। **ব্যালট পেপারসহ বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণ ও গোপনীয়তা রক্ষা** ঃ ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য মালামাল প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সকল পর্যায়ে যাতে ব্যালট পেপার, মার্কিং সিল এবং সিল এবং অফিসিয়াল সিলের গোপনীয়তা রক্ষিত হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়
নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট

নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২১ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে একজন প্রার্থী জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তার নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। তাকে নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠাতে হবে। নোটিশে নির্বাচনি এজেন্টের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকতে হবে। নির্বাচনি এজেন্টের নিয়োগপত্র প্রার্থী যে কোন সময়ে লিখিতভাবে বাতিল অথবা প্রত্যাহার করতে পারবেন এবং তার স্থলে অন্য একজনকে নিয়োগ করতে পারবেন। কোন নির্বাচনী এজেন্টের মৃত্যু হলেও তার স্থলে প্রার্থী অন্য একজনকে নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। তবে উক্ত ব্যক্তিকেও জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। যে ক্ষেত্রে প্রার্থী কোন নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করবেন না, সে ক্ষেত্রে তিনি নিজেই তার নির্বাচনি এজেন্ট বলে আইনগতভাবে গণ্য হবেন।

২। **পোলিং এজেন্ট নিয়োগ ঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২২ অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। উক্ত এজেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ তাকে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসারকে কোন পোলিং এজেন্টকে গ্রহণ করবেন না যদি না তিনি তাকে নিযুক্তকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত তার নাম ও যে প্রার্থীর জন্য তিনি পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত হন তার নাম সম্বলিত একটি পরিচয়পত্র দেখান। একটি ভোটকক্ষের জন্য এক জন প্রার্থী সর্বোচ্চ একজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন।

৩। **নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব-কর্তব্য ঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৮, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৫ ও ৩৬ অনুচ্ছেদ যথাক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের ভোটগ্রহণের শুরু হতে ভোটকক্ষে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের বাবহার পদ্ধতি, ভোটকেন্দ্রে অবস্থান, ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ, ব্যালট পেপারের পিছনে/উল্টা পিঠে অফিসিয়াল সিল ও স্বাক্ষরসহ সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহ পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃত ভোটারদের সনাক্তকরণ, কোন কোন ভোটারের ভোটদান আপত্তি উত্থাপন, ভোটগণনাসহ ফলাফলের বিবরণী ও অন্যান্য প্যাকেট প্রস্তুত, উক্ত বিবরণী ও প্যাকেট স্বাক্ষর দান, বিধি মোতাবেক কেন্দ্র হতে বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ সংক্রান্ত তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ৩৭ অনুচ্ছেদের অধীন বর্ণিত রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনি এজেন্টগণের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে। উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে তাদের করণীয় ও অনুসরণীয় বিধানাবলী অবহিত করা একান্ত আবশ্যক। বিশেষ করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৬ অনুচ্ছেদের (১১) ও (১৩) দফার বিষয়টি প্রিজাইডিং অফিসারদের অবহিত করা প্রয়োজন। নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টকে ভোট গণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাবের সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করবেন এবং এর অনুলিপি প্রাপ্তির রসিদ/প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করবেন। যদি নির্বাচনী/পোলিং এজেন্ট রসিদ প্রদান/প্রাপ্তি স্বীকর করতে অস্বীকার করেন, তবে তা লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। ৩৬ অনুচ্ছেদের (১৩) দফার বিধান মতে নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যদি ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকেন, তবে প্রিজাইডিং প্রতিটি বিবরণী ও প্যাকেটের উপর তাদের স্বাক্ষর নেবেন এবং নির্বাচনি/ পোলিং এজেন্ট স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলে প্রিজাইডিং অফিসার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। এ

প্রসংগে নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য প্রস্তুতকৃত নির্দেশাবলী উল্লিখিত নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে অবহিত করতে হবে।

৪। **নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের অনুপস্থিতি** ঃ নির্বাচনি সংক্রান্ত কোন কোন কাজ রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে করার বিধান রয়েছে। বিশেষ করে ভোট গণনা এবং নির্বাচনী ফলাফল একত্রীকরণের সময় প্রার্থী অথবা তাদের এজেন্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা নির্বাচনি এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্ট ভোট গণনার সময় অথবা ফলাফল একত্রীকরণের সময় উপস্থিত না থাকেন অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত প্রক্রিয়ায় কোন এজেন্ট নিয়োজিত না করেন, তবে উক্তরূপ অনুপস্থিতির কথা লিখিতভাবে রেকর্ড করার ব্যবস্থা করতে হবে। **১৯৭২** এর যে আদেশের ২৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে যদি কোন প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোরিং এজেন্ট রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক কোন কাজ সম্পাদনের সময় এতদুদ্দেশ্যে ধার্যকৃত সময় এবং স্থানে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হন, তাহলে অনুপস্থিতি উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বৈধভাবে সম্পাদিত ঐ সকল কাজ আইনসিদ্ধ বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে যে, আইন অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারদের জন্য অর্পিত রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাদি বৈধভাবে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা পোলিং এজেন্টকে প্রার্থীর স্বার্থেই বিধিসম্মতভাবে উপস্থিত থেকে উল্লিখিত নির্বাচনি কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
নির্বাচনি দ্রব্যাদির ব্যবহার

মনোনয়নপত্র দাখিল হতে শুরু করে ভোটগ্রহণ এবং ফলাফল একত্রীকরণ ও নির্বাচনি রিটার্ন প্রেরণ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণকালে রিটার্নিং অফিসারকে বিভিন্ন ফরম, প্যাকেট ও দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে হবে। নিম্নে সেগুলোর বিবরণী প্রদান করা হল ঃ

(১) মনোনয়নপত্র দাখিল হতে প্রত্যাহার পর্যন্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্ধারিত ফরম ঃ

ফরম নম্বর	বিষয়	ব্যবহারের সময়
ফরম-১	মনোনয়ন ফরম	সময়সূচি জারীর সাথে সাথে ইচ্ছুক প্রার্থীদের আবেদন অনুযায়ী সরবরাহ করতে হবে।
ফরম-২	জামানত বহি	মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় জামানতের অর্থের বিবরণী লিপিবদ্ধ করণের জন্য
ফরম-৩	রসিদ	জামানতের অর্থ নগদ গ্রহণ করার জন্য রসিদ
ফরম-৪	বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা	মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর বৈধ প্রার্থীদের তালিকা করার জন্য
ফরম-৫	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা	প্রার্থীত প্রত্যাহারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রার্থীদের তালিকা করার জন্য
ফরম-২০	নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী	মনোনয়নপত্রের সাথে এ ফরম পূরণ করে প্রার্থীকে দাখিল করতে হবে
ফরম-২১	সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	মনোনয়নপত্রের সাথে এ ফরম পূরণ করে প্রার্থীকে দাখিল করতে হবে
ফরম-২২	নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন	নির্বাচনি ফলাফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে তবে মনোনয়নপত্রের সাথেই প্রার্থীকে এ ফরম প্রদান করতে হবে
ফরম-২২ক	প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনি এজেন্ট হলে প্রার্থীর হলফনামা	নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার জন্য প্রার্থীর হলফনামা
ফরম-২২খ	নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করা হলে প্রার্থীর হলফনামা	নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার জন্য প্রার্থীর হলফনামা
ফরম-২২গ	নির্বাচনি এজেন্টের হলফনামা	নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার জন্য প্রার্থীর এজেন্টের হলফনামা

(২) **পোস্টাল ব্যালট পেপার ভোট প্রদান সংক্রান্ত ফরম** ঃ

ফরম নম্বর	বিষয়
ফরম-৭	পোস্টাল ব্যালট পেপার
ফরম-৮	পোস্টাল ব্যালটে ভোটদাতা কর্তৃক ঘোষণা
ফরম-৯	পোস্টাল ব্যালট পেপারের প্রথম খাম
ফরম-১০	পোস্টাল ব্যালট পেপারের দ্বিতীয় খাম
ফরম-১১	পোস্টাল ব্যালট পেপার ব্যবহারের নির্দেশাবলী

(৩) **ফলাফল একত্রীকরণ ও ফলাফল ঘোষণার সময় ব্যবহৃতব্য ফরম** ঃ

ফরম নম্বর	বিষয়
ফরম-১৮	প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোটগণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী
ফরম-১৯	নির্বাচনী রিটার্ন

২। **ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি** ঃ ভোটগ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্বাচনি দ্রব্যাদি প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রদান করতে হবে। এর অধিকাংশ নির্বাচনি কমিশন থেকে সরবরাহ করা হবে। কিছু দ্রব্যাদি রিটার্নিং অফিসারকে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। নিম্নে এর বিবরণী দেয়া হল।

১. **ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (ক্ষেত্র বিশেষ কম বেশী হতে পারে)** ঃ

১ম ভাগ ঃ

(১) স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ও ঢাকনা	প্রতি ভোটকক্ষে জন্য ১টি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত
(২) ভোটার তালিকা (ছবিসহ)	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার ১ কপি
(৩) ব্যালট পেপার	ভোটকেন্দ্রে যত ভোটার ভোট দেবেন তত ব্যালট পেপার
(৪) অমোচনীয় কালির কলম	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১টি কলম এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ২টি অতিরিক্ত
(৫) রাবারের সিলমোহর (অফিসিয়াল সিল)	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১টি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত
(৬) ভোটার কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য রাবারের সিলমোহর (মার্কিংসিল)	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ২টি এবং প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি অতিরিক্ত

(৭) স্ট্যাম্প প্যাড	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১টি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত
(৮) গালা	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২০০ গ্রামের ০১ প্যাকেট
(৯) পিতলের সিলমোহর (ব্রাস সিল)	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি
(১০) চার্জার লাইট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি
(১১) ক্যালকুলেটর	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি
(১২) স্ট্যাপলার	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি
(১৩) স্ট্যাপলার পিন	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১ প্যাকেট
(১৪) ভোটকেন্দ্রে দ্রব্যাদি বহনের জন্য চটের থলি (হেসিয়ান বড় ব্যাগ)	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি
(১৫) মনিহারি দ্রব্যাদি বহনের জন্য ছোট চটের থলি (হেসিয়ান ছোট ব্যাগ)	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি
(১৬) স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের সিল (লক)	প্রতি ভোটকক্ষে ০৫টি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রে ০৫টি অতিরিক্ত

২য় ভাগ ঃ

ফরম ঃ

(১) ফরম-১৩ এ ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ বাক্সের বিবরণী	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০৪টি
(২) ফরম-১৪ টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ৩টি
(৩) ফরম-১৫ আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ৫টি
(৪) ফরম-১৬ ভোটগণনার বিবরণী	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ৫টি
(৫) ফরম-১৭ ব্যালট পেপারের হিসাব	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ৮টি

প্যাকেট ঃ

(১) প্যাকেট-১	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১০টি (প্রার্থী প্রতি একটি। প্রয়োজনবোধে প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(২) প্যাকেট-২	গণনা থেকে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৩) প্যাকেট-৩	প্যাকেট-১ ও প্যাকেট-২ রাখার জন্য প্রধান প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি

(৪) প্যাকেট-৪	অব্যাবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৫) প্যাকেট-৫	বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৬) প্যাকেট-৬	টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৩টি। (প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকবে এবং যে কক্ষে টেন্ডার্ড ভোট প্রদত্ত হবে সেই কক্ষের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি হিসাবে সরবরাহ করতে হবে)
(৭) প্যাকেট-৭	ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহের প্যাকেটগুলি (প্যাকেট-৬) রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৮) প্যাকেট-৮	আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৪টি। (প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকবে, যে কক্ষে প্রয়োজন হবে সেই কক্ষে সরবরাহ করতে হবে)
(৯) প্যাকেট-৯	চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপিসমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১০) প্যাকেট-১০	ব্যবহৃত ব্যালট পেপারে মুড়িপত্র রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১১) প্যাকেট-১১	টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১২) প্যাকেট-১২	ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের বিবরণী	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৩) প্যাকেট-১৩	আপত্তিকৃত ভোটার তালিকা রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৪) প্যাকেট-১৪	ভোট গণনার হিসাব রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৫) প্যাকেট-১৫	ব্যালট পেপারের হিসাব রাখিবার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৬) প্যাকেট-১৬	বিবিধ কাগজপত্র রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৭) বিশেষ খাম	ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোট গণনার বিবরণী প্রেরণ করার জন্য খাম	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি

৩য় ভাগ ঃ

(ক) **স্থানীয়ভাবে ক্রয়যোগ্য ঃ**

(১) বল পয়েন্ট কলম	প্রতি ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার জন্য ১টি এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে অন্য কোন কর্মকর্তার জন্য ১টি
(২) সাদা কাগজ ও কার্বন কাগজ	প্রতি কেন্দ্রের জন্য আধা দিস্তা
(৩) কার্বন কাগজ	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২ সীট
(৪) ছুরি	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৫) সুঁই (বড় সাইজ)	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৬) সুতা (ছোট বল)	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৭) মোমবাতি (বড় সাইজ)	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৬টি
(৮) গামপট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৯) দিয়াশলাই	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(১০) গ্লু	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি টিউব
(১১) স্ট্যাম্প প্যাডের কালি	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১ শিশি
(১২) মুড়িপত্র হতে ব্যালট কাগজ পৃথক করার উদ্দেশ্যে লোহা বা প্লাস্টিকের তৈরি পাত	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১টি

(খ) **স্থানীয়ভাবে মুদ্রণ করতে হবে ঃ**

দেওয়ালপত্র- (১) "প্রবেশ", "বাহির"

"ভোটকক্ষ নং....................(পুরুষ)",
"ভোটকক্ষ নং....................(মহিলা)" লিখিত প্লাকার্ড।

(২) "প্রিজাইডিং অফিসার", "সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার", "পোলিং অফিসার", "পোলিং এজেন্ট" লিখিত প্লাকার্ড।

৪র্থ ভাগ

ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় যে সকল আসবাবপত্র রাখতে হবে ঃ

(ক) টেবিল (খ) চেয়ার (গ) বেঞ্চ।

(২) **ভোটার কর্তৃক মার্কিং সিল প্রদানের স্থান (মার্কিং প্লেস)** ঃ প্রতি ভোটকক্ষে ভোটারগণ যে কক্ষে বা স্থানে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করবেন, তা চাদর, চট অথবা চাটাই বা বেড়া দ্বারা নির্মাণ করা অথবা অন্য কোনভাবে প্রস্তুত করতে হবে। এটি মার্কিং প্লেস হিসাবে সুপরিচিত। এ বিষয়ে এইটুকু নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যে, ভোটারগণ ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার সময় কেহ যেন তা দেখতে না পারে।

৩। **অন্যান্য ফরম ও দ্রব্যাদি ব্যবহার** ঃ উল্লিখিত নির্বাচনি দ্রব্যাদির মধ্যে কয়েকটির ব্যবহার প্রক্রিয়া ও ধরন ভিন্নভাবে পরিচিতির প্রয়োজন রয়েছে। নির্বাচন তথা ভোটগ্রহণ কাজে আরও কতিপয় ফরম, মনিহারী দ্রব্যাদি ও মালামাল প্রয়োজন হবে। যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(১) **স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স** ঃ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স (ট্রান্সলুসেন্ট বাক্স) ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত ব্যালট বাক্সের নম্বরসহ সিল করার জন্য প্লাস্টিকের সিল-লকের নম্বর থাকবে। স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার বিশেষ করে বাক্সসমূহ সিল করার প্রক্রিয়া জানার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য একটি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের প্রয়োজন। তাছাড়া প্রতিকেন্দ্রে **১**টি অতিরিক্ত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রদান করা হবে। স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার সম্পর্কিত আলাদাভাবে নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২) **ফরম** ঃ সমগ্র নির্বাচন কার্যক্রমে রিটার্নিং অফিসারকে এবং প্রিজাইডিং অফিসারগণকে বিভিন্ন প্রকার ফরম ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং নির্বাচনের জন্য যে সকল ফরম ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ করা হবে তার প্রত্যেকটির ব্যবহার সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে অনুশীলন করতে হবে এবং ভোটগ্রহণকারী সদস্যগণকেও ফরমগুলো অনুসরণ করতে নির্দেশ দেবেন। আরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নির্বাচন কমিশন হতে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রিত ফরম সরবরাহ করা হবে। তার কোন কোনটির ঘাটতি দেখা দিতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীর সংখ্যা বেশী হলে প্রার্থী কিংবা তাদের নির্বাচনি এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্টকে বিধি অনুযায়ী ফরমে অনুলিপি সরবরাহ করতে ফরমের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে মুদ্রিত ফরমের অনুরূপ ফরম বা হাতে লেখা ফরমে সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করা চলবে। অনুরূপভাবে যে সকল ফরমের সাথে অন্য ফরমের সামঞ্জস্য রয়েছে তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে কাজ চালানো যেতে পারে। ফরম-১৬ (ভোট গণনার বিবরণী) কম্পিউটারে কম্পোজ করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও প্রতীক উল্লেখ করে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করে নির্ধারিত সংখ্যক কপি আপনাকে প্রিজাইডিং অফিসারগণকে সরবরাহ করতে হবে। ফরম-১৮ (প্রিজাইডিং কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোট গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী) কম্পিউটারে কম্পোজ করে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করতে হবে। নির্বাচন কমিশন দ্রুত ও নির্ভুলভাবে নির্বাচনের ফলাফল তৈরি ও প্রকাশের জন্য Result Management Software তৈরি করেছে। এ সফট্ওয়ার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাপটপসহ আনুষংগিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে। এ জন্য প্রশিক্ষিত জনবলও নিয়োগ করা হয়েছে।

(৩) **মনিহারী দ্রব্যাদি** ঃ কিছু কিছু নির্বাচনি দ্রব্যাদি, যথা-বল পয়েন্ট কলম, সাদা কাগজ, ছুরি, সুঁই, সুতা, মোমবাতি, গামপট, দিয়াশলাই, দেয়ালপত্র ‘প্রবেশ’ ‘বাহির’ ‘ভোটকক্ষ নং.....‘(মহিলা)’, ‘(পুরুষ)’ “প্রিজাইডিং অফিসার”, “সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার”, “পোলিং অফিসার” ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। উল্লিখিত নির্বাচনি সামগ্রী স্থানীয়ভাবে ক্রয়/সংগ্রহের জন্য যথাসময়ে নির্বাচন কমিশন হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হবে। ভোটগ্রহণের ন্যূনতম ৭ দিন পূর্বে ভোটগ্রহণের যাবতীয় কার্যাদি শেষ করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) **ব্যালট পেপার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সংরক্ষণ** ঃ কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সূচি অনুসারে রিটার্নিং অফিসার জেলা নির্বাচন অফিসারকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসহ ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য নির্বাচনি সামগ্রী সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। এ সমস্ত মালামাল গ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসার তাকে একটি লিখিত ক্ষমতাপত্র দেবেন।

(৫) **ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শনের জন্য পোস্টার** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২০ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্বলিত পোস্টাল রিটার্নিং অফিসার স্থানীয়ভাবে মুদ্রণকরতঃ প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট সরবরাহ করবেন। প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ২-৩টি উল্লিখিত পোস্টারের প্রয়োজন হবে। অনুরূপভাবে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে ভোটকেন্দ্রের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত পোস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত পোস্টার নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে সরবরাহ করা হবে।

৪। **ব্যালট পেপারসহ অন্যান্য মালামাল যাচাই করে গ্রহণ** ঃ ব্যালট পেপার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা অনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে কিনা তা সরকারি মুদ্রণালয় হতে গ্রহণের সময় জেলা নির্বাচন অফিসারকে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা সঙ্গে আনতে হবে। সেই সাথে নির্বাচনি এলাকার প্রকৃত ভোটার সংখ্যার বিবরণীও তাকে সাথে আনতে পরামর্শ দিতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা ও ভোটার সংখ্যা অনুযায়ী ব্যালট পেপার মুদ্রিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করে ব্যালট পেপার গ্রহণের নির্দেশনা দিতে হবে। তাছাড়া ভোটগ্রহণের জন্য অন্যান্য মালামালও যাচাই করে নিতে হবে। ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য মালামাল প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সকল পর্যায়ে যাতে ব্যালট পেপার, মার্কিং সিল এবং অফিসিয়াল সিলের গোপনীয়তা রক্ষিত হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৫। **অন্যান্য ব্যবস্থা** ঃ ভোটগ্রহণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

(১) **প্রিজাইডিং অফিসারের বসার স্থান** ঃ প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের এমন স্থানে বসবেন যে স্থান হতে তিনি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের কার্যাদি সহজেই পর্যবেক্ষণ এবং তদারকী করতে পারেন। এ বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার প্রিজিাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন।

(২) **ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা** ঃ মালামাল গ্রহণ করে নিরাপত্তা সহকারে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ যাতে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। ভোটগ্রহণ শেষে ভোটকেন্দ্র হতে ফলাফল ও নির্বাচনি মালামাল নিয়ে আসার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজে আইন-শৃঙ্খলা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ব্যবহারের জন্য সমন্বয় সাধন করতে হবে।

চতুর্দশ অধ্যায়
ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা

নির্বাচন পরিচালনায় ভোটগ্রহণ হল অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিরপেক্ষ ও পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এ অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলো উল্লেখ করা হল।

২। **নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেন। রিটার্নিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করেন। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার, প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং দু'জন পোলিং অফিসার নিয়োজিত হবে। তাছাড়া নির্বাচনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন কমিশন তথা রিটার্নিং অফিসার বিভিন্ন কর্মকতা নিয়োগ করে থাকেন। উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচন কমিশনের অধীনে থেকে আইন ও বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন।

৩। **প্রিজাইডিং অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য** ঃ প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভের পর পরই তাকে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তিনি যে ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োজিত হবেন সে ভোটকেন্দ্রের অবস্থান, ভোটার সংখ্যা, ভোটকক্ষের সংখ্যা, ভোটার এলাকার নামসমূহ সংগ্রহ করবেন। তাছাড়া যে ভোটকেন্দ্রে তাকে নিয়োগ করা হবে, সে ভোটকেন্দ্রের অবস্থান জেনে নিতে হবে এবং উক্ত ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের সাথেও পরিচিত হতে হবে।

৪। **ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা** ঃ নিয়োগপত্র পাওয়ার পর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রিজাইডিং অফিসার তার সকল সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের সাথে মিলিত হয়ে একসঙ্গে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্রে উল্লিখিত ভোটকেন্দ্রের ভোটকক্ষের সংখ্যা থাকবে। ভোটকক্ষ বলতে বুঝায় একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দু'জন পোলিং অফিসারের অধীনে পৃথক কক্ষ বা জায়গা যেখানে ভোটারের ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি ভোটকক্ষে একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দুইজন পোলিং অফিসার এবং প্রত্যেক প্রার্থীর একজন করে পোলিং এজেন্টের বসার ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া ভোটাররা যাতে গোপনে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করতে পারেন সেজন্য এক বা একাধিক পর্দাঘেরা বা অন্য কোনভাবে 'মার্কিং প্লেস' স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে ভোটারের ভোটের গোপনীয়তা বজায় থাকে। যেখানে স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হবে, সেখানে পৃথক পৃথক কামরায় ভোটকক্ষ স্থাপন করতে হবে। ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক সাপেক্ষে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকক্ষে ভোটগ্রহণের সকল দায়িত্ব পালন করবেন। ভোটকেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ ও প্রস্থানের পথও থাকবে। পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে এবং একই কেন্দ্রেও পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকক্ষেরও ব্যবস্থা করা যাবে। প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের চারপাশে বেষ্টনী থাকবে। স্থাপনার চারদিকের দেয়াল বেষ্টনী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যেখানে অনুরূপ দেয়াল নেই সেখানে বাঁশের খুটি পুঁতে মোটা রশি দ্বারা বেষ্টনী প্রস্তুত করা যেতে পারে। ভোটদানের জন্য

ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার সময় কেউ যেন কোন দিক থেকে দেখতে না পান সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। গোপন ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার সময় মার্কিং প্লেসের আশেপাশে কোন জানালা উন্মুক্ত থাকলে কিংবা দেয়াল বা বেড়া ভাংগা থাকলে তা বন্ধ করে দিতে হবে।

৫। **ভোটগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ** ঃ ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনকালে প্রিজাইডিং অফিসার তাঁর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের সাথে আলোচনাক্রমে ভোটগ্রহণের সকল ব্যবস্থা চূড়ান্ত করবেন। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ব্যয় নির্বাহের জন্য রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করবেন।

৬। **ভোটার তালিকা** ঃ নির্বাচনী সময়সূচি জারীর পরপরই সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন অফিসারগণ ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুত রাখবেন। রিটার্নিং অফিসারগণ প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছবিসহ ভোটার তালিকার কপি প্রিজাইডিং অফিসারদেরকে সরবরাহ করবেন। প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোটার তালিকার কপিসমূহ ভালভাবে বুঝে নিবেন। যদি তালিকায় কোন প্রকার ভুলত্রুটি নজরে আসে তাহলে তিনি সাথে সাথে তা রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার অথবা জেলা নির্বাচন অফিসার/উপজেলা নির্বাচন অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে সংশোধন করে নিবেন।

৭। **স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স** ঃ ভোটগ্রহণের জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হবে। এ সকল ব্যালট বাক্স ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বাক্স ব্যবহার করা যাবে না। কোন ভোটকক্ষে একই সময়ে একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাবে না। যখন একটি বাক্স ভর্তি হয়ে যাবে তখন উক্ত বাক্সটি উপস্থিত সকলের সামনে সিল করে (লক করে) নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে এবং ভোটকক্ষে ঐ বাক্সের স্থলে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে অন্য একটি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ভোটগ্রহণের জন্য রাখতে হবে। স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি এমন স্থানে রাখতে হবে যা উপস্থিত প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট ও ভোটকেন্দ্রে কর্মরত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে এবং সেখানে ভোটারগণ সহজে পৌঁছতে পারেন।

৮। **নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি** ঃ প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন হবে তার বিবরণী ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এ তালিকা অনুসারে (অথবা পরবর্তীতে প্রদত্ত তালিকা প্রত্যেকটি দ্রব্য নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয়া হয়েছে কিনা প্রিজাইডিং অফিসারগণ তা যাচাই করে নেবেন। সকল দ্রব্যাদি একটি চটের থলিতে করে রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসারগণকে সরবরাহ করবেন। এ থলি ও স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সগুলো ভোটকেন্দ্র পর্যন্ত বহন করে নেয়া এবং ভোটগ্রহণের পর সেগুলো রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের অফিসে ফেরত আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হবে। ভোটকেন্দ্রে কি কি আসবাবপত্র থাকবে তা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত তালিকার পঞ্চম ভাগে বর্ণিত রয়েছে। এ তালিকার বর্ণনা অনুসারে রিটার্নিং অফিসারগণ প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। প্রিজাইডিং অফিসারগণ এ সব প্রতিষ্ঠানের নিকট হতেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ভোটগ্রহনের জন্য ধার্যকৃত তারিখের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে অনুরোধ জানাতে হবে।

৯। **ভোটগ্রহণকারী দলের সদস্যদের ভোটকেন্দ্রে অবস্থান ও খাবারের ব্যবস্থা** ঃ রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের দূরত্ব ও অবস্থান বিবেচনা করে প্রিজাইডিং অফিসারগণকে ব্যালট পেপার ও অন্যান্য নির্বাচনী দ্রব্যাদি এমনভাবে বিতরণ করবেন যাতে উল্লিখিত দ্রব্যাদি নিয়ে প্রিজাইডিং অফিসার ও তার দলের সদস্যগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ ভোটগ্রহণের ধার্যকৃত দিনের পূর্ব দিন অনায়াসেই ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন। সাধারণতঃ ভোটগ্রহণকারী দলের সদস্যগণকে

ভোটগ্রহণের পূর্ব রাতে ভোটকেন্দ্রেই থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তারা যাতে ভোটকেন্দ্রেও খাবার ও পানির বন্দোবস্ত করতে পারে তার জন্য পূর্ব হতেই ব্যবস্থা করতে হবে। দূরবর্তী কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী মালামাল, অন্যান্য দ্রব্যাদি এবং ব্যালট পেপারসহ যাতে যথাসময়ে পৌঁছানো যায় তা নিশ্চিত করণার্থে ভোটকেন্দ্রের দূরত্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। দূরবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণের পূর্বের রাতেই ভোটকেন্দ্রে পুলিশসহ অবস্থান করবেন। রাতে অবস্থানকালে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট , অথবা সমর্থকদের নিকট হতে আহারাদি বা অন্য কোন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ এ ধরনের সুবিধা গ্রহণ আইনতঃ দণ্ডনীয়। ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের যাবতীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রাখতে হবে এবং ভোটগ্রহণের দিন ভোরে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার অন্ততঃপক্ষে দুই ঘণ্টা পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসারকে সকল নির্বাচনী মালামাল এবং সহকর্মীদের নিয়ে পুলিশ প্রহরায় ভোটকেন্দ্রে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ভোটগ্রহণের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে।

১০। **ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা** ঃ ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণকে কর্মস্থলেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে পর্যায়ক্রমে খাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খাওয়ার কারণে কোনো অবস্থাতেই ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখা যাবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়
ভোটগণনা

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসারকে ভোটগ্রহণ শেষে ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা সম্পন্ন করতে হবে। আদেশের ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পরপরই প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টগণ উপস্থিত থাকলে তাদের সম্মুখে ভোট গণনা করবেন। এ অধ্যায়ে যথাযথভাবে ভোট গণনার প্রক্রিয়া বিধৃত করা হয়েছে।

২। **ব্যালট পেপারপূর্ণ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স খোলা** ঃ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নরূপভাবে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স খুলে ব্যালট পেপার বের করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন ঃ

(ক) সিলকৃত প্রত্যেক ব্যালট বাক্স খুলবেন ;

(খ) স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে রক্ষিত সমস্ত ব্যালট পেপার গণনা করবেন ; এবং

(গ) "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাঙ্খিত প্যাকেট খুলে ব্যালট পেপারগুলো গণনায় অন্তর্ভুক্ত করবেন।

৩। **ব্যালট পেপার পৃথক পৃথক সজ্জিতকরণ** ঃ ব্যালট পেপারগুলো গণনার উদ্দেশ্যে প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ব্যালট পেপারসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সাজাবেন ; এবং

(খ) যে সমস্ত ব্যালট পেপার কোন্ প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদান করা হয়েছে তা সঠিক বুঝা না যায় সেগুলো আলাদা রাখবেন।

৪। **ব্যালট পেপার গণনার পদ্ধতি** ঃ ব্যালট পেপার বিধি মোতাবেক পৃথক করে পর প্রিজাইডিং অফিসার-

(ক) প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট গণনা করবেন এবং প্রত্যেক প্রার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক প্যাকেটে ব্যালট পেপারগুলো রাখবেন ;

(খ) "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" সমূহও প্রার্থীদের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট হিসেবে গণনা করবেন এবং ত্রুটিপূর্ণ ব্যালট পেপারগুলো গণনা হতে বাদ দেবেন ; বৈধ ও অবৈধ আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদা মোড়কে রাখবেন ;

(গ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারগুলো গণনার পর বৈধ ও অবৈধ আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারের প্যাকেটসমূহ ভোটকেন্দ্রের আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার নামাঙ্কিত একটি প্রধান প্যাকেটে রেখে সিল করবেন ;

(ঘ) প্রত্যেক প্যাকেটের মধ্যে রক্ষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন এবং প্রত্যেক প্যাকেটের উপর দস্তখত দেবেন ; এবং

(ঙ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাদের নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যদি প্যাকেটের উপর দস্তখত ও সিল প্রদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে হবে।

৫। **বাতিলকৃত ভোট অর্থাৎ যে সকল ভোট গণনা করা যাবে না** ঃ বাতিলকৃত ভোট বলতে সে সমস্ত ব্যালট পেপারকে বুঝায় যাতে–

(ক) কোন অফিসিয়াল চিহ্ন ও স্বাক্ষর নেই ; অথবা

(খ) অফিসিয়াল চিহ্ন বা সরবরাহকৃত সিলের নির্ধারিত চিহ্ন ছাড়া অন্য লেখা বা চিহ্ন রয়েছে অথবা কাগজের কোন টুকরা বা অন্য কোন রকম জিনিস লাগিয়ে দেয়া হয়েছে ;

(গ) ভোটার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন তা নির্দেশ করে নির্ধারিত চিহ্ন দেননি ;

(ঘ) এমন কোন চিহ্ন যার দ্বারা কাকে ভোট প্রদান করা হয়েছে তা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় না। তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন চিহ্ন কোন প্রার্থীর জন্য বরাদ্দকৃত প্রতীকের ঘরে সম্পূর্ণ বা অর্ধেকের বেশী অংশে পড়ে তা হলে তা উক্ত প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। আর যদি দু'টি প্রতীকের ঘরে সমান সমান রাবার স্ট্যাম্পের চিহ্ন পড়ে, তবে সে ভোট কারো অনুকূলে প্রদত্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না ;

৬। **ভোট পুনঃগণনা** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৬(৫) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে পুনরায় ভোট গণনা করতে পারবেন, যথা :–

(ক) প্রয়োজন বিবেচনা করলে স্বীয় উদ্যোগে ; বা

(খ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা নির্বাচনী এজেন্টের বা পোলিং এজেন্টের সুনির্দিষ্ট লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে যদি তাঁর মতে আবেদনটি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

৭। **ভোট গণনার বিবরণী প্রস্তুতকরণ** ঃ প্রিজাইডিং অফিসার ফরম-১৬ এ ভোট গণনার বিবরণী প্রস্তুত করবেন। এ বিবরণীতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে এবং গণনা হতে বাদ দেয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা অংকে ও কথায় উল্লেখ করতে হবে।

৮। **ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ** ঃ প্রিজাইডিং অফিসার নির্ধারিত ফরম-**১৭** এ ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করবেন।

৯। **ভোটগণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণীতে এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ** ঃ প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সকল বিবরণী ও প্যাকেটের উপর উপস্থিত প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণের বিধান থাকলেও ভোটগণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপার হিসাব বিবরণীতে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর গ্রহণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিশ্চিত করতে হবে। কোন এজেন্ট উল্লিখিত স্বাক্ষর প্রদানে অস্বীকার করলে তা রেকর্ড করে রাখতে হবে।

১০। **ভোটগণনার বিবরণী প্রদান** ঃ প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টকে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ভোটগণনার বিবরণী অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী প্রদান করতে হবে। উপস্থিত কেউ তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে তিনি তা রেকর্ড করে রাখবেন। সে সাথে ভোটগণনার বিবরণীর এক কপি ভোটকেন্দ্রের কোন স্থানে অবশ্যই টাঙ্গিয়ে দিতে হবে।

১১। **নির্বাচনী কাগজপত্রাদি বিভিন্ন প্যাকেটে রাখার পদ্ধতি** ঃ (১) প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি পৃথক পৃথক প্যাকেট রাখবেন–

(ক) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ ;

(খ) ব্যবহৃতব্য আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার ;

(গ) অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ ;

(ঘ) বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ ;

(ঙ) বৈধ ভোট হিসেবে গণ্য আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ ;

(চ) অবৈধ ভোট হিসেবে গণ্য আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ ;

(ছ) মুড়িপত্রসহ অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ ;

(জ) চিহ্ন প্রদত্ত ভোটার তালিকা ;

(ঞ) ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রসমূহ ;

(ট) আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা ;

(ঠ) টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা ;

(ড) ভোট গণনার বিবরণী ;

(ঢ) ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী ;

(ণ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাগজপত্র।

১২। **ভোট গণনার ফলাফল বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণীর অতিরিক্ত কপি করা** ঃ প্রিজাইডিং অফিসারকে ভোট গণনার ও ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণীর অতিরিক্ত সংখ্যক কপি করতে হবে তা হতে প্রত্যেকটির একটি করে কপি প্রিজাইডিং অফিসারকে সিলমোহরকৃত গানি ব্যাগে, একটি করে কপি অফিস কপি হিসেবে নিজের কাছে, দুইটি কপি প্রাথমিক ফলাফলের জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারের নিকট হাতে হাতে হস্তান্তর করতে হবে। তাছাড়া ভোট গণনার বিবরণীর এক কপি ভোটকেন্দ্র হতে বিশেষ খামে ডাকযোগে সরাসরি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে ফলাফলের একটি কপি অবশ্যই টাঙ্গিয়ে দিতে হবে।

১৩। **নির্বাচনী কাগজপত্রাদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ** ঃ ভোটগণনার কাজ শেষ হওয়ার পর প্রিজাইডিং অফিসার প্রাপ্ত চটের গানি ব্যাগে সমস্ত প্যাকেট ও দলিল-পত্রাদি ভর্তি করে তা সিল গালা করবেন। অতঃপর পর্যাপ্ত পুলিশ প্রহারাধীনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারের নিকট তা হস্তান্তর করবেন। সিলমোহকৃত চটের গানি ব্যাগ ভোটকেন্দ্র হতে প্রেরণের পূর্বে গানি ব্যাগে ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম লিখিত কাগজ দ্বারা সেঁটে দিতে হবে।

ষোড়শ অধ্যায়
প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন

ভোটগ্রহণ শেষে ভোটকেন্দ্রে ভোটগণনা শেষ করে প্রিজাইডিং অফিসার সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট ভোটগণনার বিবরণীসহ মালামাল প্রেরণ করবেন। ভোটগণনার বিবরণী প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল ও চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত ও ঘোষণার জন্য পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করতে হবে ঃ

২। **প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল** ঃ ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল সংগ্রহ করা হবে। রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে ফলাফল সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে একটি "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র" স্থাপন করা হবে। অনুরূপভাবে রিটার্নিং অফিসারও তার অফিসে একটি "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র" স্থাপন করবেন। ভোটগ্রহণের দিন সকাল হতে সর্বশেষ ফলাফল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র" খোলা থাকবে। সে সাথে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সারাদিন ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্বাচনী এলাকার ও ভোটকেন্দ্রের পরিবেশন পরিস্থিতির প্রতিবেদন সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

৩। **ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে উপস্থিতি** ঃ বেসরকারি ফলাফল প্রচারকালে রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বা "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে" প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাদের নির্বাচনী এজেন্ট অথবা দলের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সংগঠন যেমন–স্থানীয় প্রেস ক্লাব এবং বারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক অথবা তাঁদের প্রতিনিধিকে লিখিতভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

৪। **ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রের মাধ্যমে ফলাফল গ্রহণ** ঃ ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর রিটার্নিং অফিসার তার আওতাধীন সকল নির্বাচনী এলাকার প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হতে দ্রুততার সাথে বেসরকারি ফলাফল সংগ্রহ করবেন। প্রতি ঘণ্টায় প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল নির্ধারিত টেলিফোনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে স্থাপিত "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে" জানাতে হবে।

৫। **বেসরকারি ফলাফল প্রেরণ** ঃ রিটার্নিং অফিসারকে নির্ধারিত "বার্তা প্রেরণ সীট" এর মাধ্যমে প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল প্রেরণ করতে হবে। প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল টেলিফোনে জানানোর সাথে সাথে উক্ত সীটের মাধ্যমে ফ্যাক্সযোগেও নির্ধারিত ফ্যাক্সে প্রেরণ করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার নিজে উক্ত ফলাফল সীটে স্বাক্ষর করবেন এবং স্বাক্ষরের নীচে তাঁর ফোন নম্বর প্রদান করবেন।

৬। নির্বাচন কমিশন দ্রুত ও নির্ভুলভাবে নির্বাচনের ফলাফল তৈরি ও প্রকাশের জন্য Result Management Software তৈরি করেছে। এ সফট্ওয়ার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাপটপসহ আনুষংগিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে। এ জন্য প্রশিক্ষিত জনবলও নিয়োগ করা হবে। উক্ত সফট্ওয়ার ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক ফলাফল ও একীভূত ফলাফল ইন্ট্রানেটে প্রেরণ করতে হবে।

সপ্তদশ অধ্যায়
ফলাফল একত্রীকরণ

প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব নির্ধারিত পদ্ধতিতে রিটার্নিং অফিসার ফলাফল একত্রীকরণ ও চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার ব্যবস্থা করবেন। এ লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারকে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে ঃ

২। **রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণ** ঃ (ক) ভোটগণনার কাজ শেষ হওয়ার পর পরই প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট পেপার ভর্তি সিলমোহরকৃত বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট, ভোটগণনার বিবরণী, ব্যালট পেপারের হিসাব সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। উক্ত দলিল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ ৩৭ এর বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার ফলাফল একত্রীকরণ করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার ফলাফল একত্রীকরণের জন্য তারিখ, সময় এবং স্থান সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাদের নির্বাচনি এজেন্টগণকে একটি লিখিত নোটিশ দিবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনি এজেন্টগণের মধ্যে যারা হাজির থাকেন তাদের সম্মুখে ফলাফল একত্রীকরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে সমস্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার রিটার্নিং অফিসারের নিকট পৌঁছাবে সেগুলো প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে যোগ করে প্রত্যেক প্রার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করবেন।

(খ) ফলাফল একত্রীকরণ করার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনা হতে বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ পরীক্ষা করে দেখবেন এবং যদি তিনি দেখেন যে, অনুরূপ কোন ব্যালট পেপার এইরূপ বাদ দেওয়া উচিত হয় নাই তাহলে উক্ত ব্যালট পেপার দ্বারা যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য ভোট দেওয়া হয়েছে তাঁর পক্ষে প্রদত্ত ব্যালট পেপার হিসাবে ইহাকে গণনা করবেন।

(গ) রিটার্নিং অফিসার কোন ভোট কেন্দ্র সম্পর্কিত বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ পুনরায় গণনা করবেন না, যদি না–

(i) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক লিখিতভাবে প্রিজাইডিং অফিসারের গণনা সম্পর্কে আপত্তি করা হয় এবং রিটার্নিং অফিসার ঐ আপত্তির যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন ; অথবা

(ii) তিনি কমিশন কর্তৃক ইহা করতে আদিষ্ট হন।

৩। **দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ভোটের সমতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ** ঃ যদি কোন নির্বাচনি এলাকার ফলাফল একত্রীকরণের পর দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সম সংখ্যক ভোট পেয়েছেন এবং তাদের কোন একজনের জন্য একটি ভোট দেয়া হলে তিনি নির্বাচিত ঘোষিত হওয়ার অধিকারী হবেন সেক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসার তৎক্ষণাৎ অনুরূপ প্রার্থীগণ সম্পর্কে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করবেন। লটারী যে প্রার্থীর অনুকূলে পড়বে তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন বলে গণ্য হবেন, যা তাকে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হওয়ার অধিকারী করবে। উপস্থিত সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাঁদের নির্বাচনি এজেন্টের সামনে লটারী হবে। রিটার্নিং অফিসার এই লটারীর পুরো কার্যক্রমটি কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করবেন। লিপিবদ্ধ কার্যবিবরণীতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাদের নির্বাচনি এজেন্টগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

৪। **ফলাফল একত্রীকরণের পর পুনঃসিলগালাকরণ** ঃ ফলাফলের একত্রীকরণ বিবরণী ও নির্বাচনি রিটার্ন বিধি অনুসারে প্রস্তুত করার পর যে সমস্ত প্যাকেট ফলাফল একত্রীকরণ করার জন্য খোলা হবে সেগুলোতে ব্যালট পেপার ইত্যাদি পুনরায় ভর্তি করে সিল গালা করতে হবে। সিলগালাকৃত প্যাকেটে

যদি উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট দস্তখত এবং সিলমোহর সংযুক্ত করতে ইচ্ছুক হয় তবে তা অবশ্যই করতে দিতে হবে। তাছাড়া যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট ফলাফল একত্রীকরণের বিবরণীর কপি দাবী করেন তাহলে তাও প্রদান করতে হবে।

৫। **ফলাফল একত্রীকরণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা** ঃ রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচনি ফলাফল একত্রীকরণের সময় এবং পরবর্তীতে নিম্নোক্ত কতিপয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

(ক) ফলাফল একত্রীকরণের সময়ে প্রার্থী অথবা তাদের নির্বাচনি এজেন্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ;

(খ) বাতিল ভোটসমূহ সঠিকভাবে এবং যত্নের সাথে পরীক্ষাকরণ ;

(গ) বিধি ও প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনা ও বিন্যস্তকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ।

অষ্টাদশ অধ্যায়
নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণা এবং প্রকাশ

ফলাফল একত্রীকরণের পর রিটার্নিং অফিসার সরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করে ভোটগণনার একীভূত বিবরণীসহ নির্বাচনের রিটার্ন নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের নাম ঠিকানা সম্বলিত প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ করবেন।

২। **নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা** ঃ নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণের পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৯ অনুসারে রিটার্নিং অফিসারগণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম এবং প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা (অংক ও কথায়) উল্লেখ থাকবে।

৩। **একত্রীকরণের বিবরণী ও নির্বাচনি রিটার্ন প্রেরণ** ঃ ফলাফল একত্রীকরণের পর নির্ধারিত ফরমে একীভূত বিবরণী এবং নির্বাচনের রিটার্ন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৪। **রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ** ঃ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে ফলাফল একত্রীকরণ বিবরণী পাবেন। ফলাফল একত্রীকরণের জন্য এবং নির্বাচনের রিটার্ন প্রস্তুত করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ফরম রিটার্নিং অফিসারকে প্রদান করা হবে।

৫। **নির্বাচনি ফলাফল প্রকাশ** ঃ রিটার্নিং অফিসার নির্ধারিত ফরমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম, ঠিকানা ও রাজনৈতিক দলের নাম বা স্বতন্ত্র তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতঃ নির্বাচনের রিটার্ন প্রস্তুত করে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ করবেন।

উনবিংশ অধ্যায়
নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারি অর্থ ব্যয়ের সমন্বয় সাধন

নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন পরিচালনা তথা আইন-শৃংখলা রক্ষা কাজে নিয়োজিত সংস্থা, রিটার্নিং অফিসারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় করার লক্ষ্যে এ অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

২। **নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক নির্বাচনি অর্থ বরাদ্দ** ঃ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা যেমন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। উক্ত বরাদ্দপত্রে অগ্রিম/নিয়মিত খাতের উল্লেখ থাকে।

৩। **বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয় সাধন** ঃ অতীতের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, নির্বাচন সংক্রান্ত এ সকল কাজের জন্য বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থের ব্যয়ের সপক্ষে কোন ভাউচার বা উক্ত অর্থের কোন সমন্বয় সাধন করা হয় না। ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে ব্যয়িত অর্থের বিষয়ে বছরের পর বছর অডিট আপত্তি হয়ে বিষয়সমূহ অনিষ্পন্ন থাকে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। সুতরাং বর্তমানে অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ যথাসময়ে স্ব স্ব হিসাবরক্ষণ অফিসে সমন্বয়পূর্বক প্রত্যয়নপত্রসহ বিল ভাউচার ও নিয়মিত বিলের বিল ভাউচার সংরক্ষণ এবং ব্যয় বিবরণী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থের সমন্বয়ের প্রত্যয়নপত্র এবং নিয়মিত বরাদ্দের ক্ষেত্রে ব্যয় বিবরণী দাখিলের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪। **নির্বাচনি অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে প্রিজাইডিং অফিসারদের দায়িত্ব** ঃ প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রের বেষ্টনী নির্মাণ, নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহন ও অন্যান্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ভ্রমণ/দৈনিক ভাতাসহ অন্যান্য খাতে প্রাপ্ত/গৃহীত অর্থ ব্যয়ের সপক্ষে “দুই প্রস্থ যথাযথ ভাউচার” অবশ্যই ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচনি দ্রব্যাদিসহ চটের থলি রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেবেন। কাজের সুবিধার্থে এতদসংক্রান্ত ভাউচারের একটি নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

ভাউচার নং...............

জাতীয় সংসদ নির্বাচন/শূন্য আসনে নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন উপলক্ষে অর্থ পরিশোধের জন্য ভাউচার ঃ–

১। নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম :

২। ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম :

৩। নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ :

৪। অর্থের পরিমাণ : ....

(অংকে) (কথায়)

৫। যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার বিবরণ : ....
....

[রেভিনিউ স্ট্যাম্প] ....

অর্থ প্রধানকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ — অর্থ গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

(নাম ও পদবী সম্বলিত স্বাক্ষর) — নাম:

পিতার নাম :

পদবী :

পূর্ণ ঠিকানা :

৫। **নির্বাচনি অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারদের দায়িত্ব** ঃ রিটার্নিং অফিসারগণ নির্বাচনি কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রাপ্ত/গৃহীত অর্থের হিসাব ও ভাউচার প্রদান ও সমন্বয়ের জন্য দায়ী থাকবেন। এ সংক্রান্ত কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তির জন্যও তিনি দায়ী থাকবেন। রিটার্নিং অফিসারগণ প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট অর্থ প্রদানের সময় উক্ত অর্থ খরচের সপক্ষে দুই প্রস্থ করে ভাউচার প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন। প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট প্রদত্ত অর্থ রিটার্নিং অফিসারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অন্যান্য খরচের অর্থ ব্যয়ের সপক্ষেও দুই প্রস্থ করে ভাউচার যথাযথভাবে প্রস্তুতকরতঃ খরচের সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং সমুদয় অর্থের হিসাব বিবরণী নির্বাচন সমাপ্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।

৬। **নির্বাচনি অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে সমন্বয়ের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ** ঃ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে রিটার্নিং অফিসারদের অনুকূলে যে সমস্ত অগ্রিম অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে তিনি সে সমস্ত অর্থ ব্যয়ের সপক্ষে যথাযথ ভাউচারসহ চূড়ান্ত হিসাব সংরক্ষণ করবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত হিসাব নির্বাচন সমাপ্তির পর পরই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি অগ্রিম উত্তোলিত অর্থের ভাউচার সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিসে দাখিল করে অগ্রিম উত্তোলিত অর্থের সমন্বয় সনদ প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করবেন।

৭। **নির্বাচনি অর্থ ব্যয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব** ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থের ব্যয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উক্ত অর্থের হিসাব, ভাউচার প্রদান ও সমন্বয়ের জন্য দায়ী থাকবেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্বাচন সমাপ্তির পর পরই এ সকল অর্থের সমন্বয় সাধন করতঃ চূড়ান্ত হিসাব বিবরণী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৮। **সরকারি অর্থের যথাযথ হিসাব দাখিলকরণ** ঃ সরকারি অর্থ খরচের সপক্ষে যথাযথ হিসাব দাখিল না করা অর্থ আত্মসাৎ করার সামিল হিসাবে গণ্য হতে পারে। তাছাড়া সরকারি অর্থ ব্যয়ের সপক্ষে যথাসময়ে যথাযথ ভাউচার দাখিল না করা, হিসাব প্রদান না করা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অতএব, সরকারি অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

বিংশ অধ্যায়
নির্বাচনি কাগজপত্রাদি সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ

নির্বাচনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাগজপত্র সংরক্ষণের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪২ অনুচ্ছেদে আইনী বিধান রয়েছে। সে অনুযায়ী নির্বাচনি কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি সংরক্ষণ এবং বিনষ্টকরণ সম্পর্কে এ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

২। **নির্বাচনি কাগজপত্রাদি সংরক্ষণ** ঃ নির্বাচনি ফলাফল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করার পর নির্বাচনি কাগজপত্রাদি নিরাপত্তার সাথে রিটার্নিং অফিসার তার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করবেন। উক্ত কাগজপত্রসমূহ পরবর্তীতে নির্বাচনি মামলায় হাইকোর্টে প্রয়োজন হতে পারে বিধায় উল্লিখিত কাগজাদি সাজিয়ে নিরাপত্তার সাথে রাখতে হবে। রিটার্নিং অফিসার সংরক্ষিত প্রত্যেক প্যাকেটের উপর ইহার অভ্যন্তরস্থ দলিলাদির বর্ণনা, উক্ত দলিলাদি যে নির্বাচন সংক্রান্ত ইহার তারিখ এবং যে নির্বাচনি এলাকার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার নম্বর ও নাম লিপিবদ্ধ করবেন।

৩। **নির্বাচনি কাগজপত্রের ব্যবস্থাপনা** ঃ নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার তারিখ হতে ০১ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর অথবা যদি নির্বাচনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনি দরখাস্ত/মামলা মোকদ্দমা দাখিল হয়, তবে নির্বাচনি মামলা নিষ্পত্তির পর নির্বাচন কমিশন যেরূপ নির্দেশ দেবেন সেরূপ পদ্ধতিতে ৪৪ঘ অনুচ্ছেদের অধীন সংরক্ষিত দলিলপত্র ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

৪। **নির্বাচনি দলিলপত্র সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪ঘ অনুচ্ছেদ ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ২৮ বিধি অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট রক্ষিত ব্যালট পেপার ব্যতীত দলিলাদি অফিস চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক দলিল বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং উল্লিখিত দলিল, দস্তাবেজের অনুলিপি বা তার উদ্ধৃতাংশ গ্রহণের পূর্বে প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা ফিস গ্রহণ সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাবে।

৫। **কোর্ট ফি স্ট্যাম্প সংযোজন** ঃ আবেদনকারীকে দলিলপত্রাদি পরিদর্শন অথবা অনুলিপি সরবরাহ করার জন্য প্রত্যেক আবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় মূল্যের কোর্ট ফি সংযোজন করতে হবে [২৮(৫) বিধি]। উল্লিখিত কোর্ট ফি পূর্বোল্লিখিত প্রত্যেক দলিল পরিদর্শন বাবদ জমাকৃত ১০০/- (একশত) টাকা বা দলিল-দস্তাবেজের অনুলিপি বা তার উদ্ধৃতাংশ গ্রহণের জন্য ধার্যকৃত ১০০/- (একশত) টাকার অতিরিক্ত হবে।

৬। **প্রাপ্ত অর্থ জমাদান** ঃ রিটার্নিং অফিসার প্রাপ্ত অর্থ জামানতের জন্য নির্ধারিত কোডে (২০ ডিজিট) জমা দেবেন। জমাদানের পর জমাকৃত অর্থের পরিমাণ জমাদানের প্রমাণসহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করতে হবে।

একবিংশ অধ্যায়
নির্বাচনি অপরাধ, দণ্ড ও প্রয়োগ পদ্ধতি

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৭৩-৯০ এ বিভিন্ন নির্বাচনি অপরাধ, দণ্ড ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। উল্লিখিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শাস্তির বিধান ও করণীয় রয়েছে তা সংশ্লিষ্টদের জানা আবশ্যক। এ অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে অপরাধ, দণ্ড ও প্রয়োগ পদ্ধতির বিধান দেয়া হয়েছে।

২। **নির্বাচনি অপরাধ রোধ ও দণ্ড প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ** ঃ উল্লিখিত নির্বাচনি অপরাধের জন্য যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা কর্মকর্তা অথবা রিটার্নিং অফিসার উপযুক্ত আদালতে বা সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিও মামলা দায়ের করতে পারবেন।

৩। **নির্বাচনি অপরাধ ও দণ্ড** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন নির্বাচনি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের শাস্তিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক। **দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৩)** ঃ কোনো ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে, এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় দুর্নীতিমূলক কাজের অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি–

(২) অনুচ্ছেদ ৪৪কক এর অধীন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ভিন্ন অন্য কোনো উৎস হতে কোনো নির্বাচনি ব্যয় বহন করেন ;

(২ক) অনুচ্ছেদ ৪৪খ এর বিধানাবলি লঙ্ঘন করেন ;

(২খ) ঘুষ আদান-প্রদান, ছদ্মপরিচয় বা অবৈধ প্রভাব খাটানোর অপরাধ করেন ;

(৩) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সম্পর্কে নিম্নরূপভাবে মিথ্যা বিবৃতি দেন বা প্রকাশ করেন-

(ক) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার কোনো আত্মীয়ের ব্যক্তিগণ চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য, যা নির্বাচনকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো প্রার্থীর নির্বাচন সংগঠিত করার বা প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যদি না তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে, বিবৃতি সত্য বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এবং তিনি তা বিশ্বাস করেছিলেন ;

(খ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে, অনুরূপ প্রতীক উক্ত প্রার্থীকে প্রদান করা হয়েছে কি হয় নাই এই মর্মে ; অথবা

(গ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে ;

(৪) কোনো প্রার্থী কোনো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, বর্ণ, উপদল বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তাকে ভোট দেয়ার জন্য বা তাকে ভোট দেয়া হতে বিরত থাকার জন্য কোনো ব্যক্তিকে আহ্বান করেন বা প্ররোচিত করেন ;

(৫) জ্ঞাতসারে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে সমর্থন বা তার বিরোধিতা করার লক্ষ্যে, নিজেকে এবং নিজ পরিবারের সদস্য ব্যতীত, কোনো ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে নেয়া বা আনার উদ্দেশ্যে কোনো স্থলযান বা নৌযান ভাড়া দেন, ভাড়া করেন, ধার নেন, নিয়োজিত করেন বা ব্যবহার করেন ; বা

(৬) ভোট প্রদানের জন্য ভোট কেন্দ্রে হাজির বা অপেক্ষায় আছেন এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে ভোট প্রদান ব্যতিরেকে ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করাইবার চেষ্টা করেন।

খ। **বেআইনী আচরণের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৪)** ঃ কোনো ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে, এবং অর্থ দণ্ডেও, দণ্ডনীয় বেআইনী কাজের অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি-

(২) অনুচ্ছেদ ৪৪কক বা ৪৪গ এর বিধানাবলি পালন করতে ব্যর্থ হন ;

(২ক) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচনে সুবিধা প্রদান বা বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ বা প্ররোচিত করেন, বা সাহায্য গ্রহণ বা প্ররোচিত করার চেষ্টা করেন ;

(৩) ভোট প্রদানের যোগ্য নন বা অযোগ্য জানা সত্ত্বেও, কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চান ;

(৪) একই ভোট কেন্দ্রে একাধিকবার ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চান ;

(৫) একই নির্বাচনে একাধিক ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চান ;

(৬) ভোট চলাকালে কোনো ভোটকেন্দ্র হতে ব্যালট পেপার সরিয়ে ফেলেন ; বা

(৭) জ্ঞাতসারে পূর্বোক্ত কোনো কাজ করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করেন বা তার সাহায্য চান।

গ। **ঘুষ গ্রহণ বা প্রদানের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৫)** ঃ কোনো ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন, যদি তিনি স্বয়ং বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে,-

(১) কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান করা বা ভোট প্রদানে বিরত থাকা বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হতে বা প্রার্থী হওয়ার, প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার বা তা হতে বিরত থাকার কারণে, বকশিশ গ্রহণ করেন বা করতে সম্মত হন বা চুক্তিবদ্ধ হন ; বা

(২) কোনো ব্যক্তিকে বকশিশ প্রদান করেন, প্রস্তাব করেন বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন ;

(৩) (ক) প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে-

(অ) কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হতে বা প্রার্থী হওয়া হতে বিরত রাখেন ; বা

(আ) কোনো ভোটারকে কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান বা ভোট প্রদান করা হতে বিরত রাখেন ; বা

(ই) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচন হতে প্রত্যাহার করান ; বা

(খ) পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে—

(অ) কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া হতে বিরত রাখেন ;

(আ) কোনো ভোটারকে কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে বা ভোট প্রদান করা হতে বিরত রাখেন ; বা

(ই) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে কোনো নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করান।

ব্যাখ্যা।-এই অনুচ্ছেদে "বকশিশ" বলতে আর্থিক বা অর্থে নিরূপণযোগ্য বকশিশ এবং সর্ববিধ আপ্যায়ন বা নিযুক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঘ। **অন্যের নাম ধারণের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৬)** ঃ কোনো ব্যক্তি অন্যের ছদ্মপরিচয় ধারণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন, যদি তিনি অন্য কোনো ব্যক্তির, সেই ব্যক্তি জীবিত বা মৃত বা কাল্পনিক যাই হন, ছদ্মপরিচয় ধারণ করে ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চান।

ঙ। **অসংগত প্রভাব বিস্তারের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৭)** ঃ কোনো ব্যক্তি অসংগত প্রভাবের অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি–

(১) কোনো নির্বাচনে কোনো ব্যক্তিকে ভোট দেয়ার জন্য বা ভোট দেয়া হতে বিরত থাকার জন্য, বা নির্বাচনের প্রার্থী হতে, বা তার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য প্ররোচিত বা বাধ্য করার জন্য, পরোক্ষভাবে, স্বয়ং বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা-

(ক) কোনো প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা করার ভয় দেখান,

(খ) কোনো আঘাত, ক্ষতি, হানি বা লোকসান করেন বা করার ভয় দেখান ;

(গ) কোনো সাধু বা পীরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করার ভয় দেখান ;

(ঘ) কোনো ধর্মীয় দণ্ড প্রদান করেন বা করার ভয় দেখান ; বা

(ঙ) কোনো অফিসিয়াল প্রভাব বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োগ করেন ;

(২) কোনো ব্যক্তির ভোট দেয়ার বা দেয়া হতে বিরত থাকার বা প্রার্থী হওয়ার বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার জন্য উল্লিখিত যে কোনো কাজ করেন ;

(৩) অপহরণ, জবরদস্তি বা কোনো প্রতারণামূলক ফন্দি বা কৌশল দ্বারা-

(ক) কোনো ভোটার কর্তৃক তার ভোটাধিকার প্রয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধা প্রদান করেন ;

(খ) কোনো ভোটারকে ভোট দিতে বা ভোট দেয়া হতে বিরত থাকতে বাধ্য, প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে "হানি (harm)" অর্থে সামাজিক ভর্ৎসনা, একঘরেকরণ বা কোনো বর্ণ বা সম্প্রদায় হতে বহিষ্কারও অন্তর্ভুক্ত হবে।

চ। **ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে সভা, মিছিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৮)** ঃ (১) কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনি এলাকার ভোট গ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা এবং ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উক্ত নির্বাচনি এলাকায় কোনো জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান বা তাতে যোগদান করতে এবং কোনো ব্যক্তি কোনো মিছিল বা শোভাযাত্রা সংগঠিত করতে বা তাতে যোগদান করতে পারবেন না।

(১ক) উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো ব্যক্তি–

(ক) কোনো আক্রমনাত্মক কাজ বা বিশৃঙ্খলামূলক আচরণ করতে পারবেন না ;

(খ) ভোটার বা নির্বাচনি কার্যে নিয়োজিত বা দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিগণকে হুমকি বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে পারবেন না ;

(গ) কোনো অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন বা ব্যবহার করতে পারবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উক্ত বিধানাবলি লঙ্ঘন করলে, তিনি অনধিক সাত বৎসর বা অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন।

ছ। **ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যে প্রচারণা, ভোট প্রার্থনা ইত্যাদির শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৯)** ঃ কোনো ব্যক্তি অনধিক তিন বৎসর এবং অন্যূন ছয়মাসের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি ভোটের তারিখে ভোটকেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে–

(ক) ভোটের জন্য প্রচারণা করেন ;

(খ) কোনো ভোটারের ভোট প্রার্থনা করেন ;

(গ) কোনো ভোটারকে নির্বাচনে ভোট প্রদান না করার জন্য বা কোনো বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করার জন্য প্ররোচিত করেন ; বা

(ঘ) রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্টের জন্য ভোট কেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাইরে কোনো সংরক্ষিত স্থান ব্যতীত, ভোটারগণকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে কোনো বিজ্ঞপ্তি, চিহ্ন, ব্যানার বা পতাকা প্রদর্শন করেন বা সংকেত দেন।

জ। **ভোটগ্রহণের দিনে মাইক্রোফোন, লাউড স্পিকার ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহারের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৮০)** ঃ কোনো ব্যক্তি অনধিক তিন বৎসর এবং অন্যূন ছয় মাসের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি ভোটগ্রহণের দিন–

(১) ভোটকেন্দ্র হতে শুনা যায় এরকমভাবে কোনো গ্রামোফোন, মেগাফোন, লাউড স্পিকার বা পুন:শব্দ সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী অন্য কোনো যন্ত্র ব্যবহার করেন ;

(২) ভোটকেন্দ্র হতে শুনা যায় এরকমভাবে অনবরত চিৎকার করেন ;

(৩) এমন কোনো কাজ করেন যা–

(ক) ভোটকেন্দ্রে ভোট দেয়ার জন্য আগত কোনো ভোটারকে বিরক্ত করে বা তার অসন্তোষ ঘটায় ; বা

(খ) প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব পালন ব্যাহত করে ; বা

(৪) পূর্বোক্ত যে কোনো কাজ করতে সহায়তা করেন।

ঝ। **ব্যালট পেপারসহ নির্বাচনি কাগজপত্র নষ্ট বা বিকৃত করার শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৮১)** ঃ কোনো ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি–

(ক) কোনো মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপারের উপরের অফিসিয়াল সীলমোহর ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত বা নষ্ট করেন ;

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটকেন্দ্র হতে কোনো ব্যালট পেপার বাহির করে নিয়ে যান, বা তিনি যে ব্যালট পেপার প্রবেশ করানোর অধিকারী তা ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যালট পেপার বাক্সে প্রবেশ করান ;

(খখ) তার নিকট কোনো ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপারের বহি পাওয়া যায় বা তাকে ভোট কেন্দ্রের বাহিরে জনগণকে উহা প্রদর্শন করতে দেখা যায় ;

(গ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতীত–

(১) কোনো ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন ;

(২) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে এরকম কোনো ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের খাম নষ্ট করেন, গ্রহণ করেন, খোলেন বা অন্য কোনোভাবে সেগুলোতে হস্তক্ষেপ করেন ; বা

(৩) এ আদেশের বিধানানুযায়ী যুক্ত কোনো সিলমোহর ভাঙ্গেন ;

(গগ) যথাযথ কর্তৃত্ব ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ইভিএম সংশ্লিষ্ট বা ইভিএম এ ব্যবহৃত বা ব্যবহৃতব্য কোনো ডিভাইস, সরঞ্জামাদি বা সফ্‌টওয়্যার প্রোগ্রাম বিনষ্ট করেন বা হস্তক্ষেপ করেন ;

(ঘ) কোনো ব্যালট পেপার বা অফিসিয়াল চিহ্ন জাল করেন ;

(ঙ) ভোট শেষ হবার পর, অবিলম্বে অনুসরণীয় প্রয়োজনীয় পদ্ধতি শুরু করতে, পরিচালনা করতে, বা সমাপ্ত করতে বিলম্ব ঘটান বা বাধার সৃষ্টি করেন ;

(চ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য, বা নির্বাচন বানচালের জন্য কোনো ভোটকেন্দ্র বা ভোটকক্ষ বলপূর্বক দখল করেন, বা দখল করার ব্যাপারে সহায়তা করেন বা পরোক্ষ সমর্থন প্রদান করেন, এবং

(১) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে (polling authorities) ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স বা ভোট সংক্রান্ত অন্য বস্তু বা দলিলপত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করেন এবং অন্যান্য এরকম অন্য কোনো কার্য করেন যা সুশৃঙ্খলভাবে ভোটগ্রহণ বা ভোট গণনা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রস্তুতকরণ প্রভাবিত করে ; বা

(২) ভোটকেন্দ্র হতে কোনো প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে বিতাড়িত করেন এবং ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে তাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন কার্য চালিয়ে যেতে বাধ্য করেন ; বা

(৩) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে বিতাড়িত করে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, ভোট সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং দলিলপত্র বলপূর্বক দখল করেন এবং তার ইচ্ছানুযায়ী এগুলোকে অসৎভাবে ব্যবহার করেন ; বা

(৪) কেবল তার সমর্থক বা তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থক বা তার রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর সমর্থকদের ভোট প্রদানে সাহায্য করেন এবং অন্য সকলকে ভোট প্রদানে বিরত রাখেন।

(২) কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা করণিক (clerk) অনধিক দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অন্যূন তিন বৎসরের অর্থদণ্ডেও, দণ্ডিত হবেন।

ঞ। **ভোট প্রদানে প্রতিবন্ধকতার শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৮২)** ঃ কোনো ব্যক্তি অনধিক পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি-

(১) ভোট প্রদানের সময় ভোটারকে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন ;

(২) কোনো্ ভোট কেন্দ্রে কোনো্ ভোটার কোনো্ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য ভোট প্রদান করতে যাচ্ছেন বা ভোট প্রদান করেছেন তৎসম্পর্কে যে কোনোভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন বা করার চেষ্টা করেন ;

(৩) কোনো্ ভোটার কোনো্ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করতে যাচ্ছেন বা ভোট প্রদান করেছেন তৎসম্পর্কে কোনো ভোট কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্য যে কোনো সময় অন্যকে প্রদান করেন।

ট। **ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতার শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৮৩)** ঃ কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, বা পোলিং অফিসার বা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোনো ব্যক্তি অনধিক পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও, দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি-

(১) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করতে বা রক্ষা করতে সাহায্য করতে ব্যর্থ হন ; বা

(২) কোনো আইনে অনুমোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোট শেষ হবার পূর্বে দাপ্তরিক চিহ্ন সম্পর্কিত কোনো তথ্য কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করেন ; বা

(৩) কোনো বিশেষ ব্যালট পেপার দ্বারা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হয়েছে তৎসম্পর্কিত ভোট গণনাতে প্রাপ্ত কোনো তথ্য প্রদান করেন।

ঠ। **ভোট প্রদানে বা বিরত রাখতে কর্মকর্তাদের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৮৪)** ঃ কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা করণিক বা পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্য অনধিক পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন, যদি তিনি কোনো নির্বাচন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা বা ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকালে-

(১) কোনো ব্যক্তিকে তার ভোট দিতে প্ররোচিত করেন ;

(২) কোনো ব্যক্তিকে তার ভোট দেয়া হতে নিবৃত্ত করেন ;

(৩) কোনোভাবে কোনো ব্যক্তির ভোটদান প্রভাবিত করেন ; বা

(৪) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার মতলবে অন্য কোনো কাজ করেন।

ড। **অনুচ্ছেদ ৮৪ক** ঃ যদি কোনো ব্যক্তি এই আদেশের অধীন কোনো নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তিকে হুমকি, ভীতি প্রদর্শন, আঘাত বা অন্য কোনোভাবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন, বা এই আদেশের অধীন কোনো নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো গণমাধ্যম প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষককে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন, এবং/বা তাহার শারীরিক কোনো ক্ষতি করেন বা তাহার দায়িত্ব পালনে ব্যবহার্য সরঞ্জামের ক্ষতি সাধন করেন বা কোনো ভোটারকে ভোট প্রদান হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে ভোট কেন্দ্রে যাইতে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন, বা কোনো প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হইতে বিরত রাখেন বা বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন, বা কোনো প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করান বা বাধ্য করাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তিনি অনধিক সাত বৎসর ও অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

ঢ। **সরকারি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৮৫)** ঃ কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা অনুরূপ কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক এই আদেশের অধীন অর্পিত তার দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো ব্যক্তি অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন, যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ও যুক্তিসঙ্গত

কোনো কারণ ব্যতীত, কোনো কার্য বা বিচ্যুতির মাধ্যমে এই আদেশের অধীন তার দাপ্তরিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে তার উপর আরোপিত কোনো দায়িত্ব লঙ্ঘন করেন।

ণ। **সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহারের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৮৬)** ঃ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি অনধিক পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি কোনোভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন।

ত। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক গ্রেফতারের ক্ষমতা (অনুচ্ছেদ ৮৭)** ঃ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্যের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকবে, যথাঃ–

(ক) তিনি পুলিশ কর্মকর্তা না হলেও, ভোট গ্রহণের দিন ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তি ব্যতীত, কোনো ব্যক্তিকে অনুচ্ছেদ ৭৩ (২খ), (৪), (৫) ও (৬), অনুচ্ছেদ ৭৪ (২ক), (৩), (৪), (৫) ও (৬), অনুচ্ছেদ ৭৮, অনুচ্ছেদ ৭৯, অনুচ্ছেদ ৮০, অনুচ্ছেদ ৮১(১) ও অনুচ্ছেদ ৮২ এর অধীন কৃত কোনো অপরাধের জন্য বা শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, উক্ত কার্যবিধির অধীন একজন পুলিশ কর্মকর্তার ন্যায় বিনা পরওয়ানায় গ্রেপ্তার করতে পারবেন ;

(খ) রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশে কোনো ব্যক্তিকে দফা (ক) এ উল্লিখিত যে কোনো অনুচ্ছেদের অধীন কৃত কোনো অপরাধের জন্য বিনা পরওয়ানায় গ্রেপ্তার করতে পারবেন ;

(গ) অনুচ্ছেদ ৩০ এর অধীন প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অপসারিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি ভোট কেন্দ্রে কোনো অপরাধ করলে তাহকে বিনা পরওয়ানায় গ্রেপ্তার করতে পারবেন ;

(ঘ) অনুচ্ছেদ ৭৯ লঙ্ঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা অপসারণ করতে পারবেন ;

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৮০ লঙ্ঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোনো যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম জব্দ করতে পারবেন ; এবং

(চ) এই অনুচ্ছেদের অধীন তার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে, শক্তি ব্যবহারসহ, প্রয়োজনীয় যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।

থ। **পোস্টার, তোরণ ইত্যাদি অপসারণ (অনুচ্ছেদ ৮৭ক)** ঃ (১) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে কোনো সদস্য অথবা যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, যখনই বা যেখানেই, নিম্নবর্ণিত বিষয় জানতে পারেন বা তা তার নজরে আসে তখনই এবং সেখানেই-

(ক) কোনো প্রার্থীর নানা রংয়ের পোস্টার বা প্রতিকৃতি বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট আকার হতে বড় আকারের কোনো প্রার্থীর পোস্টার বা প্রতীক ;

(খ) কোনো প্রার্থীর জন্য তৈরি ফটক বা তোরণ বা ঘেরা ;

(গ) চারশত বর্গফুট হতে অতিরিক্ত এলাকা জুড়ে কোনো প্রার্থীর প্যান্ডেল ;

(ঙ) কোনো প্রার্থী কর্তৃক কোনো নির্বাচনি এলাকায় একই সঙ্গে তিনটির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার ;

(চ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কোনো ইউনিয়নে অথবা কোনো পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের কোনো ওয়ার্ডে, একটির অধিক নির্বাচনি ছাউনি বা অফিস অথবা কোনো নির্বাচনি এলাকায় একটির অধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ছাউনি অফিস ;

(ছ) যে কোনোভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারপূর্বক কোনো প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে আলোকসজ্জা ; এবং

(জ) কোনো প্রার্থীর জন্য প্রচারণার পন্থা হিসাবে কালি বা অন্য যে কোনোভাবে কোনো দেওয়াল, দালান, থাম, সেতু, স্থলযান বা জলযানে, অথবা বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট নয় এইরূপ স্থানে অংকিত, লিখিত বা চিত্রাঙ্কিত প্রচারণা অপসারণ করবেন বা অপসারণ করাবেন বা অপসারণের নির্দেশ প্রদান করবেন।

(২) যদি কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য যে কোনো সদস্য, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, দফা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন বা অবহেলা করেন, তা হলে তিনি অদক্ষতা বা অসদাচারণের অপরাধে দোষী বলে গণ্য হবেন এবং কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুরোধ করা হলে, তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কমিশন বা ক্ষেত্রমত, রিটার্নিং অফিসারকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবে, এবং গৃহীত ব্যবস্থা উক্ত কর্মকর্তার চাকরি রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন।

(৩) কোনো রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য যে কোনো সদস্যকে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, দফা (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য যে কোনো পদার্থ বা সামগ্রী অপসারণ করতে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন, এবং অনুরূপ পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এইরূপ নির্দেশ পালনে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ পরিপালন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রদান করবেন এবং যদি অনুরূপ কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, নির্দেশ মান্য করতে ব্যর্থ হন, অস্বীকার করেন বা অবহেলা করেন, তা হলে তিনি অদক্ষতা বা অসদাচরণের অপরাধে দোষী বলে গণ্য হবেন এবং তৎসম্পর্কে দফা (২) এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

(৪) কোনো রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কোনো প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্টকে দফা (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য কোনো পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী অবিলম্বে অপসারণ করতে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট এইরূপ নির্দেশনানুযায়ী কার্য করবেন এবং নির্দেশ পালন সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং যদি তিনি বা তার নির্বাচনি এজেন্ট, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তা হলে তিনি অনুচ্ছেদ ৭৩ এর অধীন দুর্নীতিমূলক কার্য করার অপরাধে দোষী বলে গণ্য হবেন।

(৫) কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোনো সদস্য কর্তৃক অপসারিত কোনো পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী প্রার্থীর দখল হতে জব্দ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এইরূপ অপসারণের সময় বিনষ্ট না হয়ে থাকলে, সেগুলো নিকটতম থানার হেফাজতে রাখা হবে এবং কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারাধীন না থাকলে, অনুরূপ হেফাজতের তারিখ হতে ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর জব্দকৃত মালামাল বিনষ্ট করা হবে বা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৬) কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোনো সদস্য এই অনুচ্ছেদের অধীন তার দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগ এর জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগসহ, যে কোনো পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বা করাতে পারবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীন গৃহীত যে কোনো ব্যবস্থা অবিলম্বে কমিশনকে এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকেও অবহিত করতে হবে।

(৮) এই অনুচ্ছেদের অধীন গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, এই আদেশের অন্য কোনো বিধানের অধীন গৃহীতব্য অন্য কোনো ব্যবস্থা বা আরোপিত অন্য কোনো শাস্তির অতিরিক্ত হবে এবং তা অন্য কোনো গৃহীত ব্যবস্থা বা শাস্তিকে লঘু করবে না।

(৯) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো ব্যবস্থা অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোট গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত, উভয় দিনসহ, সময়ের মধ্যে যে কোনো সময়ে গ্রহণ করা যাবে।

দ। **অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ (অনুচ্ছেদ ৮৯)** ঃ (১) কোনো আদালত, কমিশন কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা বা কমিশন হতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে দায়েরকৃত কোনো লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, অনুচ্ছেদ ৮১ এর দফা (২), অনুচ্ছেদ ৮৩, অনুচ্ছেদ ৮৪, অনুচ্ছেদ ৮৫ বা অনুচ্ছেদ ৮৬ এর অধীন কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করবেন না।

(২) যদি কমিশনের ইহা বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, দফা (১) এ উল্লিখিত কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তা হলে তা উদঘাটনের জন্য তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত কোনো তদন্ত করাতে বা ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে বা করাতে পারবেন।

ধ। **কতিপয় ব্যক্তির ম্যাজিস্টেরিয়াল ক্ষমতা প্রয়োগ (অনুচ্ছেদ ৮৯ক)** ঃ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্য ব্যতীত, আপাতত নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তি, কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে,-

(ক) অনুচ্ছেদ ৭৩(২খ), অনুচ্ছেদ ৭৪ (২ক), (৩), (৪), (৫), (৬), অনুচ্ছেদ ৭৮, অনুচ্ছেদ ৭৯, অনুচ্ছেদ ৮০, অনুচ্ছেদ ৮১(১) ও অনুচ্ছেদ ৮২ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে উক্ত কার্যবিধির অধীন কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন ; এবং

(খ) উক্ত কার্যবিধির ধারা ১৯০ এর উপ-ধারা (১) এর যে কোনো দফার অধীন অনুরূপ কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করতে পারবেন ; এবং সংক্ষিপ্ত বিচার সংক্রান্ত উক্ত কার্যবিধির বিধানাবলি অনুযায়ী অনুরূপ কোনো অপরাধ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার করবেন।

ন। **৯০ অনুচ্ছেদ** ঃ নিম্নরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত, অনুচ্ছেদ ৭৩ বা অনুচ্ছেদ ৭৪ এর অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের মামলা গ্রহণ করা হইবে না, যথা :–

(ক) যদি অপরাধ সংঘটনের ছয় মাসের মধ্যে মামলা দায়ের করা না হয় ; বা

(খ) যদি যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, সেই নির্বাচন সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়া থাকে এবং যদি হাইকোর্ট বিভাগ উক্তরূপ অপরাধ সম্পর্কে কোনো আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুরূপ আদেশের তিন মাসের মধ্যে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়
নির্বাচনি বিরোধ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে তিনি নির্বাচনি মামলা দায়ের করতে পারেন। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগে নির্ধারিত বেঞ্চে উক্ত মামলা দায়ের করতে হবে। হাইকোর্ট বিভাগে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করতে হবে।

১। **নির্বাচনি দরখাস্ত হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল** ঃ প্রার্থী কর্তৃক পেশকৃত কোন নির্বাচনি দরখাস্ত ব্যতীত কোন নির্বাচন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। কোন নির্বাচনি দরখাস্ত বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে পেশ করতে হবে। কোন নির্বাচনি দরখাস্তের সাথে উল্লিখিত পক্ষগণের সমান সংখ্যক কপি সংযুক্ত থাকতে হবে এবং এরূপ প্রত্যেক কপির দরখাস্তের আসল কপি মর্মে দরখাস্তকারী কর্তৃক তার নিজ দস্তখতে প্রত্যয়িত হতে হবে। কোন নির্বাচনি দরখাস্ত পেশ করার সময় দরখাস্তের খরচের জামানত হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা হাইকোর্ট বিভাগে জমা দিতে হবে।

২। **নির্বাচনি দরখাস্তের আবশ্যকীয় পক্ষ** ঃ দরখাস্তকারী তার নির্বাচনি দরখাস্তের পক্ষ হিসেবে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে এবং যাহার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী কাজের অভিযোগ করা হয়েছে এরূপ অন্য কোন প্রার্থীকে যুক্ত করবেন। এই "দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী কাজ" অর্থ অধ্যায় ৬ এর অর্থে কোন "দুর্নীতিমূলক কাজ" বা "বেআইনী কাজ"।

৩। **নির্বাচনি দরখাস্তের আবশ্যকীয় উপাদান** ঃ প্রত্যেক নির্বাচনি দরখাস্তে দরখাস্তকারী যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাদির উপর নির্ভর করেছেন তার সুস্পষ্ট বিবরণ এবং যে দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী কাজ বা অন্য কোন বেআইনী কর্ম করা হয়েছে বলে অভিযোগ আনয়ন করতে চান তার পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ, অনুরূপ দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী কাজ বা বেআইনী কর্ম করেছেন বলে তিনি যাদের বিরূদ্ধে অভিযোগ করছেন তাদের নাম এবং অনুরূপ কাজ সংঘটিত হবার তারিখ ও স্থানের যতদূর সম্ভব একটি পূর্ণ বর্ণনাসহ তিনি কি প্রতিকার দাবী করছেন তার উল্লেখ থাকতে হবে। দরখাস্তকারী প্রতিকার হিসেবে যে প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারেন তা হচ্ছে: নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল ; নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন ব্যক্তি যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়েছেন এমন ঘোষণা ; অথবা গোটা নির্বাচনই বাতিল বলে ঘোষণা। প্রত্যেক নির্বাচনি দরখাস্ত এবং উক্ত দরখাস্তের প্রত্যেক তফসিল বা সংযুক্তিতে দরখাস্তকারীর দস্তখত থাকতে হবে এবং দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এ আরজি বা জবাব প্রতিপাদনের জন্য যে ব্যবস্থা বর্ণিত আছে যে পন্থায়ই প্রতিপাদন করতে হবে।

৪। **নির্বাচনি দরখাস্ত নিষ্পত্তি** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ও বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রত্যেক নির্বাচনি দরখাস্ত, যতদূর সম্ভব, দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর অধীন দেওয়ানী মামলা বিচারের পদ্ধতি মাফিক বিচার করা হবে :

তবে শর্ত থাকে যে, হাইকোর্ট বিভাগ–

(ক) প্রত্যেক সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে তার সাক্ষ্যের সারাংশের একটি স্মারক প্রস্তুত করতে পারবেন, যদি না তা বিবেচনা করেন যে, কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করে রাখার বিশেষ কারণ আছে ; এবং

(খ) কোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অস্বীকার করতে পারবেন, যদি তা বিবেচনা করেন যে, তার সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নয় বা কার্যধারা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে তুচ্ছ কারণে তাকে ডাকা হয়েছে।

৫। **দরখাস্ত দাখিল ও নিষ্পত্তির পদ্ধতি** ঃ

(১) এই আদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারের জন্য সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২, প্রয়োজন হবে না।

(২) হাইকোর্ট বিভাগ যে কোন সময়, তৎকর্তৃক নির্দেশিত শর্তে এবং ফি প্রদানে, কোন দরখাস্তকে এমনভাবে সংশোধন করার অনুমতি দিতে পারবেন যা, তার মতে, একটি নিরপেক্ষ এবং কার্যকর বিচার নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রকৃত বিচার্য বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজন হতে পারে, তবে নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোন নতুন কারণ উত্থাপন করার কোন অনুমতি দেয়া হবে না।

(৩) কোন নির্বাচনি দরখাস্তের বিচারকালে যে কোন সময়, হাইকোর্ট বিভাগ দরখাস্তকারীকে, অনুচ্ছেদ ৪৯ এর অধীন জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত, তৎবিবেচনায় উচিত পরিমাণ আরো অধিক অর্থ জামানত হিসাবে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।

(৪) হাইকোর্ট বিভাগ কোন নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার কোন উদ্দেশ্যেই মুলতবি রাখবেন না যদি না, তার মতে, বিচারের স্বার্থে অনুরূপ মুলতবি প্রয়োজনীয় মনে হয়।

(৫) হাইকোর্ট বিভাগ যত দ্রুত সম্ভব কোন নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার করবেন এবং তার নিকট নির্বাচনি দরখাস্তটি বিচারের জন্য দায়ের হওয়ার তারিখ হতে ছয় মাসের মধ্যে বিচার শেষ করার চেষ্টা করবে।

তবে শর্ত থাকে যে, গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৮১ (১৯৮১ সনের ১৬নং আইন) প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন ট্রাইব্যুনালের নিকট বিচারের অপেক্ষায় থাকা কোন নির্বাচনি দরখাস্তের ক্ষেত্রে, এ উপ-ধারার উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অনুরূপ প্রবর্তন হতে ছয় মাস গণনা করা হবে।

৬। **নির্বাচনি দরখাস্ত খারিজের কারণ** ঃ হাইকোর্ট বিভাগ অনুচ্ছেদ ৪৯ বা অনুচ্ছেদ ৫০ বা অনুচ্ছেদ ৫১ এর বিধানাবলী পালন করা না হলে নির্ধারিত অতিরিক্ত জমা দিতে দরখাস্তকারী ব্যর্থ হলে নির্বাচনি দরখাস্ত খারিজ করবেন।

৭। **নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারকালে সাক্ষ্য প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা** ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীতে যা কিছুই থাকুক না কেন, যথাযথভাবে স্ট্যাম্পকৃত বা রেজিস্ট্রিকৃত হয়নি কেবল এ কারণে কোন দলিল কোন নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারকালে প্রমাণ হিসাবে অগ্রাহ্য হবে না।

(১) সাক্ষ্য প্রমাণ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়: কোন নির্বাচনি দরখাস্তের বিচারে কোন সাক্ষীকে কোন বিচার্য বিষয়ে বা বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ে কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হতে মাফ করা হবে না এ কারণে যে, অনুরূপ প্রশ্নের উত্তর তাকে দোষী করতে পারে বা তাকে দোষী করার সম্ভাবনা আছে বা তাকে শাস্তি বা বাজেয়াপ্তির সম্মুখীন করতে পারে বা সম্মুখীন করার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কোন সাক্ষীকে তিনি নির্বাচনে কার জন্য ভোট দিচ্ছেন তা বলার জন্য বলা যাবে না বা বলতে দেয়া হবে না।

(২) যে সাক্ষী, তিনি জবাব দিতে বাধ্য, এরূপ সকল প্রশ্নের যথার্থভাবে উত্তর দেবেন সে সাক্ষী হাইকোট বিভাগের নিকট হতে একটি নিরাপত্তা সার্টিফিকেট পেতে অধিকারী হবেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক বা তা সম্মুখে উত্থাপিত কোন প্রশ্নের তিনি যে জবাব দেবেন তা, তার সাক্ষ্য সংক্রান্ত মিথ্যার জন্য ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ব্যতীত, কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩) ধারা (৩) এর অধীন কোন সাক্ষীকে মঞ্জুরকৃত নিরাপত্তা সার্টিফিকেট তিনি যে কোন আদালতে তার ওজর হিসেবে পেশ করতে পারবেন এবং যে বিষয়ের সহিত অনুরূপ সার্টিফিকেট সম্পর্কিত সে বিষয় হতে উদ্ভূত ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৯ক অধ্যায় বা এ আদেশের অধীন কোন অভিযোগের বিরুদ্ধে একটি পুরোপুরি ও পূর্ণাঙ্গ কৈফিয়ত হবে, তবে আপাততঃ বলবৎ কোন আইন কর্তৃক আরোপিত নির্বাচন সংক্রান্ত কোন অযোগ্যতা হতে তাকে মুক্তি দিয়েছে বলে বিবেচিত হবে না।

(৪) হাইকোর্ট বিভাগ কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে হাজির হবার জন্য কৃত যুক্তিসঙ্গত খরচ মঞ্জুর করতে পারবেন এবং তা, হাইকোর্ট বিভাগ ভিন্নরূপ নির্দেশনা না দিলে, খরচের অংশ বলে গণ্য হবে।

৮। **নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচনের বিরুদ্ধে অন্য প্রার্থীর দাবী** ঃ যেক্ষেত্রে কোন নির্বাচনি দরখাস্তে এ মর্মে একটি ঘোষণা দাবী করা হয় যে, নির্বাচিত প্রার্থী ভিন্ন অন্য একজন প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়েছেন সেক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থী বা অন্য কোন পক্ষ তা প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-সাবুদ পেশ করতে পারবেন যে, অনুরূপ অন্য প্রার্থী নির্বাচিত প্রার্থী হলে তার নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষিত হত, যদি তার নির্বাচনকে প্রশ্ন করে কোন দরখাস্ত পেশ করা হত। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত প্রার্থী বা পূর্বোক্ত অনুরূপ অন্য পক্ষ এরূপ সাক্ষ্য-সাবুদ পেশ করতে অধিকারী হবেন না, যদি না তিনি, বিচার শুরু হবার পরবর্তী চৌদ্দ দিনের মধ্যে, ঐরূপ করার ইচ্ছা সম্পর্কে হাইকোর্ট বিভাগকে নোটিশ দেন এবং অনুচ্ছেদ ৪৯ এ উল্লিখিত জামানতও জমা দেন। প্রত্যেক নোটিশের সাথে মামলার একটি বিবরণ থাকবে এবং কোন নির্বাচনি দরখাস্তের বিষয়বস্তু, প্রতিপাদন, বিচার ও পদ্ধতি সম্পর্কিত অথবা কোন নির্বাচনি দরখাস্ত বিষয়ে জামানত জমা সম্পর্কিত সকল বিধান অনুরূপ বিবরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেন তা একটি নির্বাচনি দরখাস্ত।

৯। **নির্বাচনি দরখাস্তের নিষ্পত্তি আদেশ ও আপিল** ঃ হাইকোর্ট বিভাগ কোন নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার শেষ হওয়ার পর দরখাস্তটি খারিজ বা নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল কিংবা নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলে এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা ; বা সম্পূর্ণ নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করে আদেশ দিতে পারবেন। হাইকোর্ট বিভাগের কোন রায়ে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি রায় ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল বিভাগে আপিল করতে পারবেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে আপিল বিভাগের রায় চূড়ান্ত হবে।

১০। **নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিলের কারণসমূহ** ঃ হাইকোর্ট বিভাগ নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করবেন, যদি তা এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে নির্বাচিত প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ ছিল ; বা নির্বাচিত প্রার্থী, মনোনয়নের তারিখ, সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য ছিলেন, না অযোগ্য ছিলেন ; বা কোন দুর্নীতিমূলক কাজ বা অবৈধ কাজের দ্বারা নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন হাসিল করা হয়েছে বা ঘটানো হয়েছে ; বা নির্বাচিত প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক, বা প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্টের পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক, কোন দুর্নীতিমূলক কাজ বা অবৈধ কাজ করা হয়েছে ; বা নির্বাচিত প্রার্থী অনুচ্ছেদ ৪৪খ(৩) এর অধীন অনুমোদিত অর্থের অধিক অর্থ খরচ করেছেন। তবে কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন এ কারণে বাতিল বলে ঘোষণা করা যাবে না কোন দুর্নীতিমূলক কাজ বা বেআইনী কাজ করা হয়েছে, যদি হাইকোর্ট বিভাগ এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তা উক্ত প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্টের দ্বারা বা তার সম্মতি বা পরোক্ষ সম্মতিতে হয়নি এবং প্রার্থী ও তার নির্বাচনি এজেন্ট তা ঘটতে না দেয়ার জন্য সকল যুক্তিসঙ্গত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ; বা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যে যে কোন একজন, মনোনয়নের তারিখে, সদস্য নির্বাচিত হবার জন্য যোগ্য ছিলেন না বা অযোগ্য ছিলেন।

১০। **দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা** ঃ হাইকোর্ট বিভাগ নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলে এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করবেন, যদি দরখাস্তকারী বা পক্ষগণের মধ্যে যে কোন একজন তা ঐভাবে দাবী করেন এবং হাইকোর্ট এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, দরখাস্তকারী বা অনুরূপ অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষিত হবার অধিকারী ছিলেন।

১১। **ফলাফল প্রভাবিত হবার কারণে সম্পূর্ণ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা** ঃ হাইকোর্ট বিভাগ গোটা নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করবেন, যদি তা এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে কোন ব্যক্তির এ আদেশ বা বিধিমালার বিধানাবলী পালন করতে ব্যর্থতা ; বা নির্বাচনে ব্যাপক দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী কাজের বিস্তারের কারণে নির্বাচনের ফলাফল গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

১২। **নির্বাচনি দরখাস্ত শেষে নতুন ভোটগ্রহণ** ঃ যেক্ষেত্রে বিচার শেষ হবার পর যদি দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে ভোট সমানভাবে ভাগ হয়েছে এবং উক্তরূপ যে কোন একজন প্রার্থীর জন্য একটি ভোট যোগ করলে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষিত হবার যোগ্য হবে সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কমিশনকে ঐভাবে জানাবেন। হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপিল দায়ের করা না হলে, কমিশন, আপিল দায়েরের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হবার পর উক্ত প্রার্থিদের সম্পর্কে একটি নতুন ভোট গ্রহণের নির্দেশ দেবেন, এবং অনুরূপ ভোটের জন্য তারিখ ধার্য করবেন, নয়ত কমিশন আপীলের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করবেন এবং উপরোক্তভাবে কাজ করবেন, কেবল যদি হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত সব বিষয়ে আপিলে বহাল করা হয়। ভোট হবে না গ্রহণ, ভোট হবে না গণনা, ব্যালট পেপার হিসাব প্রস্তুতকরণ, ফলাফল ঘোষণা এবং দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ ও পরিদর্শন সম্পর্কিত এ আদেশের সকল বিধান নতুন ভোটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেমন প্রযোজ্য হয় এ আদেশের বিধানাবলীর অধীন কোন নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

১৩। **হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার কমিশনকে অবহিতকরণ** ঃ হাইকোর্ট বিভাগ, কোন নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার নিষ্পত্তির পর যতশীঘ্র সম্ভব তার রায়ের সারাংশ কমিশনে প্রেরণ করবেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব, তার আদেশের একটি প্রমাণীকৃত কপি কমিশনের নিকট প্রেরণ করবেন। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ প্রাপ্তির পর যতশীঘ্র সম্ভব, কমিশন তা সরকারি গেজেট প্রকাশ করবেন। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

১৪। **মামলা প্রত্যাহার** ঃ কোন নির্বাচনি দরখাস্ত হাইকোর্ট বিভাগের অনুমতিক্রমে প্রত্যাহার করা যাবে। হাইকোর্ট বিভাগ অনুমতি প্রদান করলে নির্বাচনি দরখাস্তের পক্ষগণ কর্তৃক কৃত খরচ অথবা হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত তার কোন অংশ দরখাস্তকারীকে প্রদান করতে হবে।

১৫। **নির্বাচনি দরখাস্ত বাতিল** ঃ একমাত্র দরখাস্তকারী বা কয়েকজন দরখাস্তকারীর মধ্যে জীবিত থাকা একমাত্র দরখাস্তকারীর মৃত্যুতে কোন নির্বাচনি দরখাস্ত বাতিল হয়ে যাবে। কোন নির্বাচনি দরখাস্ত রদ হয়ে গেলে হাইকোর্ট কমিশনকে রদের নোটিশ প্রদান করবেন।

১৬। **একতরফা নিষ্পত্তি** ঃ যদি কোন নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার শেষ হবার পূর্বে কোন পক্ষ মারা যান বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে নোটিশ দেন যে, তিনি দরখাস্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক নন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আর কোন পক্ষ নেই, তা হলে হাইকোর্ট আর কোন শুনানি ব্যতীত, অথবা তৎবিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ দিয়ে মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তি করবেন।

১৭। **হাজিরা দিতে ব্যর্থতার কারণে নির্বাচনি দরখাস্ত বাতিল** ঃ যেক্ষেত্রে কোন নির্বাচনি দরখাস্তের বিচারের যে কোন পর্যায়ে, কোন প্রার্থী হাজির থাকেন না, সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ দরখাস্তটি হাজিরা দিতে ব্যর্থতার কারণে খারিজ করে দিতে পারবেন এবং খরচ সম্বন্ধে উপযুক্ত আদেশ দিতে পারবেন।

১৮। **কতিপয় ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের খরচের আদেশ দানের ক্ষমতা** ঃ হাইকোর্ট বিভাগ, অনুচ্ছেদ ৬২ এর অধীন কোন আদেশ প্রদানকালে, স্বীয় বিবেচনামত খরচ সাব্যস্ত করে কার দ্বারা এবং কাকে অনুরূপ খরচ প্রদান করতে হবে তা নির্দেশ করে একটি আদেশও প্রদান করবেন। যদি খরচ সংক্রান্ত কোন আদেশে কোন পক্ষ কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে খরচ প্রদানের জন্য নির্দেশ থাকে তাহলে, অনুরূপ খরচ ইতোপূর্বে প্রদান করা না হয়ে থাকলে, সম্পূর্ণটাই প্রদানযোগ্য হবে এবং যার অনুকূলে ব্যয় হয়েছে তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে আদেশের ছয়মাসের মধ্যে হাইকোর্টের নিকট পেশকৃত লিখিত দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পক্ষ কর্তৃক জমাকৃত খরচের জামানত হতে, যতদূর সম্ভব, তা প্রদান করা হবে। যেক্ষেত্রে খরচের জামানত জমা দিয়েছেন এরূপ কোন পক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যয় হয়নি অথবা পূর্বোক্ত ছয় মাসের মধ্যে খরচ প্রদানের জন্য কোন দরখাস্ত পেশ করা হয়নি, অথবা জামানত হতে খরচ প্রদানের পর অবশিষ্টাংশ থাকে সেক্ষেত্রে অনুরূপ জামানত বা ক্ষেত্রমত, তার অবশিষ্টাংশ, যিনি জমা দিয়েছিলেন তার বা তার আইনগণ প্রতিনিধির লিখিত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট কর্তৃক দরখাস্তকারীকে ফেরৎ দেয়া হবে। যার কাছ থেকে খরচ আদায় করা হবে তিনি যে জেলায় বাস করেন বা যে জেলায় তার সম্পত্তি আছে বা যে নির্বাচনি এলাকার সাথে বিতর্কিত নির্বাচন সম্পর্কিত সে এলাকা বা তার কোন অংশ যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার আদি এখ্‌তিয়ার সম্পন্ন প্রদান দেওয়ানী আদালতে লিখিত দরখাস্ত করে খরচের কোন আদেশ কার্যকরী করা যাবে। তবে কোন দরখাস্ত দ্বারা যে খরচ আদায় করা হয়নি সে খরচ সম্পর্কিত ব্যতীত এ ধারার অধীন কোন মামলা আনা যাবে না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ঃ সংবিধানে ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা এবং রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করা। এছাড়াও সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করবেন।

২। **নির্বাচন কমিশনের কর্মচারী** ঃ সংবিধানে ১২০ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারী প্রয়োজন হবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করলে রাষ্ট্রপতি সেরূপ কর্মচারী ব্যবস্থা করবেন।

৩। **নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা অর্পণ** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনার বা তার কোন কর্মকর্তাকে যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে। তাছাড়া ৫ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কমিশন যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে তার নির্দেশ অনুযায়ী কোন দায়িত্ব পালন বা সহায়তা প্রদান করতে নির্দেশ দিতে পারবে।

৪। **নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা** ঃ সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

৫। **নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ** ঃ নির্বাচনের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যগণ নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করবেন। যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্য পক্ষপাতমূলক কোন আচরণ করেন বা নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করে তাহলে নির্বাচন কমিশন তাকে নির্বাচনের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিতে পারবে এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য 'নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১' শীর্ষক আইন রয়েছে। পরিশিষ্ট-ঙ তে উক্ত আইন উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৬। **নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ব্যতীত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বদলী না করা** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪ঙ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পর হতে নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্ব স্ব কর্মস্থল হতে বদলী না করার বিধান রয়েছে ঃ

(ক) বিভাগীয় কমিশনার ;

(খ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ;

(গ) জেলা প্রশাসক ;

(ঘ) পুলিশ সুপার ; অথবা

(ঙ) বিভাগ, জেলায় বা মেট্রোপলিটন এলাকায় কর্মরত তাঁদের অধীনস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

৭। **কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের নির্বাচনি কার্যক্রম বন্ধ করার ক্ষমতা** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১ এর বিধান অনুসারে কমিশনের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনে বল প্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে ন্যায়ানুগ ও নিরপেক্ষভাবে এবং আইন অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করতে সক্ষম হওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে যে কোন ভোট কেন্দ্র বা ক্ষেত্রমত সম্পূর্ণ নির্বাচনি এলাকায় যে কোন পর্যায়ে ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে পারবেন। তাছাড়া, কোন ব্যালট পেপার নাকচ বা গ্রহণসহ, এই অধ্যাদেশ বা বিধিমালার অধীন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারবেন ; এবং নির্বাচন নিরপেক্ষ, ন্যায়ানুগ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও ক্ষমতা প্রয়োগসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

৮। **প্রার্থিতা বাতিলের কমিশনের ক্ষমতা** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১(ঙ) এর বিধান অনুসারে যদি কোন উৎস হতে প্রাপ্ত রেকর্ড বা মৌখিক কিংবা লিখিত রিপোর্ট হতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা তার নির্দেশে বা তার পক্ষে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি গুরুতর বেআইনী কার্যে লিপ্ত হয়েছেন বা লিপ্ত হবার চেষ্টা করছেন বা এ আদেশ বা এর অধীন প্রণীত বিধিমালা বা আচরণ বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করেছেন বা লংঘনের চেষ্টা করছেন এবং অনুরূপ বেআইনী কার্যে লিপ্ত হওয়া বা লিপ্ত হবার চেষ্টা বা লংঘন বা লংঘনের চেষ্টার জন্য তিনি সদস্য নির্বাচিত হবার বা থাকার অযোগ্য হতে পারেন, সেক্ষেত্রে কমিশন, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করে, বিষয়টি তদন্তের আদেশ দেবেন। তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা তার নির্দেশে বা তার পক্ষে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি গুরুতর বেআইনী কার্যে লিপ্ত হয়েছেন বা লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন বা আদেশ বা বিধিমালা বা আচরণ বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করেছেন বা লংঘনের চেষ্টা করছেন এবং অনুরূপ বেআইনী কার্য করার বা চেষ্টা বা ক্ষেত্রমতে লংঘন বা লংঘনের চেষ্টার জন্য তিনি সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বা থাকার অযোগ্য হতে পারেন, তা হলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, অনুরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থীপদ বাতিল করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট পদের নির্বাচন, তাকে বাদ দিয়ে, অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যেক্ষেত্রে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হতে বিরত রাখার ফলে শুধুমাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অবশিষ্ট থাকেন সেক্ষেত্রে উক্ত নির্বাচনি আসনে ১৭ অনুচ্ছেদের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে যার প্রার্থীতা বাতিল করা হয়েছে, তিনি এ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন না। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত আদেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্টকে হাতে-হাতে বা ফ্যাক্স, ই-মেইল বা কুরিয়ার সার্ভিস এর মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় দ্রুত জানিয়ে দেয়া হবে। আরও উল্লেখ্য যে, প্রদত্ত আদেশ অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং অনুরূপ প্রার্থীকে মনোনয়নদানকারী রাজনৈতিক দলকে অবহিত করা হবে এবং উল্লিখিত আদেশ সরকারি গেজেটে ও কমিশন কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত অন্য কোন প্রকারেও প্রজ্ঞাপন আকারে জারী করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা এককভাবে নির্বাচন কমিশনের রয়েছে।

৯। **সকল প্রকার প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে ও নিরপেক্ষভাবে কর্মসম্পাদন** ঃ বিশেষ কোন মহলের কোন প্রকার প্রভাব বা হস্তক্ষেপ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা যাতে ক্ষুণ্ন না করতে পারে তা আইন, বিধিমালা ও আচরণ বিধিমালার আলোকে নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনের ন্যায় একটি সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর ও

গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এমন কোন কাজ করবেন না যার দ্বারা তাদেরকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় এবং তারা যে পক্ষপাতদুষ্ট এমন ধারণা সৃষ্টি না হয় তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রতিটি কাজে আইন ও বিধির যথার্থ প্রয়োগ ও অনুসরণ করতে হবে।

১০। **সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা বা কার্যক্রম গ্রহণে বাধা-নিষেধ ঃ** আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য সরকার, নির্বাচন কমিশন বা তার কোন কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা রুজু বা অন্য কোন আইনগণ কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।

১১। **নির্বাচন কমিশন এবং কতিপয় কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপনে বাধা-নিষেধ ঃ** নির্বাচন কমিশন বা কোন রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার কর্তৃক, বা তদ্‌কর্তৃত্বাধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, অথবা প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তের বৈধতার বিষয়ে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

চতুর্বিংশ অধ্যায়
বিবিধ

এ অধ্যায়ে নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম রোধকল্পে ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন ও তাদের কার্যাবলী, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ এবং আনুষংগিক বিষয়াদি বর্ণনা করা হয়েছে।

১। **নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম রোধ** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১ক অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচনপূর্বক অনিয়ম রোধকল্পে ও অনিয়ম নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করতে পারবে।

২। **ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন** ঃ ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠনের জন্য যে সংখ্যক কর্মকর্তা প্রয়োজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্বাচন কমিশন সে সংখ্যক কর্মকর্তা নির্ধারণ করবেন।

৩। **ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য** ঃ ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি আইনের অধীন তার কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পূর্বেই তার বিবেচনা অনুযায়ী তদন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। তদন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনায় কমিটি লিখিতভাবে যে কোন ব্যক্তিকে কমিটির সামনে উপস্থিত হতে এবং শপথ বাক্য বা হলফনামার মাধ্যমে স্বাক্ষরদানে আদেশ দিতে পারবেন।

৪। **ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ** ঃ তদন্ত অনুষ্ঠান শেষে কমিটি তিন দিনের মধ্যে তদন্তের বিষয়াবলী নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবে এবং এমন সুপারিশ করতে পারবে যাতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যে কোন অনিয়ম কার্যকলাপের দায়ে দায়ী ব্যক্তির উপর আদেশ, কোন কার্যকলাপ বন্ধ অথবা নির্দেশিত কাজের যে কোন প্রকার বরখেলাপ, প্রয়োজনমতে ভুল তথ্য সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আদেশ জারীর সুপারিশ থাকবে।

৫। **নির্বাচন পর্যবেক্ষণ** ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১গ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশন দেশী বা বিদেশী কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনি পর্যবেক্ষক হিসেবে অনুমতি দিতে পারবেন। নির্বাচনি পর্যবেক্ষকগণ কোন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ অথবা কোন রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ম্যানিফেস্টো বা কর্মসূচির প্রতি তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন থাকতে পারবে না। নির্বাচনি পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন থেকে পর্যবেক্ষক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সুবিধার্থে Guidelines for International Election Observers and Foreign Media প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা ও Guidelines যথাক্রমে এ ম্যানুয়েলে সংযোজন করা হয়েছে।

৬। **পর্যবেক্ষকের পরিচয়পত্র** ঃ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রণীত পরিচয়পত্র অনুসারে নির্বাচনি পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র প্রদান করবেন। রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের তালিকা সংরক্ষণ করবেন। বিশেষ বিবেচনায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতেও নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদেরকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি প্রদান করা হবে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে যা রিটার্নিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হবে। রিটার্নিং অফিসার পূর্ব হতেই নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং তা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবেন। উক্ত তালিকার বাইরে কাউকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি প্রদান করা যাবে না।

৭। **নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পর্যবেক্ষক** ঃ নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তাদের বা অন্য কর্মকর্তাদেরকেও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ/তদারকির জন্য প্রেরণ করবেন। সে ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮। **গাড়ী অধিযাচন** ঃ নির্বাচন কমিশন লিখিত অনুরোধ করলে সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কোন ভোটকেন্দ্রে বা কেন্দ্র হতে ব্যালট বাক্স বা অন্যান্য নির্বাচনি দ্রব্যাদি কোন কর্তব্য পালনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে আনা-নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজন হতে পারে এরূপ কোন যানবাহন বা জলযান অধিযাচন করতে পারবে। তবে কোন প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নির্বাচন সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন যানবাহন বা জলযান এরূপে অধিযাচন করা যাবে না। অধিযাচনকৃত যানবাহন বা জলযানের মালিককে, সরকার বা যানবাহন বা জলযানটির অধিযাচনকারী কর্মকর্তা, স্থানীয়ভাবে প্রচলিত ভাড়ার ভিত্তিতে তার ভাড়া নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। তবে এরূপে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দ্বারা সংক্ষুব্ধ যানবাহন বা জলযানের মালিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করলে সরকার, এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত সালিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

৯। **কতিপয় ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা** ঃ নির্বাচন কমিশন নিম্নেবর্ণিত বিষয়ে আদেশ প্রদান করতে পারবে ঃ

(ক) নির্বাচনের যে কোন পর্যায়ে যে কোন ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে পারবে, যদি তার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তা নির্বাচনে বলপ্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে তা ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষভাবে এবং আইন অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে না ;

(খ) কোন ব্যালট পেপার বাতিল বা গ্রহণসহ, এই বিধিমালার অধীন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারবে ; এবং

(গ) অধ্যাদেশ ও এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন নিরপেক্ষ, ন্যায়সংগত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য, তার মতে, প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারী করতে, ক্ষমতা প্রয়োগ করতে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করতে পারবে।

১০। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টীম গঠন** ঃ নির্বাচন অনুষ্ঠান যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় এবং উক্ত নিরপেক্ষতা যাতে জনগণের নিকট দৃশ্যমান হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টীম গঠন করতে হবে। উক্ত টীমে বেসরকারি পর্যায়ের দল নিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জরুরী ভিত্তিতে উক্ত টীম গঠন করতঃ টীমের সদস্যদের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১১। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টীম কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রতিবেদন দাখিল** ঃ উল্লিখিত টীমকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচনি আচরণ বিধি ভংগ হয়েছে কিনা অথবা ভংগ হবার আশংকা রয়েছে কিনা বা নির্বাচনি প্রচারণা ও নির্বাচনি ব্যয় বাবদ নির্বাচন বিধিমালার বিধিতে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ব্যয় করেছে কিনা বা অন্যান্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করছে কিনা তা সরেজমিনে

পরিদর্শন করতে নির্দেশ দেবেন। আচরণ বিধিমালা ভংগের কোন বিষয় নজরে আসা মাত্রই ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটিকে জানাতে হবে। অন্যান্য নির্বাচনি বিধি-নিষেধ ভঙ্গের ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ফৌজদারী আদালতেও অভিযোগ (Complaint) দায়ের করা যাবে। প্রয়োজনে উদ্ভূত সমস্যাবলী তাৎক্ষণিকভাবে নিরসনের পরামর্শ দেবেন। এ ছাড়াও স্থানীয় পরিস্থিতির উপর তিন দিন অন্তর অন্তর পূর্ণাংগ প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিতে হবে। প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাদের পক্ষে অন্য কেউ আচরণ বিধিমালার কোন বিধি ভংগ করলে বা ভংগ করার চেষ্টা করলে বা বিধিমালার কোন বিধি বিশেষ করে নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করলে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

১২। **আচরণ বিধিমালা অবহিতকরণ** ঃ ভিজিল্যান্স টীম ও অবজারভেশন টীমের সদস্যসহ সকল প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলকে এবং তাদের নির্বাচনি এজেন্টকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং উক্ত বিধান ভঙ্গের দায়ে প্রদেয় শাস্তি বিশেষ করে আচরণ বিধি ভঙ্গের দায়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলকরণের বিষয় অবগত করানো নিশ্চিত করতে হবে।

১৩। **নির্বাচন মনিটরিং টীম গঠন** ঃ অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নির্বাচন মনিটরিং টীম গঠন করতে হবে। উক্ত টীম গঠনের সাথে সাথে টীমের সদস্যদের নামের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এই টীম নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, বিধি, নির্বাচনি আচরণ বিধি এবং নির্বাচনের সার্বিক বিষয়াদি যথাযথ ও সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা তা তদারক করবে ও প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই টীম বিশেষ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে আর বিশেষ প্রয়োজন না হলে প্রতি পাঁচ দিন পর পর উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবে।

১৪। **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল গঠন** ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতকরণে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন ও সুসংহতকরণের লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন করতে হবে। এ সেলে অন্যান্য সদস্যগণ হবেন পুলিশ সুপার বা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের একজন প্রতিনিধি, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সহযোগী আইন-শৃংখলা সংস্থা কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাবৃন্দ। অবিলম্বে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন করতঃ উক্ত সেলের সদস্যদের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এ সেল নির্বাচনি এলাকায় আইন-শৃংখলা সংরক্ষণকল্পে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই সেলও আইন-শৃংখলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবে।

১৫। **সকল প্রকার ভোটারদের বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের ভোট প্রদান নিশ্চিতকরণ** ঃ সকল স্তরের ভোটারদের এবং বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ভোটদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যকলাপ সম্পর্কে যেন সকল শ্রেণীর ভোটার পূর্ব থেকে নিশ্চিত হতে পারেন তা উপযুক্ত প্রচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বাচ্ছন্দে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন সে উদ্দেশ্যে নিশ্চয়তামূলক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী ভ্রাম্যমাণ ইউনিটসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহলদানের ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যায় আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের ভোটকেন্দ্রে

মোতায়েনসহ চিহ্নিত গোলযোগপূর্ণ ভোটকেন্দ্রসমূহে বেশী সংখ্যায় আইন-শৃংখলা বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এবং ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং যে কোন প্রকার অশুভ কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সদা সতর্ক থাকার জন্য আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যগণকে কঠোর নির্দেশ প্রদান করতে হবে।

১৬। **গৃহীত ব্যবস্থাদি নির্বাচন কমিশনকে অবহিতকরণ** ঃ ভিজিল্যান্স টীম ও অবজারভেশন টীম, মনিটরিং টীম ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন করে তা এবং উক্ত টীমসমূহের কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসার নির্ধারিত তিন দিন পর পর বা ক্ষেত্রমত তাৎক্ষণিক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবেন এবং টীমসমূহ কর্তৃক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবগত করানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৭। **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন** ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সামগ্রিক কার্যক্রম শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনারের সাথে আলোচনাক্রমে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। উক্ত কর্মপরিকল্পনা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ / ৯ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

এস.আর.ও.নং- ২৯৩-আইন/২০২৩।– সরকার, the Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর অনুচ্ছেদ ৯৪ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আদেশের নিম্নরূপ নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ প্রকাশ করিল:

(মূল ইংরেজি আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ)

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২
(১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫)

[২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২]

যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;*

সেহেতু, এক্ষণে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-

অধ্যায় ১
প্রারম্ভিক

১। (১) এই আদেশ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আদেশে,-

(১) “ব্যালট পেপার হিসাব” অর্থ অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১০) এর অধীন প্রস্তুত কোনো ব্যালট পেপার হিসাব ;

[১][(১ক) “ব্যালট পেপার বহি” অর্থ ব্যালট পেপার সংবলিত এইরূপ বহি যাহা হইতে ভোটারগণকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হয় ;]

(২) “প্রার্থী” অর্থ সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাবিত কোনো ব্যক্তি ;

[২][(২ক) “আচরণ বিধিমালা” অর্থ অনুচ্ছেদ ৯১খ এর অধীন প্রণীত আচরণ বিধিমালা ;]

---

* এই আদেশের সর্বত্র “হাইকোর্ট বিভাগ” শব্দগুলি “ট্রাইব্যুনাল” শব্দের পরিবর্তে, যথাক্রমে যেখানে যেভাবে প্রযোজ্য, গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১] দফা (১ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] দফা (২ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][(৩) "কমিশন" অর্থ সংবিধানে সংজ্ঞায়িত অর্থে নির্বাচন কমিশন ;]

(৪) "নির্বাচনি এলাকা" অর্থ কোনো সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানির্দেশিত কোনো নির্বাচনি এলাকা ;

(৫) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ;

[২][(৬) "প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী" অর্থ এইরূপ কোনো প্রার্থী যিনি সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যাহার প্রার্থিতা অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (১) এর অধীন প্রত্যাহার করা হয় নাই বা দফা (২) এর অধীন স্থগিত করা হয় নাই ;]

(৭) "নির্বাচন" অর্থ এই আদেশের অধীন কোনো সদস্যের আসনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ;

(৮) "নির্বাচনি এজেন্ট" অর্থ অনুচ্ছেদ ২১ এর অধীন কোনো প্রার্থী কর্তৃক নিযুক্ত কোনো নির্বাচনি এজেন্ট এবং উক্তরূপ নিযুক্তি না করিবার ক্ষেত্রে, প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনি এজেন্ট ;

[৩][(৮ক) "নির্বাচনি ব্যয়" অর্থ ৪৪ক অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত অর্থে নির্বাচনি ব্যয়সমূহ ;]

(৮খ) "নির্বাচনি পর্যবেক্ষক" অর্থ এই আদেশের অধীন কোনো নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশন বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, এবং অনুরূপ কোনো পর্যবেক্ষক দলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;]

(৯) "নির্বাচনি দরখাস্ত" অর্থ অনুচ্ছেদ ৪৯ এর অধীন দাখিলকৃত কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত ;

(১০) "ভোটার (elector)" অর্থ, কোনো নির্বাচনি এলাকার ক্ষেত্রে, কোনো ব্যক্তি যিনি ভোটার হিসাবে উক্ত নির্বাচনি এলাকার ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হইয়াছেন ;

[৪][(১১) "ভোটার তালিকা" অর্থ [৫][ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন)] এর অধীন প্রস্তুত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা] ;]

[৬][***]

[৭][(১১ক১) "ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন" বা "ইভিএম" অর্থ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২৬খ এর অধীন যথাযথভাবে অনুমোদিত ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন ;]

---

১ দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (৬) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ২(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ দফা (৮ক) এবং (৮খ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৪ দফা (১১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ "ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনী "ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনীর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ২(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ দফা (১১ক) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২ দ্বারা বিলুপ্ত।

৭ দফা (১১ক১) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][(১১কক) "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা" অর্থ পুলিশ বাহিনী, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান, আনসার বাহিনী, ব্যাটালিয়ান আনসার, [২][বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ] এবং কোস্ট গার্ড বাহিনী ;]

(১২) "সদস্য" অর্থ সংসদের কোনো সদস্য ;

(১৩) "মনোনয়নের তারিখ" অর্থ প্রার্থী মনোনয়নের জন্য অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন নির্দিষ্টকৃত তারিখ ;

(১৪) "সংসদ" অর্থ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত বাংলাদেশের সংসদ ;

[৩][(১৪ক) "রাজনৈতিক দল" অর্থ সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো রাজনৈতিক দল ;]

(১৫) "পোলিং এজেন্ট" অর্থ অনুচ্ছেদ ২২ এর অধীন নিযুক্ত কোনো পোলিং এজেন্ট ;

(১৬) "ভোট গ্রহণের দিন (polling day)" অর্থ কোনো নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের দিন ;

(১৭) "পোলিং অফিসার" অর্থ কোনো ভোট কেন্দ্রের জন্য অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীন নিযুক্ত কোনো পোলিং অফিসার ;

(১৮) "নির্ধারিত" অর্থ এই আদেশের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত ;

(১৯) "প্রিজাইডিং অফিসার" অর্থ কোনো ভোট কেন্দ্রের জন্য অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীন নিযুক্ত কোনো প্রিজাইডিং অফিসার, এবং প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনকারী ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোনো সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন ;

[৪][(১৯ক) "নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল" অর্থ অনুচ্ছেদ ৯০ক এর অধীন নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দল ;]

(২০) "নির্বাচিত প্রার্থী" অর্থ এই আদেশের অধীন সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন মর্মে ঘোষিত কোনো প্রার্থী ;

(২১) "রিটার্নিং অফিসার" অর্থ অনুচ্ছেদ ৭ এর অধীন নিযুক্ত কোনো রিটার্নিং অফিসার, এবং রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনকারী একজন সহকারী রিটার্নিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন ;

---

[১] দফা (১১কক) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ" শব্দগুলি "বাংলাদেশ রাইফেলস" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ২(গ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] দফা (১৪ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] দফা (১৯ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১][(২১ক) “বিধি” অর্থ এই আদেশের অধীন প্রণীত কোনো বিধি ;]

(২২) “বাছাইয়ের তারিখ” অর্থ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন নির্ধারিত তারিখ ;

(২৩) “বিনষ্ট ব্যালট পেপার” অর্থ এইরূপ কোনো ব্যালট পেপার যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অনুচ্ছেদ ৩৪ এর অধীন প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ফেরত প্রদান করা হইয়াছে ;

[২][(২৩ক) “সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ” অর্থ সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ ;]

[৩][(২৪) “ওয়ার্ড” অর্থ কোনো ইউনিয়ন, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের কোনো ওয়ার্ড ;]

(২৫) “প্রত্যাহারের তারিখ (withdrawal day)” অর্থ অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন নির্দিষ্টকৃত কোনো তারিখ যে তারিখে বা যাহার পূর্বে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাইবে।

অধ্যায় ২
নির্বাচন কমিশন

[৪][[৫][৩। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ অনুসারে নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে।]

৩ক। এই আদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কমিশন উহার নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবে।]

৪। কমিশন এই আদেশের অধীন উহার সকল বা যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন করিবার জন্য [৬][প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনার] বা উহার কোনো কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৫। (১) কমিশন যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় যে কোনো দায়িত্ব পালন বা সহায়তা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) সরকারের সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কমিশনকে উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন, সেইরূপ নির্দেশাবলি জারি করিতে পারিবেন।

---

[১] দফা (২১ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।
[২] দফা (২৩ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।
[৩] দফা (২৪) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ২(ঘ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[৪] পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ ৩ এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ৩ এবং অনুচ্ছেদ ৩ক গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[৫] অনুচ্ছেদ ৩ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[৬] “প্রধান নির্বাচন কমিশনার অথবা অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনার” শব্দগুলি “উহার চেয়ারম্যান অথবা যে কোনো সদস্য” শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬। (১) সরকার বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, কমিশন হইতে এতদুদ্দেশ্যে অনুরোধের প্রেক্ষিতে, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোনো ভোট কেন্দ্রে বা কেন্দ্র হইতে ব্যালট বাক্স বা অন্যান্য নির্বাচনি দ্রব্য পরিবহন বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো কর্তব্য পালনে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তির যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোনো যানবাহন বা জলযান অধিযাচন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক তাহার নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো যানবাহন বা জলযান এইরূপে অধিযাচন করা যাইবে না।

(২) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি দফা (১) এর অধীন অধিযাচনকৃত কোনো যানবাহন বা জলযানের দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজন মনে করিলে পুলিশবাহিনীসহ অন্য কোনো বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে দফা (১) এর অধীন কোনো যানবাহন বা জলযান অধিযাচন করা হয়, সেইক্ষেত্রে সরকার বা উক্ত যানবাহন বা জলযানের অধিযাচনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্থানীয়ভাবে প্রচলিত হার বা ভাড়ার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া উহার মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এইরূপে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণে সংক্ষুব্ধ হইয়া কোনো যানবাহন বা জলযানের মালিক, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, বিষয়টি কোনো সালিশের নিকট দাখিল করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন, সেইক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সালিশ কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রদেয় হইবে।

অধ্যায় ৩
নির্বাচন

[১][৭। [২][***] (১) কমিশন প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকা হইতে কোনো সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকার জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবে ; এবং কোনো ব্যক্তিকে দুই বা ততোধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা যাইবে।

(২) কমিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে একাধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) সহকারী রিটার্নিং অফিসার এই আদেশের অধীন তাহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার এই আদেশ ও বিধিমালার বিধানাবলি অনুসারে কার্যকরভাবে কোনো নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য ও বিষয় সম্পাদন করিতে পারিবেন।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৭ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "জেলা রিটার্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসার, ইত্যাদি" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা বিলুপ্ত।

(৫) কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলা [১][বা নির্বাচনি এলাকায়] নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৬) কমিশন, যে কোনো সময়ে, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত যে কোনো কর্মকর্তা বা সরকারি পদে অধিষ্ঠিত অন্য যে কোনো ব্যক্তি, বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্যকে, যিনি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট প্রদান বা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা বা প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন বা প্রচেষ্টা চালাইতেছেন অথবা কোনোভাবে নির্বাচন কার্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোনো ভোটারকে প্রভাবিত করিয়াছেন অথবা নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার লক্ষ্যে অন্য কোনো কার্য করিয়াছেন, প্রত্যাহার করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ প্রত্যাহৃত কর্মকর্তা বা ব্যক্তির দায়িত্ব পালনের জন্য তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

[২][(৭) যেক্ষেত্রে কমিশন দফা (৬) এর অধীন কোনো কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে প্রত্যাহার করে, সেইক্ষেত্রে-

(ক) যদি অনুরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তি কোনো ভোট কেন্দ্রে বা নির্বাচনি এলাকায় কর্মরত থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভোট কেন্দ্র বা নির্বাচনি এলাকা ত্যাগ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে ;

(খ) দফা (ক) এর অধীন নির্দেশের ক্ষেত্রে, নির্দেশে উল্লিখিত সময়ের জন্য অনুরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে নির্বাচনি এলাকার বাহিরে থাকিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন, এবং তদনুযায়ী তিনি নির্দেশ মান্য করিবেন, এবং যদি তাহাকে কেবল উক্ত নির্বাচনি এলাকায় কোনো সরকারি দায়িত্ব পালন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার ছুটি বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ;

(গ) উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।]

[৩][৮। (১) কমিশন প্রত্যেকটি নির্বাচনি এলাকা হইতে সদস্য নির্বাচনের লক্ষ্যে, ভোট কেন্দ্রসমূহের তালিকা সংরক্ষণ করিবে।]

[৪][(২) কমিশন ভোট কেন্দ্রসমূহের তালিকায় তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং কমিশন ভোট গ্রহণের তারিখের অন্যূন পঁচিশ দিন] পূর্বে যে এলাকার ভোটার যে ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া, ভোট কেন্দ্রসমূহের চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

---

[১] "বা নির্বাচনি এলাকায়" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] দফা (৭) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] "কমিশন ভোট কেন্দ্রসমূহের তালিকায় তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং কমিশন ভোট গ্রহণের তারিখের অন্যূন পঁচিশ দিন" শব্দগুলি "কমিশন দফা (১) এর অধীন প্রদত্ত ভোট কেন্দ্রসমূহের তালিকায় তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং কমিশন ভোট গ্রহণের তারিখের অন্যূন পনের দিন" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৩) রিটার্নিং অফিসার দফা (২) এর অধীন প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য ভোট কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন ।

(৪) কোনো প্রার্থীর মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রাঙ্গণে কোনো ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে না ।

[১][(৫) প্রার্থিতা চূড়ান্তকরণের পর যদি ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, দফা (২) এর অধীন সরকারি গেজেটে প্রকাশিত কোনো ভোট কেন্দ্র কোনো প্রার্থীর মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন রহিয়াছে, তাহা হইলে কমিশন যে কোনো সময়ে উহা পরিবর্তন করিতে পারিবে।]

৯। [২][(১) রিটার্নিং অফিসার, লিখিত নোটিশ দ্বারা, সংশ্লিষ্ট জেলার সকল সরকারি বা বেসরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানগণকে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারের প্যানেল প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি যে গ্রেড উল্লেখ করিবেন সেই গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের একটি তালিকা তাহাকে সরবরাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

(১ক) প্যানেল প্রস্তুত হইবার পর, রিটার্নিং অফিসার উহার একটি অনুলিপি যে সকল অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন তাহাদের প্রধানগণের নিকট উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্বাচনকার্যে নিয়োজিত করিবার জন্য তাহাদের চাকরি কমিশনের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করিবার অনুরোধসহ প্রেরণ করিবেন এবং প্যানেলের একটি অনুলিপি কমিশনের নিকটও প্রেরণ করিবেন।

(১খ) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের জন্য প্যানেল হইতে একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা প্রদানের জন্য তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি কোনো প্রার্থীর অধীন চাকরিরত থাকিলে, বা কোনো সময় চাকরি করিয়া থাকিলে, তাহাকে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।]

(২) প্রিজাইডিং অফিসার এই আদেশ ও বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভোটকার্য পরিচালনা করিবেন এবং ভোটকেন্দ্রের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তদ্বিবেচনায় সুষ্ঠু ভোটকার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রতিবেদন প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটকার্য চলাকালীন প্রিজাইডিং অফিসার কোনো সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবেন এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্তরূপ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন ।

---

[১] দফা (৫) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আদেশ) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] দফা (১), (১ক) এবং (১খ) পূর্বের দফা (১) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৩) যদি, ভোটকার্য চলাকালে কোনো সময়ে অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে, প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে হাজির না থাকেন অথবা তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহার স্থলে কার্য করিবার জন্য রিটার্নিং অফিসার কোনো একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন ; এবং ভোটকার্য সমাপ্ত হইবার পর প্রিজাইডিং অফিসার অনতিবিলম্বে তাহার অনুপস্থিতির কারণসহ একটি প্রতিবেদন রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার, ভোটকার্য চলাকালীন যে কোনো সময়ে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোনো প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং এইরূপে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১০। (১) কমিশন প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসারকে [১][অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশের অব্যবহিত পর] উক্ত এলাকার ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবে।

(২) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারকে উক্ত ভোট কেন্দ্রের ভোট প্রদানের অধিকারী ভোটারগণের নাম সংবলিত একটি ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবেন।

১১। (১) সংসদ গঠনকল্পে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকা হইতে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটারগণকে আহ্বান করিবেন এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য নিম্নবর্ণিত তারিখসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিবে-

[২][(ক) যে তারিখে বা যে তারিখের পূর্বে প্রার্থীগণের মনোনয়নপত্র জমা প্রদান করা যাইবে ;]

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাই করিবার জন্য এক [৩][বা একাধিক] তারিখ ;

(গ) যে তারিখে বা যে তারিখের পূর্বে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাইবে ; এবং

(ঘ) ভোট গ্রহণের জন্য এক [৪][বা একাধিক] তারিখ যাহা প্রার্থির্তা প্রত্যাহারের তারিখের অন্তত পনেরো দিন পরে হইবে।

(২) দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসার, যথাশীঘ্র সম্ভব, তিনি যে এক বা একাধিক এলাকার রিটার্নিং অফিসার সেই এলাকা বা এলাকাসমূহে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত তারিখ সংবলিত একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন ; এবং গণবিজ্ঞপ্তিটি যে নির্বাচনি এলাকা সম্পর্কিত সেই এলাকার কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান বা স্থানসমূহে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) দফা (২) এর অধীন জারীকৃত কোনো গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা মনোনয়নও আহবান করা হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার [৫][বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার] কর্তৃক যে সময়ের পূর্বে এবং যে স্থানে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হইবে উহাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইবে।

---

১ "অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশের অব্যবহিত পর" শব্দগুলি, বন্ধনী এবং সংখ্যা "উক্ত এলাকা" শব্দগুলির পর গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ উপ-দফা (ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (চতুর্থ সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "বা একাধিক" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (চতুর্থ সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "বা একাধিক " শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৫ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৫ "বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১২। [১][(১) কোনো নির্বাচনি এলাকার যে কোনো ভোটার উক্ত এলাকার সদস্য নির্বাচনের জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের দফা (১) এর অধীন সদস্য হইবার যোগ্য যে কোনো ব্যক্তির নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার, বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) তিনি কোনো নির্বাচনি এলাকায় ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত না থাকেন ;

(খ) তিনি কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত না হন বা একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী না হন ;

(গ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ;

(ঘ) তিনি অনুচ্ছেদ ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ ও ৮৬ এর অধীন কোনো অপরাধের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং তাহার মুক্তিলাভের তারিখের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয় ;

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৬৩ এর দফা (১) এর অধীন উপ-দফা (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত যে কোনো কারণে কোনো ব্যক্তির কোনো আসনে তাহার নির্বাচন অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হয় এবং এইরূপ ঘোষণার তারিখের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয় ;

(চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোনো চাকরি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন বা অবসরে গমন করিয়াছেন এবং তাহার পদত্যাগ বা অবসরে গমনের পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হয় ;

(ছ) তিনি দুর্নীতির কারণে প্রজাতন্ত্রের বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার বরখাস্ত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয় ;

(জ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোনো চাকরি হইতে অবসর গমনের পরপরই অনুরূপ চাকরিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং উক্তরূপ চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত বা বাতিল হইবার পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হয় ;

(ঝ) তিনি, কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান হইতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করিয়া এইরূপ একটি বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী পদে কর্মরত আছেন অথবা এই ধরনের পদ হইতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বা পদচ্যুত হইয়াছেন এবং উক্তরূপ পদত্যাগ, অবসর বা পদচ্যুতির পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হয় ;

---

[১] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ঞ) [১][***]

(ট) কোনো সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সরকারের নিকট পণ্য সরবরাহ করিবার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোনো চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তিনি তাহার স্বীয় নামে বা ট্রাস্টি হিসাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে, বা তাহার সুবিধার্থে বা তাহার উপলক্ষ্যে বা কোনো হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তাহার কোনো অংশ বা স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন ;

(ঠ) তিনি, কৃষি কার্যের জন্য গৃহীত ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ব্যতীত, ঋণগ্রহীতা হিসাবে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের [২][***] পূর্বে তৎকর্তৃক কোনো ব্যাংক হইতে গৃহীত কোনো ঋণ বা উহার কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইয়া থাকেন ;

(ড) তিনি এইরূপ কোনো কোম্পানির পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হন [৩][যাহা] কোনো ব্যাংক হইতে গৃহীত কোনো ঋণ বা উহার কোনো কিস্তি, মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের [৪][***] পূর্বে [৫][সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ফার্ম] কর্তৃক পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন ;

(ঢ) তিনি ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা সরকারের সেবা প্রদানকারী কোনো সংস্থার অন্য কোনো বিল মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের [৬][***] পূর্বে পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন ;

[৭][(ণ) তিনি The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর অধীন কোনো অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন।]

ব্যাখ্যা ১।– "লাভজনক পদ" অর্থ প্রজাতন্ত্র বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক শেয়ার রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানির কোনো অফিসে সার্বক্ষণিক কোনো পদ বা পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা।

ব্যাখ্যা ২।– দফা (ট) এর অধীন আরোপিত অযোগ্যতা কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যেক্ষেত্রে-

(অ) চুক্তির কোনো অংশ বা স্বার্থ উত্তরাধিকারসূত্রে বা উইলসূত্রে তাহার নিকট প্রাপক, নির্বাহক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে হস্তান্তরিত হয়, যদিনা উহা হস্তান্তরিত হইবার পর ছয় মাস বা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মঞ্জুরকৃত উহার অধিক সময়, অতিবাহিত হয় ; অথবা

---

১ উপ-দফা (ঞ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর এর ধারা ৫(ক)(১) দ্বারা বিলুপ্ত।

২ "সাত দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(ক)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৩ "যাহা" শব্দটি "যিনি" এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(২) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "সাত দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩(ক) দ্বারা বিলুপ্ত।

৫ "সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ফার্ম" শব্দগুলি "তাহার" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(২) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ "সাত দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(ক)(আ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৭ উপ-দফা (ণ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৩) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো পাবলিক কোম্পানির দ্বারা বা পক্ষে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে এবং তিনি উহার একজন শেয়ার হোল্ডার মাত্র, তবে উহার অধীন তিনি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত পরিচালক নহেন বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিও নহেন ; অথবা

(ই) তিনি কোনো হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য এবং তাহার অংশ বা স্বার্থ নাই এইরূপ কোনো স্বতন্ত্র ব্যবসা পরিচালনাকালে পরিবারের অন্য কোনো সদস্য কর্তৃক চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ৩।- "ব্যাংক" অর্থ-

(ক) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১, (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো "ব্যাংক কোম্পানী" ;

[১][(খ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ;]

[২][***]

(ঘ) The Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O.No. 17 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন" ;

(ঙ) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O.No. 27 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক" ;

(চ) The Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ord.No. XI of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ" ;

(ছ) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance,1986 (Ord.No. LVIII of 1986) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক" ;

(জ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বেসিক ব্যাংক লিমিটেড" (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যাংক লিমিটেড)।

ব্যাখ্যা ৪।- "ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ" অর্থ চা বা তামাক ব্যতীত, সকল প্রকারের ফসল ঋণ, এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং সেচযন্ত্রপাতি, পশুপালন, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, কৃষিযন্ত্রপাতি, নার্সারি ও উদ্যানভিত্তিক ফসল, পানচাষ, জলমহাল ব্যবস্থাপনা এবং রেশমগুটি উৎপাদন, তুঁতগাছ, লাক্ষা গাছ, খয়ের, ইত্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রদত্ত দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার পরিমাণ প্রত্যেকটি ঋণের বিপরীতে সুদে আসলে এক লক্ষ টাকার অধিক হইবে না।

ব্যাখ্যা ৫।- কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি বা ফার্ম অনুচ্ছেদ ১২(১) এর উপদফা (ঠ) ও (ড) এ উল্লিখিত কোনো ঋণ বা কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন যদি তিনি বা উহা ব্যাংক

---

[১] দফা (খ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৪)(১) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (গ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৪)(২) দ্বারা বিলুপ্ত।

কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন সংজ্ঞায়িত "ঋণ খেলাপি" অভিব্যক্তি অর্থে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংজ্ঞায়িত অর্থে একজন খেলাপি হন বা হয়। খেলাপির তালিকা বংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি হইতে বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে পাওয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ৬।- "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

ব্যাখ্যা ৭।- অনুচ্ছেদ ১২ (১) এর উপ-দফা (ঝ) এ উল্লিখিত "প্রধান নির্বাহী" অর্থ কোনো বেসরকারি সংস্থার সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী যিনি মাসিক বেতন ও তাহার পদমর্যাদা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন।]

[১][(১ক) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সন্দেহ দূরীকরণের জন্য এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, কেবল [২][সিটি] কর্পোরেশনের প্রশাসক বা উপ-প্রশাসক অথবা একজন [৩][ওয়ার্ড কমিশনার] হওয়ার কারণে একজন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন না।]

(২) নির্ধারিত ফরমে প্রত্যেক মনোনয়ন প্রস্তাব পৃথক মনোনয়নপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে যাহা প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:-

(ক) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার বা সদস্য থাকিবার কোনো অযোগ্যতা নাই ; [৪][***]

(খ) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তাহাদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোনো মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই [৫][; এবং]

[৬][(গ) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি তিনটির অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন নাই।]

[৭][(৩) প্রত্যেক মনোনয়নপত্র নিম্নবর্ণিতভাবে দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক) প্রার্থী কর্তৃক, বা তাহার প্রস্তাবক বা সমর্থনকারী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন এবং তিনি মনোনয়নপত্রটি গ্রহণ করিয়া তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকারের একটি রসিদ প্রদান করিবেন ; বা

---

১ দফা (১ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (ষষ্ঠ সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ "সিটি" শব্দটি "মিউনিসিপল" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "ওয়ার্ড কমিশনার" শব্দগুলি "উহার ওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান বা মেম্বার" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "এবং" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(খ)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৫ সেমিকোলন (;) চিহ্নটি এবং "এবং" শব্দটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(খ)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ উপ-দফা (গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(খ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

৭ দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) প্রার্থী কর্তৃক অনলাইনের মাধ্যমে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহার প্রাপ্তিস্বীকার প্রদান করা হইবে।]

[১][(৩ক) দফা (২) এর অধীন প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:-

(ক) স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সংবলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী ইতঃপূর্বে জাতীয় সংসদের কোনো নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকিলে, উক্ত তালিকা প্রদানের প্রয়োজন হইবে না ;

(খ) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র যে, প্রার্থীকে উক্ত দলের পক্ষ হইতে মনোনয়ন প্রদান করা হইয়াছে:

[২][তবে শর্ত থাকে যে, কোনো নিবন্ধিত দলের পক্ষ হইতে প্রাথমিকভাবে একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে এবং একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা হইলে তাহাদের প্রার্থিতা অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (২) সাপেক্ষ হইবে।]

(৩খ) উপ-দফা (২) এর অধীন প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের সহিত প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি হলফনামা দাখিল করিতে হইবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি ও বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে, যথা:-

(ক) তৎকর্তৃক অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি ;

(খ) বর্তমানে তিনি কোনো ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আছেন কি না ;

(গ) অতীতে তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো ফৌজদারি মামলার রেকর্ড আছে কি না, থাকিলে, উহার রায় ;

(ঘ) তাহার ব্যবসা বা পেশার বিবরণী ;

(ঙ) তাহার সম্ভাব্য আয়ের উৎসসমূহ ;

(চ) তাহার নিজের বা তাহার উপর নির্ভরশীলদের পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী ;

(ছ) অতীতে তিনি সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়া থাকিলে, নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রতিশ্রুতির কতগুলি পূরণ করা সম্ভব হইয়াছিল ; [৩][***]

(জ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তৎকর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা তাহার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হইবার কারণে উক্ত সকল প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ [৪][;]

---

[১] দফা (৩ক) এবং (৩খ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(গ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] শর্তটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] "এবং" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন)আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(খ)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৪] সেমিকোলন " ;" চিহ্নটি দাঁড়ি "। " চিহ্নের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন)আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(খ)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১][(ঝ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৬ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নের প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং উক্ত আইনের ধারা ২৬৪ এর বিধান অনুসারে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র।]

ব্যাখ্যা।- "নির্ভরশীল" অর্থ প্রার্থীর স্ত্রী বা স্বামী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা বা ভগ্নিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তিকে একাধিক মনোনয়নপত্র দ্বারা একই নির্বাচনি এলাকার জন্য মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে, [২][,এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার উভয়ের নিকট দাখিল করা যাইবে।]

(৫) যদি কোনো ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেন, তাহা হইলে [৩][অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৩ক) এর অধীন বৈধ হিসাবে প্রাপ্ত একটি মনোনয়নপত্র ব্যতীত] অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

(৬) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

[৪][(৬ক) সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময় শেষ হইবার পর অবিলম্বে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত সকল মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।]

(৭) রিটার্নিং অফিসার তৎকর্তৃক প্রাপ্ত [৫][বা দফা (৬ক) এর অধীন সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত এবং তাহার নিকট প্রেরিত] প্রত্যেক মনোনয়নপত্র সম্পর্কে উহাতে প্রদর্শিত প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ এবং মনোনয়নকারী ও সমর্থনকারীর নাম সংবলিত একটি বিজ্ঞপ্তি তাহার অফিসের কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে সাঁটিয়া দিবেন।

১৩। (১) দফা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীন দাখিলকৃত কোনো মনোনয়নপত্র গৃহীত হইবে না, যদিনা-

(ক) উহা দাখিল করিবার সময় প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক [৬][নগদে বা ব্যাংক ড্রাফট্ বা পে-অর্ডার বা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের অনুকূলে বিশ হাজার টাকা জমা প্রদান করা হয় ;] অথবা

---

[১] দফা (ঝ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন)আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(খ)(আ) দ্বারা সংযোজিত।

[২] ", এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার উভয়ের নিকট দাখিল করা যাইবে" কমা এবং শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] "অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৩ক) এর অধীন বৈধ হিসাবে প্রাপ্ত একটি মনোনয়নপত্র ব্যতীত" শব্দগুলি "রিটার্নিং অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রথমে প্রাপ্ত মনোনয়নপত্র ব্যতীত" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে, বন্ধনী এবং সংখ্যা গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(গ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] দফা (৬ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] "বা দফা (৬ক) এর অধীন সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত এবং তাহার নিকট প্রেরিত" শব্দ, বন্ধনী এবং অক্ষর গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬] "নগদে বা ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার বা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনারের অনুকূলে বিশ হাজার টাকা জমা প্রদান করা হয়" শব্দগুলি "নগদ দশ হাজার টাকা জমা দান করিয়া" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১][(খ) প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পূর্বোল্লিখিত অর্থ রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট বা কোনো ব্যাংকে বা সরকারি ট্রেজারি বা সাব-ট্রেজারিতে জমা করা হইয়াছে ইহা প্রদর্শনকারী কোনো রসিদ বা কোনো সরকারি গেজেটেড কর্মচারী কর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি উহার সহিত সংযুক্ত থাকে।]

(২) একাধিক মনোনয়নপত্র দ্বারা প্রার্থী হিসাবে মনোনীত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, দফা (১) এর অধীন একাধিক জামানত প্রয়োজন হইবে না।

[২][১৩ক। (১) এই আদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি একই সময়ে [৩][তিনটির] অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

[৪][***]

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি একই সময়ে [৫][তিনটির] অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রার্থী হন, তাহা হইলে সকল নির্বাচনি এলাকার জন্য তাহার সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

১৪। (১) প্রার্থী, তাহার নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য একজন ব্যক্তি মনোনয়নপত্র বাছাই করিবার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার [৬][অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীন তাহার নিকট দাখিলকৃত বা প্রেরিত] সকল মনোনয়নপত্র পরীক্ষাকালে তাহাদিগকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার দফা (১) এর অধীন বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করিবেন এবং অনুরূপ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো মনোনয়ন সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করিবেন ।

(৩) রিটার্নিং অফিসার স্বীয় উদ্যোগে বা কোনো আপত্তির কারণে তদ্বিবেচনায় যথাযথ সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,-

(ক) প্রার্থী সদস্য হইবার যোগ্য নহেন ;

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্র সমর্থন করিবার যোগ্য নহেন ;

(গ) অনুচ্ছেদ ১২ বা ১৩ এর কোনো বিধান প্রতিপালন করা হয় নাই ; বা

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নহে:

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) বাতিলকৃত কোনো মনোনয়নপত্র কোনো প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করিবে না ;

---

১ উপ-দফা (খ) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ অনুচ্ছেদ ১৩ক গণপ্রতিনিধিত্ব (তৃতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩ "তিনটির" শব্দটি "পাঁচটির" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ দফা (২) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৭ দ্বারা বিলুপ্ত।

৫ "তিনটির" শব্দটি "পাঁচটির" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ "অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীন তাহার নিকট দাখিলকৃত বা প্রেরিত" শব্দগুলি "তাহার নিকট দাখিলকৃত" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নহে এইরূপ কোনো ত্রুটির কারণে কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং অনুরূপ কোনো ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করিবার জন্য সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন ; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় কোনো অন্তর্ভুক্তির নির্ভুলতা বা বৈধতা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন না।

[১][(৩ক) যদি কোনো ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করেন, তাহা হইলে বৈধ হিসাবে গণ্য মনোনয়নপত্রটি ব্যতীত, বাকিগুলি পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না।]

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন [২][***] এবং [৩][***] ইহার কারণ সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করিবেন।

[৪][(৫) যদি কোনো প্রার্থী বা কোনো ব্যাংক রিটার্নিং অফিসারের আদেশে সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে তিনি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে কমিশনে আপিল করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আপিলে প্রদত্ত যে কোনো আদেশ চূড়ান্ত হইবে।]

১৫। (১) রিটার্নিং অফিসার, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবেন।

(২) কোনো মনোনয়নপত্রের বিষয়ে [৫][রির্টানিং অফিসারের সিদ্ধান্তের] বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিল কমিশন কর্তৃক মঞ্জুর হইলে, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের তালিকা তদনুযায়ী সংশোধন করিতে হইবে।

[৬][১৬। (১) বৈধভাবে মনোনীত কোনো প্রার্থী তাহার স্বাক্ষরযুক্ত কোনো লিখিত নোটিশ, প্রত্যাহারের তারিখ বা উহার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী কোনো ব্যক্তি, তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি লিখিত নোটিশ দ্বারা, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখে বা উহার পূর্বে, তিনি স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারকে কোনো প্রার্থীর চূড়ান্ত মনোনয়ন সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং উক্ত দলের অন্যান্য প্রার্থীর প্রার্থিতা স্থগিত হইবে।

(৩) দফা (১) এর অধীন কোনো প্রত্যাহারের নোটিশ বা দফা (২) এর অধীন চূড়ান্ত মনোনয়ন কোনো অবস্থাতেই প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইবে না।

---

[১] দফা (৩ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৪)(২) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] "ইহা" শব্দটির পর কমা (,) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৮ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] "হইবে" শব্দটির পর কমা (,) চিহ্নটি এবং "বাতিলের ক্ষেত্রে," শব্দগুলি এবং কমা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৮(ক) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৪] দফা (৫) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের" শব্দগুলি "বাতিলের" শব্দের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] অনুচ্ছেদ ১৬ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৪) দফা (১) এর অধীন কোনো প্রত্যাহারের নোটিশ প্রাপ্তি এবং দফা (২) এর অধীন চূড়ান্ত মনোনয়নের নোটিশ প্রাপ্তির পর রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নোটিশে প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রার্থীর বা দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী কোনো ব্যক্তির, তাহা হইলে তিনি নোটিশের একটি অনুলিপি তাহার অফিসের কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে সাঁটিয়া দিবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার, প্রত্যাহারের তারিখের অব্যবহিত পরের দিন, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের একটি তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবেন।]

১৭। (১) প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই এইরূপ কোনো বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী মৃত্যুবরণ করিলে, [১][বা অনুচ্ছেদ ৯১ঙ এর দফা (২) এর অধীন কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হইলে,] রিটার্নিং অফিসার, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা, সংশ্লিষ্ট নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাতিল করিয়া দিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে দফা (১) এর অধীন কোনো নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাতিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে এই আদেশের অধীন নূতন কার্যক্রম এইরূপভাবে শুরু করিতে হইবে যেন ইহা একটি নূতন নির্বাচন [২][:

তবে শর্ত থাকে যে, অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নূতন মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার বা অনুচ্ছেদ ১৩ এর অধীন পুনরায় অর্থ জমা প্রদানের কোনো প্রয়োজন হইবে না।]

১৮। যেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণে মনোনয়ন বাছাই বা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্তরূপ কার্যক্রম স্থগিত বা মুলতুবি করিতে পারিবেন এবং কমিশনের অনুমোদনক্রমে, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা, উক্তরূপ স্থগিত বা মুলতুবি কার্যক্রমের জন্য অন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিতে এবং প্রয়োজন হইলে, পরবর্তী কার্যক্রমের জন্যও এক বা একাধিক তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৯। (১) যেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীন বাছাইয়ের পর, কোনো নির্বাচনি এলাকার সদস্য নির্বাচনের জন্য কেবল একজন ব্যক্তি বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী হিসাবে অবশিষ্ট থাকেন অথবা যেক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১৬ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর, কেবল একজন প্রার্থী অবশিষ্ট থাকেন, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা, উক্ত প্রার্থীকে উক্ত আসনে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বাছাইয়ের পর কোনো প্রার্থী তাহার মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৫) এর অধীন আপিল করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে অনুরূপ আপিল দায়েরের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত, বা অনুরূপ আপিল দায়ের না করা হইলে, বা কোনো আপিল দায়ের করা হইলে, উহা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, কোনো ব্যক্তিকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে না।

(২) রিটার্নিং অফিসার দফা (১) এর অধীন নির্বাচন সম্পর্কে যে ঘোষণা দিয়াছেন তৎসম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

---

[১] "বা অনুচ্ছেদ ৯১ঙ এর দফা (২) এর অধীন কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হইলে," শব্দগুলি, সংখ্যা, বন্ধনী এবং কমা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৯ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] কোলন (:) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৩) কমিশন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২০। (১) যদি কোনো নির্বাচনি এলাকার জন্য একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার-

[১][(ক) কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে, কমিশন কর্তৃক এই আদেশ বা বিধিমালার অধীন উক্ত দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন [২][:]

তবে শর্ত থাকে যে, অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর তিন দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট এতদুদ্দেশ্যে দাখিলকৃত কোনো দরখাস্ত অনুযায়ী দুই বা ততোধিক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক যৌথভাবে মনোনীত প্রার্থীকে কমিশন কর্তৃক উক্ত দলগুলির জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের মধ্য হইতে দলগুলি কর্তৃক সম্মত একটি প্রতীক বরাদ্দ করিতে পারিবেন।]

(কক) [৩][স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে,] কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্ধারিত কোনো প্রতীক বরাদ্দ করিবেন, এবং ইহা করিবার সময় তিনি, যতদূর সম্ভব, প্রার্থীর পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন] ; [৪][এবং]

(খ) কমিশন যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া প্রকাশ করিবে [৫][।***]

[৬][***]

(২) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও প্রতীক দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন ।

২১। (১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনি এজেন্ট নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) নির্বাচনি এজেন্টের নিয়োগ যে কোনো সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক লিখিতভাবে বাতিল করা যাইবে এবং যখন ইহা এইরূপে বাতিল করা হয় বা যখন নির্বাচনি এজেন্ট মৃত্যুবরণ করেন, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অন্য একজন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনি এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

---

[১] দফা (ক) এবং (কক) পূর্ববর্তী দফা (ক) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] কোলন (:) চিহ্নটি সেমিকোলন (;) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন)(১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১০(ক) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] "স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে" শব্দগুলি "অন্যদের ক্ষেত্রে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১০(খ)(অ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "এবং" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১০ (খ)(আ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] দাঁড়ি (।) চিহ্নটি সেমিকোলন (;) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং "এবং" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১০(গ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৬] উপ-দফা (গ) এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তাংশ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১০ (ঘ) দ্বারা বিলুপ্ত।

(৩) নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগের পর, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগের বিষয়ে তাহার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা সংবলিত একটি লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোনো নির্বাচনি এজেন্ট নিযুক্ত না করেন, সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজেই তাহার নির্বাচনি এজেন্ট হিসাবে গণ্য হইবেন এবং, যতদূর সম্ভব, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনি এজেন্ট উভয় হিসাবেই, এই আদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কার্য করিবেন।

২২। [১][(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট ভোট গ্রহণের কার্য শুরু হইবার পূর্বে, প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের প্রত্যেক ভোট কক্ষের জন্য অনধিক একজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে তৎসম্পর্কে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিবেন।]

(২) দফা (১) এর অধীন কোনো পোলিং এজেন্টের নিয়োগ যে কোনো সময় প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক বাতিল করা যাইবে, এবং যখন ইহা এইরূপে বাতিল করা হয় বা যখন পোলিং এজেন্ট মৃত্যুবরণ করেন, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট অন্য ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ নিয়োগ সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

[২][(৩) পোলিং এজেন্ট নিয়োগকারী ব্যক্তি কর্তৃক মঞ্জুরকৃত, তাহার নাম এবং যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য তিনি পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার নাম সংবলিত, একটি পরিচয়পত্র দেখাইতে ব্যর্থ হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার কোনো পোলিং এজেন্টকে গ্রহণ করিবেন না।]

২৩। যেক্ষেত্রে এই আদেশের দ্বারা কোনো কার্য বা বিষয় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করিবার জন্য নির্ধারিত, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যক্তির উক্ত উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিতির ব্যর্থতা অন্য কোন উপায়ে বৈধভাবে কৃত কোনো কার্যকে অবৈধ করিবে না [৩][:

তবে শর্ত থাকে যে, রিটার্নিং অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, প্রিজাইডিং অফিসার, যতদূর সম্ভব, উক্ত কার্য বা বিষয় সম্পাদনকালে উক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত কার্য বা বিষয় সম্পাদনকালে যদি কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে হাজির পাওয়া না যায়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, প্রিজাইডিং অফিসার অবিলম্বে এইরূপ অনুপস্থিতির কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহার মন্তব্যসহ, কমিশনকে অবহিত করিবেন।]

২৪। রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, কোন্ সময়ের মধ্যে ভোট গ্রহণ করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত নির্ধারিত সময় সম্পর্কে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

---

[১] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] কোলন (:) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][২৫। (১) ভোট গ্রহণের যে কোনো পর্যায়ে যদি প্রিজাইডিং অফিসার দেখিতে পান যে,

(ক) প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ভোট গ্রহণ এইরূপভাবে ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত হইয়াছে যে, অনুচ্ছেদ ২৪ এর অধীন নির্ধারিত ভোট গ্রহণের সময়ের মধ্যে ইহা পুনরায় শুরু করা সম্ভব নহে ; বা

(খ) ভোট কেন্দ্রে ব্যবহৃত কোনো ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হইতে বে-আইনিভাবে ও জোরপূর্বক অপসারণ করা হইয়াছে, বা দুর্ঘটনাক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করা হইয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে, বা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকৃত করা হইয়াছে যে, সেই কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল নিরূপণ করা যায় না ; বা

(গ) কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বৈধভাবে বা অবৈধভাবে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া প্রিজাইডিং অফিসার বা অন্যান্য পোলিং অফিসারকে অস্ত্র-প্রদর্শন বা শারীরিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাহাদের স্বাভাবিক নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন,

তাহা হইলে তিনি অনতিবিলম্বে ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন, এবং নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণকে ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে অপসারণ ও গ্রেপ্তার করিবার জন্য সহযোগিতা চাইবেন।

(২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ অনতিবিলম্বে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে অপসারণ ও গ্রেপ্তার করিবেন এবং ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবেন (restore)।

(৩) যদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে অপসারণ ও গ্রেপ্তার করিতে এবং ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহার সকল কর্মকর্তাসহ ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করিবেন এবং তৎসম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে রিপোর্ট করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে দফা (৩) এর অধীন ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিশনকে রিপোর্ট করিবেন এবং কমিশন উক্ত ভোট কেন্দ্রে নূতন ভোট গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিবে, যদি না কমিশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, একই নির্বাচনি এলাকার অন্যান্য ভোট কেন্দ্রে গৃহীত ভোটের ফলাফলের দ্বারা ভোট কেন্দ্রটির নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

(৫) যেক্ষেত্রে কমিশন দফা (৪) এর অধীন নূতন ভোট গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের অনুমোদনক্রমে নূতন ভোট গ্রহণের জন্য একটি তারিখ ও স্থান নির্ধারণ (fix) করিবেন এবং উক্ত সময় ও স্থান সম্পর্কে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

(৬) দফা (৫) এর অধীন কোনো ভোট কেন্দ্রে যখন নূতন ভোট গ্রহণ করা হইবে, তখন উহাতে ভোট প্রদানের অধিকারী সকল ভোটারকে ভোট প্রদান করিতে দেওয়া হইবে এবং দফা (৩) এর অধীন বন্ধকৃত ভোটের সময় প্রদত্ত কোনো ভোট গণনা করা হইবে না ; এবং উক্তরূপ নূতন ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে এই আদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধি ও আদেশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।]

---

[১] অনুচ্ছেদ ২৫ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২৬। এই আদেশের অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচন গোপন ব্যালট [১][বা ইভিএম ব্যবহার করিয়া বা উভয়ের মাধ্যমে] নিষ্পত্তি করা হইবে এবং অনুচ্ছেদ ২৭ এর বিধান সাপেক্ষে, প্রত্যেক ভোটার, এই আদেশের বিধান অনুসারে, ব্যালট বাক্সে নির্ধারিত ফরমে যথাযথ ব্যালট পেপার প্রবেশ করাইয়া অথবা ইভিএম ব্যবহার করিয়া ভোট প্রদান করিবেন।

[২][২৬ক। (১) এই আদেশ বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভোটার তালিকার সহিত মিলাইয়া, ভোটারের পরিচিতি যাচাই এবং ভোট প্রদান, রেকর্ড ও গণনার উদ্দেশ্যে কমিশন প্রত্যেক ক্ষেত্রে, পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া, যেরূপ নির্ধারণ করিবে, সেইরূপ এক বা একাধিক বা সকল নির্বাচনি এলাকার এক বা একাধিক কেন্দ্রে বা সকল কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার করা যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে দফা (১) এর অধীন ইভিএম ব্যবহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ইভিএম এর সাহায্যে ভোটার তালিকার সহিত মিলাইয়া ভোটারের পরিচিতি যাচাইকরণ, এবং ভোট প্রদান, রেকর্ড এবং গণনা সম্পাদিত হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই আদেশ বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালায় উল্লিখিত "ব্যালট বাক্স" বা "ব্যালট পেপার" অভিব্যক্তির স্থলে ইভিএম অভিব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত মর্মে ব্যাখ্যেয় হইবে।

২৬খ। (১) কমিশন এইরূপ কোনো ইভিএম অনুমোদন করিতে পারিবে-

(ক) যাহা নেটওয়ার্কহীন অবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করা যায় (Stand-alone non-networked) ;

(খ) যাহা কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে বা ইন্টারনেট বা অন্য কোনো নেটওয়ার্কের সহিতও সংযুক্ত নহে, এবং যাহা হ্যাক করাও সম্ভব নহে ;

(গ) যাহা ইলেক্ট্রনিকভাবে যেকোনো প্রকারের জাল (tampering) বা কারচুপি প্রতিরোধে সুরক্ষিত ;

(ঘ) যাহাতে অনুমোদিত প্রোগ্রাম (সফ্টওয়ার) ব্যবহার করা হইলে, ইহা পরিবর্তন বা জাল করা না যায় ;

(ঙ) যাহাতে কোনো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (আরএফ) রিসিভার ও ডাটা ডিকোডার নাই ;

(চ) যাহা কেবল বিশেষভাবে এনক্রিপ্টেড এবং ডায়নামিক্যালি কোডকৃত ডাটা গ্রহণ করে ;

(ছ) যাহা কমিশন কর্তৃক বাছাইকৃত ও নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক তৈরি করা হয় ;

(জ) যাহা প্রোগ্রামের সোর্স কোডের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ;

(ঝ) যাহাতে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট ডিভাইস বা ডিভাইসসমূহ সংযোজন করা হয় ; এবং

(ঞ) যাহা কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্যান্য শর্ত পূরণ করে।

---

[১] "বা ইভিএম ব্যবহার করিয়া বা উভয়ের মাধ্যমে" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] অনুচ্ছেদ ২৬ক, ২৬খ, ২৬গ এবং ২৬ঘ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(২) কমিশন কোনো প্রোগ্রাম অনুমোদন করিতে পারিবে, যদি উক্ত প্রোগ্রাম এইরূপভাবে ডিজাইন করা হয় যে,

(ক) ইহা কোনো ভোটারকে কেবল একবার ভোট প্রদানের সুযোগ দিবে ;

(খ) ইহাতে কেবল সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক কন্ট্রোল ইউনিটে ব্যালট সক্রিয় করিবার পর কোনো ভোটার কর্তৃক প্রদত্ত ভোট রেকর্ড করা যাইবে ;

(গ) ইহাতে কেবল প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট সক্রিয় করিবার পর পরবর্তী ভোটারের ভোট রেকর্ড করা যাইবে ;

(ঘ) মেশিনটি কোনো সময়েই বাহির হইতে কোনো সংকেত গ্রহণ করিবে না ;

(ঙ) কোনো নির্বাচনে ভোট গণনার ক্ষেত্রে ইভিএম এর সহায়তা ব্যতীত ভোট গণনায় যেরূপ ফলাফল পাওয়া যাইবে, প্রোগ্রামের সঠিক ব্যবহার সেইরূপ একই ফলাফল প্রদান করিবে ;

(চ) এই প্রোগ্রাম ভোটারের ভোট প্রদানের পূর্বে কোনো ভুল সংশোধনে ভোটারকে একটি সুযোগ প্রদান করিবে ;

(ছ) প্রোগ্রামটি কোনো ব্যক্তিকে কোনো ভোটার কীভাবে তাহার ভোট প্রদান করিয়াছেন তাহা দেখিবার সুযোগ প্রদান করিবে না ;

(জ) প্রিজাইডিং অফিসার প্রয়োজনে প্রোগ্রামটি থামাইবার (pause) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, উহা থামানো যাইবে ;

(ঝ) প্রোগ্রামটি, ভোট সমাপ্ত হইবার পর ও ফলাফল ঘোষণার পূর্বে যে কোনো সময়, বণ্টন নির্দেশক প্রার্থীপ্রতি প্রাপ্তভোট নিরূপণ করিতে সক্ষম ; এবং

(ঞ) ইহা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করে।

(৩) কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান ও গণনায় অনুমোদিত কোনো প্রোগ্রাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়া অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) দফা (৩) সাপেক্ষে, কমিশন নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুমোদন করিতে পারিবে-

(ক) অনুমোদিত প্রোগ্রামে ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার প্রদর্শন ;

(খ) প্রোগ্রামটি ব্যবহার করিয়া প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে রেকর্ডকৃত ভোট গণনার জন্য ইলেক্ট্রনিক ব্যালটের সংখ্যার বিন্যাস ; এবং

(গ) ভোটার তালিকার সহিত মিলাইয়া ভোটারের পরিচয় যাচাইয়ের ব্যবস্থাকরণ।

২৬গ। (১) ইভিএম এর জন্য বা তৎসম্পর্কিত কার্যের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহর্তব্য সকল ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ও প্রোগ্রাম, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সকল সময়ে যে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ হইতে নিরাপদ রাখিতে হইবে।

(২) কমিশন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পদ্ধতিগত ভারসাম্য নিশ্চিত করণার্থে একটি সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নির্ধারণ করিবে যাহাতে যে কোনো সম্ভাব্য অপব্যবহার বা পদ্ধতিগত ত্রুটি প্রতিরোধ করা যায়।

(৩) দফা (১) এর অধীন নির্ধারিত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ এবং তাহাদের প্রতিনিধিগণের প্রত্যেকটি ধাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও দালিলিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক স্বচ্ছতার সহিত বাস্তবায়িত হইবে যাহাতে ইভিএম এর কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর তাহাদের আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪) কমিশন কোনো ভোট কেন্দ্রে ব্যবহৃত ইভিএম এর চিপে রেকর্ডকৃত ইলেক্ট্রনিক ডাটা পরবর্তী এক বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবে, এবং অতঃপর কমিশন, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশিত না হইলে, উহা মুছিয়া ফেলিবে বা ধ্বংস করিবে।

২৬ঘ। ইভিএম এর সঠিকতা, নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিশন, যে কোনো ধাপে দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ইভিএম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই করিতে পারিবে।]

২৭। [১][(১) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ পোস্টাল ব্যালটে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) ও (৫) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি ;

(খ) কোনো ব্যক্তি তিনি যে ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদানের অধিকারী সেই কেন্দ্র ব্যতীত, অন্য কোনো ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত আছেন ; এবং

(গ) বিদেশে বসবাসরত কোনো বাংলাদেশি ভোটার।]

(২) এইরূপে ভোট প্রদানের অধিকারী কোনো ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানে ইচ্ছুক হইলে-

(ক) দফা (১) এর উপ-দফা (ক)[২][এবং (গ)] এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে পনেরো দিনের মধ্যে ; এবং

(খ) উক্ত দফার উপ-দফা (খ) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাহার নিযুক্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, তিনি যে নির্বাচনি এলাকার ভোটার, সেই এলাকার রিটার্নিং অফিসারের নিকট পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিবেন এবং অনুরূপ প্রত্যেক আবেদনে ভোটারের নাম, ঠিকানা এবং ভোটার তালিকায় তাহার ক্রমিক নম্বর সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার দফা (২) এর অধীন কোনো ভোটারের আবেদন প্রাপ্তির পর, অনতিবিলম্বে উক্ত ভোটারের নিকট ডাকযোগে একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং একটি খাম প্রেরণ করিবেন, যে খামের উপর তারিখ প্রদর্শন করত সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এর একটি ফরম থাকিবে, যাহা ভোটার কর্তৃক ডাকে প্রদানের সময় ডাকঘরের উপযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক পূরণ করা হইবে।

---

[১] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "এবং (গ)" শব্দ, বন্ধনী এবং অক্ষর গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৪) কোনো ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের জন্য তাহার ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তাহার ভোট রেকর্ড করিবার পর ব্যালট পেপারটি দফা (৩) এর অধীন তাহার নিকট প্রেরিত খামে ন্যূনতম বিলম্বের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।

২৮। (১) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সরবরাহ করিবেন।

(২) ব্যালট বাক্সগুলি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত উপাদানে এবং নকশায় নির্মিত হইবে।

(৩) কোনো ভোট কেন্দ্র বা ভোটকক্ষে (polling booth) একাধিক কক্ষ থাকিলে, ভোট গ্রহণের জন্য একই সময়ে একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) ভোট গ্রহণ শুরু হইবার জন্য নির্ধারিত সময়ের অন্তত অর্ধঘণ্টা পূর্বে, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার-

(ক) ব্যবহৃতব্য প্রত্যেক ব্যালট বাক্স খালি কিনা তাহা নিশ্চিত করিবেন ;

[১][(কক) সংশ্লিষ্ট খালি বাক্সের ক্রমিক নম্বর ও উহার উপরের সিলমোহরের ক্রমিক নম্বর ধারণ করিয়া, এবং নির্ধারিত ফরমের নির্ধারিত কলামে গ্রহীতার (receiver) স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারের নিকট সরবরাহ করিবেন এবং উক্ত ফরমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের এজেন্টগণ ইচ্ছুক হইলে, স্বাক্ষর গ্রহণে চেষ্টা করিবেন ;]

(খ) উপস্থিত সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাহাদের নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টগণকে খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবেন ;

(গ) খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবার পর তাহা বন্ধ করিয়া, প্রয়োজনে, সিলমোহরযুক্ত করিবেন ; এবং

(ঘ) ব্যালট বাক্স এইরূপভাবে স্থাপন করিবেন যাহাতে ভোটারগণ সহজেই ভোট প্রদান করিতে পারেন এবং উহা তাহার নিজের এবং উপস্থিত সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহাদের নির্বাচনি বা পোলিং এজেন্টগণের দৃষ্টিগোচরে থাকে।

(৫) যদি কোনো ব্যালট বাক্স পূর্ণ হইয়া যায় বা ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য উহা আর ব্যবহার করা না যায়, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যালট বাক্স [২][তাহার নিজের সিলমোহর ও স্বাক্ষর দ্বারা এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের সিলমোহর বা স্বাক্ষর দ্বারা সিল করিয়া দিবেন] এবং ইহাকে একটি সুরক্ষিত স্থানে রাখিবেন এবং অতঃপর দফা (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অন্য একটি ব্যালট বাক্স ব্যবহার করিবেন।

(৬) প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে প্রত্যেক ভোটার তাহার ব্যালট পেপার ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পূর্বে গোপনে উহাতে চিহ্ন প্রদানে সক্ষম হন।

---

১ উপ-দফা (কক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "তাহার নিজের সিলমোহর ও স্বাক্ষর দ্বারা এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের সিলমোহর বা দস্তখত দ্বারা সিল করিয়া দিবেন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২৯। প্রিজাইডিং অফিসার, এতদুদ্দেশ্যে কমিশন যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন, সেইরূপ নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোট কেন্দ্রে একত্রে কতজন ভোটারের প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা যাইবে তাহার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং কেবল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত, ভোটকেন্দ্রে অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবেন না-

(ক) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তি ;

[১][(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ এবং তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণ এবং প্রত্যেক ভোট কক্ষের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর একজন পোলিং এজেন্ট ;

(খখ) নির্বাচনি পর্যবেক্ষক ; এবং]

(গ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি।

৩০। (১) প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন এবং ভোট কেন্দ্রে অসদাচরণকারী বা প্রিজাইডিং অফিসারের আইনানুগ আদেশ পালনে ব্যর্থ কোনো ব্যক্তিকে অপসারণ করিতে বা অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) ভোট কেন্দ্র হইতে দফা (১) এর অধীন অপসারিত কোনো ব্যক্তি, প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত, উক্ত দিনে পুনরায় ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না এবং, তিনি কোনো ভোট কেন্দ্রে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইলে, বিনা গ্রেপ্তারি পরওয়ানায় কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রেপ্তারযোগ্য হইবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন ক্ষমতা এইরূপভাবে ব্যবহার করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ভোটারকে যে কেন্দ্রে তিনি ভোট প্রদানের অধিকারী সেই কেন্দ্রে ভোট প্রদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হয়।

৩১। [২][(১) যেক্ষেত্রে কোনো ভোটার ভোট প্রদানের জন্য ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হন, সেইক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার, [৩][ভোটার তালিকার] সহিত মিলাইয়া পরীক্ষান্তে তাহার পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবার পর, তাহাকে একটি ব্যালট পেপার সরবরাহ করিবেন [৪][বা ইভিএম ব্যবহার করিয়া তাহাকে ভোট প্রদানের অনুমতি দিবেন।]

[৫][***]]

(২) কোনো ভোটারকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করিবার পূর্বে –

(ক) তাহাকে তাহার যে কোনো হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বা অন্য কোনো আঙ্গুলে অমোচনীয় কালিতে প্রদত্ত একটি ব্যক্তিগত চিহ্ন গ্রহণ করিতে হইবে ;

---

১ দফা (খ) এবং (খখ) পূর্ববর্তী দফা (খ) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (১), (১ক) এবং (১খ) পূর্ববর্তী দফা (১) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "ভোটার তালিকা" শব্দগুলি "তাহার পরিচয়পত্র" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৩ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "ব্যালট পেপার" শব্দগুলির পর "বা ইভিএম ব্যবহার করিয়া তাহাকে ভোট প্রদানের অনুমতি দিবেন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৫ দফা (১ক) এবং (১খ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৩ (খ) দ্বারা বিলুপ্ত।

(খ) ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তাহার নম্বর ও নাম উচ্চস্বরে বলা হইবে ;

(গ) ভোটারকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য ভোটার তালিকায় তাহার নম্বর এবং নামের বিপরীতে একটি চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে ;

[১][(ঘ) ব্যালট পেপারের উল্টা পিঠে দাপ্তরিক চিহ্ন সংবলিত সিলমোহরাঙ্কিত করিতে হইবে এবং উহা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে ;] [২][***]

(ঙ) প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোটার তালিকায় ভোটারের নম্বর মুড়িপত্রে লিখিতভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে, যিনি মুড়িপত্রেও দাপ্তরিক চিহ্ন সংবলিত সিলমোহরাঙ্কিত করিবেন [৩][;

(চ) ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটার তাহার স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ প্রদান করিবেন।]

(৩) কোনো ব্যক্তি অমোচনীয় কালিতে ব্যক্তিগত চিহ্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে বা তিনি উক্তরূপ চিহ্ন বা ইতোমধ্যে ইহার অবশিষ্টাংশ বহন করিলে তাহাকে কোনো ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হইবে না।

(৪) যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, যে ভোটারের নিকট ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হইতে যাইতেছে তাহার দখলে ইতোমধ্যে এক বা একাধিক ব্যালট পেপার রহিয়াছে, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারকে তাহার দখলে যে আর কোনো ব্যালট পেপার নাই সেই মর্মে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং যাহাতে উক্ত ভোটার ব্যালট বাক্সে একাধিক ব্যালট পেপার প্রবেশ করাইতে না পারেন তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

(৫) ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর ভোটার-

[৪][(ক) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট [৫][বা পোলিং এজেন্ট] কর্তৃক অনুরোধ করা হইলে, তাহাকে ব্যালট পেপারের পিছনের দাপ্তরিক সিলমোহর দেখাইবেন ;

(কক) তৎক্ষণাৎ ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য নির্ধারিত স্থানে চলিয়া যাইবেন ;]

(খ) যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে তিনি ভোট প্রদান করিতে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারে তাহার নাম ও প্রতীক সংবলিত স্থানে নির্ধারিত চিহ্ন প্রদান করিবেন ; এবং

(গ) এইরূপে চিহ্ন প্রদানের পর, ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

---

১ উপ-দফা (ঘ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "এবং" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা বিলুপ্ত।

৩ দাঁড়ির (।) পরিবর্তে সেমিকোলন (;) এবং উহার পর দফা (চ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা যথাক্রমে প্রতিস্থাপিত ও সংযোজিত।

৪ উপ-দফা (ক) এবং (কক) পূর্ববর্তী উপ-দফা (ক) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ "বা পোলিং এজেন্ট" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৬) ভোটার অযাচিত বিলম্ব না করিয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পর অবিলম্বে ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করিবেন।

(৭) যেক্ষেত্রে কোনো ভোটার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা অন্যভাবে এইরূপ অক্ষম হন যে, তিনি কোনো সঙ্গীর সাহায্য ব্যতীত ভোট প্রদান করিতে পারেন না, সেইক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে উক্তরূপ সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন এবং অতঃপর এই আদেশের অধীন কোনো ভোটারকে যাহা করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে, তিনি উক্তরূপ সাহায্য লইয়া তাহাই করিবেন।

[১][***]

৩২। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিয়া অবগত হন যে, অন্য কোনো ব্যক্তি ইতঃপূর্বে নিজেকে উক্ত ভোটার হিসাবে ঘোষণা করিয়া আবেদনকারীর নামে ভোট প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি অন্য যে কোনো ভোটারের ন্যায় একই পদ্ধতিতে এই অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে, একটি ব্যালট পেপার (অতঃপর "টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার" বলিয়া উল্লিখিত) পাইবার অধিকারী হইবেন ।

(২) কোনো টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পরিবর্তে প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রদান করিতে হইবে, যিনি উহার উপর ভোটার তালিকায় আবেদনকারীর নাম ও নম্বর লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি যে প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিতে ইচ্ছুক তাহার নাম পৃষ্ঠাংকন করিয়া উহা একটি স্বতন্ত্র খামে রাখিবেন।

(৩) দফা (১) এর অধীন ব্যালট পেপারের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তির নাম এবং ভোটার তালিকায় তাহার নম্বর প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রস্তুত একটি তালিকায় (অতঃপর "টেন্ডার্ড ভোট তালিকা" বলিয়া উল্লিখিত) লিপিবদ্ধ করা হইবে।

৩৩। (১) কোনো ব্যক্তি ব্যালট পেপার গ্রহণকালে যদি কোনো প্রার্থী বা তাহার [২][নির্বাচনি এজেন্ট বা] পোলিং এজেন্ট, এই মর্মে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যুক্তিসঙ্গত কারণে তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে, উক্ত ব্যক্তি ইতঃপূর্বে এই নির্বাচনে একই বা অন্য কোনো ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করিয়াছেন বা ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ যে নামের বিপরীতে ভোট প্রদান করিতে চাহিতেছেন তিনি সেই ব্যক্তি নহেন এবং প্রয়োজনে কোনো আদালতে এই অভিযোগ প্রমাণ করিতে সম্মত আছেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট নগদে নির্ধারিত অর্থ জমা প্রদান করেন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে ইহার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া এবং মুড়িপত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ এবং তিনি শিক্ষিত হইলে, তাহার স্বাক্ষরও লইয়া তাহাকে একটি ব্যালট পেপার (অতঃপর "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" বলিয়া উল্লিখিত) সরবরাহ করিবেন।

(২) যদি প্রিজাইডিং অফিসার দফা (১) এর অধীন অনুরূপ ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার নাম ও ঠিকানা তৎকর্তৃক প্রস্তুত একটি তালিকায় (অতঃপর "আপত্তিকৃত ভোট তালিকা" বলিয়া উল্লিখিত) লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে তাহার স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিবেন।

---

[১] দফা (৮) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৩ (গ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] "নির্বাচনি এজেন্ট বা" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৩) দফা (১) এর অধীন সরবরাহকৃত কোনো ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক চিহ্নিত ও ভাঁজকৃত হইবার পর একই অবস্থায় ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পরিবর্তে "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" লেভেলযুক্ত একটি স্বতন্ত্র খামে রাখা হইবে।

৩৪। (১) যদি কোনো ভোটার অসাবধানতাবশত তাহার ব্যালট পেপারকে এইরূপভাবে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন যে, ইহাকে বৈধ ব্যালট পেপার হিসাবে ব্যবহার করা না যায়, তাহা হইলে তিনি তাহার অসাবধানতার বিষয়টি প্রিজাইডিং অফিসারের সন্তোষ মোতাবেক ব্যাখ্যা করিয়া এবং ব্যালট পেপারটি তাহার নিকট ফেরত দিয়া অন্য একটি ব্যালট পেপার গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ অন্য ব্যালট পেপার দ্বারা তাহার ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার তৎক্ষণাৎ দফা (১) এর অধীন ফেরতকৃত ব্যালট পেপারটি বাতিল করিয়া তাহার স্বীয় স্বাক্ষরে মুড়িপত্রে উক্ত মর্মে নোট করিবেন এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারটি স্বাক্ষর করিয়া ইহা "বিনষ্ট ব্যালট পেপার" লেভেলযুক্ত একটি স্বতন্ত্র খামে সংরক্ষণ করিবেন।

৩৫। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পর যে ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর মধ্যে ভোটকেন্দ্র অবস্থিত সেই ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তিগণ, যাহারা ভোট প্রদান করেন নাই অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাহারা ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করা অথবা ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

৩৬। (১) ৩৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি ভোট প্রদানের পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টগণের সম্মুখে ভোট গণনা শুরু করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টগণকে ভোট গণনা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুবিধা প্রদান করিবেন এবং তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এইরূপ তথ্য প্রদান করিবেন যাহা সুশৃঙ্খল ভোট গণনা এবং তৎসম্পর্কিত দায়িত্ব পালনের জন্য সহায়ক হয়।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ভোট সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, [১][নির্বাচনি এজেন্টগণ, পোলিং এজেন্টগণ এবং নির্বাচনি পর্যবেক্ষকগণ] ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যক্তি ভোট গণনার সময় [১][উপস্থিত থাকিতে পারিবেন] না।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার-

(ক) এক বা একাধিক ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স খুলিবেন এবং উহাদের মধ্য হইতে ব্যালট পেপারসমূহ বাহির করিয়া সকল ব্যালট পেপার গণনা করিবেন ;

(খ) "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" লেবেলযুক্ত প্যাকেটটি খুলিবেন এবং উহাতে রাখা ব্যালট পেপারসমূহ গণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবেন ;

(গ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোটসমূহ গণনা করিবেন, যাহা হইতে সেই সকল ব্যালট পেপার বাদ যাইবে যাহাতে-

[২][(অ) কোনো দাপ্তরিক চিহ্ন ও স্বাক্ষর নাই ;]

---

[১] "নির্বাচনি এজেন্টগণ, পোলিং এজেন্টগণ এবং নির্বাচনি পর্যবেক্ষকগণ ...... উপস্থিত থাকিতে পারিবেন" শব্দগুলি ও কমা "তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণ এবং পোলিং এজেন্টগণ উপস্থিত থাকিবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] প্যারাগ্রাফ (অ)গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৭ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(আ) দাপ্তরিক চিহ্ন এবং নির্ধারিত চিহ্ন ব্যতীত, অন্য কোনো লিখা বা চিহ্ন থাকে বা যাহার সহিত কোনো কাগজের টুকরা বা অন্য কোনো প্রকারের বস্তু সংযুক্ত থাকে ;

(ই) ভোটার কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য ভোট প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রদর্শনকারী কোনো চিহ্ন না থাকে ; অথবা

(ঈ) এইরূপ চিহ্ন থাকে যাহা হইতে ভোটার কাহার জন্য ভোট দিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট না হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যালট পেপার কোনো প্রার্থীর পক্ষে চিহ্নিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি নির্ধারিত চিহ্নের সম্পূর্ণ বা অর্ধেক অপেক্ষা বেশি অংশ উক্ত প্রার্থীর নাম ও প্রতীক সংবলিত জায়গার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়, এবং যেক্ষেত্রে নির্ধারিত চিহ্ন অনুরূপ দুইটি জায়গার মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে ব্যালট পেপারটি ভোটার কাহার জন্য ভোট দিয়াছেন তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে না বলিয়া গণ্য হইবে ;

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার পুনরায় ভোট গণনা করিতে পারিবেন-

(ক) প্রয়োজন বিবেচনা করিলে স্বীয় উদ্যোগে ; বা

(খ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা উপস্থিত নির্বাচনি এজেন্ট [১][বা পোলিং এজেন্টের] [২][লিখিত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে,] যদি তাহার মতে, আবেদনটি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

(৬) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ স্বতন্ত্র প্যাকেটে রাখিতে হইবে এবং অনুরূপ প্রত্যেক প্যাকেটে সিলগালা করিতে হইবে এবং প্যাকেটের মধ্যে রাখা ব্যালট পেপারের সংখ্যা ও উহার অভ্যন্তরস্থ কাগজপত্রের প্রকৃতি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নাম ও প্রতীক উল্লেখসহ উহার সহিত একটি সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৭) গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারগুলি একটি স্বতন্ত্র প্যাকেটে রাখিতে হইবে যাহার উপর উহার মধ্যে ধারণকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা নির্দেশিত থাকিবে।

(৮) দফা (৬) ও (৭) এ উল্লিখিত প্যাকেটসমূহ একটি প্রধান প্যাকেটে রাখা হইবে যাহা প্রিজাইডিং অফিসার সিলগালা করিবেন।

(৯) প্রিজাইডিং অফিসার, গণনার পর অবিলম্বে, নির্ধারিত ফরমে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত বৈধ ভোট এবং গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা এবং অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা [৩][,কথায় ও সংখ্যায় উভয়ে,] প্রদর্শন করিয়া একটি গণনার বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

---

[১] "বা পোলিং এজেন্টের" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] "লিখিত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে" শব্দগুলি "অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] ", কথায় ও সংখ্যায় উভয়ে" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(১০) প্রিজাইডিং অফিসার, নির্ধারিত ফরমে, একটি ব্যালট পেপার হিসাব প্রস্তুত করিবেন যাহাতে স্বতন্ত্রভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি প্রদর্শিত হইবে, যথা:-

(ক) তাহার নিকট অর্পিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ;

(খ) ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহ হইতে বাহির করিয়া আনা ও গণনাকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ;

(গ) টেন্ডার্ড ব্যালট পেপারের সংখ্যা ;

(ঘ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ;

(ঙ) অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ; এবং

(চ) বিনষ্ট ব্যালট পেপারের সংখ্যা।

[১][(১১) প্রিজাইডিং অফিসার, [২][***] উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাহাদের নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণকে গণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাব কথায় ও সংখ্যায় প্রদর্শন করিয়া একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রদান করিবেন, এবং এইরূপ অনুলিপি প্রদানের জন্য রসিদ গ্রহণ করিবেন, এবং অনুরূপ কোনো ব্যক্তি রসিদ প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে, প্রিজাইডিং অফিসার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।]

(১২) প্রিজাইডিং অফিসার পৃথক পৃথক প্যাকেটে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সিলগালা করিয়া রাখিবেন -

(ক) অব্যবহৃত ব্যালট পেপার ;

(খ) বিনষ্ট ব্যালট পেপার ;

(গ) টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার ;

(ঘ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার ;

(ঙ) ভোটার তালিকার চিহ্নিত অনুলিপি ;

(চ) ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র ;

(ছ) টেন্ডার্ড ভোট তালিকা ;

[৩][(ছছ) সরবরাহকৃত ও ব্যবহৃত মোট ব্যালট বাক্সের সংখ্যা প্রদর্শনকারী ব্যালট বাক্স ইস্যুর ফরম ;]

(জ) আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা ; এবং

(ঞ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাগজপত্র।

[৪][(১৩) প্রিজাইডিং অফিসার এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রস্তুতকৃত প্রত্যেক বিবরণী ও প্যাকেটের উপর উপস্থিত প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন এবং অনুরূপ কোনো ব্যক্তি স্বাক্ষর প্রদানে অস্বীকার করিলে, বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।]

---

[১] দফা (১১) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] “, আবেদনক্রমে,” কমাগুলি ও শব্দ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৭(খ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] উপ-দফা (ছছ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] দফা (১৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(১৪) দফা (১৩) এর অধীন কোনো প্যাকেটে বা বিবরণীতে স্বাক্ষর করিবার অধিকারী কোনো ব্যক্তি, ইচ্ছা করিলে, উহাতে তাহার সিলমোহরও যুক্ত করিতে পারিবেন।

(১৫) পূর্বোল্লিখিত দফাসমূহের অধীন কার্যক্রম সমাপ্তির পর, প্রিজাইডিং অফিসার, এতদুদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশানুসারে, তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্যাকেটসমূহ, গণনার বিবরণী এবং ব্যালট পেপার হিসাব, কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়াদিসহ, রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন[১][, এবং গণনার বিবরণীর একটি অনুলিপি ডাকযোগে কমিশনের নিকটও প্রেরণ করিবেন।]

৩৭। (১) রিটার্নিং অফিসার ফলাফল একত্রীকরণের জন্য তারিখ, সময় এবং স্থান সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণকে একটি লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনি এজেন্টগণের মধ্যে যাহারা উপস্থিত থাকেন তাহাদের সম্মুখে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপরিউক্ত সময়ের পূর্বে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপারসমূহসহ প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত গণনার ফলাফল একত্রীকরণ করিবেন।

(২) ফলাফল একত্রীকরণ করিবার পূর্বে রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং যদি তিনি দেখেন যে, অনুরূপ কোনো ব্যালট পেপার এইরূপে বাদ দেওয়া উচিত হয় নাই, তাহা হইলে তিনি তদ্‌দ্বারা যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করা হইয়াছে তাহার পক্ষে প্রদত্ত ব্যালট পেপার হিসাবে উহাকে গণনা করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তৎকর্তৃক ডাকযোগে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপারসমূহও গণনা করিবেন এবং অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৪) এ উল্লিখিত কোনো কারণে তিনি বাতিল করিতে পারেন এইরূপ ভোট ব্যতীত, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোটসমূহ একত্রীকরণ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক দফা (৩) এর অধীন বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একত্রীকরণ বিবরণীতে স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৫) রিটার্নিং অফিসার কোনো ভোট কেন্দ্রের বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ পুনরায় গণনা করিবেন না, যদিনা-

(ক) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক লিখিতভাবে প্রিজাইডিং অফিসারের গণনা সম্পর্কে আপত্তি করা হয় এবং রিটার্নিং অফিসার উক্ত আপত্তির যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন ; অথবা

(খ) তিনি কমিশন কর্তৃক ইহা করিতে আদিষ্ট হন।

৩৮। যেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন ভোট গণনার ফলাফল একত্রীকরণের পর দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে ভোটের সংখ্যা সমান এবং অনুরূপ প্রার্থীর পক্ষে একটি ভোট যোগ হইলে, তিনি নির্বাচিত ঘোষিত হইবেন, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার তৎক্ষণাৎ উক্তরূপ প্রার্থীগণের মধ্যে লটারি করিবেন এবং লটারির ফলাফল যে প্রার্থীর পক্ষে যাইবে তিনি সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন এবং বিজয়ী ঘোষিত হইবেন। উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ এবং

---

[১] কমা (,) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর “, এবং গণনার বিবরণীর একটি অনুলিপি ডাকযোগে কমিশনের নিকটও প্রেরণ করিবেন।” শব্দগুলি এবং দাঁড়ি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণের সম্মুখে লটারি করিতে হইবে। রিটার্নিং অফিসার লটারির প্রক্রিয়া লিখিতভাবে রেকর্ড করিবেন এবং উহাতে লটারির প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষকারী প্রার্থী ও তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

৩৯। (১) রিটার্নিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন ভোট গণনা বা অনুচ্ছেদ ৩৮ এর অধীন লটারির মাধ্যমে ফলাফল প্রাপ্তির পর, গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(২) গণবিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও [১][অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন একত্রীকরণ বা অনুচ্ছেদ ৩৮ এর অধীন লটারির ফলাফলের মাধ্যমে] প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা উল্লেখ থাকিবে ।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, দফা (১) এর অধীন বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইবার পর, অবিলম্বে কমিশনের নিকট নির্ধারিত ফরমে নির্বাচনের রিটার্নসহ একটি একত্রীকরণ প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৪) কমিশন, সরকারি গেজেটে, নির্বাচিত প্রার্থীর নাম প্রকাশ করিবে।

৪০। রিটার্নিং অফিসার-

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে একত্রীকরণ প্রতিবেদন এবং নির্বাচনের ফলাফলের রিটার্ন প্রস্তুত করিবার পর, অবিলম্বে, যে সকল প্যাকেট ও বিবরণী ফলাফল একত্রীকরণের জন্য খোলা হইয়াছিল সেইগুলিকে পুনরায় ভর্তি করিয়া সিলগালা করিবেন এবং উপস্থিত প্রার্থী ও তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণকে, তাহারা এইরূপ ইচ্ছা করিলে, অনুরূপ প্যাকেটগুলিতে তাহাদের স্বাক্ষর ও সিলমোহরাঙ্কিত করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন ; এবং

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণের মধ্যে যাহারা একত্রীকরণ প্রতিবেদন ও নির্বাচনি রিটার্ন পাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে যথাযথভাবে উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ করিবেন।

৪১। (১) যেক্ষেত্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম অনুচ্ছেদ ১৭ এর অধীন বাতিল (terminate) করা হয়, সেইক্ষেত্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাতিল হইবার পর, অথবা অনুচ্ছেদ ১৯ বা অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করিবার পর, প্রার্থী কর্তৃক অনুচ্ছেদ ১৩ এর অধীন জমাকৃত অর্থ, যিনি নির্বাচনে প্রদত্ত সর্বমোট ভোটের এক অষ্টমাংশ হইতে কম ভোট পাইয়াছেন, তিনি ব্যতীত, অন্য প্রার্থী বা তাহার আইনগত প্রতিনিধির নিকট ফেরত দেওয়া হইবে।

(২) দফা (১) এর অধীন যে জামানত ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন নাই, সেই জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৪২। (১) রিটার্নিং অফিসার কমিশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিবেন, যথা:-

(ক) ব্যালট পেপার সংবলিত প্যাকেটসমূহ, যাহাদের প্রত্যেকটি, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক তাহার সিলমোহর দ্বারা, অথবা যদি রিটার্নিং অফিসার উহা খুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তাহার সিলমোহর দ্বারা, সিলগালা করিতে হইবে ;

---

[১] "অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন একত্রীকরণের ফলে বা অনুচ্ছেদ ৩৮ এর অধীন লটারির ফলাফলের মাধ্যমে" শব্দগুলি এবং সংখ্যা গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(খ) সরবরাহকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রের প্যাকেট ;

(গ) চিহ্নিত ভোটার তালিকার অনুলিপির প্যাকেট ;

(ঘ) ব্যালট পেপারের হিসাব সংবলিত প্যাকেট ;

(ঙ) টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার, আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার, টেন্ডার্ড ভোট তালিকা এবং আপত্তিকৃত ভোট তালিকা সংবলিত প্যাকেট ; এবং

(চ) কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো দলিল।

(২) রিটার্নিং অফিসার দফা (১) এর অধীন সংরক্ষিত প্রত্যেক প্যাকেটের উপর উহার অভ্যন্তরস্থ দলিলাদির বর্ণনা, উক্ত দলিলাদি যে নির্বাচন সম্পর্কিত সেই নির্বাচনের তারিখ এবং যে এলাকার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে উহার নম্বর ও নাম লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) দফা (১) এ উল্লিখিত প্যাকেটসমূহে ধারণকৃত দলিলাদি এক বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং অতঃপর কমিশন, হাইকোর্ট বিভাগ ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে, উহা বিনষ্টের ব্যবস্থা করিবেন।

৪৩। ব্যালট পেপার ব্যতীত, অনুচ্ছেদ ৪২ এর অধীন সংরক্ষিত দলিলাদি, নির্ধারিত সময়ে ও শর্ত সাপেক্ষে, জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং রিটার্নিং অফিসার এতদুদ্দেশ্যে দাখিলকৃত দরখাস্ত এবং নির্ধারিত ফি প্রাপ্তি ও নির্ধারিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে, উক্ত দলিলাদির অনুলিপি বা উহার উদ্ধৃতাংশ সরবরাহ করিবেন ।

৪৪। (১) হাইকোর্ট বিভাগ মুড়িপত্র এবং সার্টিফিকেট সংবলিত প্যাকেট খুলিবার অথবা গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শনের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) হাইকোর্ট বিভাগ পরিদর্শনকারী ব্যক্তি, পরিদর্শনের সময়, স্থান ও পন্থা, দলিলাদি দাখিল এবং প্যাকেট খুলিবার বিষয়ে যেরূপ সমীচীন মনে করিবে, সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে, দফা (১) এর অধীন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শনের জন্য আদেশ প্রদান এবং উক্ত আদেশ বাস্তবায়নে সর্তক থাকিতে হইবে যেন হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অবৈধ সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ভোট প্রকাশিত হইয়া না পড়ে।

(৩) যেক্ষেত্রে দফা (১) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক আদেশে নির্দেশিতভাবে সরবরাহকৃত দলিলাদি উক্ত আদেশে উল্লিখিত নির্বাচন সংক্রান্ত দলিলাদি হিসাবে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, এবং খামের উপর প্রত্যয়নে যাহা বলা হইয়াছে, এইরূপে সরবরাহকৃত ব্যালট পেপারগুলি যে তাহাই এতৎসম্পর্কিত প্রত্যয়নই তাহার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

(৪) উপযুক্ত হেফাজত হইতে দাখিলকৃত কোনো নির্বাচনে ব্যবহৃত বলিয়া দাবিকৃত কোনো ব্যালট পেপার এবং কোনো নম্বর সংবলিত মুড়িপত্র এই বিষয় প্রমাণের জন্য এইমর্মে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে যে, উক্ত ব্যালট পেপার দ্বারা যে ভোটারের ভোট প্রদান করা হইয়াছিল তিনিই সেই ভোটার যাহার নম্বর ভোটার তালিকা ও মুড়িপত্রে একই রহিয়াছে।

(৫) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান অনুসারে, কোনো ব্যক্তিকে রিটার্নিং অফিসারের হেফাজতে থাকা কোনো বাতিলকৃত বা গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শন করিবার অনুমতি প্রদান করা হইবে না।

[১][অধ্যায় ৩ক

নির্বাচনি ব্যয়

৪৪ক। এই অধ্যায়ে, “নির্বাচনি ব্যয়” অর্থ কোনো প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা বা ইহার সহিত সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক কোনো কর্মকান্ডের জন্য দান, ঋণ, অগ্রিম, জমা বা অন্য যেভাবেই হউক না কেন, ব্যয়িত বা পরিশোধিত যে কোনো অর্থ, এবং প্রচারণামূলক বিজ্ঞপ্তি বা প্রকাশনা বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার মতাদর্শ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচার সংক্রান্ত ব্যয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ; কিন্তু অনুচ্ছেদ ১৩ এর অধীন জমাকৃত অর্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

[২][৪৪কক। (১)[৩][প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়, রিটার্নিং অফিসারের নিকট] নির্ধারিত ফরমে তাহার নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎস সম্পর্কে একটি বিবরণী দাখিল করিবেন যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি প্রদর্শন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) তাহার নিজস্ব আয় হইতে নির্বাহ করা হইবে এইরূপ অর্থের পরিমাণ এবং উহার উৎস ;

(খ) তাহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইবে বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে পাওয়া যাইবে এইরূপ অর্থের পরিমাণ এবং উহাদের আয়ের উৎস ;

(গ) অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইবে বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে পাওয়া যাইবে এইরূপ অর্থের পরিমাণ ;

(ঘ) কোনো রাজনৈতিক দল, সংস্থা বা সমিতির নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে পাওয়া যাইবে এইরূপ অর্থের পরিমাণ ;

(ঙ) অন্য কোনো উৎস হইতে পাওয়া যাইবে এইরূপ অর্থের পরিমাণ [৪][:

তবে শর্ত থাকে যে, পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান বা অনুদানের ক্ষেত্রে, উপদফা (ক) হইতে (ঙ) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।]

ব্যাখ্যা।- এই দফায় “আত্মীয়-স্বজন” অর্থ স্বামী বা স্ত্রী, মাতা-পিতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা বা ভগ্নি।

(২) দফা (১) এর অধীন বিবরণীর সহিত নির্ধারিত ফরমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সম্পদ ও দায় এবং তাহার বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী এবং [৫][***] তাহার সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) দফা (২) এ উল্লিখিত বিবরণী এবং আয়কর রিটার্নের অনুলিপিসহ, দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীর অনুলিপি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক, রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলের সময়, অনুলিপি নিবন্ধিত ডাকযোগে কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

---

[১] অধ্যায় ৩ক গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৪ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] অনুচ্ছেদ ৪৪কক গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] “প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়, রিটার্নিং অফিসারের নিকট” শব্দগুলি ও কমা “প্রত্যাহারের পরবর্তী দিন হইতে সাত দিনের মধ্যে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রিটার্নিং কর্মকর্তার নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিবে,” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৫ (ক) (অ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] কোলন (:) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৫ (ক)(আ) দ্বারা সংযোজিত।

[৫] “, তিনি যদি আয়করদাতা হন,” কমাগুলি ও শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা বিলুপ্ত।

(৪) যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে উল্লিখিত কোনো উৎস ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হইতে কোনো অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ অর্থ প্রাপ্তির পর তাহা [১][অনুচ্ছেদ ৪৪গ এর দফা (১) এর অধীন রিটার্ন দাখিলের সহিত] এইরূপে প্রাপ্ত অর্থ এবং উহা প্রাপ্তির উৎস উল্লেখ করিয়া রিটার্নিং অফিসারের নিকট একটি অতিরিক্ত বিবরণী দাখিল করিবেন এবং অনুরূপ বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলের সময় তাহাকে উহার একটি অনুলিপি নিবন্ধিত ডাকযোগে কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৪৪খ। (১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য তাহার নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি দফা (২) এ বর্ণিত সীমার অতিরিক্ত কোনো প্রকারের অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যক্তি অনুরূপ প্রার্থীর কোনো নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে,

[২][***]

(আ) নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোনো ব্যক্তি উক্ত লিখিতভাবে নির্ধারিত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ মনোহারী সরঞ্জাম, ডাকমাশুল, টেলিগ্রাফ ও অন্যান্য খুচরা ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যয় করিতে পারিবেন।

[৩][[৪][(৩) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়, তাহাকে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দল কর্তৃক তাহার জন্য কৃত ব্যয়সহ, [৫][[৬][পঁচিশ লক্ষ]] টাকার অধিক হইবে না [৭][:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় তাহার নির্বাচনি এলাকার ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে মাথাপিছু হারে নির্ধারণ করা হইবে এবং সরকারি গেজেটে, এতদুদ্দেশ্যে একটি প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইবে।]]

(৩ক) দফা (৩) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ বা উহার কোনো পরিমাণ অর্থ নিম্নবর্ণিত কার্যে ব্যবহার করা যাইবে না, যথা:-

(ক) একাধিক রঙের পোস্টার ছাপানো ; বা

[৮][(কক) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত আকার অপেক্ষা বড় আকারের পোস্টার ছাপানো ; বা]

---

১ "অনুচ্ছেদ ৪৪গ এর দফা (১) এর অধীন রিটার্ন দাখিলের সহিত" শব্দগুলি, সংখ্যা এবং বন্ধনী "এইরূপ অর্থ প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৫ (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ উপ-দফা (অ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা বিলুপ্ত।

৩ দফা (৩) এবং (৩ক) পূর্ববর্তী দফা (৩) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ "পনেরো লক্ষ" শব্দগুলি "পাঁচ লক্ষ" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ "পঁচিশ লক্ষ" শব্দগুলি "পনেরো লক্ষ" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৭ কোলন (:) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৮ উপ-দফা (কক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][***]

(ঘ) চারশত বর্গফুটের অধিক আয়তন বিশিষ্ট প্যান্ডেল স্থাপন ; বা

(ঙ) কাপড় ব্যবহার করিয়া কোনো ব্যানার তৈরি ; বা

(চ) কোনো নির্বাচনি এলাকায় একই সঙ্গে তিনটির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড-স্পিকার ব্যবহার ; বা

(ছ) ভোটের জন্য নির্ধারিত তারিখের তিন সপ্তাহ পূর্বে যে কোনো সময় কোনো প্রকারের নির্বাচনি প্রচার শুরু করা ; বা

[২][(জ) কোনো ইউনিয়নে, অথবা কোনো পৌরসভার বা সিটির কোনো ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ছাউনি বা অফিস, অথবা কোনো নির্বাচনি এলাকায় এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় ছাউনি বা অফিস স্থাপন ; বা

(জজ) ভোটারগণের জন্য যে কোনো ধরনের আপ্যায়ন ; বা]

(ঝ) কোনো মিছিল বাহির করিবার লক্ষ্যে কোনো স্থলযান বা জলযান, যেমন- ট্রাক, বাস, কার, ট্যাক্সি, মটর সাইকেল এবং স্পিডবোট ব্যবহার ; বা

[৩][(ঝঝ) কোনো ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্র হইতে ভোটারদের আনা-নেওয়ার জন্য কোনো স্থলযান বা জলযান ভাড়া করা বা ব্যবহার করা ; বা]

(ঞ) বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া যে কোনো ধরনের আলোকসজ্জা ; বা

(ট) একাধিক রঙে প্রার্থীর প্রতিকৃতি বা প্রতীক ব্যবহার বা প্রদর্শন ; বা

(ঠ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বড় আকারের প্রতীক প্রদর্শন ;

[৪][(ড) নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণার জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে লিখন বা অংকন [৫][; বা

(ঢ) ভোট গ্রহণের দিন নির্বাচনি ছাউনি স্থাপন।]]

[৬][(৩খ) দফা (৩ক) এর কোনো বিধান লঙ্ঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোনো অর্থ, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক দফা (৩) এ উল্লিখিত পরিমাণের অধিক নির্বাচনি ব্যয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা অনুচ্ছেদ ৪৪খ এর লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে ।]

(৪) নিজস্ব অর্থ ব্যয়কারী কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং দফা (২) এর অধীন অর্থ প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার [৭][সাত দিনের] মধ্যে, অনুরূপ ব্যয়ের একটি বিবরণী বা অনুরূপ অর্থ প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ নির্বাচনি এজেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন।

---

[১] উপ-দফা (খ) এবং (গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৬ দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] উপ-দফা (জ) এবং (জজ) পূর্ববর্তী উপ-দফা (জ) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] উপ-দফা (ঝঝ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] উপ-দফা (ড) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা যথাক্রমে সংযোজিত।

[৫] সেমিকোলন (;) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর “বা”শব্দটি এবং উহার পর উপ-দফা (ঢ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬] দফা (৩খ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৭] “সাত দিন” শব্দগুলি “চৌদ্দ দিন” শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৫) নির্বাচনি এজেন্ট, অর্থের পরিমাণ [১][একশত টাকা] হইবার ক্ষেত্রে ব্যতীত, অন্য সকল ক্ষেত্রে, বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখপূর্বক বিল এবং নির্বাচনের ব্যয় পরিশোধের রসিদ দ্বারা প্রত্যেকটি ব্যয়ের হিসাব প্রত্যয়ন করিবেন।

[২][৪৪খখ। প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্ট বা যেক্ষেত্রে নির্বাচনি এজেন্ট নাই, সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী-

(ক) তাহার ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত, অনুচ্ছেদ ৪৪খ এর বিধানাবলি অনুসারে ব্যয় করা যাইবে এইরূপ নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে একটি স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবেন ;

(খ) উক্ত হিসাব হইতে, ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত, উক্ত নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য সকল অর্থ পরিশোধ করিবেন।]

৪৪গ। (১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্ট অনুচ্ছেদ ১৯, বা অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষিত হইবার পর [৩][ত্রিশ দিনের] মধ্যে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্ধারিত ফরমে নির্বাচনি ব্যয়ের একটি রিটার্ন দাখিল করিবেন, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লিখিত থাকিবে, যথা:-

(ক) [৪][প্রত্যেক দিন] তৎকর্তৃক পরিশোধিত অর্থের সকল বিল ও রসিদসহ একটি বিবরণী ;

[৫][(কক) অনুচ্ছেদ ৪৪খখ এর দফা (ক) এর অধীন যে হিসাব খোলা হইয়াছে উহাতে এবং উহা হইতে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া উক্ত দফায় উল্লিখিত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যয়িত হিসাব বিবরণীর একটি অনুলিপি ;]

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত ব্যক্তিগত ব্যয়ের, যদি থাকে, পরিমাণ সম্পর্কিত বিবরণী ;

(গ) নির্বাচনি এজেন্ট অবগত রহিয়াছেন এইরূপ সকল বিতর্কিত দাবির বিবরণী ;

(ঘ) নির্বাচনি এজেন্ট অবগত রহিয়াছেন এইরূপ সকল অপরিশোধিত দাবির বিবরণী ;

[৬][(ঙ) অর্থ গ্রহণের রসিদসহ, প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখপূর্বক নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ সম্পর্কিত বিবরণী।]

(২) দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাহার নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে কৃতশপথ অথবা, যেক্ষেত্রে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনি এজেন্ট সেইক্ষেত্রে, কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃতশপথের একটি হলফনামা সংযুক্ত থাকিবে।

---

১ "একশত টাকা" শব্দটি "পাঁচশত টাকা" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ অনুচ্ছেদ ৪৪খখ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩ "ত্রিশ দিন" শব্দগুলি "পনেরো দিন" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "প্রত্যেক দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৫ উপ-দফা (কক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৬ উপ-দফা (ঙ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১][(৩) রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলের সময়, দফা (২) এ উল্লিখিত হলফনামার একটি অনুলিপিসহ দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নের একটি অনুলিপি নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক নিবন্ধিত ডাকযোগে কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।]

[২][৪৪গগ। (১) নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নকারী প্রত্যেক রাজনৈতিক দল অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে যে সকল নির্বাচনি এলাকায় উহার প্রার্থীগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন, সেই সকল এলাকায় নির্বাচন সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য উহার সকল আয় ও ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং এইরূপ হিসাবে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা কোনো মনোনয়ন প্রত্যাশী, বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে দান হিসাবে প্রাপ্ত [৩][পাঁচ হাজার টাকার] অধিক পরিমাণ অর্থ, তাহাদের নাম-ঠিকানা এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রাপ্তির ধরন উল্লেখ করিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) অনুরূপ প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের তহবিল কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) অনুরূপ কোনো রাজনৈতিক দল তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের জন্য নির্বাচনি ব্যয়সহ, পূর্বোল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারিবে না, যথা:-

(ক) অনুরূপ প্রার্থীর সংখ্যা দুই শতের অধিক হইলে, [৪][চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা] ;

(খ) অনুরূপ প্রার্থীর সংখ্যা এক শতের অধিক তবে দুই শতের অধিক না হইলে, [৫][তিন কোটি টাকা] ;

(গ) অনুরূপ প্রার্থীর সংখ্যা [৬][পঞ্চাশের অধিক তবে এক শতের অধিক না হইলে, এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা] [৭][,

(ঘ) অনুরূপ প্রার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক না হইলে, পঁচাত্তর লক্ষ টাকা [৮][:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ, প্রার্থী প্রতি সর্বোচ্চ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সাপেক্ষে হইবে [৯][:

আরও শর্ত থাকে যে, নির্বাচনি প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকায় ভ্রমণের জন্য দলীয় প্রধান কর্তৃক নির্বাহিত ব্যয় বাদ যাইবে।]]

---

[১] দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] অনুচ্ছেদ ৪৪গগ এবং ৪৪গগগ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] “পাঁচ হাজার টাকা” শব্দগুলি “এক হাজার টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৮ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] “চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা” শব্দগুলি “একশত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৮ (ক) (অ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] “তিন কোটি টাকা” শব্দগুলি “একশত লক্ষ টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৮ (খ)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] “পঞ্চাশের অধিক তবে একশতের অধিক না হইলে, এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা” শব্দগুলি ও কমা “একশতের অধিক না হইলে, পঁচাত্তর লক্ষ টাকা” শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৮ (খ)(ই) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৭] কমা (,) চিহ্ন দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর উপ-দফা (ঘ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৮ (খ)(ই) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৮] কোলন (:) চিহ্ন দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশটি গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৯] কোলন (:) চিহ্ন দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৪) অনুরূপ কোনো রাজনৈতিক দল [১][বিশ হাজার টাকার] অধিক পরিমাণের কোনো দান, চেক ব্যতীত, গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৫) যদি কোনো রাজনৈতিক দল এই অনুচ্ছেদের কোনো বিধান লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে উহা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪৪গগগ। (১) নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নকারী প্রত্যেক রাজনৈতিক দল সকল নির্বাচনি এলাকার নির্বাচন সমাপ্ত হইবার [২][নব্বই দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট, উহার নিরীক্ষার জন্য] অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে যে সকল নির্বাচনি এলাকায় উহার প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন সেই সকল এলাকার নির্বাচন সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উহার প্রার্থীগণের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল ব্যয় বা অনুমোদিত সকল ব্যয়ের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিয়া একটি ব্যয় বিবরণী দাখিল করিবেন।

(২) দফা (১) এ উল্লিখিত ব্যয় বিবরণীতে দলের ঘোষণাপত্র, নীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাধারণ প্রচারণার জন্য কৃত ব্যয় এবং উহার প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বা অনুমোদিত ব্যয় পৃথকভাবে সন্নিবেশ করিতে হইবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখে দলের তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি, সকল নির্বাচনি এলাকার নির্বাচন সমাপ্ত হইবার তারিখে তহবিলের সর্বশেষ স্থিতি এবং উক্ত দুই তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে দান হিসাবে বা অন্য কোনোভাবে দল কর্তৃক প্রাপ্ত মোট অর্থের হিসাব প্রদর্শন করিয়া [৩][দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত প্রত্যেকটি বিবরণী দলের সম্পাদক কর্তৃক সত্য ও সম্পূর্ণ মর্মে প্রত্যয়িত হইতে হইবে।]

[৪][***]

[৫][(৫) দফা (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ব্যয় বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হইলে, কমিশন উহাকে ত্রিশ দিনের সময় প্রদান করিয়া উক্ত বিবরণী প্রেরণের জন্য সতর্কীকরণ নোটিশ প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সময়কালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল উহা দাখিলে ব্যর্থ হইলে, কমিশন দশ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে, উক্ত সময়সীমা আরও পনেরো দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবে, এবং উক্ত নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে উহার বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হইলে, কমিশন উহার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।]

---

[১] "বিশ হাজার টাকা" শব্দগুলি "এক হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৮ (গ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "নব্বই দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট, উহার নিরীক্ষার জন্য" শব্দগুলি এবং কমা "সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট, উহার নিরীক্ষার জন্য, ষাট দিনের মধ্যে" শব্দগুলি এবং কমাগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৯ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] "দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত প্রত্যেকটি বিবরণী দলের সম্পাদক কর্তৃক সত্য ও সম্পূর্ণ মর্মে প্রত্যয়িত হইতে হইবে" শব্দগুলি, বন্ধনী এবং সংখ্যা "প্রত্যেক রাজনৈতিক দল একটি পৃথক বিবরণী দাখিল করিবে, যাহা দলের সম্পাদক কর্তৃক সত্য ও সম্পূর্ণ মর্মে প্রত্যয়িত হইবে" শব্দগুলি এবং কমার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৯ (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] দফা (৪) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৯ (গ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৫] দফা (৫) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৯ (ঘ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][৪৪ঘ। (১) অনুচ্ছেদ ৪৪কক, ৪৪গ ও ৪৪গগগ এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী, রিটার্ন এবং দলিলাদি রিটার্নিং অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, কমিশন কর্তৃক তাহার অফিসে বা তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে রাখিতে হইবে এবং উহা প্রাপ্তির তারিখের পর এক বৎসর পর্যন্ত, নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, যে কোনো ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার, এতদুদ্দেশ্যে দাখিলকৃত দরখাস্ত এবং নির্ধারিত ফি প্রদানের প্রেক্ষিতে, যে কোনো ব্যক্তিকে দফা (১) এর অধীন রক্ষিত যে কোনো বিবরণী, রিটার্ন বা দলিলাদি বা উহার কোনো অংশের অনুলিপি প্রদান করিবেন।

(৩) দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী, রিটার্ন বা দলিলাদি নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।]

[২][অধ্যায় ৩খ

নির্বাচনকালীন প্রশাসন এবং আচরণ

৪৪ঙ। (১) অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর এবং রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পনেরো দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো-

[৩][***]

[৪][(কক) বিভাগীয় কমিশনার ;

(ককক) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ;]

(খ) ডেপুটি কমিশনার ;

(গ) সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ ; বা

(ঘ) সংশ্লিষ্ট [৫][বিভাগ, জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায়] কর্মরত উহাদের অধস্তন কর্মকর্তাকে কমিশনের সহিত পূর্বালোচনা ব্যতীত, বদলি করা যাইবে না।

[৬][(২) নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে সরকারের কোনো বিভাগ বা অন্য কোনো সংস্থার কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জেলার বাহিরে বা মেট্রোপলিটন এলাকায় বদলি করা প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, কমিশন লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবে এবং কমিশনের নিকট হইতে অনুরোধ প্রাপ্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত বদলি কার্যকর করিতে হইবে।]

(৩) অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীন প্রস্তুতকৃত কোনো প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তিকে ভোট না হওয়া পর্যন্ত, রিটার্নিং অফিসারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, জেলার বাহিরে বদলি করা যাইবে না ।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৪৪ঘ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] অধ্যায় ৩খ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] দফা (ক) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২১ (ক) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৪] উপ-দফা (কক) এবং (ককক) উপ-দফা (কক) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৩(ক) (ই) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "বিভাগ, জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায়" শব্দগুলি এবং কমা "জেলা" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৩ (ক)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] দফা (২) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৩(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৪) দফা (১) এ উল্লিখিত সকল ব্যক্তি রিটার্নিং অফিসারকে, প্রয়োজন অনুসারে, নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

অধ্যায় ৪

[নির্বাচনি ব্যয়

গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।]

অধ্যায় ৫

নির্বাচনি বিরোধ

[১][৪৯। (১) এই অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুসারে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনি দরখাস্ত (election petition) দাখিল ব্যতীত, কোনো নির্বাচন সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) নির্বাচনি দরখাস্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) নির্বাচনি দরখাস্তের সহিত ইহাতে উল্লিখিত বিবাদিগণের সমান সংখ্যক অনুলিপি সংযুক্ত থাকিতে হইবে এবং এইরূপ প্রত্যেক অনুলিপি দরখাস্তের আসল অনুলিপি মর্মে স্বাক্ষরকারী কর্তৃক তাহার নিজ দস্তখতে প্রত্যয়িত হইতে হইবে।

(৪) কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত দাখিল করিবার সময় দরখাস্তকারীকে হাইকোর্ট বিভাগের বিধি অনুযায়ী দরখাস্তের ব্যয়ের জামানত হিসাবে [২][পাঁচ হাজার টাকা] হাইকোর্ট বিভাগে জমা দিতে হইবে।]

৫০। দরখাস্তকারী তাহার নির্বাচনি দরখাস্তের বিবাদি হিসাবে-

(ক) সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ; এবং

(খ) যাহার বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতিমূলক বা বে-আইনি কার্যের অভিযোগ করা হইয়াছে এইরূপ অন্য কোনো প্রার্থীকে পক্ষ করিবেন [৩][।]

[৪][***]

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে এবং এই অধ্যায়ের পরবর্তী বিধানাবলিতে "দুর্নীতিমূলক বা বে-আইনি কার্য" অর্থ ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো "দুর্নীতিমূলক কার্য' বা "বে-আইনি কার্য" বুঝাইবে।

৫১। (১) প্রত্যেক নির্বাচনি দরখাস্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি থাকিতে হইবে, যথা:-

(ক) দরখাস্তকারী যে সকল প্রয়োজনীয় ঘটনার উপর নির্ভর করেন তাহার একটি সুস্পষ্ট বিবরণ ;

---

১ অনুচ্ছেদ ৪৯ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "পাঁচ হাজার টাকা" শব্দগুলি "দুই হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ দাঁড়ি (।) চিহ্নটি কমা (,) চিহ্নের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "এবং উক্ত পিটিশনের একটি কপি ব্যক্তিগতভাবে অথবা রেজিস্টার্ড ডাক মারফত প্রাপক বরাবর পাঠাইতে হইবে।" শব্দগুলি এবং দাঁড়ি (।) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা বিলুপ্ত।

(খ) যে দুর্নীতিমূলক বা বে-আইনি পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বা অন্য কোনো বে-আইনি কার্য সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ, অনুরূপ দুর্নীতিমূলক বা বে-আইনি পন্থা অবলম্বন বা বে-আইনি কার্য করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত পক্ষগণের নাম এবং অনুরূপ কার্য সংঘটিত হইবার তারিখ ও স্থানের, যতদূর সম্ভব, একটি পূর্ণ বর্ণনা ; এবং

(গ) দরখাস্তকারী কর্তৃক দাবিকৃত প্রতিকার।

(২) দরখাস্তকারী প্রতিকার প্রার্থী হিসাবে নিম্নবর্ণিত ঘোষণাসমূহের মধ্যে যে কোনো ঘোষণা দাবি করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল ;

(খ) নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোনো ব্যক্তি যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন ; বা

(গ) সম্পূর্ণ নির্বাচনই বাতিল।

(৩) প্রত্যেক নির্বাচনি দরখাস্ত এবং উক্ত দরখাস্তের প্রত্যেক তফসিল বা সংযুক্তি (annex) দরখাস্তকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এ আরজি বা জবাব প্রতিপাদনের জন্য বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতিপাদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

৫২। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা বিলুপ্ত*]

৫৩। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা বিলুপ্ত*]

৫৪। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা বিলুপ্ত*]

৫৫। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা বিলুপ্ত*]

৫৬। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা বিলুপ্ত*]

৫৭। (১) এই আদেশ ও বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, প্রত্যেক নির্বাচনি দরখাস্ত, যতদূর সম্ভব, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন দেওয়ানি মামলা বিচারের পদ্ধতি অনুসারে বিচার করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, হাইকোর্ট বিভাগ-

(ক) প্রত্যেক সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে তাহার সাক্ষ্যের সারাংশের একটি স্মারক (memorendum) প্রস্ত্তত করিতে পারিবে, যদিনা উহা বিবেচনা করে যে, কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্য পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে ; এবং

(খ) কোনো সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে, যদি উহা বিবেচনা করে যে, তাহার সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নহে বা কার্যধারা বিলম্বিত করিবার উদ্দেশ্যে তুচ্ছ কারণে (frivolous ground) তাহাকে ডাকা হইয়াছে।

(২) এই আদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ প্রযোজ্য হইবে।

(৩) হাইকোর্ট বিভাগ, যে কোনো সময়, তৎকর্তৃক নির্দেশিত শর্তে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে, কোনো দরখাস্ত এইরূপভাবে সংশোধন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে যাহা, উহার মতে, একটি নিরপেক্ষ এবং কার্যকর বিচার নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রকৃত বিচার্য বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে ; তবে নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোনো নূতন কারণ উত্থাপন করিবার কোনো অনুমতি প্রদান করা হইবে না।

(৪) হাইকোর্ট বিভাগ, কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচারকালে যে কোনো সময়, দরখাস্তকারীকে অনুচ্ছেদ ৪৯ এর অধীন জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ জামানত হিসাবে জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

[১][(৫) হাইকোর্ট বিভাগ কোনো কারণেই কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার মুলতুবি রাখিবে না, যদিনা, উহার মতে, বিচারের স্বার্থে অনুরূপ মুলতুবি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় ।

(৬) হাইকোর্ট বিভাগ, সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে, নির্বাচনি দরখাস্তের শুনানি করিবে এবং দরখাস্ত [২][দাখিল] হইবার ছয় মাসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে [৩][।]

[৪][***]]

৫৮। হাইকোর্ট বিভাগ কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত খারিজ করিবে, যদি-

(ক) [৫][অনুচ্ছেদ ৪৯ বা] অনুচ্ছেদ ৫০ বা অনুচ্ছেদ ৫১ এর বিধানাবলি প্রতিপালন করা না হইয়া থাকে ; বা

(খ) অনুচ্ছেদ ৫৭ এর দফা (৪) এর অধীন প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জামানত প্রদানে দরখাস্তকারী ব্যর্থ হন।

৫৯। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নংআইন) এর ধারা ২৪ দ্বারা বিলুপ্ত*]

৬০। (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যথাযথভাবে কোর্টফিযুক্ত বা নিবন্ধিত হয় নাই কেবল এই কারণে কোনো দলিল কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারকালে প্রমাণ হিসাবে অগ্রাহ্য হইবে না।

(২) কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচারে কোনো সাক্ষীকে কোনো বিচার্য বিষয়ে বা বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদান হইতে এই কারণে অব্যাহতি প্রদান করা

---

১ দফা (৫) এবং (৬) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৮১ (১৯৮১ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ "দাখিল" শব্দটি "প্রেরিত" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ দাঁড়ি (।) চিহ্নটি কোলন (:) চিহ্নের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ শর্তাংশটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা বিলুপ্ত।

৫ "অনুচ্ছেদ ৪৯ বা" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

হইবে না যে, অনুরূপ প্রশ্নের উত্তর তাহাকে অপরাধী করিতে পারে বা তাহাকে অপরাধী করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বা ইহা তাহাকে শাস্তি বা বাজেয়াপ্তকরণের সম্মুখীন করিতে পারে বা সম্মুখীন করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তবে কোনো সাক্ষীকে তিনি নির্বাচনে কাহার জন্য ভোট দিয়াছেন তৎসম্পর্কে বিবৃতি প্রদানে বাধ্য করা বা অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

(৩) যে কোনো সাক্ষী জবাব প্রদানে বাধ্য এইরূপ সকল প্রশ্নের যথাযথভাবে জবাব প্রদান করিলে, তিনি হাইকোর্ট বিভাগের নিকট হইতে একটি দায়মুক্তি প্রত্যয়নপত্র লাভের অধিকারী হইবেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক বা উহার সম্মুখে উত্থাপিত কোনো প্রশ্নের তিনি যে জবাব প্রদান করিবেন তাহা তাহার সাক্ষ্য সংক্রান্ত মিথ্যার জন্য ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্র ব্যতীত, কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৪) দফা (৩) এর অধীন কোনো সাক্ষীকে মঞ্জুরকৃত দায়মুক্তি প্রত্যয়নপত্র তিনি যে কোনো আদালতে তাহার ওজর হিসাবে দাখিল করিতে পারিবেন এবং যে বিষয়ের সহিত অনুরূপ প্রত্যয়নপত্র সম্পর্কিত সেই বিষয় হইতে উদ্ভূত দণ্ডবিধির অধ্যায় ৯ক বা এই আদেশের অধীন কোনো অভিযোগের বিরুদ্ধে ইহা একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ কৈফিয়ত হইবে, তবে ইহা তাহাকে আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা আরোপিত নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো অযোগ্যতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

(৫) হাইকোর্ট বিভাগ কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদানে হাজির হইবার জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যয় নির্বাহের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে এবং উহা, হাইকোর্ট বিভাগ ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে, ব্যয়ের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

৬১। (১) যদি কোনো নির্বাচনি দরখাস্তে এই মর্মে কোনো ঘোষণা প্রদানের দাবি করা হয় যে, নির্বাচিত প্রার্থী ভিন্ন অন্য একজন প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহা হইলে নির্বাচিত প্রার্থী বা অন্য কোনো পক্ষ ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করিতে পারিবেন যে, অনুরূপ অন্য প্রার্থীকে নির্বাচিত প্রার্থী ঘোষণা করা হইলে তাহার নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইত এবং তাহার নির্বাচন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দরখাস্ত দাখিল করা যাইত:

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বোক্ত নির্বাচিত প্রার্থী বা অনুরূপ অন্য পক্ষ এইরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করিতে অধিকারী হইবেন না, যদিনা তিনি, বিচার শুরু হইবার পরবর্তী চৌদ্দ দিনের মধ্যে, উহা দাখিল করিবার ইচ্ছা সম্পর্কে হাইকোর্ট বিভাগকে নোটিশ প্রদান করেন এবং ৪৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জামানতও প্রদান করেন।

(২) দফা (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক নোটিশের সহিত মামলার একটি বিবরণ সংযুক্ত থাকিবে এবং কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিষয়বস্তু, প্রতিপাদন, বিচার ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে বা জামানত প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল বিধান রহিয়াছে, এইক্ষেত্রেও সেই সকল বিধান প্রযোজ্য হইবে যেন ইহা একটি নির্বাচনি দরখাস্ত।

৬২। (১) হাইকোর্ট বিভাগ কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার সম্পন্ন হইবার পর নিম্নরূপ যে কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) দরখাস্তটি খারিজ করা ;

(খ) নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা ;

(গ) নির্বাচিত প্রর্থীর নির্বাচন বাতিলপূর্বক দরখাস্তকারী বা অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা ; বা

(ঘ) সম্পূর্ণ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা।

(২) দফা (৩) এর বিধান ব্যতীত, কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের উপর হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

[১][(৩) হাইকোর্ট বিভাগের কোনো রায়ে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি রায় ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল বিভাগে আপিল করিতে পারিবেন, যদি উহা লিভ টু আপিল মঞ্জুর করে।]

৬৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগ নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিবেন, যদি উহা এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,-

(ক) নির্বাচিত প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ ছিল ; বা

(খ) নির্বাচিত প্রার্থী মনোনয়নের তারিখে সদস্য হইবার যোগ্য ছিলেন না বা অযোগ্য ছিলেন ; বা

(গ) দুর্নীতিমূলক কার্য বা বে-আইনি কার্যের দ্বারা নির্বাচনি ফলাফল হাসিল করা হইয়াছে বা ঘটানো হইয়াছে ; বা

(ঘ) নির্বাচিত প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পারস্পরিক যোগসাজশে কোনো দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্য করা হইয়াছে ; বা

[২][(ঙ) নির্বাচিত প্রার্থী অনুচ্ছেদ ৪৪খ (৩) এর অধীন অনুমোদিত অর্থের অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।]

(২) কোনো নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন এই কারণে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে না যে-

(ক) কোনো দুর্নীতিমূলক বা বে-আইনি কার্য সংঘটিত হইলে, যদি হাইকোর্ট বিভাগ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ইহা উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টের দ্বারা বা তাহার সম্মতি বা পরোক্ষ সম্মতিতে হয় নাই এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাহার নির্বাচনি এজেন্ট উহা সংঘটিত না হইবার জন্য সকল যুক্তিসঙ্গত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; বা

(খ) অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যে যে কোনো একজন, মনোনয়নের তারিখে, সদস্য নির্বাচিত হইবার জন্য যোগ্য ছিলেন না বা অযোগ্য ছিলেন।

৬৪। হাইকোর্ট বিভাগ নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলিয়া এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিবে, যদি দরখাস্তকারী বা বিবাদীগণের মধ্যে যে কোনো একজন ইহা অনুরূপভাবে দাবি করেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, দরখাস্তকারী বা অনুরূপ অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইবার অধিকারী ছিলেন।

---

[১] দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উপ-দফা (ঙ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা সংযোজিত।

৬৫। যদি হাইকোর্ট বিভাগ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নিম্নবর্ণিত কারণে নির্বাচনের ফলাফল গুরুতরভাবে প্রভাবিত হইয়াছে,তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত নির্বাচনকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল ঘোষণা করিবে, যথা:-

(ক) কোনো ব্যক্তি এই আদেশ ও বিধিমালার বিধানাবলি প্রতিপালনে ব্যর্থ হইয়াছেন ; বা

(খ) নির্বাচনে মারাত্মক দুর্নীতি বা বে-আইনি কার্য সংঘটিত হইয়াছে।

৬৬। (১) যেক্ষেত্রে বিচার সমাপ্ত হইবার পর প্রতীয়মান হয় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে ভোট সমানভাবে ভাগ হইয়াছে এবং উক্তরূপ যে কোনো একজন প্রার্থীর জন্য একটি ভোট যোগ করিলে তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইবার যোগ্য হইবেন, সেইক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কমিশনকে তাহা অবহিত করিবেন। হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আপিল দায়ের করা না হইলে, কমিশন আপিল দায়েরের নির্ধারিত সময় শেষ হইবার পর উক্ত প্রার্থীদের সম্পর্কে একটি নূতন ভোট গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিবেন, এবং অনুরূপ ভোটের জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবেন ; তবে আপিল দায়ের করা হইলে, কমিশন আপিলের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিবে এবং যদি আপিলে সকল বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত বহাল থাকে, তাহা হইলে কেবল উপর্যুক্তভাবে কার্য করিবে।

(২) ভোট গ্রহণ, ভোট গণনা, ব্যালট পেপার হিসাব প্রস্তুতকরণ, ফলাফল ঘোষণা এবং দলিলাদি সংরক্ষণ ও পরিদর্শন সম্পর্কিত এই আদেশের সকল বিধানের অধীন কোনো নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেরূপে প্রযোজ্য হয় ঠিক সেইরূপে নূতন ভোটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

[১][৬৭। (১) হাইকোর্ট বিভাগ, কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার নিষ্পত্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, উহার রায়ের সারাংশ কমিশনকে অবহিত করিবে এবং উহার আদেশের একটি সত্যায়িত অনুলিপি কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) অনুচ্ছেদ ৬২ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ প্রাপ্তির পর, কমিশন উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ৬২ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ উহা প্রদানের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।]

৬৮। [২][(১) কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত হাইকোর্ট বিভাগের অনুমতিক্রমে প্রত্যাহার করা যাইবে।]

(২) যেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ অনুমতি প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে নির্বাচনি দরখাস্তের বিবাদীগণ কর্তৃক ব্যয়িত খরচ অথবা হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত ইহার কোনো অংশ দরখাস্তকারীকে প্রদান করিতে আদেশ দেওয়া যাইবে।

৬৯। (১) একমাত্র দরখাস্তকারীর মৃত্যুতে বা একাধিক দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে একমাত্র জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুতে নির্বাচনি দরখাস্ত বাতিল হইয়া যাইবে।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৬৭ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১][(২) যেক্ষেত্রে কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত দফা (১) এর অধীন বাতিল হইয়া যায়, সেইক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কমিশনকে বাতিলের নোটিশ প্রদান করিবে।]

৭০। যদি কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার সমাপ্ত হইবার পূর্বে কোনো বিবাদী মৃত্যুবরণ করেন বা নির্ধারিত ফরমে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করেন যে, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক নন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আর কোনো বিবাদী নাই, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ, শুনানি ব্যতীত, অথবা তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তি করিবে।

৭১। যেক্ষেত্রে কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচারের যে কোনো পর্যায়ে, কোনো প্রার্থী কোনো সংগত কারণ ব্যতীত হাজিরা দিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ দরখাস্তটি খারিজ করিতে পারিবেন এবং খরচ সম্বন্ধে তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৭২। (১) হাইকোর্ট বিভাগ, অনুচ্ছেদ ৬২ এর অধীন কোনো আদেশ প্রদানকালে, উহার বিবেচনা অনুযায়ী খরচ নির্ধারণ করিয়া এবং কাহার দ্বারা এবং কাহাকে অনুরূপ খরচ প্রদান করিতে হইবে উহা নির্দেশ করিয়া একটি আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) যদি দফা (১) এর অধীন খরচ সংক্রান্ত কোনো আদেশে কোনো পক্ষ কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে খরচ প্রদানের জন্য নির্দেশ থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ খরচ ইতঃপূর্বে প্রদান করা না হইয়া থাকিলে, সম্পূর্ণ খরচ প্রদেয় হইবে এবং যাহার অনুকূলে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে তৎকর্তৃক আদেশ প্রদানের ছয় মাসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগের নিকট লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিলে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক জমাকৃত খরচের জামানত হইতে, যতদূর সম্ভব, ইহা প্রদান করা হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে খরচের জামানত জমা দিয়াছেন এইরূপ কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে কোনো অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয় নাই, অথবা পূর্বোক্ত ছয় মাসের মধ্যে খরচ প্রদানের জন্য কোনো দরখাস্ত দাখিল করা হয় নাই, অথবা জামানত হইতে খরচ প্রদানের পর কিছু অবশিষ্ট থাকে, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ জামানত বা, ক্ষেত্রমত, ইহার অবশিষ্টাংশ যিনি জমা দিয়াছিলেন তাহার বা তাহার আইনগত প্রতিনিধি ফেরত পাওয়ার জন্য লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিলে হাইকোর্ট বিভাগ দরখাস্তকারীকে উহা ফেরত প্রদান করিবেন।

(৪) যাহার নিকট হইতে খরচ আদায় করা হইবে তিনি যে জেলায় বাস করেন বা যে জেলায় তাহার সম্পত্তি রহিয়াছে বা যে নির্বাচনি এলাকার সহিত বিতর্কিত নির্বাচন সম্পর্কিত সেই এলাকা বা উহার কোনো অংশ যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার আদি এখতিয়ার সম্পন্ন দেওয়ানি আদালতে লিখিত দরখাস্ত করিয়া খরচের আদেশ কার্যকর করা যাইবে, যেন অনুরূপ আদেশ উক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো ডিক্রি:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (২) এর অধীন কোনো দরখাস্ত দ্বারা যে খরচ আদায় করা হয় নাই, সেই খরচ ব্যতীত, এই ধারার অধীন কোনো মামলা করা যাইবে না।

---

[১] দফা (২) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ৬
অপরাধ, দন্ড এবং বিচার পদ্ধতি

৭৩। যদি কোনো ব্যক্তি-

[১][***]

[২][(২) অনুচ্ছেদ ৪৪কক এর অধীন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ভিন্ন অন্য কোনো উৎস হইতে কোনো নির্বাচনি ব্যয় বহন করেন ;

(২ক) অনুচ্ছেদ ৪৪খ এর বিধানাবলি লঙ্ঘন করেন ;

(২খ) ঘুষ আদান-প্রদান, ছদ্মপরিচয় বা অবৈধ প্রভাব খাটাইবার অপরাধ করেন ;]

(৩) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সম্পর্কে নিম্নরূপভাবে মিথ্যা বিবৃতি দেন বা প্রকাশ করেন-

(ক) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার কোনো আত্মীয়ের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য, যাহা নির্বাচনকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো প্রার্থীর নির্বাচন সংগঠিত করিবার বা প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, বিবৃতি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এবং তিনি ইহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন ;

(খ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে, অনুরূপ প্রতীক উক্ত প্রার্থীকে প্রদান করা হইয়াছে কি হয় নাই এই মর্মে ; বা

(গ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে ;

(৪) কোনো প্রার্থী কোনো বিশেষ ধর্ম, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, বর্ণ, উপদল বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হইবার কারণে তাহাকে ভোট প্রদানের জন্য বা তাহাকে ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য কোনো ব্যক্তিকে আহবান করেন বা প্ররোচিত করেন ;

(৫) জ্ঞাতসারে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে সমর্থন বা তাহার বিরোধিতা করিবার লক্ষ্যে, নিজেকে এবং নিজ পরিবারের সদস্য ব্যতীত, কোনো ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে বা কেন্দ্র হইতে আনা-নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো স্থলযান বা নৌযান ভাড়া দেন, ভাড়া করেন, ঋণ নেন, নিয়োগ করেন বা ব্যবহার করেন ; বা

(৬) ভোট প্রদানের জন্য ভোট কেন্দ্রে হাজির বা অপেক্ষায় আছেন এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে ভোট প্রদান ব্যতিরেকে ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করাইবার চেষ্টা করেন ;

তাহা হইলে তিনি দুর্নীতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তিনি [৩][অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড, এবং অর্থদন্ডেও] দন্ডিত হইবেন।

---

১ দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৭ দ্বারা বিলুপ্ত।

২ দফা (২), (২ক) এবং (২খ) পূর্ববর্তী দফা (২) এবং (২ক) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "অনধিক দুই বৎসরের কারাদণ্ড, অথবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দন্ড" শব্দগুলি এবং কমার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৭৪। যদি কোনো ব্যক্তি-

[১][***]

[২][(২) অনুচ্ছেদ [৩][৪৪কক বা] ৪৪গ এর বিধানাবলি পালন করিতে ব্যর্থ হন ;

(২ক) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচনে সুবিধা প্রদান বা বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ বা প্ররোচিত করেন, বা সাহায্য গ্রহণ বা প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করেন ;]

(৩) ভোট প্রদানের যোগ্য নহেন বা অযোগ্য জানা সত্ত্বেও, কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চাহেন ;

(৪) একই ভোট কেন্দ্রে একাধিকবার ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চাহেন ;

(৫) একই নির্বাচনে একাধিক ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চাহেন ;

(৬) ভোট চলাকালে কোনো ভোট কেন্দ্র হইতে ব্যালট পেপার সরাইয়া ফেলেন ; বা

(৭) জ্ঞাতসারে পূর্বোক্ত কোনো কার্য করিবার জন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করেন বা তাহার সাহায্য চাহেন ;

তাহা হইলে তিনি বে-আইনি কার্যের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তিনি [৪][অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন]।

৭৫। কোনো ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি স্বয়ং বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে,-

(১) কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান করা বা ভোট প্রদানে বিরত থাকা বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হইতে বা প্রার্থী হইবার, প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিবার বা তাহা হইতে বিরত থাকিবার কারণে, বকশিশ গ্রহণ করেন বা করিতে সম্মত হন বা চুক্তিবদ্ধ হন ; বা

(২) কোনো ব্যক্তিকে বকশিশ প্রদান করেন, প্রস্তাব করেন বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন ;

(৩) (ক) প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে-

(অ) কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বা প্রার্থী হওয়া হইতে বিরত রাখেন ; বা

(আ) কোনো ভোটারকে কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত রাখেন ; বা

---

[১] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৮ দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] দফা (২) এবং (২ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] "৪৪কক বা" সংখ্যা, বর্ণগুলি এবং শব্দ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] "অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন" শব্দগুলি এবং কমা "অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ই) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচন হইতে প্রত্যাহার করান ; বা

(খ) পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে-

(অ) কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া হইতে বিরত রাখেন ;

(আ) কোনো ভোটারকে কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত রাখেন ; বা

(ই) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে কোনো নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করান।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে "বকশিশ" অর্থে আর্থিক বা অর্থে নিরূপণযোগ্য বকশিশ এবং সর্ববিধ আপ্যায়ন বা নিযুক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭৬। কোনো ব্যক্তি অন্যের ছদ্মপরিচয় ধারণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি অন্য কোনো ব্যক্তির, সেই ব্যক্তি জীবিত বা মৃত বা কাল্পনিক যাহাই হউন, ছদ্মপরিচয় ধারণ করিয়া ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চাহেন।

৭৭। কোনো ব্যক্তি অসংগত প্রভাব বিস্তারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি-

(১) কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে, বা উহা হইতে বিরত থাকিতে, অথবা নির্বাচনে প্রার্থী হইতে, বা প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিতে, প্ররোচিত বা বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, পরোক্ষভাবে স্বয়ং বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে,-

(ক) কোনো প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন ;

(খ) কোনো আঘাত, ক্ষতি, হানি বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার ভীতি প্রদর্শন করেন ;

(গ) কোনো সাধু বা পিরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন ;

(ঘ) কোনো ধর্মীয় দণ্ড প্রদান করেন বা প্রদানের ভীতি প্রদর্শন করেন ; বা

(ঙ) কোনো দাপ্তরিক প্রভাব বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন ; বা

(২) কোনো ব্যক্তির ভোট প্রদান বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকা বা প্রার্থী হইবার বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার জন্য, উপ-দফা (১) এ উল্লিখিত যে কোনো কার্য করেন ;

(৩) অপহরণ, জবরদস্তি বা কোনো প্রতারণামূলক কৌশল বা ফন্দির সাহায্যে-

(ক) কোনো ভোটার কর্তৃক তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধা প্রদান করেন ; বা

(খ) কোনো ভোটারকে ভোট প্রদান করিতে বা প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য, প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে "হানি (harm)" অর্থে সামাজিক ভর্ৎসনা, একঘরেকরণ বা কোনো বর্ণ বা সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭৮। (১) কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনি এলাকার [১][ভোট গ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা এবং ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে] উক্ত নির্বাচনি এলাকায় কোনো জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করিতে এবং কোনো ব্যক্তি কোনো মিছিল বা শোভাযাত্রা সংগঠিত করিতে বা ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন না।

[২][(১ক) অনুচ্ছেদ ৭৮ (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো ব্যক্তি-

(ক) কোনো আক্রমণাত্মক কার্য বা বিশৃঙ্খলামূলক আচরণ করিতে পারিবেন না ;

(খ) ভোটার বা নির্বাচনি কার্যে নিয়োজিত বা দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিগণকে হুমকি বা ভীতিপ্রদর্শন করিতে পারিবেন না ;

(গ) কোনো অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।]

(২) কোনো ব্যক্তি [৩][দফা (১) বা দফা (১ক) এর বিধানাবলি] লঙ্ঘন করিলে, তিনি [৪][অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডিত হইবেন।

৭৯। কোনো ব্যক্তি [৫][অনধিক তিন বৎসর এবং অন্যূন ছয়মাসের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি ভোট গ্রহণের তারিখে ভোটকেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে-

(১) ভোটের জন্য প্রচারণা করেন ;

(২) কোনো ভোটারের ভোট প্রার্থনা করেন ;

(৩) কোনো ভোটারকে নির্বাচনে ভোট প্রদান না করিবার জন্য বা কোনো বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিবার জন্য প্ররোচিত করেন ; বা

(৪) রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টের জন্য ভোট কেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোনো সংরক্ষিত স্থান ব্যতীত, ভোটারগণকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে কোনো বিজ্ঞপ্তি, চিহ্ন, ব্যানার বা পতাকা প্রদর্শন করেন বা সংকেত দেন।

৮০। কোনো ব্যক্তি অনধিক [৬][তিন বৎসর এবং অন্যূন ছয় মাসের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি ভোট গ্রহণের তারিখে-

(১) ভোট কেন্দ্র হইতে শোনা যায় এইরূপভাবে কোনো গ্রামোফোন, মেগাফোন, লাউড স্পিকার বা পুনঃশব্দ সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী অন্য কোনো যন্ত্র ব্যবহার করেন ;

---

[১] "ভোট গ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা এবং ভোট MnY সামপ্তির পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে" শব্দগুলি "আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে মধ্যরাতে ভোট গ্রহণ সমাপ্তিতে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হতে কার্যকর) এর ধারা ২২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (১ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] "দফা (১) বা দফা (১ক) এর বিধানাবলি" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী "দফা (১) এর বিধানাবলি" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "অনধিক ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সরে ১০ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "অনধিক তিন বৎসর এবং অন্যূন ছয় মাসের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "অনধিক দুইশত পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সরে ১০ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] "তিন বৎসর এবং অন্যূন ছয় মাসের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক দুইশত পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয়দণ্ড" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সরে ১০ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) ভোট কেন্দ্র হইতে শোনা যায় এইরূপভাবে অনবরত চিৎকার করেন ;

(৩) এইরূপ কোনো কার্য করেন যাহা-

(ক) ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদানের জন্য আগত কোনো ভোটারকে বিরক্ত করে বা তাহার অসন্তোষ ঘটায় ; বা

(খ) প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, ভোট কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব পালন ব্যাহত করে ; বা

(৪) পূর্বোক্ত যে কোনো কার্য সম্পাদনে সহায়তা করেন।

৮১। (১) দফা (২) এ বর্ণিত বিধান ব্যতীত, কোনো ব্যক্তি [১][অনধিক [২][সাত বৎসর] এবং অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডিত হইবেন, যদি-

(ক) তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপারের উপরের দাপ্তরিক সীলমোহর বিকৃত বা নষ্ট করেন ;

(খ) তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ভোট কেন্দ্র হইতে কোনো ব্যালট পেপার বাহির করিয়া লইয়া যান, বা তিনি যে ব্যালট পেপার প্রবেশ করাইবার অধিকারী উহা ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যালট পেপার বাক্সে প্রবেশ করান ;

[৩][(খখ) তাহার নিকট কোনো ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপারের বহি পাওয়া যায় বা তাহাকে ভোট কেন্দ্রের বাহিরে জনগণকে উহা প্রদর্শন করিতে দেখা যায় ;]

(গ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতীত-

(অ) কোনো ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন ;

(আ) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে এইরূপ কোনো ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের খাম নষ্ট করেন, গ্রহণ করেন, খোলেন বা অন্য কোনোভাবে সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করেন ; বা

(ই) এই আদেশের বিধান অনুযায়ী যুক্ত সিলমোহর ভাঙ্গেন ;

[৪][(গগ) যথাযথ কর্তৃত্ব ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ইভিএম সংশ্লিষ্ট বা ইভিএম এ ব্যবহৃত বা ব্যবহৃতব্য কোনো ডিভাইস, সরঞ্জামাদি বা সফ্টওয়্যার প্রোগ্রাম বিনষ্ট করেন বা হস্তক্ষেপ করেন ;]

(ঘ) কোনো ব্যালট পেপার বা দাপ্তরিক চিহ্ন জাল করেন ;

(ঙ) ভোট সমাপ্ত হইবার পর, অবিলম্বে অনুসরণীয় প্রয়োজনীয় পদ্ধতি শুরু করিতে, পরিচালনা করিতে, বা সমাপ্ত করিতে বিলম্ব ঘটান বা বাধার সৃষ্টি করেন [১][;

---

১ "অনধিক দশ বৎসর এবং অন্যূন তিন বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয়দণ্ডে" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সরে ১০ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "সাত বৎসর" শব্দগুলি "দশ বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট,২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২৩(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ উপ-দফা (খখ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২৩(খ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

৪ উপ-দফা (গগ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(চ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য, বা নির্বাচন বানচালের জন্য কোনো ভোট কেন্দ্র বা ভোট কক্ষ বলপূর্বক দখল করেন, বা দখল করিবার ব্যাপারে সহায়তা করেন বা পরোক্ষ সমর্থন প্রদান করেন, এবং-

(অ) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে (polling authorities) ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স বা ভোট সংক্রান্ত অন্য বস্তু বা দলিলপত্র সমর্পণ করিতে বাধ্য করেন এবং অন্যান্য এইরূপ অন্য কোনো কার্য করেন যাহা সুশৃঙ্খলভাবে ভোট গ্রহণ বা ভোট গণনা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রস্তুতকরণ প্রভাবিত করে ; বা

(আ) ভোট কেন্দ্র হইতে কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে বিতাড়িত করেন এবং ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে তাহাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন কার্য চালাইয়া যাইতে বাধ্য করেন ; বা

(ই) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে বিতাড়িত করিয়া ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, ভোট সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং দলিলপত্র বলপূর্বক দখল করেন এবং তাহার ইচ্ছানুযায়ী এইগুলিকে অসৎভাবে ব্যবহার করেন ; বা

(ঈ) কেবল তাহার সমর্থক বা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থক বা তাহার রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর সমর্থকদের ভোট প্রদানে সাহায্য করেন এবং অন্য সকলকে ভোট প্রদানে বিরত রাখেন।]

(২) কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা করণিক (clerk) যদি দফা (১) এর অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি [২][অনধিক দশ বৎসর এবং অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডিত হইবেন।

৮২। কোনো ব্যক্তি অনধিক [৩][পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি-

(১) ভোট প্রদানের সময় ভোটারকে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন ;

(২) কোন্ ভোট কেন্দ্রে কোন্ ভোটার কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য ভোট প্রদান করিতে যাইতেছেন বা ভোট প্রদান করিয়াছেন তৎসম্পর্কে যে কোনোভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন বা করিবার চেষ্টা করেন ;

(৩) কোন্ ভোটার কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিতে যাইতেছেন বা ভোট প্রদান করিয়াছেন তৎসম্পর্কে কোনো ভোট কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্য যে কোনো সময় অন্যকে প্রদান করেন।

---

[১] সেমিকোলন (;) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর উপ-দফা (চ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা সংযোজিত।

[২] "অনধিক দশ বৎসর এবং অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "অনধিক দুই বৎসরের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] "পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "ছয় মাসের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডেও" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৮৩। কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার বা ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোনো ব্যক্তি অনধিক [১][পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি-

(১) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে বা রক্ষা করিতে সাহায্য করিতে ব্যর্থ হন ; বা

(২) কোনো আইনে অনুমোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোট শেষ হইবার পূর্বে দাপ্তরিক চিহ্ন সম্পর্কিত কোনো তথ্য কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করেন ; বা

(৩) কোনো বিশেষ ব্যালট পেপার দ্বারা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হইয়াছে তৎসম্পর্কিত ভোট গণনাতে প্রাপ্ত কোনো তথ্য প্রদান করেন।

৮৪। কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা করণিক বা পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্য অনধিক [২][পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি কোনো নির্বাচন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা বা ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকালে-

(১) কোনো ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদানে প্ররোচিত করেন ;

(২) কোনো ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদানে নিবৃত্ত করেন ;

(৩) কোনোভাবে কোনো ব্যক্তির ভোট প্রদান প্রভাবিত করেন ; বা

(৪) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার জন্য অন্য কোনো কার্য করেন।

[৩][৮৪ক। যদি কোনো ব্যক্তি এই আদেশের অধীন কোনো নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তিকে হুমকি, ভীতি-প্রদর্শন, আঘাত বা অন্য কোনোভাবে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন, বা এই আদেশের অধীন কোনো নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো গণমাধ্যম প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষককে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন, এবং/বা তাহার শারীরিক কোনো ক্ষতি করেন বা তাহার দায়িত্ব পালনে ব্যবহার্য সরঞ্জামের ক্ষতি সাধন করেন বা কোনো ভোটারকে ভোট প্রদান হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে ভোট কেন্দ্রে যাইতে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন, বা কোনো প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হইতে বিরত রাখেন বা বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন, বা কোনো প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করান বা বাধ্য করাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তিনি অনধিক সাত বৎসর ও অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।]

---

[১] "পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "ছয় মাসের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডেও" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, (১৯৯১) (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "ছয় মাসের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডেও" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] অনুচ্ছেদ ৮৪ক গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৮৫। কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা অনুরূপ কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক এই আদেশের অধীন অর্পিত তাহার দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো ব্যক্তি [১][অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে] দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ও যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ ব্যতীত, কোনো কার্য বা বিচ্যুতির মাধ্যমে এই আদেশের অধীন তাহার দাপ্তরিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাহার উপর আরোপিত কোনো দায়িত্ব লঙ্ঘন করেন।

৮৬। যদি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক [২][পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

[৩][৮৭। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্যের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) তিনি পুলিশ কর্মকর্তা না হইলেও, ভোট গ্রহণের দিন ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তি ব্যতীত, কোনো ব্যক্তিকে অনুচ্ছেদ ৭৩ (২খ), [৪][(৪),] (৫) ও (৬), অনুচ্ছেদ ৭৪ (২ক), (৩), (৪), (৫) ও (৬), অনুচ্ছেদ ৭৮, অনুচ্ছেদ ৭৯, অনুচ্ছেদ ৮০, অনুচ্ছেদ ৮১(১) ও অনুচ্ছেদ ৮২ এর অধীন কৃত কোনো অপরাধের জন্য বা শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য, উক্ত কার্যবিধির অধীন একজন পুলিশ কর্মকর্তার ন্যায় বিনা পরওয়ানায় গ্রেপ্তার করা ;

(খ) রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশে কোনো ব্যক্তিকে দফা (ক) এ উল্লিখিত যে কোনো অনুচ্ছেদের অধীন কৃত কোনো অপরাধের জন্য বিনা পরওয়ানায় গ্রেপ্তার করা ;

(গ) অনুচ্ছেদ ৩০ এর অধীন প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অপসারিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি ভোট কেন্দ্রে কোনো অপরাধ করিলে তাহাকে বিনা পরওয়ানায় গ্রেপ্তার করা ;

(ঘ) অনুচ্ছেদ ৭৯ লঙ্ঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা অপসারণ করা ;

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৮০ লঙ্ঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোনো যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম জব্দ করা ; এবং

(চ) এই অনুচ্ছেদের অধীন তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের জন্য যুক্তিসঙ্গাতভাবে, শক্তি ব্যবহারসহ, প্রয়োজনীয় যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা।]

---

১ "অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে" শব্দগুলি এবং কমাগুলি "অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারদণ্ডে, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "দুই বৎসর, বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ অনুচ্ছেদ ৮৭ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "(৪)," বন্ধনী, সংখ্যা এবং কমা গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা সংযোজিত।

[১][৮৭ক। (১) কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য যে কোনো সদস্য, যখনই বা যেখানেই, নিম্নবর্ণিত বিষয় জানিতে পারেন বা ইহা তাহার নজরে আসে তখনই এবং সেখানেই-

(ক) কোনো প্রার্থীর নানা রংয়ের পোস্টার বা প্রতিকৃতি বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট আকার হইতে বড় আকারের কোনো প্রার্থীর পোস্টার বা প্রতীক ;

(খ) কোনো প্রার্থীর জন্য তৈরি ফটক বা তোরণ বা ঘেরা ;

(গ) চারশত বর্গফুট হইতে অতিরিক্ত এলাকাব্যাপী কোনো প্রার্থীর প্যান্ডেল ;

[২][***]

(ঙ) কোনো প্রার্থী কর্তৃক কোনো নির্বাচনি এলাকায় একই সঙ্গে তিনটির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার ;

(চ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কোনো ইউনিয়নে অথবা কোনো পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের কোনো ওয়ার্ডে, একটির অধিক নির্বাচনি ছাউনি বা অফিস অথবা কোনো নির্বাচনি এলাকায় একটির অধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ছাউনি অফিস ;

(ছ) যে কোনোভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারপূর্বক কোনো প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে আলোকসজ্জা ; এবং

(জ) কোনো প্রার্থীর জন্য প্রচারণার পন্থা হিসাবে কালি বা অন্য যে কোনোভাবে কোনো দেয়াল, দালান, থাম, সেতু, স্থলযান বা জলযানে, অথবা বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট নহে এইরূপ স্থানে অংকিত, লিখিত বা চিত্রাঙ্কিত প্রচারণা ;

অপসারণ করিবেন বা অপসারণ করাইবেন বা অপসারণের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) যদি কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য যে কোনো সদস্য, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, দফা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে তিনি অদক্ষতা বা অসদাচারণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুরোধ করা হইলে, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং কমিশন বা ক্ষেত্রমত, রিটার্নিং অফিসারকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবে, এবং গৃহীত ব্যবস্থা উক্ত কর্মকর্তার চাকরি বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) কোনো রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য যে কোনো সদস্যকে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, দফা (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য যে কোনো পদার্থ বা সামগ্রী অপসারণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এইরূপ নির্দেশ পালনে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ পরিপালন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রদান করিবেন এবং যদি অনুরূপ কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, নির্দেশ মান্য করিতে ব্যর্থ হন, অস্বীকার করেন বা অবহেলা করেন,

---

[১] অনুচ্ছেদ ৮৭ ক গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] উপ-দফা (ঘ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২৪ দ্বারা বিলুপ্ত।

তাহা হইলে তিনি অদক্ষতা বা অসদাচরণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তৎসম্পর্কে দফা (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৪) কোনো রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টকে দফা (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য কোনো পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী অবিলম্বে অপসারণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট এইরূপ নির্দেশনানুযায়ী কার্য করিবেন এবং নির্দেশ পালন সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং যদি তিনি বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে তিনি অনুচ্ছেদ ৭৩ এর অধীন দুর্নীতিমূলক কার্য করিবার অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোনো সদস্য কর্তৃক অপসারিত কোনো পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী প্রার্থীর দখল হইতে জব্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ অপসারণের সময় বিনষ্ট না হইয়া থাকিলে, সেইগুলি নিকটতম থানার হেফাজতে রাখা হইবে এবং কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারাধীন না থাকিলে, অনুরূপ হেফাজতের তারিখ হইতে ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পর জব্দকৃত মালামাল বিনষ্ট করা হইবে বা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(৬) কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোনো সদস্য এই অনুচ্ছেদের অধীন তাহার দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগসহ, যে কোনো পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীন গৃহীত কোনো ব্যবস্থা অবিলম্বে কমিশনকে এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকেও অবহিত করিতে হইবে।

(৮) এই অনুচ্ছেদের অধীন গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, এই আদেশের অন্য কোনো বিধানের অধীন গৃহীতব্য কোনো ব্যবস্থা বা আরোপিত অন্য কোনো শাস্তির অতিরিক্ত হইবে এবং উহা অন্য কোনো গৃহীত ব্যবস্থা বা শাস্তিকে লঘু করিবে না।

(৯) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো ব্যবস্থা অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোট গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত, উভয় দিনসহ, সময়ের মধ্যে যে কোনো সময়ে গ্রহণ করা যাইবে।]

৮৮। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা বিলুপ্ত।*]

৮৯। (১) কোনো আদালত, কমিশন কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা বা কমিশন হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে দায়েরকৃত কোনো লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, অনুচ্ছেদ ৮১ এর দফা (২), অনুচ্ছেদ ৮৩, অনুচ্ছেদ ৮৪, অনুচ্ছেদ ৮৫ বা অনুচ্ছেদ ৮৬ এর অধীন কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন না।

(২) যদি কমিশনের ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, দফা (১) এ উল্লিখিত কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে উহা উদঘাটনের জন্য তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত কোনো তদন্ত করাইতে বা ফৌজদারি মামলা দায়ের করিতে বা করাইতে পারিবেন।

[১][৮৯ক। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্য ব্যতীত, আপাতত নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তি, কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে,-

(ক) [২][অনুচ্ছেদ ৭৩(২খ), ৭৪ (২ক), (৩), (৪), (৫), (৬),] অনুচ্ছেদ ৭৮, অনুচ্ছেদ ৭৯, অনুচ্ছেদ ৮০, অনুচ্ছেদ ৮১(১) ও অনুচ্ছেদ ৮২ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে উক্ত কার্যবিধির অধীন কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ; এবং

(খ) উক্ত কার্যবিধির ধারা ১৯০ এর উপ-ধারা (১) এর যে কোনো দফার অধীন অনুরূপ কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবেন ; এবং সংক্ষিপ্ত বিচার সংক্রান্ত উক্ত কার্যবিধির বিধানাবলি অনুযায়ী অনুরূপ কোনো অপরাধ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার করিবেন।]

৯০। নিম্নরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত, অনুচ্ছেদ ৭৩ বা অনুচ্ছেদ ৭৪ এর অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের মামলা গ্রহণ করা হইবে না, যথা:-

(ক) যদি অপরাধ সংঘটনের ছয় মাসের মধ্যে মামলা দায়ের করা না হয় ; বা

(খ) যদি যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, সেই নির্বাচন সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়া থাকে এবং যদি হাইকোর্ট বিভাগ উক্তরূপ অপরাধ সম্পর্কে কোনো আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুরূপ আদেশের তিন মাসের মধ্যে।

[৩][অধ্যায় ৬ক

কমিশনে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন

৯০ক। এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো রাজনৈতিক দল অনুচ্ছেদ ৯০খ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, কমিশনে দলের নাম নিবন্ধন করিতে পারিবে।

৯০খ। (১) কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত হইতে আগ্রহী হইলে-

(ক) নিম্নবর্ণিত শর্তাদির যে কোনো একটি পূরণ করিতে হইবে, যথা:-

(অ) বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে দলীয় নির্বাচনি প্রতীক লইয়া কমপক্ষে একটি আসন লাভ ; বা

(আ) উপরি-উক্ত সংসদ নির্বাচনের যে কোনো একটিতে উক্ত দলের প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণকৃত আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের শতকরা পাঁচ ভাগ ভোট লাভ ; বা

---

[১] অনুচ্ছেদ ৮৯ ক গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] "অনুচ্ছেদ ৭৩ (২খ), ৭৪ (২ক), (৩), (৪), (৫), (৬)" শব্দ, সংখ্যাগুলি, বন্ধনীগুলি এবং কমাগুলি "ছদ্মপরিচয় ধারণ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৭৩" শব্দগুলি এবং সংখ্যার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] অধ্যায় ৬ক গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হতে কার্যকর) এর ধারা ২৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ই) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় অফিস, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অন্যূন এক তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলায় [১][কার্যকর] জেলা অফিস এবং অন্যূন একশতটি উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন থানা[২][য়] অফিস প্রতিষ্ঠা যাহার প্রত্যেকটিতে সদস্য হিসাবে ন্যূনতম দুইশত ভোটারের তালিকাভুক্তি ;

(খ) [৩][উপ-দফা (ক)] এ বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন ব্যতীতও নিবন্ধনে আগ্রহী রাজনৈতিক দলের দলীয় গঠনতন্ত্রে নিম্নরূপ সুস্পষ্ট বিধান থাকিতে হইবে, যথা:-

(অ) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা ;

(আ) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটিতে ন্যূনতম শতকরা ৩৩ ভাগ সদস্য পদ মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকা এবং এই লক্ষ্যমাত্রা পর্যায়ক্রমে [৪][২০৩০] সালের মধ্যে অর্জন করা ;

(ই) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা ছাত্র এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার কর্মচারী বা শ্রমিকদের বা অন্য কোনো পেশার সদস্যগণের [৫][সমন্বয়ে গঠিত] সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন না থাকা ;

তবে শর্ত থাকে যে, তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সংগঠিত হইবার বা সংগঠন, সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, ইত্যাদি গঠন করিবার ও বর্ণিত সকল প্রকার গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তি হিসাবে, বিদ্যমান আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, রাজনৈতিক দলের সদস্য হইবার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকিবে না ;

(ঈ) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা, উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটির দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তুত প্যানেল হইতে দলের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড কর্তৃক বিবেচনাপূর্বক প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করা ।

---

[১] "কার্যকর" শব্দটি "(দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে দলের সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে কার্যকর,)" বন্ধনী, শব্দগুলি এবং কমার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৭ক দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "য়" প্রত্যয়টি "এবং" শব্দের এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৭(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] "উপদফা (ক)" শব্দ, বন্ধনী এবং বর্ণ "দফা ১" শব্দ, বন্ধনী এবং সংখ্যার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৭ (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "২০৩০" সংখ্যাটি "২০২০" সংখ্যার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "সমন্বয়ে গঠিত" শব্দগুলি "সমন্বয়ে" শব্দের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত কোনো সদস্য পরবর্তীকালে কোনো অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলে যোগদান করিলে তাহার সদস্য পদ যোগদানকারী দল কর্তৃক আহরিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে না।

৯০গ। (১) এই অধ্যায়ের অধীন কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণের অযোগ্য হইবে, যদি-

(ক) উহার গঠনতন্ত্রে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সংবিধানের পরিপন্থি হয় ; বা

(খ) উহার গঠনতন্ত্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা লিঙ্গ ভেদে কোনো বৈষম্য প্রতীয়মান হয় ; বা

(গ) উহার গঠনতন্ত্রের নাম, পতাকা, চিহ্ন বা অন্য কোনো কর্মকাণ্ড দ্বারা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হইবার বা দেশকে বিচ্ছিন্নতার দিকে লইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে ; বা

(ঘ) উহার গঠনতন্ত্রে দলবিহীন বা একদলীয় ব্যবস্থা সংরক্ষণ বা লালন করিবার উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় ; বা

(ঙ) উহার গঠনতন্ত্রে দেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে কোনো অফিস, শাখা বা কমিটি গঠন এবং পরিচালনার বিধান থাকে।

(২) যদি কোনো নামে কোনো রাজনৈতিক দল ইতঃপূর্বে নিবন্ধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত নামে অন্য কোনো দলের নিবন্ধন করা হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত না হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে কমিশন দরখাস্তকারী সকল দলকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া উহাদের যে কোনো একটি দলকে উক্ত নামে নিবন্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) কমিশন সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন করিবে না।

৯০ঘ। অনুচ্ছেদ ৯০ক ও ৯০খ এ বর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালনকারী এবং অনুচ্ছেদ ৯০গ এর অধীন অযোগ্য নহে এইরূপ কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বা উহাদের সমপর্যায়ের পদাধিকারী কোন ব্যক্তির স্বাক্ষরে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কোনো রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে যদি উহা, অনুচ্ছেদ ৯০গ এর বিধানাবলি প্রতিপালন করিয়া অনুচ্ছেদ ৯০খ এর দফা (১) এর উপ-দফা (খ)(অ), (খ)(আ), (খ)(ই) এবং (খ)(ঈ) এ উল্লিখিত বিধানাবলি সংবলিত একটি সাময়িক গঠনতন্ত্রসহ দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বডি, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কর্তৃক দলটি [১][নিবন্ধনের আবেদনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে] একটি সংশোধিত গঠনতন্ত্র দাখিল করিবে মর্মে একটি রেজুলেশন দাখিল করে।

৯০ঙ। (১) কোনো রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর, উক্ত দলের অনুকূলে কমিশন, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একটি নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করিবে এবং উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

---

[১] "নিবন্ধনের আবেদনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী "নবম সংসদ বসিবার বারো মাসের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) কোনো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের দরখাস্ত নাকচ করা হইলে, সাত কার্য দিবসের মধ্যে, কমিশন উহা, লিখিতভাবে, সংশ্লিষ্ট দলকে অবহিত করিবে।

(৩) নিবন্ধন বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৯০চ। (১) দফা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল-

(ক) অনুচ্ছেদ ৪৪গগ এর দফা (১) এ বর্ণিত উৎস ব্যতিরেকে, কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি, একাধিক কোম্পানির গ্রুপ বা বেসরকারি সংস্থা হইতে দান অথবা অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ দান বা অনুদানের পরিমাণ কোনো পঞ্জিকা বৎসরে নিম্নবর্ণিত সীমা অতিক্রম করিবে না, যথা:-

(অ) ব্যক্তির ক্ষেত্রে, [১][দশ] লক্ষ টাকা বা ইহার সমমানের কোনো সম্পদ বা সেবা ;

(আ) কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, [২][পঞ্চাশ] লক্ষ টাকা বা ইহার সমমানের কোনো সম্পদ বা সেবা ;

(খ) এই আদেশ বা বিধিমালার অধীন অনুষ্ঠিত কোনো নির্বাচনে কোনো দল কর্তৃক মনোনীত সকল প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত প্রতীক হইতে পছন্দকৃত যে কোনো একটি প্রতীক বরাদ্দ করা হইবে এবং এইভাবে বরাদ্দকৃত প্রতীক উহার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, যদি না উহা পরবর্তীকালে নির্ধারিত প্রতীকসমূহের মধ্য হইতে অন্য কোনো প্রতীক লাভের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে ;

(গ) বিনামূল্যে ভোটার তালিকার এক সেট সিডি বা ডিভিডি বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক ফরম্যাটে পাওয়ার অধিকারী হইবে ;

(ঘ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্দেশাবলি অনুসারে সংসদ নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমাধ্যমে সম্প্রচারের সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবে ; এবং

(ঙ) সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে, বিশেষত এই আদেশ বা বিধিমালা অনুসারে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমস্যা ও পন্থা সম্পর্কে, কমিশনের সহিত পরামর্শের অধিকারী হইবে।

(২) কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা জন্মসূত্রে বাংলাদেশি নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত কোনো সংস্থার নিকট হইতে কোনো উপহার, দান, অনুদান বা অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

---

[১] "দশ" শব্দটি "পাঁচ" শব্দের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৮ (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "পঞ্চাশ" শব্দটি "পঁচিশ" শব্দের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন)এর ধারা ১৮ (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৯০ছ। অনুচ্ছেদ [১][৯০খ এর দফা (১)(খ)] এ উল্লিখিত বিধানাবলি প্রতিপালন সম্পর্কে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কমিশনকে অবহিত করিবে।

৯০জ। (১) কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন নিম্নরূপ কারণে বাতিল হইবে, যদি:-

(ক) দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কর্তৃক দলকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় বা নিবন্ধন বাতিলের জন্য দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বা উহাদের সমপর্যায়ের পদাধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক দলীয় সিদ্ধান্তের কার্যবিবরণীসহ কমিশন বরাবর আবেদন করা হয় ; বা

(খ) নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দল সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় ; বা

(গ) এই আদেশ ও বিধিমালার অধীন কমিশনে প্রেরিতব্য কোনো তথ্য [২][একাদিক্রমে তিন বৎসর] প্রেরণ করিতে ব্যর্থ হয় ; বা

(ঘ) কোনো রাজনৈতিক দল কর্তৃক অনুচ্ছেদ [৩][৯০খ এর দফা (১)(খ)] এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করা হয় ; [৪][***]

(ঙ) কোনো রাজনৈতিক দল একাদিক্রমে দুইটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে [৫][; বা

(চ) যদি উক্ত রাজনৈতিক দল অনুচ্ছেদ ৯০ঘ এর শর্তাংশে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে একটি সংশোধিত গঠনতন্ত্র দাখিলে ব্যর্থ হয়।]

(২) কমিশন [৬][উপ-দফা (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ)] এর অধীন নিবন্ধন বাতিলের পূর্বে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) বিলুপ্ত ঘোষিত নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দলের নামে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত হইবে না ।

(৪) বিলুপ্ত ও বাতিলকৃত নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নাম, সরকারি গেজেটে, প্রকাশ করা হইবে।

৯০ঝ। কমিশন কর্তৃক কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ দল হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করিতে পারিবে।]

---

১ "অনুচ্ছেদ ৯০খ এর দফা (১) (খ)" শব্দ, বন্ধনী এবং সংখ্যা "অনুচ্ছেদ ৯০খ এর দফা (২)" শব্দ, বন্ধনী এবং সংখ্যার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "একাদিক্রমে তিন বৎসর" শব্দগুলি "এক বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৫(ক)(অ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "অনুচ্ছেদ ৯০খ এর দফা (১)(খ)" শব্দ, বন্ধনী এবং সংখ্যাগুলি "অনুচ্ছেদ ৯০খ এর দফা (২) বা (৪)" শব্দ, বন্ধনী এবং সংখ্যাগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ হতে কার্যকর) এর ধারা ৫ (ক) (আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "বা" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ হতে কার্যকর) এর ধারা ৫ (ক) (আ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৫ " ; বা" সেমিকোলন এবং শব্দটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর উপ-দফা (চ) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ থেকে কার্যকর) এর ধারা ৫ (ক) (আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ "উপ-দফা (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ)" শব্দ, বন্ধনী এবং কমা "উপ-দফা (গ), (ঘ) ও (ঙ)" শব্দ, বন্ধনী এবং কমার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৫(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ৭
বিবিধ

[১][৯১। [২][***] ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, কমিশন-

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, [৩][ভোটে] বলপ্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত এবং আইনানুগভাবে [৪][ভোট] পরিচালনা নিশ্চিত করিতে সক্ষম হইবেন না, তাহা হইলে ইহা যে কোনো ভোট কেন্দ্র [৫][বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূর্ণ নির্বাচনি এলাকায়] [৬][ভোট গ্রহণের] যে কোনো পর্যায়ে ভোট গ্রহণসহ নির্বাচনি কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারিবে ;

[৭][(কক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের ফলাফল বলপ্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন, কারসাজি বা অন্যবিধ অপকর্মের দ্বারা চরমভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে সেই ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের ফলাফল স্থগিত করিবে, এবং এই বিষয়ে, কমিশন কর্তৃক যেরূপ উপযুক্ত বিবেচিত হইবে সেইরূপ একটি পদ্ধতিতে, অতিসত্বর অনুসন্ধান করিবার পর, উহার নিকট ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ মনে হইলে, উক্তরূপ ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের ফলাফল প্রকাশ করিবার নির্দেশ প্রদান করিবে, বা উক্তরূপ ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের নির্বাচন বাতিল ঘোষণাপূর্বক উক্তরূপ ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের নূতন ভোট গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করিবে ;]

(খ) এই আদেশ বা বিধিমালার অধীন কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো ব্যালট পেপার নাকচ বা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রদত্ত কোনো আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে ; এবং

(গ) এই আদেশ ও বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভোট কেন্দ্রের যে কোনো নির্বাচন যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত এবং আইনানুগভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য, উহার মতে, প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি জারি করিতে, ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৯১ক। (১) [৮][***] কমিশন ভোট-পূর্ব অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণের জন্য নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি নামে, অতঃপর "কমিটি" বলিয়া উল্লিখিত, একটি কমিটি গঠন করিবে।

(২) [৯][***] কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হইবে।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৯১ এবং ৯১ক পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ ৯১ এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উপান্ত টিকা "সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করিবার জন্য কমিশন, ইত্যাদি।-" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪০ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] "নির্বাচনে" শব্দের পরিবর্তে "ভোটে" শব্দ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৩(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "ভোট" শব্দ "নির্বাচন" শব্দের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৩(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূর্ণ নির্বাচনি এলাকায়" শব্দগুলি এবং কমাগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬] "ভোট গ্রহণের" শব্দগুলি "নির্বাচনের" শব্দের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৩(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৭] উপ-দফা (কক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৩(খ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৮] উপান্ত টিকা "ভোট-পূর্ব অনিয়ম প্রতিরোধ এবংনিয়ন্ত্রণ।-" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৯] উপান্ত টিকা "কমিটির গঠন" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা বিলুপ্ত।

(৩) [১][***] কমিটি, তৎকর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য বা উহার নিকট দাখিলকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে, বা স্বীয় উদ্যোগে, কমিটির দৃষ্টিতে, এই আদেশের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইতে পারে, অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোনো কার্য বা বিচ্যুতির ফলে ভীতি, বাধা, দমন বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশ বা এই আদেশ ও বিধিমালা অনুসারে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বা পরিচালনায় বাধা বা ব্যাহত করিয়া, [২][কমিটির মতে, ভোট-পূর্ব অনিয়ম সংঘটিত হইতে পারে এইরূপ বিষয় বা পরিস্থিতি সম্পর্কে] অনুসন্ধান করিবে।

(৪) [৩][***] কমিটি এই আদেশের অধীন উহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, এবং কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, নির্বাচন শেষ হইবার পূর্বে তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত যে কোনো অনুসন্ধান পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৫) [৪][***] অনুরূপ অনুসন্ধান পরিচালনার ক্ষেত্রে, কমিটির-

(ক) কোনো ব্যক্তিকে উহার সম্মুখে হাজির হইতে এবং শপথপূর্বক উহার নিকট সাক্ষ্য প্রদানে লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে ; এবং

(খ) কোনো ব্যক্তিকে তাহার নিকট রক্ষিত কোনো দলিল বা বস্তু দাখিল করিতে লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

[৫][(৬) কোনো অনুসন্ধান পরিচালনার পর কমিটি, তিন দিনের মধ্যে, তৎসম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবে এবং সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে-

(ক) কোনো কার্যের জন্য দায়ী কোনো ব্যক্তিকে অনুরূপ কার্য করা হইতে তাৎক্ষণিকভাবে বিরত থাকিবার জন্য কমিশন কর্তৃক কোনো আদেশ বা নির্দেশনা বা নির্দেশ প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব ; বা

(খ) নির্দিষ্ট কোনো কার্য না করিবার ক্ষেত্রে, কমিশন কর্তৃক উহা করিতে বা, প্রয়োজন হইলে, কোনো মিথ্যা তথ্যের যথাযথ সংশোধন করিবার জন্য কোনো আদেশ বা নির্দেশনা বা পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব।

[৬][(৬ক) কমিশন দফা (৬) এর অধীন কোনো সুপারিশ প্রাপ্ত হইবার পর উহা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৬খ) যেক্ষেত্রে দফা (৬ক) এর অধীন কোনো আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হয়, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তাৎক্ষণিকভাবে উহা প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৬গ) দফা (৬ক) এর অধীন কোনো আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হইলে, কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলকে অনধিক এক লক্ষ টাকা, তবে অন্যূন বিশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে এবং, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবে।]

---

[১] উপান্ত টিকা "কমিটির কার্যাবলি" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] "কমিটির মতে, ভোট-পূর্ব অনিয়ম সংঘটিত হইতে পারে এইরূপ বিষয় বা অবস্থা সম্পর্কে" শব্দগুলি এবং কমা গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] উপান্ত টিকা "কমিটি কর্তৃক অনুসন্ধান" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৪] উপান্ত টিকা "কমিটির ক্ষমতা" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৫] দফা ৬ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২৭ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] দফা (৬ক), (৬খ) এবং (৬গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২৭ (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত ।

[১][(৭) কমিশন, দফা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভোট-পূর্ব অনিয়ম বলিয়া গণ্য হইবে এইরূপ কার্য ও বিচ্যুতিসমূহ নির্ধারণ করিয়া, সরকারি গেজেটে, বা তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোনোভাবে, প্রকাশ করিবে।

(৮) কমিটির কোনো কার্যধারা দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৩ ও ২২৮ এ বিধৃত অর্থে বিচারিক কার্যধারা (judicial proceeding) বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন কোনো মামলা বিচারকালে, কমিটির কোনো ব্যক্তির হাজিরা কার্যকর করা এবং তাহাকে শপথপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ করিবার এবং দলিল ও বস্তু দাখিল করিতে বাধ্য করা সম্পর্কিত দেওয়ানি আদালতের ন্যায় একই ক্ষমতা থাকিবে।]

[২][৯১খ । (১) কমিশন, অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, এই আদেশের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) আচরণ বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন ৯১ক অনুচ্ছেদে বিধৃত অর্থে ভোট-পূর্ব অনিয়ম বলিয়া গণ্য হইবে।]

[৩][৯১গ। (১) কমিশন দেশি বা বিদেশি এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্বাচনি পর্যবেক্ষক হিসাবে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যিনি কোনোভাবেই কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সহিত সংযুক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত নহেন এবং যিনি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, মতবাদ বা লক্ষ্যের প্রতি বা কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ইশতেহার, কর্মসূচি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসাবে পরিচিত নহেন।

(২) নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসারে, কোনো ভোট কেন্দ্রের নিকটে অবস্থান করিয়া বা, প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতিক্রমে, কোনো ভোট কক্ষ বা ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া ভোট গ্রহণ অথবা ভোট গণনার সময় বা গণনাকৃত ভোট একত্রিত করিয়া ফলাফল প্রস্তুতের সময় উপস্থিত থাকিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো নির্বাচনি পর্যবেক্ষক পূর্বোল্লিখিতভাবে কোনো ভোট কক্ষ পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন না, যদিনা তিনি কমিশন কর্তৃক প্রত্যয়িত তাহার নাম, জাতীয়তা ও ছবি সংবলিত পরিচয়পত্র প্রদর্শন করেন।

(৪) যদি রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উপযোগী নহে এইরূপ কোনো কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দিতেছেন বা কোনোভাবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বা নির্বাচনি কর্তৃপক্ষের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষককে নির্বাচনি এলাকা বা ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) দফা (৪) এর অধীন কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হইলে, অবিলম্বে কমিশনকে উহা অবহিত করিতে হইবে।

---

[১] দফা (৭), (৮), (৯) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] অনুচ্ছেদ ৯১খ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] অনুচ্ছেদ ৯১গ ও ৯১ঘ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৬) কোনো নির্বাচনি পর্যবেক্ষক ভোটের নিরপেক্ষতা বা উহার অন্যথা সম্পর্কে, ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরের ও বাহিরের শৃঙ্খলা ও অবস্থা, ভোট গণনা, গণনাকৃত ভোটের ফলাফল একত্রীকরণ, এই আদেশ, বিধিমালা বা আচরণ বিধিমালা প্রতিপালন বা নির্বাচন সংক্রান্ত তাহার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে কমিশন বা রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।

(৭) এই আদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, রিটার্নিং অফিসার এই আদেশের কোনো বিধানের অধীন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উহার বা তাহার নিকট দাখিলকৃত বা প্রেরিত অন্য কোনো প্রতিবেদনের সহিত উক্ত বিষয় সম্পর্কিত কোনো নির্বাচন পর্যবেক্ষকের প্রতিবেদনও বিবেচনা করিতে পারিবেন।

৯১ঘ। (১) এই আদেশের কোনো বিধানের অধীন অনুসন্ধানকালে, এইরূপ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন কোনো মামলা বিচারকারী দেওয়ানি আদালতের নিম্নরূপ বিষয় সম্পর্কিত যে সকল ক্ষমতা থাকিবে, কমিশন সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) কোনো ব্যক্তিকে সমন প্রদান এবং তাহাকে হাজির হইতে বাধ্য করা এবং শপথপূর্বক তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ;

(খ) কোনো দলিল বা সাক্ষ্য হিসাবে দাখিলযোগ্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তু উদঘাটন এবং দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান ;

(গ) হলফনামা সহকারে সাক্ষ্য গ্রহণ করা ;

(ঘ) কোনো আদালত বা অফিস হইতে কোনো সরকারি নথি বা উহার কোনো অনুলিপি তলব করা ;

(ঙ) সাক্ষী বা দলিলপত্র পরীক্ষার জন্য কমিশন ইস্যু করা।

(২) কমিশনের সম্মুখে পরিচালিত কোনো কার্যধারা দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ১৯৩ ও ২২৮ ধারায় বিধৃত অর্থে বিচারিক কার্যধারা হিসাবে গণ্য হইবে ।

(৩) কমিশন ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৪৭৬, ৪৮০ ও ৪৮২ এ বিধৃত অর্থে একটি দেওয়ানি আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কমিশনের উহার কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) এই আদেশের কোনো বিধানের অধীন কমিশনের কর্তৃত্বাধীনে বা নির্দেশে অনুসন্ধান পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তির, এই অনুচ্ছেদের অধীন কমিশনের উপর যে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে সেই, একই ক্ষমতা থাকিবে।]

[১][৯১ঙ। (১) এই আদেশ বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্য বা লিখিত প্রতিবেদন হইতে কমিশনের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা, তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে, বা তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে, অন্য কোনো ব্যক্তি গুরুতর বে-আইনি কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন বা লিপ্ত

---

[১] অনুচ্ছেদ ৯১ঙ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

হইবার প্রচেষ্টা করিতেছেন বা এই আদেশ বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা আচরণ বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা করিতেছেন এবং অনুরূপ বে-আইনি কার্যে লিপ্ত হওয়া বা লিপ্ত হওয়ার প্রচেষ্টা বা লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের প্রচেষ্টার জন্য তিনি সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে শুনানির যুক্তি সংগত সুযোগ প্রদান করিয়া, বিষয়টি তদন্তের আদেশ প্রদান করিবে।

(২) দফা (১) এর অধীন অনুষ্ঠিত তদন্তের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, প্রতিবেদনটি সত্য, তাহা হইলে কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, অনুরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবে এবং প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষেত্রে, উক্ত নির্বাচনি এলাকার অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ; এবং যেক্ষেত্রে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিবার ফলে কেবল একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অবশিষ্ট থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত নির্বাচনি এলাকায় অনুচ্ছেদ ১৭ এর অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে [১][:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন যে প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হইয়াছে, তিনি অনুচ্ছেদ ১৭ এর অধীন নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।]

(৩) দফা (২) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান করা হইলে, উহা সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টের নিকট হাতেহাতে বা ফ্যাক্স, ই-মেইল বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বা সম্ভাব্য অন্য কোনো মাধ্যমে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) দফা (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে এবং অনুরূপ প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলকে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) দফা (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ সরকারি গেজেট দ্বারা এবং কমিশন কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত, অন্য কোনোভাবে প্রজ্ঞাপিত করিতে হইবে।]

৯২। কোনো আদালত কমিশন বা কোনো রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার কর্তৃক, বা উহার কর্তৃত্বাধীনে, সরল বিশ্বাসে গৃহীত কোনো ব্যবস্থা সম্পর্কে, অথবা উহাদের কোনো একজন কর্তৃক বা এই আদেশ বা বিধিমালার অধীন নিযুক্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্তের বৈধতা সম্পর্কে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিবে না ।

৯৩। এই আদেশ বা উহার অধীন প্রণীত কোনো বিধি বা আদেশ বা প্রদত্ত কোনো নির্দেশের অধীন বা তদনুসারে, সরল বিশ্বাসে কৃত বা ঈপ্সিত কোনো কিছুর জন্য কমিশন বা উহার কোনো কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা দায়ের বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

[২][৯৩ক। সরকার, নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাহাদিগকে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন প্রদানকারী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে।]

---

[১] কোলন (:) চিহ্ন দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] অনুচ্ছেদ ৯৩ক গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৫২ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][৯৪। এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

[২][৯৪ক। এই আদেশ জারির পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আদেশের একটি নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ প্রকাশ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আদেশের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে, ইংরেজি পাঠ প্রাধান্য পাইবে।]

৯৫। নিম্নবর্ণিত আইনসমূহ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল-

(১) The National and Provincial Assemblies (Election) Ordinance, 1970 (XIII of 1970)।

(২) The Legal Frame Work Order, 1970 (P.O. No. 2 of 1970)।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব

[১] অনুচ্ছেদ ৯৪ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] অনুচ্ছেদ ৯৪ক গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২৯ দ্বারা সন্নিবেশিত।

পরিশিষ্ট-খ

[আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েব সাইট (http://www.legislativediv.gov.bd) থেকে ১৭-১০-২০২৩ তারিখ সংগৃহীত]

The Representation of the People Order, 1972 (President's Order) (PRESIDENT'S ORDER NO. 155 OF 1972)

[26th December, 1972]

WHEREAS it is necessary to provide for the conduct of elections to Parliament and for matters connected therewith and incidental thereto ; [1]*

NOW, THEREFORE, in pursuance to the provisions of paragraph 3 of the Fourth Schedule to the Constitution of the People's Republic of Bangladesh and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following Order:

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (1) This Order may be called the Representation of the People Order, 1972.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force at once.

2. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(i) "ballot paper account" means a ballot paper account prepared under clause (10) of Article 36 ;

[2][(ia) "ballot paper book" means a book containing ballot papers from which ballot papers are issued to electors ;]

(ii) "candidate" means a person proposed as a candidate for election as a member ;

[3][(iia) "Code of Conduct" means the Code of Conduct formulated under Article 91B ;]

[4][(iii) "Commission" means the Election Commission within the meaning of the Constitution ;]

(iv) "Constituency" means a constituency delimited for the purpose of election of a member ;

---

[1] Throughout this Order the words "the High Court Division" Or "the High Court Division" and "High Court Division" were substituted for the words "a Tribunal" Or" Tribunal" and the words "Tribunal" wherever occurring respectively by section 16 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001).

[2] Clause (ia) was inserted by section 2 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[3] Clause (iia) was inserted by section 2 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[4] Clause (iii) was substituted by section 2 of the Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 1978 (Ordinance No. L of 1978)

(v) "Constitution" means the Constitution of the People's Republic of Bangladesh ;

[5][(vi) "contesting candidate" means a candidate who has been validly nominated for election as a member and whose candidature has not been either withdrawn under clause (1) or ceased under clause (2) of Article 16 ;]

(vii) "election" means election to a seat of a member held under this Order ;

(viii) "election agent" means an election agent appointed by a candidate under Article 21 and, where no such appointment is made, the candidate acting as his own election agent ;

[6][(viiia) "election expenses" means the election expenses as defined in Article 44A ;

(viiib) "election observer" means a person permitted in writing by the Commission or by any person authorised by it in this behalf to observe any election under this Order, and includes a group of such observers ;]

(ix) "election petition" means an election petition made under Article 49 ;

(x) "elector" in relation to a constituency, means a person who is enrolled on the electoral roll in that constituency ;

[7][(xi) "electoral roll" means the final electoral roll prepared under [8][ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬নং আইন)] ;]

[9][***]

[10][(xia1) "Electronic Voting Machine" or "EVM" means an electronic voting machine approved by the Commission under Article 26B ;]

[11] [(xiaa) "law enforcing agency" means any Police Force, Armed Police Battalion, Rapid Action Battalion, Ansar Force, Battalion Ansar, [12][Border Guard Bangladesh] and Coast Guard Force ;]

(xii) "member" means a member of Parliament ;

(xiii) "nomination day" means the day appointed under Article 11 for the nomination of candidates ;

(xiv) "Parliament" means Parliament for Bangladesh as defined in Article 152 of the Constitution ;

---

[5] Clause (vi) was substituted by section 2(a) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[6] Clauses (viiia) and (viiib) were inserted by section 2 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[7] Clause (xi) was substituted by section 2 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[8] The words, comma, numbers and bracket ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬নং আইন) were substituted for the words, comma, numbers and bracket "the Electoral Rolls Ordinance, 2007 (Ord. No. XVII of 2007)" by section 2(b) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[9] Clause (xia) was omitted by section 2 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[10] Clause (xia1) was inserted by section 2 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2019 (Act No 4 of 2019).

[11] Clause (xiaa) was substituted by section 2 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[12] The words "Border Guard Bangladesh" were substituted for the words "Bangladesh Rifles" by section 2(c) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[13][(xiva) "political party" means a political party as defined in article 152(1) of the Constitution ;]

(xv) "polling agent" means a polling agent appointed under Article 22 ;

(xvi) "polling day" means the day on which poll is taken for an election ;

(xvii) "polling officer" means a polling officer appointed under Article 9 for a polling station ;

(xviii) "prescribed" means prescribed by rules made under this Order ;

(xix) "Presiding Officer" means a Presiding Officer appointed under Article 9 for a polling station and includes an Assistant Presiding Officer exercising the powers and performing the functions of Presiding Officer ;

[14][(xixa) "registered political party" means a political party registered under Article 90A ;]

(xx) "returned candidate" means a candidate who has been declared elected as a member under this Order ;

(xxi) "Returning Officer" means a Returning Officer appointed under Article 7 and includes an Assistant Returning Officer exercising the powers and performing the functions of Returning Officer ;

[15][(xxia) "rule" means any rule made under this Order ;]

(xxii) "scrutiny day" means the day appointed under Article 11 for the scrutiny of nomination papers ;

(xxiii) "spoilt ballot paper" means a ballot paper which has been spoiled and is returned to the Presiding Officer under Article 34 ;

[16][(xxiiia) "statutory public authority" means a statutory public authority as defined in article 152 (1) of the Constitution ;]

[17][(xxiv) "ward" means a ward of a Union, Paurashava or City Corporation ;]

(xxv) "withdrawal day" means the day appointed under Article 11 on or before which candidature may be withdrawn.

CHAPTER II

ELECTION COMMISSION

[18][[19] [3. The Election Commission shall be constituted in accordance with Article 118 of the Constitution.]

---

[13] Clause (xiva) was inserted by section 2 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[14] Clause (xixa) was substituted by section 2 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[15] Clause (xxia) was inserted by section 2 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[16] Clause (xxiiia) was inserted by section 2 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[17] Clause (xxiv) was substituted by section 2(d) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[18] Articles 3 and 3A were substituted for Article 3 by section 3 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1994 (Act No. XXIII of 1994)

[19] Article 3 was substituted by section 3 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

3A. Subject to the provisions of this Order, the Commission shall regulate its own procedure.]

4. The Commission may authorise [20][the Chief Election Commissioner or any of the Election Commissioners] or any of its officers to exercise and perform all or any of its powers and functions under this Order.

5. (1) The Commission may require any person or authority to perform such function or render such assistance for the purposes of this Order as it may direct.

(2) All executive authorities of the Government shall assist the Commission in the performance of its functions, and for this purpose the President may, after consultation with the Commission, issue such directions as he may consider necessary.

6. (1) The Government or an Officer authorised by it in this behalf, may upon a request made in this behalf by the Commission, by an order in writing, requisition any such vehicle or vessel as is needed or is likely to be needed for the purpose of transporting to and from any polling station ballot boxes or other election materials or any Officer or other person engaged for the performance of any duties in connection with the election:

Provided that no vehicle or vessel which is being used by a candidate or his election agent for any purpose connected with the election of such candidate shall be so requisitioned.

(2) Any person authorised in this behalf by the Government may take possession of any vehicle or vessel requisitioned under clause (1) and may for that purpose use such force including police force, as may be reasonably necessary.

(3) Where any vehicle or vessel is requisitioned under clause (1), there shall be paid to the owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the Government or the officer requisitioning the vehicle or vessel on the basis of the fares and rates prevailing in the locality for its hire:

Provided that where the owner of the vehicle or vessel being aggrieved by the amount of compensation so determined, makes an application to the Government within period of thirty days from the date the amount has been determined for the matter being referred to an arbitrator the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the Government may determine.

---

[20] The words “the Chief Election Commissioner or any of the Election Commissioners” were substituted for the words “its chairman or any of its members” by section 4 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

CHAPTER III

ELECTION

[21][7. [22][* * *] (1) The Commission shall appoint a Returning Officer for each constituency for the purpose of election of a member for that constituency ; and a person may be appointed as Returning Officer for two or more constituencies.

(2) The Commission may appoint as many Assistant Returning Officers as may be necessary:

Provided that no Assistant Returning Officer shall be appointed for more than one constituency.

(3) An Assistant Returning Officer shall assist the Returning Officer in the performance of his functions under this Order and may, subject to any condition imposed by the Commission, exercise and perform, under the control of the Returning Officer, the power and functions of the Returning Officer.

(4) It shall be the duty of a Returning Officer to do all such acts and things as may be necessary for effectively conducting an election in accordance with the provisions of this Order and the rules.

(5) Subject to the superintendance, direction, and control of the Commission, the Returning Officer shall supervise all work in the district [23][or constituency] in connection with the conduct of elections and shall also perform such other duties and functions as may be entrusted to him by the Commission.

(6) The Commission may, at any time, for reasons to be recorded in writing, withdraw any officer performing any duty in connection with an election, or any other public functionary, or any other law enforcing personnel who obstructs or prevents or attempts to obstruct or prevent the conduct of fair and impartial poll or interferes or attempts to interfere with an elector when he records his vote, or influences in any manner the polling staff or an elector or does any other act calculated to influence the result of election, and make such arrangements as it may consider necessary for the performance of the functions of the officer or person so withdrawn.

[24][(7) Where the Commission withdraws any officer or person under clause (6), it-

(a) may, if such officer or person is working in any polling station or constituency, direct him to leave the polling station or the constituency at once ;

---

[21] Article 7 was substituted by section 4 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1994 (Act No. XXIII of 1994)

[22] The marginal note "Appointment of District Returning Officer and Returning Officer, etc." were omitted by section 3 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[23] The words "or constituency" were inserted after the word "district" by section 2 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[24] Clause (7) was substituted by section 3 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

(b) shall, in case of a direction under sub-clause (a), direct such officer or person to remain out of the constituency for the period specified in the direction, and accordingly he shall comply with the direction, and if he is required to perform any official duty only in that constituency, his appointing authority shall make arrangement for his leave or otherwise ;

(c) shall refer the matter to the appropriate authority for taking disciplinary and other actions in relation to such officer or person.]

8. [25][(1) The Commission shall maintain a list of polling stations for the purpose of election of a member for every constituency.]

(2) [26][The Commission may make such alterations in the list of polling stations as it may consider necessary and shall, at least twenty five days] before the polling day, publish in the official Gazette, the final list of polling stations specifying the area the electors whereof will be entitled to vote at each polling station.

(3) The Returning Officer shall provide each constituency with polling stations according to the final list published under clause (2).

(4) No polling station shall be located in any such premises as belong to, or are under the control of, any candidate.

[27][(5) At any time after the finalization of candidature, if it is found that any polling station published in the Official Gazette under clause (2), belongs to, or is under the control of any candidate, the Commission may alter such polling station.]

9. [28][(1) The returning Officer shall, by a notice in writing, require all heads of offices, institutions and establishments, whether Government or non-Government, in the district to provide him with a list of their officers and employees of such grades as he may specify for preparation of a panel of Presiding Officers, Assistant Presiding Officers and Polling Officers from among them.

(1A) After the preparation of the panel, the Returning Officer shall send a copy thereof to the heads of all the offices, institutions and establishments whose officers and employees have been included in the panel with a request to place the service of these officers and employees at the disposal of the Commission for use for election purpose and also forward a copy of the panel to the Commission.

---

[25] Clause (1) was substituted by section 3 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[26] The words “The Commission may make such alterations in the list of polling stations as it may consider necessary and shall, at least twenty five days” were substituted for the words, figure and brackets “The Commission may make such alterations in the list of polling stations submitted under clause (1) as it may consider necessary and shall, at least fifteen days” by section 3 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[27] Clause (5) was added by section 3 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[28] Clauses (1), (1A) and (1B) were substituted for former clause (1) by section 5 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1994 (Act No. XXIII of 1994)

(1B) The Returning Officer shall appoint from the panel for each polling station a Presiding Officer and such number of Assistant Presiding Officers and Polling Officers to assist the Presiding Officers as the Returning Officer may consider necessary:

Provided that a person who is, or has at any time been, in the employment of any candidate shall not be appointed as a Presiding Officer, Assistant Presiding Officer or Polling Officer.]

(2) A Presiding Officer shall conduct the poll in accordance with the provisions of this Order, and the rules, shall be responsible for maintaining order at the polling station and shall report to the Returning Officer any fact or incident which may, in his opinion, affect the fairness of the poll:

Provided that during the course of the poll the Presiding Officer may entrust such of his functions as may be specified by him to any Assistant Presiding Officer and it shall be the duty of the Assistant Presiding Officer to perform the functions so entrusted.

(3) The Returning Officer shall authorise one of the Assistant Presiding Officers to act in place of the Presiding Officer if the Presiding Officer is, at any time during the poll, by reason of illness or other cause, not present at the polling station, or is unable to perform his functions ; and any absence of the Presiding Officer, and the reasons therefor, shall, as soon as possible after the close of the poll, be reported to the Returning Officer.

(4) The Returning Officer may, at any time during the poll for reasons to be recorded in writing, suspend any Presiding Officer, Assistant Presiding Officer, Polling Officer and make such arrangements as he may consider necessary for the performance of the functions of the officer so suspended.

10. (1) The Commission shall provide the Returning Officer for each constituency with copies of electoral rolls for that constituency [29][immediately after the publication of notification under clause (1) of Article 11].

(2) The Returning Officer shall provide the Presiding Officer of each polling station with copies of electoral rolls containing the names of the electors entitled to vote at that polling station.

11. (1) For the purpose of holding elections for constituting Parliament, the Commission shall, by notification in the official Gazette, call upon the electors to elect a member from each constituency and shall, in relation to each constituency, specify in the notification-

[30][(a) a day on or before which the nomination of candidates may be filed ;]

---

[29] The words, brackets and figures “immediately after the publication of notification under clause (1) of Article 11” were inserted after the words “that constituency” by section 4 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[30] Sub-clause (a) was substituted by section 2 of the Representation of the People (Fourth Amendment) Ordinance, 1986 (Ordinance No. XIX of 1986)

(b) a day [31][or days] for the scrutiny of nomination papers ;

(c) a day on or before which candidature may be withdrawn ; and

(d) a day [32][or days], at least fifteen days after the withdrawal day, for the taking of the poll.

(2) A Returning Officer shall, as soon as may be after the publication of a notification under clause (1), give public notice of the dates specified by the Commission in respect of the constituency or constituencies of which he is the Returning Officer ; and the public notice shall be published at some prominent place or places within the constituency to which it relates.

(3) A public notice issued under clause (2) shall also invite nominations and specify the time before which and the place at which nomination papers shall be received by the Returning Officer [33][or the Assistant Returning Officer].

12. [34][(1) Any elector of a constituency may propose or second for election to that constituency, the name of any person qualified to be a member under clause (1) of Article 66 of the Constitution:

Provided that a person shall be disqualified for election as or for being, a member, if he-

(a) is not listed in the electoral roll of any constituency ;

(b) is not nominated by any registered political party or is not an independent candidate ;

(c) is a person holding any office of profit in the service of the Republic or of a statutory public authority ;

(d) is a person who is convicted of an offence punishable under Article 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 and 86 and sentenced to imprisonment for a term of not less than two years, unless a period of five years has elapsed since the date of his release ;

(e) is a person whose election to a seat is declared void on any of the grounds mentioned in sub-clauses (c), (d) and (e) of clause (1) of Article 63, unless a period of five years has elapsed since the date of such declaration ;

(f) has resigned or retired from the service of the Republic or of any statutory public authority or of the defence service, unless a period of three years has elapsed since the date of his resignation or retirement ;

---

[31] The words "or days" were inserted by section 2 of the Representation of the People (Fourth Amendment) Ordinance, 1986 (Ordinance No. XIX of 1986)

[32] The words "or days" were inserted after the words "a day" by section 5 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[33] The words "or the Assistant Returning Officer" were inserted by section 2 of the Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 1986 (Ordinance No. XVII of 1986)

[34] Clause (1) was substituted by section 6 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

(g) has been dismissed or removed or compulsorily retired from the service of the Republic or of any statutory public authority on the ground of corruption, unless a period of five years has elapsed since the date of such dismissal, removal or compulsory retirement ;

(h) has been appointed on contract to the service of the Republic or of any statutory public authority or of the defence service immediately after his retirement from such service, unless a period of three years has elapsed since the expiry or termination of such contract ;

(i) is holding or has resigned or retired or has been discharged from an executive post of any non-government organization, which receives grant or fund from any foreign state or organization, unless a period of three years has elapsed since such resignation retirement, or discharge ;

[35][***]

(k) whether by himself or by any person or body of persons in trust for him or for his benefit or on his account or as a member of a Hindu undivided family, has any share or interest in a contract, not been a contract between a co-operative society and Government, for the supply of goods to, or for the execution of any contract or the performance of any services undertaken by Government ;

(l) being a loanee, other than a loanee who has taken small loan for agricultural purposes, has defaulted in repaying before [36][***] the day of submission of nomination paper any loan or instalment thereof taken by him from a bank ;

(m) is a director of a company or a partner of a firm [37][which] has defaulted in repaying before [38][***] the day of submission of nomination paper any loan or any instalment thereof taken by [39][the concerned company or firm] from a bank ;

(n) personally has failed to pay the telephone, gas, electricity, water or any other bill of any service providing organization of the Government before [40][***] the day of submission of nomination paper ;

[41][(o) has been convicted of any crime under the International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973).]

Explanation I.- "office of profit" means holding any office, post or position in the full-time service of the Republic or any statutory public authority or company in which government has more than 50% (fifty percent) share.

---

[35] Sub-clause (j) was omitted by section 5(a)(i) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[36] The words "seven days from" were omitted by section 3(a) (i) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[37] The word "which" was substituted for the word "who" by section 5(a)(ii) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[38] The words "seven days from" were omitted by section 3(a) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2019 (Act No 4 of 2019).

[39] The words "the concerned company or firm" were substituted for the word "him" by section 5(a)(ii) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[40] The words "seven days from" were omitted by section 3(a) (ii) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[41] Sub-clause (o) was substituted by section 5(a)(iii) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

Explanation II.- The disqualification under sub-clause (k) shall not apply to a person

(i) where the share or interest in the contract devolves on him by inheritance or succession or as a legatee, executor or administrator, until the expiration of six months after it has so devolved on him or such longer period as the president may, in any particular case allow ; or

(ii) where the contract has been entered into by or on behalf of a public company as defined in the Companies Act, 1994 (Act No.XVIII of 1994), of which he is a share-holder but is neither a director holding an office of profit under the company nor a managing agent ; or

(iii) where he is a member of Hindu undivided family and the contract has been entered into by any other member of that family in the course of carrying on a separate business in which he has no share or interest.

Explanation III.- "bank" means-

(a) any "bank company" as defined in Bank Company Act, 1991 (Act No.XIV of 1991) ;

[42][(b) Bangladesh Development Bank Limited incorporated under the Companies Act, 1994 (Act No. 18 of 1994) ;]

[43][***]

(d) "Bangladesh House Building Finance Corporation" established under Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O.No.17 of 1973) ;

(e) "Bangladesh Krishi Bank" established under Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O.No. 27 of 1973) ;

(f) "Investment Corporation of Bangladesh" established under Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ord. No.XI of 1976) ;

(g) "Rajshahi Krishi Unnayan Bank" established under Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ord. No.LVIII of 1986) ;

(h) "Basic Bank Limited" (Bangladesh Small Industries and Commerce Bank Limited) established under Companies Act, 1994 (Act No.XVIII of 1994).

Explanation IV.- "small loan for agricultural purposes" means all crops loan excepting tea and tobacco and includes short-term loan for development of fishery and marketing of agricultural produce and long-term loan for irrigation equipment, animal husbandry, development of fishery, agricultural equipment, nursery and horticulture, betel-leaf plantation, management of Jalmahal and for the purpose of producing silk worm, tuth tree, lakhkha tree, catechu tree, etc. the amount of which shall not exceed taka one lakh aggregating with interest and capital against every loan.

---

[42] Clause (b) was substituted by section 5(a)(iv)(1) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[43] Clause (c) was omitted by section 5(a)(iv)(2) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

Explanation V.- A person or a company or a firm shall be deemed to have defaulted in repaying a loan or an instalment thereof referred to in sub-clauses (l) and (m) of Article 12(1) if he or it is a defaulter within the meaning of the expression 'defaulter loanee' as defined in Bank-Company Act, 1991(Act 14 of 1991) and for financial institution, as defined by Bangladesh Bank under Financial Institution Act, 1993 (Act No. 27 of 1993). The list of defaulter may be obtained from CIB of Bangladesh Bank or from the concerned bank or financial institution.

Explanation VI.- "financial institution" means a non-banking financial institution as defined in Financial Institution Act, 1993 (Act No. 27 of 1993).

Explanation VII.- 'chief executive' referred to in sub-clause (i) of Article 12(1) means a person holding full time post of a chief executive of any non-government organisation who receives monthly salary and other emoluments in that capacity.]

[44](1A) For the removal of doubts, it is hereby declared that, for the purposes of this Article, a person shall not be deemed to hold an office of profit in the service of the Republic or of a statutory public authority by reason only that he is an Administrator or a Deputy Administrator of a [45][city] Corporation or a [46][Word Commissioner].]

(2) Every proposal shall be made by a separate nomination paper in the prescribed form which shall be signed by the proposer and the seconder and shall contain-

(a) a declaration signed by the candidate that he has consented to the nomination and that he is not subject to any disqualification for being, or being elected as, a member ; [47][***]

(b) a declaration signed by the proposer and the neither of them has subscribed to any other nomination paper either as proposer or seconder [48][; and]

[49][(c) a declaration signed by the candidtate that he is not a candidate for more than three constituencies.]

---

[44] Clause (1A) was inserted by section 2 of the Representation of the People (Sixth Amendment) Ordinance, 1986 (Ordinance No. LIX of 1986).

[45] The word "city" was substituted for the word "Municipal" by section 7 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1994 (Act No. XXIII of 1994)

[46] The words "Ward Commissioner" were substituted for the words "Chairman or member of a ward committee thereof" by section 7 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1994 (Act No. XXIII of 1994)

[47] The word “and” at the end of sub-clause (a) was omitted by section 6(b) of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[48] The semi-colon (;) and the word “and” were substituted for the full stop (.) at the end of sub-clause (b) by section 6(b) of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[49] Sub-clause (c) was inserted by section 6(b) of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[50][(3) Every nomination paper shall either be-

(a) delivered by the candidate, or his proposer or seconder, to the Returning Officer or the Assistant Returning Officer who shall acknowledge the receipt of the nomination paper specifying the date and time of receipt ;

or

(b) submitted through online by the candidate and receipt of such submission shall be acknowledged in such a manner as may be prescribed.”]

[51][(3a) Every nomination paper under clause (2) shall be delivered along with the following documents, namely-

(a) in the case of an independent candidate, a list of signatures of one percent electors of the concerned constituency:

Provided that such list need not to be delivered if the independent candidate has previously been elected in any parliamentary election ;

(b) a certificate signed by the chairman or secretary or a person holding the same rank on behalf of the registered political party stating that the candidate has been nominated by that party:

[52][Provided that any registered political party may primarily nominate more than one candidate and if more than one candidate are nominated, their candidature are subject to the provision of clause (2) of Article 16.]

(3b) Every nomination paper under sub-clause (2) shall be delivered along with an affidavit signed by the candidate which shall include the following information and particulars, namely-

(a) an attested copy of the certificate of his highest educational qualification ;

(b) whether at present he is accused of any criminal offence or not ;

(c) whether he has any past criminal record, and, if any, the judgement of the case ;

(d) description of his profession or business ;

(e) probable sources of his income ;

(f) a statement of property or debt of his own or his dependents ;

(g) what promises he made before an election in which he was elected as a member in the past, and how many of those promises were fulfilled ; [53][***]

(h) the amount of loan received by him alone, or jointly or by his dependents from any bank or financial institution, and the amount of loan received by him from any bank or financial institution as a Chairman, Managing Director or Director thereof [54][;]

---

[50] Clause (3) was substituted by section 3(b) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2019 (Act No 4 of 2019).

[51] Clauses (3a) and (3b) were inserted by section 6(c) of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[52] Proviso was substituted by section 5(b) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[53] The word “and" was omitted by section 3(b) (i) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[54] The symbol “ ;" was substituted for the symbol “.” by section 3(b) (ii) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[55][(i) a certified copy of return submitted under section 166 of আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) and a proof of submission of return as required by section 264 of the said Act.]

Explanation.- "dependent" means the wife or husband of a candidate and includes son, daughter, father, mother, brother or sister of the candidate who are fully dependent upon him.]

(4) A person may be nominated in the same constituency by more than one nomination paper [56][, and a nomination paper may be delivered to both the Returning Officer and the Assistant Returning Officer.]

(5) If any person subscribes to more than one nomination paper, all such nomination papers, [57][except the one found valid under clause (3a) of Article 14], shall be void.

(6) The Returning Officer shall give a serial number to every nomination paper and endorse thereon the name of the person presenting it, and the date and time of its receipt, and inform such person of the time and place at which he shall hold scrutiny.

[58][(6a) The Assistant Returning Officer shall give a serial number to every nomination paper and endorse thereon the name of the person presenting it, and the date and time of its receipt, and inform such person of the time and place at which the Returning Officer shall hold scrutiny, and immediately after the time for receiving nomination paper is over, forward all the nomination papers received by him to the Returning Officer.]

(7) The Returning Officer shall cause to be affixed at some conspicuous place in his office a notice of every nomination paper received by him [59][or received by the Assistant Returning Officer and forwarded to him under clause (6a)] containing particulars of the candidate and the names of the proposer and seconder as shown in the nomination paper.

13. (1) Subject to the provisions of clause (2), no nomination paper delivered under Article 12 shall be accepted unless-

(a) [60][a sum of Taka twenty thousand is deposited in cash or by bank draft or pay order or treasury challan in favour of the Election Commission] by the candidate or by any person on his behalf at the time of its delivery ; or

---

[55] Sub clause (i) was added by section 3(b) (ii) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[56] The comma and words ", and a nomination paper may be delivered to both the Retutung Officer and the Assistant Returung Officer" were inserted by section 3 of the Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 1986 (Ordinance No. XVII of 1986).

[57] The words, bracket and numbers "except the one found valid under clause (3a) of Article 14" were substituted for the words and comma "except the one received first by the Returning Officer or the Assistant Returning Officer, as the case may be" by section 5(c) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[58] Clause (6a) was inserted by section 3 of the Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 1986 (Ordinance No. XVII of 1986)

[59] The words, brackets and letter "or received by the Assistant Returning Officer and forwarded to him under clause (6a)" were inserted by section 3 of the Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 1986 (Ordinance No. XVII of 1986)

[60] The words "a sum of taka twenty thousand is deposited in cash or by bank draft or pay order or treasury challan in favour of the Election Commission" were substituted for the words "a sum of Taka ten thousand is deposited in cash" by section 6 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[61][(b) it is accompanied by a receipt or a true copy thereof duly attested by a gazetted government servant showing that a sum as aforesaid has been deposited by the candidate or by any person on his behalf with the Returning Officer or the Assistant Returning Officer or at any Bank or at a Government Treasury or Sub-Treasury.]

(2) Not more than one deposit under clause (1) shall be required in the case of a person who has been nominated as a candidate by more than one nomination paper.

[62][13A. (1) Notwithstanding anything contained in the Order, no person may at the same time be a candidate for more than [63][three] constituencies.

[64][***]

(3) If a person is at the same time a candidate for more than [65] [three] constituencies, all his nomination papers in respect of all the constituencies shall be void].

14. (1) The candidates, their election agents, proposers and seconders, and one other person authorised in this behalf by each candidate may attend the scrutiny of nomination paper and the Returning Officer shall give them reasonable opportunity for examining all nomination papers [66][delivered or forwarded to him under Article 12].

(2) The Returning Officer shall, in the presence of the persons attending the scrutiny under clause (1), examine the nomination papers and decide any objection raised by any such person to any nomination.

(3) The Returning Officer may, either of his own motion or upon any objection, conduct such summary enquiry as he may think fit and reject a nomination paper if he is satisfied that-

(a) the candidate is not qualified to be elected as a member ;

(b) the proposer or the seconder is not qualified to subscribe to the nomination paper ;

(c) any provision of Article 12 or Article 13 has not been complied with ; or

---

[61] Sub-clause (b) was substituted by section 4 of the Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 1986 (Ordinance No. XVII of 1986).

[62] Article 13A was inserted by section 2 of the Representation of the People (Third Amendment) Ordinance, 1986 (Ordinance No. XVIII of 1986)

[63] The word “three” was substituted for the word “five” by section 7 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[64] Clause (2) was omitted by section 7 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[65] The word “three” was substituted for the word “five” by section 7 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[66] The words and figure “delivered of forwarded to him under Article 12” were substituted for the words “delivered to him” by section 5 of the Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 1986 (Ordinance No. XVII of 1986)

(d) the signature of the proposer or the seconder is not genuine: Provided that-

(i) the rejection of a nomination paper shall not invalidate the nomination of a candidate by any other valid nomination paper ;

(ii) the Returning Officer shall not reject a nomination paper on the ground of any defect which is not of a substantial nature and may allow any such defect to be remedied forthwith ; and

(iii) the Returning Officer shall not enquire into the correctness or validity of any entry in the electoral roll.

[67][(3a) If any person subscribes to more than one nomination papers, all such nomination papers, except the one found valid, shall not be required to be scrutinized.]

(4) The Returning Officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting it [68][***] and shall [69][***] record a brief statement of the reason therefor.

[70][(5) If a candidate or any bank is aggrieved by the decision of the Returning Officer, he may prefer an appeal to the Commission within the prescribed period and any order passed on such appeal shall be final.]

15. (1) The Returning Officer shall, after the scrutiny of nomination papers, prepare and publish in the prescribed manner a list of candidates who have been validly nominated.

(2) In case an appeal against [71][the decision of the Returning Officer on] a nomination paper has been accepted by the Commission, the list of validly nominated candidates shall be revised accordingly.

[72][16. (1) Any validly nominated candidate may, by notice in writing signed by him and delivered, on or before the withdrawal day, to the Returning Officer, either by such candidate in person or by an agent authorised in this behalf in writing by such candidate, withdraw his candidature.

(2) Where more than one candidate are nominated in the same constituency by a registered political party, the chairman or secretary or a person holding the same rank of the party shall inform, by notice in writing signed by him and delivered, either by himself or by any other person authorized by him in this behalf on or before the withdrawal day, to the Returning Officer, about the final nomination of a candidate and the other candidate of that party shall be ceased to be a candidate.

---

[67] Clause (3a) was inserted by section 7 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[68] The comma (,) after the word "it" was omitted by section 8 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[69] The comma (,) after the word "shall" and the words and comma "in the case of rejection," were omitted by section 8 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[70] Clause (5) was substituted by section 8 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[71] The words "the decision of the Returning Officer on " were substituted for the words "rejection of " by section 4 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[72] Article 16 was substituted by section 8 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

(3) A notice of withdrawal under clause (1) or final nomination under clause (2), as the case may be, shall, in no circumstances, be open to recall or cancellation.

(4) Upon receipt of a notice of withdrawal under clause (1) and final nomination under clause (2), the Returning Officer shall, if he is satisfied that the signature on the notice is that of the candidate or of the chairman or secretary or person holding the same rank of the party, as the case may be, cause a photocopy of the notice to be affixed at some conspicuous place in his office.

(5) The Returning Officer shall, on the day next following the withdrawal day prepare and publish, in the prescribed manner, a list of contesting candidates.]

17. (1) If a validly nominated candidate who has not withdrawn his candidature dies, [73][or if his candidature is cancelled under clause (2) of Article 91E,] the Returning Officer shall, by public notice, terminate the proceedings relating to that election.

(2) Where proceedings relating to an election have been terminated under clause (1), fresh proceedings shall be commenced in accordance with the provisions of this Order as if for a new election [74][:

Provided that it shall not be necessary for the other contesting candidates to file fresh nomination papers or make a further deposit under Article 13.]

18. Where the proceedings relating to nomination, scrutiny or withdrawal cannot, for reasons beyond the control of the Returning Officer, take place on the day appointed therefor, he may postpone or adjourn such proceedings and shall, with the approval of the Commission, by public notice fix another day for the proceedings so postponed or adjourned and, if necessary, also the day or days subsequent proceedings.

19. (1) Where, after scrutiny under Article 14, only one person remains as a validly nominated candidate for election as a member from a constituency or where after withdrawal under Article 16 only one person is left as a contesting candidate, the Returning Officer shall, by public notice, declare such candidate to be elected to the seat:

Provided that if after scrutiny any candidate indicates that he intends to make an appeal under clause (5) of Article 14 against the rejection of his nomination paper, no person shall be declared elected uncontested until the period prescribed for filling such appeal has expired and no such appeal has been filed or, where an appeal is filed, until the disposal of such appeal.

---

[73] The words, figures, bracket and comma "or if his candidature is cancelled under clause (2) of Article 91E," were inserted after the word and comma "dies," by section 9 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[74] The colon (:) was substituted for the full-stop(.) at the end of clause (2) and thereafter the proviso was inserted by section 8 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 1994 (Act. No. XXIII of 1994).

(2) The Returning Officer shall submit to the Commission a return of the election in respect of which he has made a declaration under clause (1).

(3) The Commission shall publish in the official Gazette the name of the returned candidate.

20. (1) If there are more contesting candidates than one in respect of any constituency, the Returning Officer shall-

[75][(a) allocate, in the case of a contesting candidate set up by a registered political party, the symbol reserved for that party by the Commission under this Order or the rules [76][:

Provided that the Commission may, on an application made to it in this behalf within three days after the publication of the notification under clause (1) of Article 11, allot one of the prescribed symbols to the candidate of a combination of two or more registered political parties who have agreed to set up joint candidates for election ;]

(aa) allocate, [77][in the case of independent] contesting candidates, subject to any direction of the Commission, one of the prescribed symbols to each such contesting candidate ; and in so doing shall, so far as possible, have regard for any preference indicated by the candidate ;] [78][and]

(b) publish in such manner as the Commission may direct the names of contesting candidates arranged in the alphabetical order specifying against each of the symbol allocated to him [79][.]

[80][***]

(2) The Returning Officer shall arrange to exhibit prominently at each polling station the name and symbol of each contesting candidate.

21. (1) A candidate may appoint a person qualified to be elected as a member to be his election agent.

(2) The appointment of an election agent may, at any time, be revoked in writing by the candidate and, when it is so revoked or the election agent dies, another person may be appointed by the candidate to be his election agent.

(3) When an election agent is appointed, the candidate shall send to the Returning Officer a notice in writing of the appointment containing the name, father's name and address of the election agent.

---

[75] Clauses (a) and (aa) were substituted for previous clause (a) by section 6 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[76] The colon (:) was substituted for the semi-colon (;) and therafter the proviso was inserted by section 10 of the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008 (Ord. No. 42 of 2008).

[77] The words “in the case of independent” were substituted for the words “in the case of other” by section 10 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[78] The word “and” was inserted after semi-colon “ ;” at the end of sub-clauses (aa) by section 10 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[79] The full stop (.) was substituted for the semi-colon (;) at the end and the word “and” was omitted by section 10 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[80] Sub-clause (c) and 1st, 2nd and 3rd provisos were omitted by section 10 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

(4) Where no appointment of an election agent is made under this section, a candidate shall be deemed to be his own election agent and shall so far as the circumstances permit, be subject to the provisions of this Order both as a candidate and as an election agent.

22. [81] [(1) The contesting candidate or his election agent, may, before the commencement of the poll, appoint for each polling booth of a polling station not more than one polling agent and shall give notice thereof in writing to the Presiding Officer.]

(2) The appointment of a polling agent under clause (1) may at any time be revoked by the candidate or his election agent and, when it is so revoked or the polling agent dies, another person may be appointed by the candidate or the election agent to be a polling agent ; and a notice of such appointment shall be given to the Presiding Officer.

[82][(3) The Presiding Officer shall not accept a polling agent unless he wears an identity card granted by the person appointing him containing his name and the name of the candidate for whom he is appointed as a polling agent.]

23. Where any act or thing is authorised by this Order to be done in the presence of the candidate, an election agent or a polling agent, the failure of such person to attend at the time and place appointed for the purpose shall not invalidate any act or thing otherwise validly done [83][:

Provided that the Returning Officer or the Presiding Officer, as the case may be, shall, as far as practicable, endeavour to ensure the attendance of the said person at the time of doing the said act or thing:

Provided further that, if a candidate or his election agent or polling agent is found absent at the time of doing the said act or thing, the Returning Officer or the Presiding Officer, as the case may be, shall immediately try to find out the reason of such absence and record the fact and communicate it to the Commission together with his comments thereon, and shall endeavour to ensure such attendance.]

24. The Returning Officer shall, subject to any direction of the Commission, fix the hours during which the poll shall be taken and give public notice or the hours so fixed.

[84][25. (1) If the Presiding Officer finds at any stage of polling that—

(a) the poll is so interrupted or obstructed for reason beyond the control of the Presiding Officer that it cannot be resumed during the polling hours fixed under Article 24 ; or

---

[81] Clause (1) was substituted by section 11 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[82] Clause (3) was inserted by section 7 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[83] The colon (:) was substituted for the full-stop (.) and thereafter the provisos were inserted by section 8 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[84] Article 25 was substituted by section 5 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

(b) any ballot box used at the polling station is unlawfully and forcibly taken out of the custody of the Presiding Officer, or is accidentally or intentionally destroyed or lost, or is damaged or tampered to such extent that the result of the poll at the polling station cannot be ascertained ; or

(c) a person or persons legally or illegally entering into the polling station, prevent the Presiding Officer or other polling officers from performing their usual electoral duties by showing arms or applying physical force,

he shall then forthwith stop polling, and inform the nearest members of law enforcing agencies about the incidents and shall ask for assistance to remove and arrest the said person or persons.

(2) The members of law enforcing agencies shall at once remove and arrest the said person or persons and restore law and order inside the polling station.

(3) If the members of law enforcing agencies fail to remove and arrest the said person or persons and restore law and order inside the polling station, the Presiding Officer shall stop the poll and leave the polling station with all his officers and report to the Returning Officer of the matter.

(4) Where a poll has been stopped under clause (3), the Returning Officer shall immediately report the circumstances to the Commission and the Commission shall direct a fresh poll at that polling station, unless it is satisfied that the result of the election has been determined by the polling station, taken with the results of the polling at other polling stations in the same constituency.

(5) Where the Commission orders a fresh poll under clause (4), the Returning Officer shall, with the approval of the Commission, fix a date and place for such fresh poll and shall give public notice thereof.

(6) When a fresh poll to be taken under clause (5) at a polling station, all electors entitled to vote of that polling station shall be allowed to vote and no vote cast at the poll stopped under clause (3) shall be counted ; and the provisions of this Order and the rules and orders made thereunder shall apply to such fresh poll.]

26. An election under this Order shall be decided by secret ballot [85][or by using EVM or by both] and, subject to the provisions of Article 27, every elector shall cast his vote by inserting, in accordance with the provisions of this Order, in the ballot box, a ballot paper in the prescribed form.

[86][26A. (1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Order or rules made thereunder, to verify the identity of elector with reference to the electoral roll and to cast, record and count vote, EVM may be adopted in one or more or all polling stations of such constituency or constituencies as the Commission may, having regard to circumstances of each case, specify.

---

[85] The words "or by using EVM or by both" were inserted after the words "secret ballot" by section 4 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2019 (Act No 4 of 2019).

[86] Article 26A, 26B, 26C and 26D were inserted after Article 26 by section 5 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2019 (Act No 4 of 2019).

(2) Where EVM is adopted under clause (1), the verification of identity of elector with reference to the electoral roll and the casting, recording and counting of votes by EVM shall be in such a manner as may be prescribed.

(3) Any reference to the expression “ballot box” or “ballot paper” in this Order or any rules made thereunder shall, save as otherwise provided, be construed as including a reference to such EVM wherever such EVM is used.

26B. (1) The Commission may approve an EVM which-

(a) is stand-alone non-networked ;

(b) is neither computer controlled nor connected to the internet or any network and cannot be hacked ;

(c) is electronically protected to prevent any tampering or manipulation ;

(d) cannot be altered or tampered when approved programme (software) is used ;

(e) does not have any radio frequency (RF) receiver and data decoder ;

(f) accepts only specially encrypted and dynamically coded data ;

(g) is developed by a selected group of Engineers appointed by the Commission ;

(h) ensures the secrecy and security of the source code of programme (software) ;

(i) adopts the device or devices specified by the Commission ; and

(j) fulfils any other criteria specified by the Commission.

(2) The Commission may approve a programme (software) which is so designed that-

(a) it allows a voter to cast the vote only once ;

(b) the vote can be recorded by a voter only after the Assistant Presiding Officer enables the ballot on the Control Unit ;

(c) the next vote can be recorded only after the Assistant Presiding Officer enables the ballot ;

(d) the machine does not receive any signal from outside at any time ;

(e) the proper use of the programme would give the same result in the counting of votes in an election as would be obtained if the counting were conducted without EVM assistance ;

(f) the programme gives an elector an opportunity to correct any mistakes before processing the elector’s vote ;

(g) the programme will not allow a person to find out how a particular elector cast his or her vote ;

(h) the programme is designed to pause while the Presiding Officer makes a determination when it is required ;

(i) the programme can produce indicative distributions of candidate wise votes at any time after the close of the poll and before the declaration of the poll ;

and

(j) any other criteria specified by the Commission is fulfiled.

(3) The Commission shall determine processes which shall be followed in relation to the use of an approved programme in the casting and counting of votes in an election.

(4) Subject to clause (3), the Commission may approve a process-

(a) for casting vote shown on ballot paper into the approved programme.

(b) for counting votes using the programme to work out the number of electronic ballot on which a vote is recorded for each candidate ; and

(c) for verifying of identity of elector with reference to the electoral roll.

26C. (1) All electronic devices and programmes used or intended to be used for or in connection with EVM shall be kept secured from interference at all times in such a manner as may be prescribed.

(2) The Commission shall prescribe security measures, procedural checks-and-balances for the prevention of any possible misuse or procedural lapses.

(3) The safeguards prescribed under clause (1) shall be implemented by the Commission transparently with the active and documented involvement of candidates and their representatives at every stage, so as to build their confidence on efficacy and reliability of EVMs.

(4) The Commission shall retain the chip of EVM in which electronic data is produced at a polling station for one year, and thereafter the Commission shall, unless otherwise directed by the High Court Division, cause them to be deleted or destroyed.

26D. The Commission may, for ensuring the accuracy, security and transparency of EVM, conduct Random Testing and Verification of EVM at any stage."]

27. [87][(1) The following person may cast their votes by postal ballot in such manner as may be prescribed, namely:¬-

(a) a person referred to in sub-sections (3) and (5) of section 8 of the Electoral Rolls Act, 2009 (২০০৯ সনের ৬নং আইন) ;

(b) a person appointed for the performance of any duty in connection with an election at a polling station other than the one at which he is entitled to cast his vote ; and

(c) a Bangladeshi voter living abroad.]

(2) An elector who, being entitled to do so, intends to cast his vote by postal ballot shall–

(a) in the case of a person referred to in sub clause (a) [88][and (c)] of clause (1), within fifteen days from the date of the publication of the notification under Article 11, and

[87] Clause (1) was substituted by section 12 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

(b) in the case of a person referred to in sub clause (b) of that clause as soon as may be after his appointment,

apply to the Returning Officer of the constituency in which he is an elector for a ballot paper for voting by postal ballot ; and every such application shall specify the name of the elector, his address and his serial number in the electoral roll.

(3) The Returning Officer shall immediately upon the receipt of an application by an elector under clause (2) sent by post to such elector a ballot paper and an envelope bearing on its face a form of certificate of posting, showing the date thereof, to be filled in by the proper official of the Post Office at the time of posting by the elector.

(4) An elector on receiving his ballot paper for voting by postal ballot shall in the prescribed manner record his vote and after so recording post the ballot paper to the Returning Officer in the envelope sent to him under clause (3) with minimum of delay.

28. (1) The Returning Officer shall provide each Presiding Officer with such number of ballot boxes as may be necessary.

(2) The ballot boxes shall be of such material and design as may be approved by the Commission.

(3) Not more than one ballot box shall be used at a time for the purpose of the poll at any polling station, or at any polling booth, where there are more than one polling booths at a polling station.

(4) At least half an hour before the time fixed for the commencement of the poll, the Presiding Officer shall

(a) ensure that every ballot box to be used is empty ;

[89][(aa) deliver such empty ballot box to the Assistant Presiding Officer or Polling Officer recording the serial number of the concerne ballot box and the serial number of the seal thereon and obtaining signature of the receiver in the respective column of the prescribed form and endeavour to obtain signature of the agents of candidates who is willing to put signature on the said form ;]

(b) show the empty ballot box to the contesting candidates and their election agents and polling agents whoever may be present ;

(c) after the ballot box has been shown to be empty, close and seal it ; and

(d) place the ballot box so as to be conveniently accessible to the elector, and at the same time within the sight of himself and of such candidates or their election or polling agents as may be present.

---

[88] The word, bracket and letter “and (c)” was inserted after the words, bracket and letter “sub clause (a)” by section 9 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[89] Sub-clause (aa) was substituted by section 10 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

(5) If one ballot box is full or cannot further be used for receiving ballot papers, the Presiding Officer shall seal that ballot box [90][with his own seal and signature and with the seals or signatures of the contesting candidates or election agents or polling agents present who may wish to seal or sign it] and keep it in a secure place and use another ballot box in the manner laid down in clause (4).

(6) A Presiding Officer shall make such arrangements at the polling station that every elector may be able to mark his ballot paper in secret before the same is folded and inserted in the ballot box.

29. The Presiding Officer shall, subject to such instructions as the Commission may give in this behalf, regulate the number of electors to be admitted to the polling station at a time and exclude from the polling station all other persons except-

(a) any person on duty in connection with the election ;

[91][(b) the contesting candidates and their election agents and one polling agent of each contesting candidate for each booth ;

(bb) election observers ; and]

(c) such other persons as may be specifically permitted by the Returning Officer.

30. (1) The Presiding Officer shall keep order at the polling station and may remove or cause to be removed any person who misconducts himself at a polling station or fails to obey any lawful orders of the Presiding Officer.

(2) Any person removed under clause (1) from a polling station shall not, without the permission of' the Presiding Officer, again enter the polling station during the day and shall, if he is accused of an offence in a polling station, be liable to be arrested without warrant by a police officer.

(3) The powers under this Article shall not be so exercised as to deprive an elector of an opportunity to cast his vote at the polling station at which he is entitled to vote.

31. [92][(1) Where an elector presents himself at the polling station to vote, the Presiding Officer shall, after satisfying himself about the identity of the elector with reference to [93][the electoral roll], issue to him a ballot paper [94][or allow him to cast his vote by using EVM].

---

[90] The words “with his own seal and signature and with the seals or signatures of the contesting candidates or election agents or polling agents present who may wish to seal or sign it” were inserted by section 9 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[91] Clauses (b) and (bb) were substituted for previous clause (b) by section 10 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[92] Clauses (1), (1A) and (1B) were substituted for former clause (1) by section 10 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1994 (Act No. XXIII of 1994)

[93] The words “the electoral roll” were substituted for the words “his identity card” by section 13 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[94] The words “or allow him to cast his vote by using EVM” were added after the words “a ballot paper” by section 6 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2019 (Act No 4 of 2019).

[95][***]

(2) Before a ballot paper is issued to an elector-

(a) he shall be required to receive a personal mark made with indelible ink on the thumb or any other finger of either hand ;

(b)the number and name of the elector as entered in the electoral roll shall be called out ;

(c)a mark shall be placed on the electoral roll against the number and name of the elector to indicate that a ballot paper has been issued to him ;

[96][(d) the ballot paper shall on its back be stamped with the official mark and signed by the Assistant Presiding Officer ;]

(e) the number of the elector on the electoral roll shall be marked in writing on the counterfoil by the Presiding Officer who shall also stamp the counterfoil with the official mark [97][;

(f) the elector shall put his signature or thumb impression on the counterfoil of the ballot paper.]

(3) A ballot paper shall not be issued to a person who refuses to receive the personal mark with indelible ink or if he already bears such a mark or the remnants of such mark.

(4) If a contesting candidate or his election or polling agent alleges that an elector to whom a ballot paper is about to be issued already has one or more ballot papers in his possession, the Presiding Officer may require the elector to satisfy him that he does not have any other ballot paper in his possession and may also take such measures as he thinks fit to ensure that such elector does not insert more than one ballot paper in the ballot box.

(5) The elector, on receiving the ballot paper, shall-

[98][(a) if so requested by any contesting candidate or an election agent [99][or polling agent], show the official mark on the back of the ballot paper to him ;

(aa) forthwith proceed to the place reserved for marking the ballot paper ;]

(b) put the prescribed mark on the ballot paper at any place within the space containing the name and symbol of the contesting candidate for whom he wishes to vote ; and

(c) after he has so marked, fold the ballot paper and insert it in the ballot box.

---

[95] Clauses (1A) and (1B) were omitted by section 13 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[96] Sub-clause (d) was substituted by section 6 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[97] The semi-colon (;) was substituted for the full-stop (.) and thereafter clause (f) was added by section 2 of the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLIII of 1978)

[98] Sub-clauses (a) and (aa) were substituted for former sub-clause (a) by section 2 of the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1978 (XLIII of 1978)

[99] The words “or polling agents” were inserted by section 11 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

(6) The elector shall vote without undue delay and shall leave the polling station immediately after he has inserted his ballot paper in the ballot box.

(7) Where an elector is blind or is otherwise so incapacitated that he cannot vote without the assistance of a companion, the Presiding Officer shall allow him such assistance and thereupon such elector may do with such assistance any thing which an elector is required or permitted to do under this Order.

[100][***]

32. (1) If a person representing himself to be an elector applies for a ballot paper when another person has already represented himself to be that elector and has voted under the name of the persons so applying, he shall be entitled, subject to the provisions of this Article to receive a ballot paper (hereinafter referred to as "tendered ballot paper") in the same manner as any other elector.

(2) A tendered ballot paper shall, instead of being put into the ballot box, be given to the Presiding Officer who shall endorse thereon the name and number in the electoral roll of the person applying for it and place it in a separate packet endorsed with the name of the candidate for whom such person wishes to vote.

(3) The name of the person applying for a ballot paper under clause (1) and his number on the electoral roll shall be entered in a list (hereinafter referred to as "the tendered votes list") to be prepared by the Presiding Officer.

33. (1) If, at the time a person applies for a ballot paper for the purpose of voting, a candidate or his [101][election agent or] polling agent declares to the Presiding Officer that he has reasonable cause to believe that that person has already voted at the election, at the same or another polling station or is not the person against whose name entered in the electoral roll he is seeking to vote, and undertakes to prove the charge in a Court of law and deposits with the Presiding Officer in cash such sum as may be prescribed, the Presiding Officer may, after warning the person of the consequences and obtaining his thumb impression and, if he is literate, also his signature, on the counterfoil, issue a ballot paper (hereinafter referred to as "challenged ballot paper") to that person.

(2) If the Presiding Officer issues a ballot paper under clause (1) to such person he shall enter the name and address of that person in a list to be prepared by him (hereinafter referred to as "the challenged votes list") and obtain thereon the thumb impression and, if he is literate, also the signature, of that person.

(3) A ballot paper issued under clause (1) shall, after it has been marked and folded by the elector, be placed in the same condition in a separate packet bearing the label "challenged ballot papers" instead of being placed in the ballot box.

---

[100] Clause (8) was omitted by section 13 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[101] The words "election agent or" were inserted by section 12 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

34. (1) An elector who has inadvertently so spoilt his ballot paper that it cannot be used as a valid ballot paper may, upon proving the fact of inadvertence to the satisfaction of the Presiding Officer and returning the ballot paper to him, obtain another ballot paper and cast his vote by such other ballot paper.

(2) The Presiding Officer shall forthwith cancel the ballot paper returned to him under clause (1), make a note to that effect on the counterfoil over his own signature and sign the cancelled ballot paper, and place it in a separate packet labelled “Spoilt Ballot Papers”.

35. No person shall be given any ballot paper or be permitted to vote after the hour fixed for the close of the poll except the persons who at that hour are present within the building room, tent or enclosure in which the polling station is situated and have not voted but are waiting to vote.

36. (1) Immediately after the close of the poll, that is, as soon as the last of such persons, if any, as are present and waiting to vote as mentioned in Article 35, has voted, the Presiding Officer shall, in the presence of such of the contesting candidates, election agents and polling agents as may be present, proceed with the count of votes.

(2) The Presiding Officer shall give such of the contesting candidates, election agents and polling agents as may be present, reasonable facility of observing the count and give them such information with respect thereto as can be given consistently with the orderly conduct of the count and the discharge of his duties in connection therewith.

(3) No person other than the Presiding Officer, the Polling Officer, any other person on duty in connection with the poll, the contesting candidates, [102][election agents, polling agents and election observers shall be allowed to remain] present at the count.

(4) The Presiding Officer shall-

(a) open the used ballot box or ballot boxes and count the entire lot of ballot papers taken out therefrom ;

(b) open the packed labelled "challenged ballot papers" and include the ballot papers therein the count ;

(c) count, in such manner as may be prescribed, the votes cast in favour of each contesting candidate excluding from the count the ballot papers which bear-

[103][(i) no official mark and signature ;]

(ii) any writing or any mark other than the official mark and the prescribed mark or to which a piece of paper or any other object of any kind has been attached ;

---

[102] The words and comma “election agents, polling agents and election observers shall be allowed to remain” were substituted for the words “their election agents and polling agents shall be” by section 13 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[103] Paragraph (i) was substituted by section 7(a) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

(iii) no prescribed mark indicating the contesting candidate for whom the elector has voted ; or

(iv) any mark from which it is not clear for whom the elector has voted, provided that a ballot paper shall be deemed to have been marked in favour of a candidate if the whole or more than half of the area of the prescribed mark appears clearly within the space containing the name and symbol of that candidate ; and where the prescribed mark is divided equally between two such spaces, the ballot paper shall be deemed not to show clearly for whom the elector has voted.

(5) The Presiding Officer may recount the votes-

(a) of his own motion if he considers it necessary ; or

(b) [104][upon the request in writing] of a contesting candidate or an election agent or polling agent present if, in his opinion, the request is not unreasonable.

(6) The valid ballot papers cast in favour of each contesting candidate shall be put in separate packets and each such packet shall be sealed and shall contain a certificate as to the number of ballot papers put in it and shall also indicate the nature of the contents thereof, specifying the name and symbol of the contesting candidate to whom the packet relates.

(7) The ballot papers excluded from the count shall be put in a separate packet indicating thereon the total number of ballot papers contained therein.

(8) The packets mentioned in clause (6) and (7) shall be put in a principal packet which shall be seated by the Presiding Officer.

(9) The Presiding Officer shall, immediately after the count, prepare a statement of the count in such form as may be prescribed showing therein [105][,in both words and figures,] the number of valid votes polled by each contesting candidate and the ballot paper excluded from the count.

(10) The Presiding Officer shall also prepare in the prescribed form a ballot paper account showing separately-

(a) the number of ballot papers entrusted to him ;

(b) the number of ballot papers taken out of the ballot box or boxes and counted ;

(c) the number of tendered ballot papers ;

(d) the number of challenged ballot papers ;

(e) the number of un issued ballot papers ; and

(f) the number of spoilt ballot papers.

---

[104] The words "upon the request in writing " were substituted for the words "upon the request " by section 14 of the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008 (Ord. No. 42 of 2008).

[105] The commas and words ", in both words and figures," were inserted by section 13 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[106][(11) The Presiding Officer shall, [107][***], give a certified copy of the statement of the count and the ballot-paper account, showing the numbers in both words and figures, to such of the candidates, their election agents or polling agents as may be present, and obtain a receipt for such copy, and if any such person refuses to give any receipt, the Presiding Officer shall record that fact.]

(12) The Presiding Officer shall seal in separate packets-

(a) un issued ballot papers ;

(b) spoilt ballot papers ;

(c) tendered ballot papers ;

(d) challenged ballot papers ;

(e) the marked copies of the electoral rolls ;

(f) counterfoils of used ballot papers ;

(g) the tendered votes list ;

[108][(gg) ballot box issue forms showing the total number of ballot boxes issue and used.]

(h) the challenged votes list ; and

(i) such other papers as the Returning Officer may direct.

[109][(13) The Presiding Officer shall obtain on each statement and packet prepared under this Article the signature of such of the contesting candidates or their election agents or polling agents as may be present, and if any such person refuses to sign, the Presiding Officer shall record that fact.]

(14) A person entitled to sign a packet or statement under clause (13) may, if he so desires, also affix his seal to it.

(15) After the close of the proceedings under the foregoing clause the Presiding Officer shall, in compliance with such instructions as may be given by the Commission in this behalf, cause the packets, the statement of the count and the ballot paper account prepared by him to be sent to the Returning Officer together with such other records as the Commission may direct [110][, and shall also send a copy of the statement of the count to the Commission by post.]

---

[106] Clause (11) was substituted by section 13 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[107] The commas and words "', on application," were omitted by section 7(b) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[108] Sub-clause (gg) was added by section 11 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1994 (Act No. XXIII of 1994)

[109] Clause (13) was substituted by section 13 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[110] The comma (,) was substituted for the full-stop (.) and thereafter the words and full-stop (.) "and shall also send a copy of the statement of the count to the Commission by post." were added by section 13 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

37. (1) The Returning Officer shall give the contesting candidates and their election agents a notice in writing of the day, time and place for the consolidation of the results and, in the presence of such of the contesting candidates and election agents as may be present, consolidate in the prescribed manner the results of the count furnished by the Presiding Officer, including, therein the postal ballots received by him before the time aforesaid.

(2) Before consolidating the results of the count, the Returning Officer shall examine the ballot papers excluded from the count by the Presiding Officer and, if he finds that any such ballot paper should not have been so excluded, count it as a ballot paper cast in favour of the contesting candidate for whom the vote has been cast thereby.

(3) The Returning Officer shall also count the ballot papers received by him by post in such manner as may be prescribed and include the votes cast in favour of each contesting candidate in the consolidated statement except those which he may reject on any of the grounds mentioned in clause (4) of Article 36.

(4) The ballot papers rejected by the Returning Officer under clause (3) shall be shown separately in the consolidated statement.

(5) The Returning Officer shall not recount the valid ballot papers in respect of any polling station unless-

(a) the count by the Presiding Officer is challenged in writing by a contesting candidate or his election agent and the Returning Officer is satisfied about the reasonableness of the challenge ; or

(b) he is directed so to do by the Commission.

38. Where, after consolidation of the results of the count under Article 37, it is found that there is equality of votes between two or more contesting candidates and the addition of one vote for one such candidate would entitle him to be declared elected, the Returning Officer shall forthwith draw a lot in respect of such candidates, and the candidate on whom the lot falls shall be deemed to have received the highest number of votes entitling him to be declared elected. The lot shall be drawn in the presence of such of the contesting candidates and their election agents as may be present. The Returning Officer shall record the proceedings in writing, and obtain thereon the signature of such candidates and election agents as have been witness to the proceeding.

39. (1) The Returning Officer shall, after obtaining the result of the count under Article 37 or of the drawal of the lot under Article 38, declare by public notice the contesting candidate who has or is deemed to have received the highest number of votes to be elected.

(2) The public notice shall contain the name of, and the total number of votes received by, each contesting candidate [111][as a result of consolidation under Article 37 or drawal of lot under Article 38].

[111] The words and figure "as a result of consolidation under Article 37 or drawal of lot under Article 38" were added by section 14 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

(3) The Returning Officer shall, immediately after publication of the notice under clause (1), submit to the Commission a return of the election in the prescribed form together with a copy of the consolidated statement.

(4) The Commission shall publish in the official Gazette the name of the returned candidate.

40. The Returning Officer shall-

(a) immediately after preparing the consolidated statement and the return of election result in the prescribed manner the packets and statement opened by him for the purpose of consolidation permitting such of the candidates and their election agents, as may be present to sign the packets and affix their seals to such packets if they so desire ; and

(b) supply duly attested copies of the consolidated statement and the return of election to such of the candidates and their election agents as may desire to have them.

41. (1) After the termination of the proceedings relating to an election under Article 17 where the proceedings have been so terminated, or after the declaration of the result of an election under Article 19, or Article 39, the deposit made under Article 13 in respect of any candidate shall be returned to the person making it or to his legal representative except the deposit in respect of a candidate who has received less than one eighth of the total number of votes cast at the election.

(2) A deposit which is not required to be returned under clause (1) shall be forfeited to the Government.

42. (1) The Returning Officer shall retain on behalf of the Commission-

(a) the packets containing the ballot papers each of which shall be sealed with the seal of the Presiding Officer, or, if opened by the Returning Officer, with the seal of the Returning Officer ;

(b) the packets containing the counterfoils of issued ballot papers ;

(c) the packets containing the marked copies of the electoral rolls ;

(d) the packets containing the ballot paper account ;

(e) the packet containing the tendered ballot papers, the challenged ballot papers, the tendered votes list and the challenged votes list ; and

(f) such other papers as the Commission may direct.

(2) The Returning Officer shall endorse on each packet retained under clause (1) the description of its contents, the date of the election to which the contents relate and the name and number of the constituency for which the election was held.

(3) The documents contained in the packets mentioned in clause (1) shall be retained for a period of one year, and thereafter the Commission shall, unless otherwise directed by the High Court Division, cause them to be destroyed.

43. The documents retained under Article 42, except the ballot papers, shall be open to public inspection at such time and subject to such conditions as may be prescribed, and the Returning Officer shall, upon an application made in this behalf and on payment of such fee and subject to such conditions as may be prescribed, furnish copies of, or extracts from, those documents.

44. (1) The High Court Division may order the opening of packets of counterfoils and certificates or the inspection of any counted ballot papers.

(2) An order under clause (1) may be made subject to such conditions as to persons, time, place and mode of inspection, production of documents and opening of packets as the High Court Division making the order may think expedient:

Provided that in making and carrying into effect an order for the inspection of counted ballot papers, care shall be taken that no vote shall be disclosed until it has been held by the High Court Division to be invalid.

(3) Where an order is made under clause (1), the production by the Returning Officer of any document in such manner as may be directed by the order shall be conclusive evidence that the document relates to the election specified in the order, and any endorsement or any packet of ballot papers so produced shall be Prima facie evidence that the ballot papers are what the endorsement states them to be.

(4) The production from proper custody of a ballot paper purporting to have been used at an election, and of a counterfoil having a number, shall be Prima facie evidence that the elector whose vote was given by that ballot paper was the elector who had on the electoral roll the same number as was written on the counterfoil.

(5) Save as in this section provided, no person shall be allowed to inspect any rejected or counted ballot paper in the possession of the Returning Officer.

[112]CHAPTER IIIA

ELECTION EXPENSES

44A. In this Chapter, "election expenses" means any expenditure incurred or payment made, whether by way of gift, loan, advance, deposit or otherwise, for the arrangement, conduct or benefit of, or in connection with, or incidental to, the election of a candidate, including the expenditure on account of issuing circulars or publications or otherwise presenting to the electors the candidate or his views, aims or objects, but does not include the deposit made under Article 13.

---

[112] CHAPTER IIIA was inserted by section 3 of the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1985 (Ordinance No. IV of 1985).

44AA. (1) [113][At the time of submitting the nomination paper, every contesting candidate shall submit to the Returning Officer,] a statement, in the prescribed form, of the probable sources of fund to meet his election expenses showing-

(a) the sum to be provided by him from his own income and the sources of such income ;

(b) the sum to be borrowed, or received as voluntary contribution, from his relations and the sources of their income ;

(c) the sum to be borrowed, or received as voluntary contribution, from any other person ;

(d) the sum to received as voluntary contribution from any political party, organisation or association ;

(e) the sum to be received from any other source [114][:

Provided that the provisions of sub-clauses (a) to (e) shall not apply to a case where the amount of such sum is not more than taka five thousand to be received as voluntary contribution or grant.]

Explanation - In this clause, "relations" mean spouse, parents, sons, daughters, brothers and sisters.

(2) The statement under clause (1) shall be accompanied by a statement, in the prescribed form, of the contesting candidate's assets and liabilities and his annual income and expenditure and [115][***], a copy of the income-tax return last submitted by him.

(3) A copy of the statement submitted under clause (1), together with a copy of the statement and the return mentioned in clause (2), shall be sent by the contesting candidate to the Commission by registered post at the time of their submission to Returning Officer.

(4) If the contesting candidate receives any sum from any source other than any of the sources mentioned in his statement submitted under clause (1), he shall, [116][with the return under clause (1) of Article 44C] , submit a supplementary statement to the Returning Officer showing the sum so received and the source from which it is received, and a copy of such statement shall be sent by him to the Commission by registered post at the time of its submission to the Returning Officer.

---

[113] The words and commas "At the time of submitting the nomination paper, every contesting candidate shall submit to the Returning Officer," were substituted for the words and commas "Every contesting candidate shall submit to the Returning Officer, within seven days next followings the withdrawal day," by section 15 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[114] The colon (:) was substituted for the full stop (.) at the end and thereafter the proviso was added by section 15 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[115] The commas and words ", if he is an income tax assessee." were omitted by section 8 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[116] The words, figures and bracket "with the return under clause (1) of Article 44C" were substituted for the words "within three days after receipt of such sum" by section 15 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

44B. (1) No person shall, except to the extent provided in clause (2), make any payment whatsoever towards the election expenses of a candidate except to the election agent of such candidate.

(2) No person other than the election agent of a contesting candidate shall incur any election expenses of such candidate:

Provided that-

[117][* * *]

(ii) any person may, if so authorised by the election agent in writing specifying a maximum amount, to the extent of such amount, make payment for stationery, postage, telegram and other petty expenses.

[118] [[119] [(3) The election expenses of a contesting candidate, including the expenditure incurred for him by the political party which has nominated him as its candidate, shall not exceed taka [120][[121][twenty five] lakh:] [122][:

Provided further that the election expenses of a contesting candidate shall be determined per capita on the basis of total number of electors in a constituency and a notification to that effect shall be published in the official Gazette.]

(3A) The amount of the money mentioned in clause (3) or any portion thereof shall not be utilised for-

(a) printing of a poster with more than one colour ; or

[123][(aa) printing of a poster of a size bigger than the size prescribed or specified by the Commission ; or]

[124][***]

(d) setting up a pandal covering an area of more than four hundred square feet ; or

(e) making any banner by using any cloth ; or

(f) employing or using more than three microphones or loudspeakers at a time in a constituency ; or

(g) commencing election publicity in any manner at any time three weeks prior to the date fixed for the poll ; or

---

[117] Sub-clause (i) was omitted by section 17 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[118] Clauses (3) and (3A) were substituted for former clause (3) by section 3 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[119] Clause (3) was substituted by section 17 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[120] The words “fifteen lakh” were substituted for the words “five lakh” by section 16 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009).

[121] The words “twenty five” were substituted for the word “fifteen” by section 11 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[122] The colon (:) was substituted for the full stop (.) at the end and thereafter the proviso was inserted by section 16 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009).

[123] Sub-clause (aa) was inserted by section 17 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[124] Sub-clauses (b) and (c) were omitted by section 16 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[125][(h) setting up more than one election camp or office in any union or in any ward of a municipality or city, or more than one central election camp or office in any constituency ; or

(hh) entertainment of electors in any manner ; or]

(i) using any vehicle or vessel such as, truck, bus, car, taxi, motor cycle and speed-boat, for taking out any procession ; or

[126][(ii) hiring or using any vehicle or vessel of any kind for conveying electors to or from any polling station ; or]

(j) illumination by use of electricity in any form ; or

(k) using symbol or portrait of a candidate with more than one colour ; or

(l) display of a symbol exceeding the size prescribed by the Commission. [127][; or

(m) writing in ink or paint or in any manner whatsoever as means of advertisement for propagating election campaign [128][; or]

[129][(n) to operate camps on the polling day.]

[130][(3B) Any money utilized in violation of any provision of clause (3A) shall be deemed to be election expenses incurred by the contesting candidate concerned in excess of the amount mentioned in clause (3) and shall be deemed to be a contravention of Article 44B.]

(4) Any candidate incurring personal expenditure and any person making any payment under clause (2) shall, within [131][seven days] of the declaration of the result of the election, send to the election agent a statement of such expenditure or particulars of such payment.

(5) An election agent shall, by a bill stating the particulars and by a receipt, vouch for every payment made in respect of election expenses except where the amount is less than Taka [132][one hundred].

[133][44BB. Every election agent or, where there is no such agent, the contesting candidate shall-

(a) open as separate account with a scheduled bank for the purpose of making payments of the election expense, other than personal expenditure, that may be incurred in pursuance of the provisions of Article 44B ;

---

[125] Sub-clauses (h) and (hh) were substituted for former sub-clause (h) by section 17 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[126] Sub-clause (ii) was inserted by section 17 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[127] The semi-colon (;) and word " ; or" were substituted for the full-stop (.) and thereafter sub-clause (m) was added by section 12 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1994 (XXIII of 1994)

[128] The semi-colon (;) and word " ; or" were substituted for the full-stop (.) and thereafter sub-clause (n) was inserted by section 16(d) of Representation of the People (Amendment) Act, 2009 (Act No.XIII of 2009)(with effect from 19th August, 2008)

[129] Clause (n) was inserted by section 16 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[130] Clause (3B) was inserted by section 17 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[131] The words "seven days" were substituted for the words "fourteen days" by section 3 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[132] The words "one hundred" were substituted for the words "five hundred" by section 3 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[133] Article 44BB was inserted by section 4 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1996 (Act No. XIII of 1996)

(b) make from that account all payments towards the said election expense, other than personal expenditure.]

44C. (1) Every election agent of a contesting candidate shall, within [134][thirty days] after the publication of the name of the returned candidate under Article 19, or Article 39, submit to the Returning Officer a return of election expenses in the prescribed form containing-

(a) a statement of all payments made by him [135][each day] together with all the bill and receipts ;

[136][(aa) a statement certified by the scheduled bank refered to in clause (a) of article 44BB showing the amount deposited in and withdrawn from the account opened under that clause ;]

(b) a statement of the amount of personal expenditure, if any, incurred by the contesting candidate ;

(c) a statement of all disputed claims of which the election agent is aware ;

(d) a statemer of all unpaid claims, if any, of which the election agent is aware ;

[137][(e) a statement of all sums received from any sources, together with evidence of such receipts, for the purpose of election expenses, specifying the name of every such source.]

(2) The return submitted under clause (1) shall be accompanied by an affidavit sworn severally by the contesting candidate and his election agent or, where a contesting candidate is his own election agent, only by such candidate.

[138][(3) A copy of return submitted under clause (1), together with a copy of the affidavit mentioned in clause (2), shall be sent by the election agent to the Commission by registered post at the time of their submission to the Returning Officer.]

[139][44CC. (1) Every political party setting up any candidate for election shall maintain proper account of all its income and expenditure for the period from the date of publication of notification under clause (1) of Article 11 till the completion of elections in all the constituencies in which it has set up candidates and such account shall show clearly the amount received by it as donation above [140] [taka five thousand] from any candidate or any person seeking nomination or from any other person or source giving their names and addresses and the amount received from each of them and the mode of receipt.

---

[134] The words “thirty days” were substituted for words “fifteen days” by section 17 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009).

[135] The words “each day” were inserted by section 3 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[136] Sub-clause (aa) was inserted by section 5 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1996 (Act No. XIII of 1996)

[137] Sub-clause (e) was substituted by section 4 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[138] Clause (3) was inserted by section 4 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[139] Articles 44CC and 44CCC were inserted by section 18 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001).

[140] The words “taka five thousand” were substituted for words “taka one thousand” by section 18 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009).

(2) The funds of every such political party shall be deposited and maintained in any scheduled bank.

(3) No such political party shall expend during the aforesaid period for election purposes, including election expenses for the contesting candidates set up by it, an amount exceeding-

(a) where the number of such candidates is more than two hundred, [141][taka four crore and fifty lakh],

(b) where the number of such candidates is more than one hundred but not more than two hundred, [142][taka three crore],

(c) where the number of such candidates is, [143][more than fifty but not more than one hundred, taka one crore and fifty lakh] [144][,

(d) where the number of such candidates is not more than fifty, taka seventy five lakh:

Provided that the amount mentioned in sub-clauses (a), (b), (c) and (d) shall be subject to maximum taka one lakh and fifty thousand per candidate [145][:

Provided further that the expenditure incurred by the party chief for travelling to various constituencies for the purposes of election campaign shall be excluded.]]

(4) No such political party shall receive any donation amounting to more than [146][taka twenty thousand] unless it is made by cheque.

(5) If any political party contravenes any provision of this Article, it shall be punishable with fine which may extend to taka ten lakh.

44CCC. (1) Every political party nominating any candidate for election shall submit to the [147][Commission, for its scrutiny, within ninety days] of the completion of election in all constituencies, an expenditure statement giving details of the expenses incurred or authorised by it in connection with the election of its candidates for the period from the date of publication of the notification under clause (1) of Article 11 till the completion of elections in all the constituencies in which it has set up candidates.

---

[141] The words “taka four crore and fifty lakh” were substituted for words “taka one hundred and fifty lakh” by section 18 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[142] The words “taka three crore” were substituted for words and comma “taka one hundred lakh” by section 18 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[143] The words “more than fifty but not more than one hundred, taka one crore and fifty lakh” were substituted for the words “not more than one hundred taka seventy five lakh” by section 18 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[144] The comma (,) was substituted for the full stop (.) at the end and thereafter sub-clause (d) was added by section 18 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[145] The colon (:) was substituted for the full-stop (.) and thereafter the proviso was added by section 12 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[146] The words “taka twenty thousand” were substituted for the words “taka one thousand” by section 18 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[147] The words and commas “Commission, for its scrutiny, within ninety days” were substituted for the words and commas “Returning Officers concerned, for their scrutiny, within sixty days” by section 19 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

(2) The expenditure mentioned in clause (1) shall include, to be shown separately, expenditure incurred on general propagation of the manifesto, policy, aims and objects of the party and expenditure incurred or authorized in connection with the election of each of its contesting candidates.

(3) [148][Every statement submitted under clause (1) shall be certified to be correct and complete by the secretary to the party, showing] the opening balance of the party funds on the date of publication of the notification under clause (1), of Article 11, the closing balance of the funds on the date of completion of election in all constituencies and the total amount received by the party, as donation or otherwise, during the period between the said two dates.

[149][***]

[150][(5) If any registered political party fails to submit its expenditure statement within the time specified in clause (1), the Commission shall issue a notice of warning directing it to submit the statement within thirty days and if the concerned registered political party fails to submit it within that period of time, the Commission may, subject to payment of a fine of taka ten thousand, extend the time for another fifteen days, and if such registered political party fails to submit its statement within that extended time, the Commission may cancel its registration.]

[151][44D.(1) The statement, return and documents submitted under Articles 44AA, 44C and 44CCC shall be kept by the Returning Officer or the Commission, as the case may be, in his or its office or at such other convenient place as he or it may think fit and shall, during one year from the date of receipt, be open for inspection by any person on payment of the prescribed fees.

(2) The Commission or the Retuning Officer shall, on an application made in this behalf and on payment of the prescribed fees, give any person copies of any statement, return or document or any part thereof kept under clause (1).

(3) The copies of the statements, return or documents under clause (1) shall be published in the website of the Commission.]

---

[148] The words and figure “Every statement submitted under clause (1) shall be certified to be correct and complete by the secretary to the party, showing” were substituted for the words and commas “Every political party shall furnish to the commission a separate statement, certified to be correct and complete by the secretary to the party, showing” by section 19 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[149] Clause (4) was omitted by section 19 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[150] Clause (5) was added by section 19 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[151] Article 44D was substituted by section 20 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009).

[152]CHAPTER IIIB

ADMINISTRATION AND CONDUCT DURING ELECTION PERIOD

44E. (1) During the period after the publication of a notification under Article 11 and the expiration of fifteen days after the declaration of the result of the election by the Returning Officer under Article 39, no-

[153][***]

[154][(aa) Divisional Commissioner ;

(aaa) Metropolitan Police Commissioner ;]

(b) Deputy Commissioner,

(c) Superintendent of Police, or

(d) Officer subordinate to any of them serving in the [155][division, district or metropolitan area] concerned, shall be transfered to any place without prior consultation with the Commission.

[156][(2) When it appears necessary to transfer any employee of any department of the Government or of any other organisation in the interest of fair election, the Commission may request the concerned authority in the matter in writing and such transfer shall have to be made effective as soon as possible on receipt of such request from the Commission.]

(3) No person whose name appears in a panel prepared under Article 9 shall be transfered outside the district without the prior approval of the Returning Officer till the polls are taken.

(4) All persons mentioned in clause (1) shall render all such assistance and help as may be required by the Returing Officer for the purposes of the election.]

CHAPTER IV

[ELECTION EXPENSES

[Omitted]

Omitted by section 6 of the Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 1978 (L of 1978).]

---

[152] CHAPTER IIIB was inserted by section 13 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1994 (Act No. XXIII of 1994).

[153] Sub-clause (a) was omitted by section 21 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[154] Sub-clause (aa) and (aaa) were substituted for the sub-clause (aa) by section 13(a)(i) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[155] The words and comma “division, district or metropolitan area” were substituted for the word “district” by section 13(a)(ii) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[156] Clause (2) was substituted by section 13(b) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

CHAPTER V

ELECTION DISPUTES

[157][49. (1) No election shall be called in question except by an election petition presented by a candidate for that election in accordance with the provisions of this Chapter.

(2) An election petition shall be presented to the High Court Division within such time as may be prescribed.

(3) An election petition shall be accompanied by as many copies thereof as there are respondents mentioned in the petition and every such copy shall be attested by the petitioner under his own signature to be a true copy of the petition.

(4) At the time of presenting an election petition, the petitioner shall deposit in the High Court Division in accordance with the rules of the High Court Division a sum of [158][Taka five thousand] as security for the costs of the petition.]

50. The petitioner shall join as respondents to his election petition-

(a) all contesting candidates ; and

(b) any other candidate against whom any allegation, if any, of any corrupt or illegal practice is made [159][.]

[160][* * *]

Explanation In this Article and in the following provisions of this Chapter, "corrupt or illegal practice" means a "corrupt practice" or an "illegal practice" within the meaning of Chapter VI.

51. (1) Every election petition shall contain-

(a) a precise statement of the material facts on which the petitioner relies ;

(b) full particulars of any corrupt or illegal practice or other illegal act alleged to have been committed, including as full a statement as possible of the names of the parties alleged to have committed such corrupt or illegal practice or illegal act and the date and place of the commission of such practice or act ; and

(c) the relief claimed by the petitioner.

(2) A petitioner may claim as relief any of the following declarations, namely-

(a) that the election of the returned candidate is void ;

(b) that the election of the returned candidate is void and that the petitioner or some other person has been duly elected ; or

(c) that the election as a whole is void.

---

[157] Article 49 was substituted by section 19 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[158] The words "taka five thousand" were substituted for the words "Taka two thousand" by section 14 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[159] The full-stop (.) was substituted for comma (,) at the end of clause (b) by section 20 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[160] The words and full-stop "and shall serve personally or by registered post on each such respondent a copy of his petition." were omitted by section 20 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

(3) Every election petition and every schedule or annex to that petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 for the verification of pleadings.

[Omitted] 52. [Omitted by section 21 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001).]

[Omitted] 53. [Omitted by section 21 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001).]

[Omitted] 54. [Omitted by section 21 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001).]

[Omitted] 55. [Omitted by section 21 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001).]

[Omitted] 56. [Omitted by section 21 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001).]

57. (1) Subject to the provisions of this Order and the rules, every election petition shall be tried, as nearly as may be, in accordance with the procedure for the trial of suits under the Code of Civil Procedure, 1908:

Provided that the High Court Division may-

(a) make a memorandum of the substance of the evidence of each witness as his examination proceeds unless it considers that there is special reason for taking down the evidence of any witness in full ; and

(b) refuse to examine a witness if it considers that his evidence is not material or that he has been called on a frivolous ground for the purpose of delaying the proceedings.

(2) Subject to the provisions of this Order the Evidence Act, 1872, shall apply for the trial of an election petition.

(3) The High Court Division may, at any time, upon such terms and on payment of such fee as it may direct, allow a petition to be amended in such manner as may, in its opinion, be necessary for ensuring a fair and effective trial and for determining the real questions at issue, so however that no new ground of challenge to the election is permitted to be raised.

(4) At any time during the trial of an election petition, the High Court Division may call upon the petitioner to deposit such further sum by way of security, in addition to the sum deposited under Article 49, as it may think fit.

[161][(5) The High Court Division shall not adjourn the trial of an election petition for any purpose unless such adjournment is in its opinion necessary in the interest of justice.

---

[161] Clauses (5) and (6) were inserted by section 3 of the Representation of People (Amendment) Act, 1981 (Act No. XVI of 1981)

(6) The High Court Division shall try an election petition as expeditiously as possible and shall endeavour to conclude the trial within six months from the date on which the election petition is [162][presented] to it for trial [163][.]

[164][* * *]]

58. The High Court Division shall dismiss an election petition, if-

(a) the provisions of [165][Article 49 or] Article 50 or Article 51 have not been complied with ; or

(b) the petitioner fails to make the further deposit required under clause (4) of Article 57.

[Omitted] 59. [Omitted by section 24 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001).]

60. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, no document shall be inadmissible in evidence at the trial of an election petition only on the ground that it is not duly stamped or registered.

(2) No witness shall be excused from answering any question as to any matter in issue, or relevant to a matter in issue, in the trial of an election petition upon the ground that the answer to such question may incriminate or tend to incriminate him or that it may expose or tend to expose him to penalty or forfeiture but no witness shall be required or permitted to state for whom he has voted at an election.

(3) A witness who answers truly all questions which he is required to answer shall be entitled to receive a certificate of indemnity from the High Court Division and answer given by him to a question put by or before the High Court Division shall not, except in the case of any criminal proceeding for perjury in respect of his evidence be admissible in evidence against him in any civil or criminal proceedings.

(4) A certificate of indemnity granted to any witness under clause (3) may be pleaded by him in any Court and shall be a full and complete defence to or upon any charge under Chapter IXA of the Penal Code or under this Order arising out of the matter to which such certificate relates but it shall not be deemed to relieve him from any disqualification in connection with an election imposed by any law for the time being in force.

(5) The reasonable expenses incurred by any person in attending to give evidence may be allowed to him by the High Court Division and shall, unless the High Court Division otherwise directs, be deemed to be part of the costs.

---

[162] The word "presented" was substituted for the word "referred" by section 22 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[163] The full-stop (.) was substituted for colon (:) by section 22 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[164] The proviso was omitted by section 22 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[165] The words and figure "Article 49 or" were inserted by section 23 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

61. (1) Where in an election petition a declaration is claimed that a candidate other than the returned candidate has been duly elected, the returned candidate or any other party may produce evidence to prove that the election of such other candidate would have been declared void had he been the returned candidate and had a petition been presented calling his election in question:

Provided that the returned candidate or such other party as aforesaid shall not be entitled to give such evidence unless he has, within the fourteen days next following the commencement of the trial, given notice to the High Court Division of his intention so to do and has also deposited the security referred to in Article 49.

(2) Every notice referred to in clause (1) shall be accompanied by a statement of the case, and all the provisions relating to the contents, verification, trial and procedure of an election petition, or to the security deposit in respect of an election petition shall apply to such a statement as if it were an election petition.

62. (1) The High Court Division may, upon the conclusion of the trial of an election petition, make an order-

(a) dismissing the petition ;

(b) declaring the election of the returned candidate to be void ;

(c) declaring the election of the returned candidate to be void and the petitioner or any other contesting candidate to have been duly elected ; or

(d) declaring the election as a whole to be void.

(2) Save as provided in clause (3), the decision of High Court Division on an election petition shall be final.

[166][(3) Any person aggrieved by a decision of the High Court Division may, within thirty days of the announcement of the decision, appeal to the Appellate Division, if it grants leave to appeal.]

63. (1) The High Court Division shall declare the election of the returned candidate to be void if it is satisfied that-

(a) the nomination of the returned candidate was invalid ; or

(b) the returned candidate was not, on the nomination day, qualified for, or was disqualified from, being elected as a member ; or

(c) the election of the returned candidate has been procured or induced by any corrupt or illegal practice ; or

(d) a corrupt or illegal practice has been committed by the returned candidate or his election agent or by any other person with the connivance of the candidate or his election agent ; or

---

[166] Clause (3) was substituted by section 27 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[167][(e) The returned candidate has spent more money than what is allowed under Article 44B(3).]

(2) The election of a returned candidate shall not be declared void on the ground

(a) that any corrupt, or illegal practice has been committed if the High Court Division is satisfied that it was not committed by, or with consent or connivance of, that candidate or his election agent and that the candidate and the election agent took all reasonable precaution to prevent its commission ; or

(b) that any of the other contesting candidates was, on the nomination day, not qualified for, or was disqualified from, being elected as a member.

64. The High Court Division shall declare the election of the returned candidate to be void and the petitioner or any other contesting candidate to have been duly elected, if it is so claimed by the petitioner or any of the respondents and the High Court Division is satisfied that the petitioner or such other contesting candidate was entitled to be declared elected.

65. The High Court Division shall declare the election as a whole to be void if it is satisfied that the result of the election has been materially affected by reason of-

(a) the failure of any person to comply with the provisions of this Order and the rules ; or

(b) the prevalence of extensive corrupt or illegal practice at the election.

66. (1) Where, after the conclusion of the trial, it appears that there is an equality of votes between two or more contesting candidates, and the addition of one vote for one such candidate would entitle him to be declared elected, the High Court Division shall so inform the Commission. In the event that no appeal is filed against the decision of the High Court Division, the Commission shall, after expiry of the period specified for the filing of an appeal, direct a fresh poll to be taken in respect of the said candidate, and fix a date for such poll, but otherwise, the Commission shall await the result of the appeal and shall act as above only if the decision of the High Court Division is uphold in appeal on all points.

(2) All the provisions of this Order relating to polling, counting of votes, preparation of ballot paper account declaration of result and preservation and inspection of documents shall apply to the fresh poll as at an election held under the provisions of this order.

[168][67. (1) The High Court Division shall, as soon as possible after the conclusion of the trial of an election petition, intimate the substance of its decision to the Commission and shall, as soon as may be, send to the Commission an authenticated copy of its order.

---

[167] Sub-clause (e) was added by section 15 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1994 (Act No. XXIII of 1994)

[168] Article 67 was substituted by section 29 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

(2) As soon as may be after the receipt of any order made by the High Court Division under Article 62, the Commission shall publish it in the official Gazette.

(3) An order made by the High Court Division under Article 62 shall take effect on the date on which it is made.]

68. [169][(1) An election petition may be withdrawn by leave of the High Court Division].

(2) Where leave is granted by the High Court Division, the petitioner shall be ordered to pay the costs incurred by the respondents to the election petition or such portion thereof as the High Court Division may direct.

69. (1) An election petition shall abate on the death of a sole petitioner or of the sole survivor of several petitioners.

[170][(2) Where an election petition abates under clause (1), notice of the abatement shall be given by the High Court Division to the Commission.]

70. If, before the conclusion of the trial of an election petition, a respondent dies or gives notice in the prescribed form that he does not intend to contest the petition, and no respondent remains to contest the petition, the High Court Division shall, without any further hearing, or after giving such persons as it may think fit an opportunity of being heard, decide the case ex parte.

71. Where, at any stage of the trial of an election petition, no petitioner makes an appearance, the High Court Division may dismiss the petition for default, and make such order as to costs as it may think fit.

72. (1) The High Court Division shall, when making an order under Article 62, also make an order determining in its discretion the costs and specifying the persons by and to whom such costs are to be paid.

(2) If, in any order as to costs under clause (1), there is a direction for the payment or costs by any party to any person, such costs shall, if they have not already been paid, be payable in full, and shall upon application in writing in that behalf made to the High Court Division within six months of the order by the person to whom costs have been awarded, be paid, as far as possible, out of the security for costs deposited by such party.

(3) Where no costs have been awarded against a party who has deposited security for costs, or where no application for payment of costs has been made within the aforesaid six months, or where a residue remains after costs have been paid out of the security, such security or the residue thereof, as the case may be, shall, upon application in writing therefor by the person who made the deposit or by his legal representative, be returned by the High Court Division to the person making the application.

---

[169] Clause (1) was substituted by section 30 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[170] Clause (2) was substituted by section 31 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

(4) Any order for costs may be enforced upon application in writing made to the principal civil Court of original jurisdiction of the district in which the person from whom the costs are to be recovered resides or owns property, or of the district in which the constituency, or any part of the constituency, to which the disputed election relates, is situated as if such order were a decree passed by that Court:

Provided that no proceeding shall be brought under this clause except in respect of costs which have not been recovered by an application under clause (2).

CHAPTER VI

OFFENCES, PENALTY AND PROCEDURE

73. A person is guilty of corrupt practice punishable with [171] [rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine], if he-

[172][* * *]

[173][(2) has not any election expenses from any source other than sources specified by the contesting candidate in the statement or the supplementary statement submitted under Article 44AA ;

(2A) contravenes the provisions of Article 44B ;

(2B) is guilty of bribery, personation or undue influence ;]

(3) makes or publishes a false statement-

(a) concerning the personal character of a candidate or any of his relations calculated to adversely affect the election of such candidate or for the purpose of promoting or procuring the election of another candidate unless he proves that he had reasonable grounds for believing and did believe, the statement to be true ;

(b) relating to the symbol of a candidate, whether or not such symbol has been allocated to such candidate ; or

(c) regarding the withdrawal of a candidate ;

(4) calls upon or persuades any person to vote, or to refrain from voting for any candidate on the ground that he belongs to a particular religion, community, race, caste, sect or tribe ;

---

[171] The words and comma "rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine" were substituted for the words and comma "imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to Taka one thousand or with both" by section 7 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[172] Clause (1) was omitted by section 7 of the Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 1978 (Ordinance No. L of 1978)

[173] Clauses (2), (2A) and (2B were substituted for former the clauses (2) and (2A) by section 7 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

(5) knowingly, in order to support or oppose a candidate, lets, lends, employs, hires, borrows or uses any vehicle or vessel for the purpose of conveying to or from the polling station any elector except himself and members of his immediate family ; or

(6) causes or attempts to cause any person present and waiting to vote at the polling station to depart without voting.

74. A person is guilty of illegal practice [174] [punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine], if he-

[175][* * *]

[176][(2) fails to comply with the provisions of Article [177][44AA or] 44C

(2A) obtains or procures, or attempts to obtain or procure, the assistance of any person in the service of Bangladesh to further or hinder the election of a candidate ;]

(3) votes or applies for a ballot paper for voting at an election knowing that he is not qualified for, or is disqualified from, voting ;

(4) votes or applies for a ballot paper for voting more than once in the same polling station ;

(5) votes or applied for a ballot paper for voting in more than one polling station for the same election ;

(6) removes a ballot paper from a polling station during the poll ; or

(7) knowingly induces or procures any person to do any of the aforesaid acts.

75. A person is guilty of bribery, if he, directly or indirectly, by himself or by any other person on his behalf,-

(1) receives or agrees to receive or contracts for any gratification for voting or refraining from voting, or for being or refraining from being a candidate at, or for withdrawing from an election ;

(2) gives, offers or promises any gratification to any person-

(3) (a) for the purpose of inducing-

(i) a person to be, or to refrain from being a candidate at an election ;

---

[174] The words and comma "punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine" were substituted for the words "punishable with fine which may extend to Taka five hundred" by section 8 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[175] Clause (1) was omitted by section 8 of the Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 1978 (Ordinance No. L of 1978)

[176] Clause (2) was substituted by section 5 of the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1985 (Ordinance No. IV of 1985)

[177] The figures, letters and word "44AA or" was inserted by section 8 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

(ii) an elector to vote, or refrain from voting at an election ; or

(iii) a candidate to withdraw an election ; or

(b) for the purpose of rewarding-

(i) a person for having been, or for having refrained from being, a candidate at an election ;

(ii) an elector for having voted or refrained from voting at an election ; or

(iii) a candidate for having withdrawn from an election.

Explanation In this article "gratification" includes a gratification in money or estimable in money and all forms of entertainment or employment.

76. A person is guilty of personation, if he votes, or applies for a ballot paper or voting, as some other person whether that other person is living or dead or fictitious.

77. A person is guilty of undue influence, if he,-

(1) in order to induce or compel any person to vote or refrain from voting, or to offer himself as a candidate, or to withdraw his candidature, at an election, directly or indirectly by himself or by any other person on his behalf,-

(a) makes or threatens to make use of any force, violence or restraint ;

(b) inflicts or threatens to inflict any injury, damage, harm or loss ;

(c) calls down or threatens to call down divine displeasure of any saint or Pir ;

(d) gives or threatens to give any religious sentence ; or

(e) uses any official influence or governmental patronage ; or

(2) on account of any person having voted or refrained from voting, or having offered himself as a candidate, or having withdrawn his candidature, does any of the acts specified in sub clause (1) ;

(3) by abduction, duress or any fraudulent device or contrivance,-

(a) impedes or prevents the free exercise of the franchise by an elector ; or

(b) compels, induces or prevails upon any elector to vote or refrain in from voting.

Explanation In this Article "harm" includes socialostracism or ex communication or expulsion from any caste or community.

78. (1) No person shall convene, hold or attend any public meeting, and no person shall promote or join in any procession within the area of any constituency [178][during the period beginning at forty-eight hours prior to start of the poll and ending at forty-eight hours after conclusion of the poll] for any election in that constituency.

---

[178] The words "during the period beginning at forty-eight hours prior to start of the poll and ending at forty-eight hours after conclusion of the poll" were substituted for the words "during a period of forty-eight hours ending at midnight following the conclusion of the poll" by section 22 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[179][(1A) During the time mentioned in Article 78(1) no person shall:

(a) resort to an act of violence or unruly behaviour,

(b) hold threats or intimidate voters or persons connected with election activities or duties,

(c) show or use any arms or force.]

(2) Any person who contravenes [180][the provisions of clause (1) or clause (1A)] shall be punishable with [181][rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine].

79. A person is guilty of an offence [182][punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall not be less than six months, and also with fine], if he, within a radius of four hundred yards of the polling station, on the polling day-

(1) canvasses for votes ;

(2) solicits the vote of any elector ;

(3) persuades any elector not to vote at the election or for a particular candidate ; or

(4) exhibits, except with the permission of the Returning Officer and as a place reserved for the candidate or his election agent beyond the radius of one hundred yards of the polling station, any notice, sign, banner or flag designed to encourage the electors to vote, or discourage the electors from voting, for any contesting candidate.

80. A person is guilty of an offence punishable with imprisonment for a term which may extend to [183][three years and shall not be less than six months, and also with fine], if he, on the polling day,-

(1) uses, in such manner as to be audible within the polling station, any gramophone, megaphone, loudspeaker or other apparatus for reproducing or amplifying sounds ;

(2) persistently shouts in such manner as to be audible within the polling station ;

---

[179] Clause (1A) was inserted by section 16 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1994 (Act No. XXIII of 1994)

[180] The words, numbers and bracket "the provisions of clause (1) or clause (1A)" were substituted for the words "the provisions of clause (1)" by section 9 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[181] The words and comma "rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine" were substituted for the words "rigorous imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to Taka one thousand or with both " by section 9 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[182] The words "punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall not be less than six months, and also with fine" were substituted for the words "punishable with fine which may extend to Taka two hundred and fifty" by section 10 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[183] The words and comma "three years and shall not be less than six months, and also with fine" were substituted for the words and commas "three months, or with fine which may extend to Taka two hundred and fifty, or with both" by section 11 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

(3) does any act which-

(a) disturbs or causes annoyance to any elector visiting a polling station for the purpose of voting ; or

(b) interferes with the performance of the duty of a Presiding Officer, Assistant Presiding Officer, Polling any duty at a polling station ; or

(4) abets the doing of any of the aforesaid acts.

81. (1) Except as provided in clause (2) a person is guilty of an offence punishable with [184][rigorous imprisonment for a term which may extend to [185][seven years] and shall not be less than three years, and also with fine, if he-

(a) intentionally defaces or destroys any nomination paper, ballot paper or official mark on a ballot paper ;

(b) intentionally takes out of the polling station any ballot paper or puts into any ballot box any ballot paper other than the ballot paper he is authorised by law to put in ;

[186][(bb) is found in possession of any ballot paper or ballot paper book or is seen exhibiting them before the members of the public outside the polling station ;]

(c) without due authority,-

(i) supplies any ballot paper to any person ;

(ii) destroys, takes, opens or otherwise interferes with any ballot box or packet of ballot papers in use for the purpose of election ; or

(iii) breaks any seal affixed in accordance with the provisions of this Order ;

[187][(cc) without due authority and reasonable excuse destroy or interfere with any device, accessories or software programme that is used, or intended to be used, for or in connection with EVM.]

(d) forges any ballot paper or official mark ;

(e) causes any delay or interruption in the beginning, conduct or completion of the procedure required to be immediately carried out on the close of the poll [188][;

(f) in the furtherance of the prospect of the election of a contesting candidate or to subvert election, captures, or abets or connives at, the capturing of, a polling station or polling booth-

(i) and compels the polling authorities to surrender the ballot papers, ballot boxes or other polling materials and documents and do any other acts affecting the orderly conduct of election or counting of votes or preparation of documents relating to election ; or

---

[184] The words and comma "rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years and shall not be less than three years, and also with fine" were substituted for the words and commas "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to Taka five hundred, or with both" by section 12 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991).

[185] The words "seven years" were substituted for the words "ten years" by section 23 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[186] Sub-clause (bb) was inserted by section 23 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[187] Sub-clause (cc) was inserted after sub-clause (c) by section 7 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2019 (Act No 4 of 2019).

[188] The semi-colon (;) was substituted for the full-stop(.) and thereafter sub-clause (f) was added by section 34 of the Representation of the (Amendment) Act,2001 (Act No. LVII of 2001)

(ii) drives out any candidate or his election agent or polling agent from the polling station and compels the polling authorities to proceed with the election work in their absence ; or

(iii) drives out polling authorities, seizes the ballot papers, ballot boxes, polling materials and documents and use them fraudulently in such manner as he likes ; or

(iv) allows only his supporters or supporters of his candidate or the candidate of his political party to vote and prevents others from voting.]

(2) A Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Assistant Presiding Officer or any other officer or clerk on duty in connection with the election, who is guilty of an offence under clause (1), shall be punishable with [189][rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years and shall not be less than three years, and also with fine].

82. A person is guilty of an offence punishable with imprisonment for a term which may extend to [190][five years and shall not be less than one year, and also with fine], if he-

(1) interferes or attempts to interfere with an elector when he records his vote ;

(2) in any manner obtains or attempts to obtain in a polling station information as to the candidate for whom an elector is about to vote or has voted ; or

(3) communicates at any time any information obtained in a polling station as to the candidate for whom an elector is about to vote or has voted.

83. A Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Assistant Presiding Officer, or Polling Officer, or any candidate, election agent or polling agent attending a polling station, or any person attending at the counting of votes is guilty of an offence punishable with imprisonment for a term which may extend to [191][five years and shall not be less than one year, and also with fine] if he-

(1) fails to maintain or aid in maintaining the secrecy of voting ;

(2) communicates, except for any purpose authorised by any law, to any person before the poll is closed any information as to the official mark ; or

(3) communicates any information obtained at the counting of votes as to the candidate for whom any vote is given by any particular ballot paper.

---

[189] The words and comma “rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years and shall not be less than three years, and also with fine” were substituted for the words and commas “imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to Taka five hundred, or with both” by section 12 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[190] The words and comma “five years and shall not be less than one year, and also with fine” were substituted for the words and commas “six months, or with fine which may extend to Taka five hundred, or with both” by section 13 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[191] The words and comma “five years and shall not be less than one year, and also with fine” were substituted for the words and commas “six months, or with fine which may extend to Taka five hundred, or with both” by section 14 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

84. A Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Assistant Presiding Officer, Polling Officer or any other officer or clerk performing any duty in connection with an election, or any member of a police force, is guilty of an offence punishable with imprisonment for a term which may extend to [192][five years and shall not be less than one year, and also with fine], if he, in the conduct or management of an election or maintenance of order at a polling station,-

(1) persuades any person to give his vote ;

(2) dissuades any person from giving his vote ;

(3) influences in any manner the voting of any person ; or

(4) does any other act calculated to influence the result of the election.

[193][84A If a person by threat, intimidation, hurt or otherwise by application of force, obstructs or tries to obstruct any person performing duties in connection with any election under this Order, or obstructs or tries to obstruct any representative of media or observer authorized by the Commission in connection with any election under this Order, and/or does any harm to his body or damage to his equipment related to performance of duty or prevents or tries to prevent any voter from going to polling station to cast vote or any candidate from submitting nomination paper, or compels or tries to compel any candidate to withdraw nomination paper, shall be guilty of an offence and shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine.]

85. A Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Assistant Presiding Officer or any other person employed by any such officer in connection with his official duties imposed by or under this Order is guilty of an offence punishable [194][with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to Taka five thousand, or with both], if he, wilfully and without reasonable cause, commits breach of any such official duty, by act or omission.

86. A person in the service of Bangladesh is guilty of an offence punishable with imprisonment for a term which may extend to [195][five years and shall not be less than one year, and also with fine], if he, misuses his official position in a manner calculated to influence the result of the election.

---

[192] The words and comma “five years and shall not be less than one year, and also with fine” were substituted for the words and commas “six months, or with fine which may extend to Taka five hundred, or with both” by section 15 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[193] Article 84A was inserted by section 10 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[194] The words and commas “with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to Taka five thousand, or with both” were substituted for the words “with fine which may extend to Taka five hundred” by section 16 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[195] The words and comma “five years and shall not be less than one year, and also with fine” were substituted for the words and commas “two years, or with fine which may extend to Taka one thousand, or with both” by section 17 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (Act No. X of 1991)

[196][87. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), or in any other law for the time being in force, a member of any law enforcing agency performing any duty in connection with an election-

(a) shall have, even if he is not a police officer, the same powers as a police officer has under the said Code for arrest without warrant any person, other than a person performing any duty in connection with an election, who commits an offence under Article 73(2B),[197][(4),] (5) and (6), Article 74(2A), (3), (4), (5) and (6), Article 78, Article 79, Article 80, Article 81(1) and Article 82, or for the maintenance of peace, law and order, in the polling station or within a radius of four hundred yards of the polling station, on the polling day, as if he were a police officer ;

(b) shall arrest without warrant any person who commits an offence under any of the Articles mentioned in clause (a), if the Returning Officer or the Presiding Officer so directs ;

(c) may arrest without warrant any person, who being removed from the polling station by the Presiding Officer under Article 30, commits any offence in the polling station ;

(d) may remove any notice, sign, banner of flag used in contravention of Article 79 ;

(e) may seize any instrument or apparatus used in contravention of Article 80 ; and

(f) may take such steps, including use of force, as may be reasonably necessary for the exercise of his powers and performance of his duties under this Article.]

[198][87A. (1) Any police officer, or any other member of a law enforcing agency performing any duty in connection with an election, shall remove or cause to be removed, or direct the removal of, whenever or wherever he comes to know about it or it comes to his notice, any-

(a) multi-coloured poster or portrait of a candidate or the poster or symbol of a candidate which is bigger than the size prescribed or specified by the Commission ;

(b) gate, arch or barricade erected for a candidate ;

(c) pandal of a candidate covering an area of more than four hundred square feet ;

[199][***]

(e) micro-phone or loudspeaker used by a candidate in excess of three in number in a constituency at any given time ;

(f) election camp or office of a candidate in excess of one in union, or in a ward of a municipality or city or in excess of one central camp or office in a constituency ;

---

[196] Article 87 was substituted by section 35 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[197] The bracket, number and comma " (4)," was inserted after the word, number, bracket and comma"Article 73(2B)," by section 15 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[198] Article 87A was inserted by section 36 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[199] Sub-clause (d) was omitted by section 24 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009)

(g) illumination as part of election campaign of a candidate by use of electricity in any form ; and

(h) writing in ink or paint or in any other manner whatsoever as a means of advertisement for a candidate in any wall, building, pillar, bridge, vehicle or vessel, or in any other place or object not belonging to the candidate or not meant for such advertisement.

(2) If a police officer or any other member of a law enforcing agency fails or neglects to take action under clause (1), without any reasonable cause, he shall be deemed to be guilty of inefficiency or misconduct and his appointing authority shall, on being requested to do so by the Commission or the Returning Officer, take appropriate disciplinary action against him and inform the Commission or the Returning officer, as the case may be, about the action so taken, and shall note the action in the relevant service record.

(3) A Returning Officer or an Assistant Returning Officer may direct any police officer, or any other member of a law enforcing agency performing any duty in connection with an election, to remove, within such time as he may specify, any matter, thing or article which is liable to be removed under clause (1), and such police officer or member of the law enforcing agency shall take prompt action in accordance with such direction and report compliance to the Returning Officer and the Assistant Returning Officer, and if such police officer or member of the law enforcing agency fails, refuses or neglects to comply, without any reasonable cause, he shall be deemed to be guilty of inefficiency or misconduct and the provision of clause (2) shall apply in this respect.

(4) A Returning Officer or an Assistant Returning Officer may give a direction to a candidate or his election agent to remove immediately any matter, thing or article which is liable to be removed under clause (1), and the candidate or his election agent shall act in accordance with such direction, and report compliance to the Returning Officer and the Assistant Returning Officer ; and if he fails or refuses or neglects to comply, without any reasonable cause, he shall be deemed to be guilty of corrupt practice under Article 73.

(5) Any matter, thing or article removed by any police officer or any other member of a law enforcing agency shall be deemed to have been seized from the possession of the candidate, and shall, if not destroyed in course of such removal, be kept in the custody, of the nearest police station and shall be destroyed or forfeited to the state, if no election petition is pending, after the expiry of a period of six months from the date of such custody.

(6) A police officer or any other member of a law enforcing agency may take, or cause to be taken, such steps or measures, including use of force, as may be necessary for performing any function or exercising any power under this Article.

(7) Any action taken under this Article shall be promptly communicated to the Commission, and also to the Returning Officer and the Assistant Returning Officer.

(8) Any action taken under this Article shall be in addition to, and not in derogation of, any other action or punishment that may be taken or imposed under any other provision of this Order.

(9) An action under this Article may be taken at anytime during the period from the date of the notification under clause (1) of Article 11 till the close of the poll in the entire constituency concerned (both days inclusive).]

[Omitted] 88. [Omitted by section 19 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1991 (X) of 1991.]

89. (1) No Court shall take cognizance of an offence under clause (2) of Article 81, Article 83, Article 84, Article 85 or Article 86, except upon a complaint in writing made by order of, or under authority from, the Commission.

(2) The Commission shall, if it has reason to believe that any offence specified in clause (1) has been committed, cause such enquiries to be made or prosecution to be instituted as it may think fit.

[200][89A. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898), any person for the time being performing any duty in connection with an election, excluding any member of a law enforcing agency, may, if authorized by the Commission, by general or special order, in this behalf-

(a) exercise the powers of a Magistrate of the first class under the said Code in respect of the offences punishable under [201][Article 73(2B), 74(2A), (3), (4), (5), (6),], Article 78, Article 79, Article 80, Article 81(1) and Article 82 ; and

(b) take cognizance of any such offence under any of the clauses of sub-section (1) of section 190 of the said Code,

and shall try any such offence in a summary manner in accordance with the provisions of the said Code relating to summary trials.]

90. No prosecution for an offence under Article 73 or Article 74 shall be commenced except-

(a) within six months of the commission of the offence ; or

(b) if the election at which the offence was committed is subject to an election petition and the High Court Division has made an order in respect of such offence, within three months of the date of such order.

---

[200] Article 89A was inserted by section 37 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[201] The word, numbers, brackets and commas "Article 73(2B), 74(2A), (3), (4), (5), (6)," were substituted for the words and number "Article 73 for personation" by section 16 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[202]CHAPTER VIA

REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES WITH THE COMMISSION

90A. For the purpose of this Order, any political party may be registered with the Commission subject to the conditions laid down in Article 90B.

90B. (1) If any political party desires to be registered, it shall-(a) fulfill one of the following conditions, namely-

(i) secured at least one seat with its electoral symbol in any parliamentary election held since the independence of Bangladesh ; or

(ii) secured five percent of total votes cast in the constituencies in which its candidates took part in any of the aforesaid parliamentary elections ; or

(iii) established a functional central office, by whatever name it may be called with a central committee [203][,functional] district offices in at least in one-third administrative districts, offices [204] [in] at least one hundred Upazilas or Metropolitan Thana having a minimum number of two hundred voters as its members in each of them ; and

(b) In addition to comply with the terms and conditions referred to in [205][sub-clause(a)], political party, disiring to be registered with the commission, shall have the following specific provisions in its constitution, namely-

(i) to elect the members of the committee at all levels including members of the central committee ;

(ii) to fix the goal of reserving at least 33% of all committee positions for women including the central committee and successively achieving this goal by the year [206][2030] ;

(iii) to prohibit formation of any organization or body as its affiliated or associated body [207][consisting of] the teachers or students of any educational institution or the employees or labourers of any financial, commercial or industrial institution or establishment or the members of any other profession :

Provided that nothing shall prevent them from organizing independently in their respective fields or forming association, society, trade union etc. and exercising all democratic and political rights, and individual, subject to the provisions of the existing laws, to be a member of any political party.

---

[202] CHAPTER VIA was substituted by section 25 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009).

[203] The comma and word ",functional" was substituted for the bracket, words and comma "(as a base for the organizing structure of the party in various administrative level in the country, effective)" by section 17(a) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[204] The word "in" was substituted for the word "and" by section 17(a) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[205] The word, bracket and letter "sub-clause (a)" was substituted for the word, bracket and number "clause (1)" by section 17(b) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[206] The number "2030" was substituted for the number "2020" by section 11 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[207] The words " consisting of " were substituted for the words " consisting to " by section 2 of the Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LXIV of 2009) (with effect from 25th July, 2009).

(iv) to finalize nomination of candidate by central parliamentary board of the party in consideration of panels prepared by members of the Ward, Union, Thana, Upazila or District committee, as the case may be, of concerned constituency.

(2) If an independent member of parliament joins any unregistered political party, the fact of his joining shall not qualify that party for registration with the commission.

90C. (1) A political party shall not be qualified for registration under this Chapter, if-

(a) the objectives laid down in its constitution are contrary to the Constitution of the People's Republic of Bangladesh ; or

(b) any discrimination regarding religion, race, caste, language or sex is apparent in its constitution ; or

(c) by name, flag, symbol or any other activity it threatens to destroy communal harmony or lead the country to cessation ; or

(d) its constitution reflects the objectives of maintaining and nourishing party-less or one-party system ; or

(e) there is any provision in its consititution for the establishment or operation of any office, branch or committee outside the territory of Bangladesh.

(2) No political party shall be registered under a name, under which another political party has already been registered :

Provided that where more than one party apply for registration with the same name and no party has already been registered under such name, the Commission may, after giving the parties reasonable opportunity of being heard, register any of the parties with such name.

(3) Commission shall not register any political party banned by the Government.

90D. Any political party complying with the conditions laid down in Article 90A, Article 90B and not disqualified under Article 90C may apply for registration in the prescribed manner under the signature of its Chairman and General Secretary or any other person holding the equivalent rank :

Provided that the Commission may allow any political party to apply for registration which has a provisional consititution containing provisions as specified under sub-clauses (b)(i), (b)(ii), (b)(iii) and (b)(iv) of clauses (1) of Article 90B as well as complying with the provisions under Article 90C along with a resolution of the highest policy-making body of the party, by whatever name it may be called, to the effect that the party shall submit a ratified consititution [208] [within [209] [30 (thirty) days from the date of application for registration].

---

[208] The words "within twelve months" were substituted for the words "within six months" by section 3 of the Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LXIV of 2009) (with effect from 25th July, 2009).

[209] The number and words "30 (thirty) days from the date of application for registration " were substituted for the words "twelve months from the date of first sitting of ninth parliament " by section 12 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

90E. (1) The Commission shall, after taking a decision to register a political party, issue a registration certificate in the prescribed form and shall publish it in the Official Gazette.

(2) If the application for registration of a political party is cancelled, the Commission shall, within seven working days, inform the concerned party of it in writing.

(3) The decision on registration by the Commission shall be final.

90F. (1) Subject to the provision of clause (2), a registered political party shall be entitled to-

(a) receive donation or grants from any person, company, group of companies or non-government organization except the sources mentioned in clause (1) of Article 44CC :

Provided that such amount of donation or grants shall not exceed the following limits, in a calendar year-

(i) in the case of a person, taka [210][ten] lakh or property or service equivalent to it ;

(ii) in the case of a company or organization, taka [211][fifty] lakh or property or service equivalent to it ;

(b) one of the prescribed symbols for all the candidates set up by it in any election under this Order or rules according to the preference indicated by it and the symbols so allotted shall be kept reserved for it, unless it indicates its preference for any other prescribed symbol available ;

(c) one set of election rolls in compact disk (CD) or digital versatile disk (DVD) or any other electronic format at free of cost ;

(d) broadcasting and telecasting facilities in the state-owned media during the general election to Parliament according to the principles and guidelines prescribed by the Commission ; and

(e) be consulted with by the Commission in respect of any matter relating to election, particularly problems of and measures for holding election fairly, peacefully and in accordance with this Order and rules.

(2) No registered political party shall receive any gift, donation, grant or money from any other country, or non-government organization assisted by foreign aid or from any person who is not a Bangladeshi by birth or any organization established or maintained by such person.

90G. A registered political party shall inform the Commission in the prescribed manner about the compliance of the provisions in [212][clause (1)(b) of Article 90B].

---

[210] The word "ten" was substituted for the word "five" by section 18(a) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

[211] The word "fifty" was substituted for the words "twenty five" by section 18(b) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2013 (Act No. LI of 2013).

90H. (1) The registration of a political party may be cancelled for the following reasons, namely-

(a) if the party is declared dissolved according to the constitution of the party by the highest decision making body, by whichever name it is called, or an application is made to the Commission along with the minute for dissolution of the party under the signature of the chairman and general secretary of the party or any other person holding equivalent rank ;

(b) if the political party is declared banned by the Government ;

(c) if the political party fails to provide any information under this Order and rules to the Commission [213][for three consecutive years ;

(d) if the political party violates the provision of [214][clause (1)(b) of Article 90B] ; [215][***]

(e) if the political party does not participate in the parliamentary elections for two consecutive terms [216][; or

(f) if the political party fails to submit a ratified constitution within the stipulated period as mentioned in the proviso of Article 90D.]

(2) The Commission shall, prior to cancellation of registration under [217][sub-clauses (c), (d), (e) and (f)] give the concerned political party an opportunity of being heard in the prescribed manner.

(3) No political party shall be registered in the name of a political party which has been declared dissolved.

(4) The name of the dissolved and cancelled political parties shall be published in the Official Gazette.

90I. If a registered political party is aggrieved by an order of cancellation of registration by the Commission, it may prefer an appeal to the High Court Division.]

---

[212] The words,brackets, numbers and letters "clause (1)(b)of Article 90B" were substituted for the words, brackets, numbers and letters " clause (2) of Article 90B by section 4 of Representation of the People (Second Amendment) Act, 2009 (Act No. LXIV of 2009) (with effect from 25th July, 2009).

[213] The words "for three consecutive years" were substituted for the words "for consecutive years" by section 5(a) of Representation of the People (Second Amendment) Act, 2009 (Act No. LXIV of 2009)(with effect from 25th July, 2009).

[214] The words, brackets and figures "clause (1) (b) of Article 90B" were substituted for the words, brackets and figures "clause (2) or (4) of Article 90B" by section 5 of Representation of the People (Second Amendment) Act, 2009 (Act No. LXIV of 2009)(with effect from 25th July, 2009).

[215] The word "or" at the end of sub-clause (d) was omitted by section 5 of Representation of the People (Second Amendment) Act, 2009 (Act No. LXIV of 2009) (with effect from 25th July, 2009).

[216] The semi-colon (;) and the word "or" were substituted for the full stop (.) at the end of sub-clause (e) and thereafter Sub-clause (f) was added by section 5 of Representation of the People (Second Amendment) Act, 2009 (Act No. LXIV of 2009)(with effect from 25th July, 2009).

[217] The words, brackets and comma "sub-clauses (c), (d), (e) and (f)" were substituted for the words, brackets and commas "clauses (c), (d) and (e)" by section 5(b) of Representation of the People (Second Amendment) Act, 2009 (Act No. LXIV of 2009)(with effect from 25th July, 2009).

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

[218][91. [219][* * *] Save as otherwise provided, the Commission may-

(a) stop the polls at any polling station [220][or entire constituency, as the case may be,] at any stage of the [221][polling] if it is convinced that it shall not be able to ensure the conduct of the [222][polling] justly, fairly and in accordance with law due to malpractices, including coercion, intimidation and pressures, prevailing at the [223][polling] ;

[224][(aa) withhold the result of any polling station or polling stations, if it is convinced that the result of such polling station or polling stations was grossly prejudiced by malpractices including coercion, intimidation, manipulation or otherwise, and after prompt inquiry of the matter, in a manner as it may deem appropriate, direct publication of the result of such polling station or polling stations or declare the election of any such polling station or polling stations cancelled with direction for holding of a fresh poll in such polling station or polling stations, as that may seem to it to be just and appropriate ;]

(b) review an order passed by an officer under this Order or the rules, including rejection or acceptance of a ballot paper ; and

(c) issue such instructions and exercise such powers, and make such consequential orders as may, in its opinion, be necessary for ensuring that an election of any polling station is conducted impartially, justly and fairly, and in accordance with the provisions of this Order and the rules.

91A. (1) [225][* * *] The Commission shall establish a Committee to ensure the prevention and control of pre-poll irregularities, to be known as the Electoral Enquiry Committee, hereinafter referred to as "the Committee."

(2) [226][* * *] The Committee shall consist of such number of persons as may be determined by the Commission from amongst the Judicial Officers.

---

[218] Articles 91 and 91A were substituted for former Article 91 by section 17 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1994 (Act No. XXIII of 1994)

[219] The marginal note "Commission to ensure fair election, etc.-" were omitted by section 40 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[220] The words and commas "or entire constituency, as the case may be," were inserted after the words "polling station" by section 26 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[221] The word "polling" were substituted for the word "election" by section 13(a) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[222] The word "polling" were substituted for the word "election" by section 13(a) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[223] The word "polling" were substituted for the word "election" by section 13(a) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[224] Sub-clause (aa) was inserted by section 13(b) of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[225] The marginal note "Prevention and Control pre-poll irregularities:" were omitted by section 41 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[226] The marginal note "Constitution of Committee:" were omitted by section 41 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

(3) [227][* * *] The Committee shall, on the basis of information received by it, or complaints made to it, or on its own initiative, inquire into any matter or situation which in its view may constitute an offence under this order, or [228][any pre-poll irregularity including any situation or matter which, in its opinion, may involve], by any person whosoever, as act or omission constituting intimidation, obstruction, coercion, or the publication of false information, or any other act or omission intended to or actually resulting in the obstruction or frustration of the preparation for, or the conduct of, free and fair election in accordance with this Order and the rules.

(4) [229][* * *] In performing its function under this order, and subject to the direction of the Commission, the Committee may conduct any inquiry as it deems necessary before the election is over.

(5) [230][* * *] The Committee, in conducting such inquiry, shall have the right to:

(a) require, in writing, any person to appear before it and give evidence under oath or affirmation to it ; and

(b) require, in writing, any person to produce any documents or objects under his control to it.

[231][(6) After conducting an inquiry, the Committee shall inform the Commission within three days of the inquiry and may make a recommendation which may include-

(a) proposals for any order, directive or instruction to be made by the Commission to any person responsible for any act to stop such act forthwith ; or

(b) in the case of any omission, to perform any specific act, including, if necessary, the appropriate correction of any false information.]

[232][(6a) After receiving the recommendation under clause (6), the Commission may issue necessary order or instruction to the concerned person, or registered political party to implement the recommendation.

(6b) Where, any order or instruction is issued under clause (6a), the concerned person or registered political party shall carry out the same instantly.

---

[227] The marginal note "Functions of the Committee:" were omitted by section 41 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[228] The words and commas "any pre-poll irregularity including any situation or matter which, in its opinion, may involve" were substituted for the words "which may involve" by section 6 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1996 (Act No. XIII of 1996)

[229] The marginal note "Inquiry by Committee:" were omitted by section 41 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[230] The marginal note "Powers of Committee:" were omitted by section 41 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[231] Clause (6) was substituted by section 27 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[232] The words "twenty thousand taka" were substituted for the word and figure "Tk. 5000" by section 41 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

(6c) In the event of non-compliance of an order or instruction made under clause (6a), the Commission may impose a fine not exceeding taka one lakh but not less than taka twenty thousand upon the concerned person or registered political party, and by a notification published in the official Gazette, cancel the candidature of the candidate.]

[233][(7) The Commission shall, for the purpose of clause (1), specify the acts and omissions which shall be deemed to be per-poll irregularities and shall publish them in the official Gazette or in such other manner as it deems fit.

(8) Any proceeding before the Committee shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Penal Code (Act XLV of 1860).

(9) The Committee shall have the powers of a civil Court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), in respect of enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation and compelling the production of documents and material objects.]

[234][91B. (1) The Commission may, for the purpose of ensuring free and fair election, formulate a Code of Conduct not inconsistent with the Provisions of this Order.

(2) Violation of any provision of the Code of Conduct shall be deemed to be pre-poll irregularity within the meaning of article 91A.]

[235][91C. (1) The Commission may permit in writing any person, whether national or foreign, as an election observer who is in no way associated with or affiliated to, any political party or contesting candidate and who is not known for his sympathy, direct or indirect, for any particular political ideology, creed or cause or for any manifesto, program, aims or object of any political party or contesting candidate.

(2) An election observer may, in accordance with the guidelines issued by the Commission, observe any poll by staying, nearabout any polling station or entering into, with the permission of the Presiding Officer, any polling booth or polling station or by being present at the counting of votes or consolidation of the results of the count.

(3) No election observer shall be allowed to observe the poll as aforesaid, unless he displays the permit of the Commission bearing his name, nationality and photograph attested by the Commission.

---

[233] Clauses (6a), (6b) and (6c) were inserted by section 27 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[234] Article 91B was inserted by section 7 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1996 (Act No. XIII of 1996)

[235] Articles 91C and 91D were inserted by section 42 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

(4) An election observer may be asked by any Returning Officer or Presiding Officer to leave any constituency or polling station, if he is found indulging in any activities not befitting any neutral election observer or interfering with the polling process or with the work of the election authorities in any manner.

(5) Any action taken under clause (4) shall be reported to the Commission forthwith.

(6) An election observer may submit a report to the Commission or the Returning Officer on his observation about the fairness or otherwise of the poll, discipline and situation inside and outside the polling station, counting of votes, consolidation of the results of the count, compliance with the provisions of this Order or the rules or the Code of Conduct, or on any other matter relating to election.

(7) Notwithstanding anything contained in this Order, the Commission or the Returning Officer, as the case may be, may consider the report of an election observer along with any other report submitted or sent to it or him under this Order at the time of taking any decision under any provision of this Order in respect of any matter on which the report of the observer has any bearing.

91D. (1) The Commission, while making an enquiry under any provision of this Order, shall have, for the purposes of such enquiry, all the powers of a civil Court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(b) requiring the discovery and production of any document or other material object producible as evidence ;

(c) receiving evidence on affidavit ;

(d) requisitioning any public record or any copy thereof from any Court or office ;

(e) issuing commission for examination of witnesses or documents.

(2) Any proceeding before the Commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Penal Code (XLV of 1860).

(3) The Commission shall be deemed to be a civil Court within the meaning of sections 476, 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898).

(4) The Commission shall have the power to regulate its own procedure.

(5) Any person holding an enquiry under any provision of this Order, under the authority or direction of the Commission shall have the same powers as are vested in the Commission under this Article.]

[236][91E. (1) Notwithstanding anything contained in this Order or rules, if it appears to the Commission on receiving an information from any source or written report that, any contesting candidate or his agent or any other person on his behalf, by his order or under his direct or indirect consent, engages or attempts to engage in any serious illegal activity or violates or attempts to violate any provision of this Order or rules or Code of Conduct for which he may be disqualified to be elected as a member, the Commission may pass an order for an investigation of the matter giving the contesting candidate a reasonable opportunity of being heard.

(2) After receiving the investigation report under clause (1), if the Commission is satisfied that, the report was true, the Commission may, by a written order, cancel the candidature of such candidate and in that event the election shall be held among the other contesting candidates of the concerned constituency ; and where only one person remains as a contesting candidate because of cancellation of candidature of the other contesting candidate, election shall be held under Article 17 for that constituency [237][:]

[238][Provided that the candidate whose candidature has been cancelled under this clause shall not be eligible to be elected under Article 17.]

(3) Any order made under clause (2) shall be sent to the concerned candidate or his election agent by hand or by fax or by e-mail or by courier service or by any other possible means.

(4) The order made under clause (2) shall immediately be sent to the Returning Officer, Presiding Officer and other contesting candidates and the political party that has nominated such candidate.

(5) The order made under clause (2) shall be notified in the Official Gazette and in any other manner which the commission thinks fit.]

92. No Court shall question the legality of any action taken in good faith by or under the authority of, the Commission, a Returning Officer, Presiding Officer or an Assistant Presiding Officer or any decision given by any of them or by any other officer or authority appointed under this Order or the rules.

93. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Commission or any Officer or other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under or in pursuance of this Order or of any rule or order made or any direction given thereunder.

---

[236] Article 91E was inserted by section 28 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

[237] The symbol ":" was substituted for the symbol "." by section 14 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[238] Proviso was inserted by section 14 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2023 (Act No XVII of 2023).

[239][93A. The Government may provide the contesting candidates or the political parties which have nominated them as candidates with such facilities as it deems fit for the purpose of ensuring a fair election.]

[240][94. The Commission may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Order.]

[241][94A. The Government shall publish an authentic text in Bangla of this Order in the Official Gazette after promulgation of his Ordinance:

Provided that in case of conflict between the Bangla and the English text, the English text shall prevail.]

95. The following laws are hereby repealed-

(1) The National and Provincial Assemblies (Election) Ordinance, 1970 (XIII of 1970).

(2) The Legal Frame Work Order, 1970 (P. O. No. 2 of 1970).

---

[239] Article 93A was inserted by section 2 of the Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 1978 (Ordinance No. LII of 1978)

[240] Article 94 was substituted by section 43 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[241] Article 94A was inserted by section 29 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008).

পরিশিষ্ট-গ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ কার্তিক, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৩ অক্টোবর, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ২৮৬-আইন/২০০৮।–Representation of the People Order, 1972 এর Article 94 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই বিধিমালা নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "অনুচ্ছেদ" অর্থ Representation of the People Order, 1972 এর কোন Article ;

(খ) "আদেশ" অর্থ Representation of the People Order, 1972 ;

(গ) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন ;

(ঘ) "দফা" অর্থ Representation of the People Order, 1972 এর Article এর কোন clause ;

(ঙ) "নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল" অর্থ অনুচ্ছেদ ৯০এ এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল ;

(চ) "নির্বাচন" অর্থ আদেশের অধীন অনুষ্ঠিত কোন সংসদ সদস্যের আসনে নির্বাচন ;

(ছ) "নির্বাচনী এলাকা" অর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন এলাকা ;

[১][(ছছ) "পোর্টাল" অর্থ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটের নির্ধারিত পোর্টাল ;]

(জ) "প্রকাশ" বলিতে উহার ব্যাকরণগত বিভিন্নতাসহ, জনগণের প্রবেশাধিকার আছে এইরূপ কোন স্থানে প্রদর্শনও বুঝাইবে ;

(ঝ) "প্রতীক" অর্থ [২][বিধি ৯] এ উল্লিখিত প্রতীক ; এবং

(ঞ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে বিধৃত ফরম।

[৩][**৩। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং দাখিল।**- (১) অনুচ্ছেদ ১২ এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো মনোনয়নপত্র ফরম-১ অনুযায়ী সরাসরি বা অনলাইনে দাখিল করা যাইবে।

[১] এস আর ও নং-৩২৫-আইন/২০১৮, তারিখঃ ০৭.১১.২০১৮ দ্বারা সন্নিবেশিত
[২] এস আর ও নং-৩২৫-আইন/২০১৮, তারিখঃ ০৭.১১.২০১৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত
[৩] এস আর ও নং-২৬৯-আইন/২০২৩, তারিখঃ ১৮.০৯.২০২৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

(২) কোনো প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী বা প্রার্থীর প্রতিনিধি মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে-

(ক) সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা সরাসরি দাখিল করিতে পারিবেন ; অথবা

(খ) অনলাইনে মনোনয়নপত্র পূরণ ও দাখিলের জন্য কোনো প্রার্থী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর ওয়েবসাইটের সংশ্লিষ্ট লিংকে (পোর্টাল) প্রবেশ করিয়া রেজিস্ট্রেশন করিতে পারিবেন, রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হইবার পর পোর্টালে লগইন করিয়া মনোনয়নপত্র পূরণ ও দাখিল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর দফা (খ) এর অধীন অনলাইনের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) অনলাইনে মনোনয়নপত্র পূরণ ও দাখিল করিবার উদ্দেশ্যে পোর্টালে প্রবেশ করিয়া তাহার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর বা ভোটার নম্বর, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি এবং নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম এন্ট্রি করিয়া রেজিস্ট্রেশন করিতে হইবে ; রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হইবার পর ইউজার নেইম ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাইবে ;

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্রের বায়োমেট্রিক ফিচারে সংরক্ষিত মুখাবয়ব তথ্যের সহিত প্রার্থী, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর চেহারা শনাক্তকরণ (Facial Recognition) করিতে হইবে ;

(গ) কোনো প্রার্থী পোর্টালে প্রবেশ করিয়া পর্যায়ক্রমে মনোনয়ন, ব্যক্তিগত তথ্যাদি ও হলফনামা সংক্রান্ত তথ্যাদি এন্ট্রি করিবেন এবং অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (হলফনামা, আয়কর প্রদান সংক্রান্ত কাগজপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ) স্ক্যান করিয়া Portable Document Format (পিডিএফ) আকারে সংযুক্ত করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরাসরি দাখিল করিতে হইবে ;

(ঘ) প্রার্থী পোর্টালে রক্ষিত অনলাইন পেমেন্ট মেথড ব্যবহার করিয়া জামানত বাবদ নির্ধারিত অর্থ প্রদান করিবার পর মনোনয়নপত্রটি দাখিল করিবেন ;

(ঙ) রিটার্নিং অফিসার অনলাইনে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃজিত বা প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর অনুসারে “ফরম-১” এর পঞ্চম খন্ড অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিবেন এবং প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ ও বাছাইয়ের নোটিশ অনলাইনে প্রার্থীকে প্রেরণ করিবেন ;

(চ) দফা (ঘ) এর অধীন মনোনয়নপত্র দাখিলের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রার্থীর প্রদত্ত মোবাইল ফোনে মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকার, মনোনয়নপত্র বাছাই এর স্থান ও তারিখ, মনোনয়নপত্র বাছাই এর সিদ্ধান্ত, প্রার্থীতা প্রত্যাহার এবং প্রতীক বরাদ্দসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পর্যায়ক্রমে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হইবে এবং উল্লিখিত তথ্যাদি পোর্টালেও প্রদর্শিত হইবে ; এবং

(ছ) রিটার্নিং অফিসার, প্রয়োজনে, অনলাইনে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির মূল কপি মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত দিনে তাহার নিকট দাখিল করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।]

৪। **জামানত**।-(১) অনুচ্ছেদ ১৩ এর অধীন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার নগদে বা [১][ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে] জমাকৃত অর্থ সম্পর্কিত তথ্যাদি "ফরম-২" অনুযায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) জামানত বাবদ অর্থ নগদে জমা দেওয়া হইলে উহার স্বীকৃতিস্বরূপ রিটার্নিং অফিসার "ফরম-৩" এ একটি রসিদ প্রদান করিবেন এবং উক্ত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে জমা রাখিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার অথবা, ক্ষেত্রমত, কোন প্রার্থী এই বিধির অধীন সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ জমা দিবেন।

(৪) অনুচ্ছেদ ৪১ এর দফা (১) এর অধীন জমাকৃত অর্থ ফেরৎ দেওয়ার প্রয়োজন হইলে উহা রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহরে অনুমোদিত হইতে হইবে।

৫। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল**।- [২][(১) অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৫) এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইপূর্বক রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো সিদ্ধান্তে কোনো প্রার্থী বা কোনো ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হইলে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পরবর্তী ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন বরাবর সংক্ষুব্ধ পক্ষ অথবা তদ্‌কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।]

(২) কমিশনকে সম্বোধন করিয়া কমিশন সচিবালয়ের সচিবের নিকট আপীল দায়ের করিতে হইবে।

(৩) আপীল স্মারকলিপি আকারে হইবে এবং উহাতে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের তারিখ, আপীলের কারণ সম্বলিত বিবৃতি এবং তর্কিত আদেশের একটি সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৪) স্মারকলিপি আকারে দায়েরকৃত আপীলের একটি মূল কপিসহ মোট [৩][সাতটি] কপি দাখিল করিতে হইবে।

(৫) কমিশন সংক্ষিপ্তভাবে অথবা যেইভাবে উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইভাবে আপীল নিষ্পত্তি করিবেন।

(৬) আপীল মঞ্জুরের ক্ষেত্রে, কমিশনের আদেশক্রমে, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা সংশোধন করিতে হইবে।

৬। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা**।- রিটার্নিং অফিসার-

(ক) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর অনুচ্ছেদ ১৫ এর দফা (১) অনুসারে অনতিবিলম্বে "ফরম-৪" এ বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে প্রকাশ করিবেন ;

[১] এস আর ও নং-৩২৫-আইন/২০১৮, তারিখঃ ০৭.১১.২০১৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[২] এস আর ও নং-২৬৯-আইন/২০২৩, তারিখঃ ১৮.০৯.২০২৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[৩] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৫) এর অধীন আপীল মঞ্জুর হইবার ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১৫ এর দফা (২) অনুযায়ী কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা সংশোধন করিয়া সংশোধিত তালিকা তাহার অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে প্রকাশ করিবেন ;

(গ) অনুচ্ছেদ ১৫ এর দফা (১) এ উল্লিখিত তালিকার একটি অনুলিপিসহ দফা (২) এর অধীন সংশোধিত তালিকার একটি অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

৭। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা**।-(১) অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা [১][(৫)] এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা "ফরম-৫" এ প্রস্তুত করা হইবে।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নামের তালিকায় নামগুলি বাংলা বর্ণক্রমানুসারে সাজাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের পরের দিন, তাহার অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নামের তালিকা প্রকাশ করিয়া উহার অনুলিপি প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টের নিকট সরবরাহ করিবেন এবং একটি অনুলিপি কমিশনেও প্রেরণ করিবেন।

৮। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা**।-(১) অনুচ্ছেদ ১৯ এর দফা (১) এর অধীন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রিটার্নিং অফিসার কমিশনের নিকট হইতে লিখিতভাবে নিশ্চিত হন যে, কোন মনোনয়নপত্র বাছাই অন্তে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করা হয় নাই বা, দায়েরের ক্ষেত্রে, কমিশন কর্তৃক উহা মঞ্জুর হয় নাই।

৯। **প্রতীক বরাদ্দ**।– [২][(১) অনুচ্ছেদ ২০ এর দফা (১) এবং এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীর অনুকূলে তফসিল-২ এ উল্লিখিত উক্ত দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক এবং স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে তফসিল-৩ এ উল্লিখিত প্রতীকসমূহ হইতে যে কোনো একটি প্রতীক বরাদ্দ করা যাইবে।]

(২) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পর রিটার্নিং অফিসার নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীকে উক্ত দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন।

(৩) স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার, যতদূর সম্ভব, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পছন্দকে বিবেচনায় লইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পছন্দ কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বহির্ভূত, অতঃপর উন্মুক্ত প্রতীক বলিয়া অভিহিত হইতে হইবে ;

আরও শর্ত থাকে যে, দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী উন্মুক্ত প্রতীকের মধ্য হইতে একই সময় নির্দিষ্ট কোন প্রতীক বরাদ্দের দাবী জানাইলে রিটার্নিং অফিসার উহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিবেন ;

---

[১] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] এস আর ও নং-২৬৯-আইন/২০২৩, তারিখঃ ১৮.০৯.২০২৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

আরও শর্ত থাকে যে, একাধিক স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে কোন প্রার্থী ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকিলে তিনি তাহার পছন্দের প্রতীক প্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ পাইতে অধিকারী হইবেন, যদি না উহা কোন দলের জন্য সংরক্ষিত হয় বা ইতিমধ্যে অন্য কাহাকেও বরাদ্দ করা হয়।

(৪) উপ-বিধি (১) এ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত প্রতীকসমূহ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পর্যাপ্ত না হইলে কমিশন, তৎবিবেচনায় অন্য কোন প্রতীক নির্ধারণ করিয়া উহা হইতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে বরাদ্দ করিতে পারিবেন।

১০। **ব্যালট পেপার ফরম**।-(১) প্রত্যেক ব্যালট পেপার "ফরম-৬" এ হইবে এবং প্রত্যেক পোস্টাল ব্যালট পেপার "ফরম-৭" এ হইবে।

(২) প্রত্যেক ব্যালট পেপারে উহা যে নির্বাচনী এলাকার সহিত সম্পর্কিত সেই নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৩) বিধি ৭ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে যেই ক্রমে দেখানো হইয়াছে সেই ক্রমেই ব্যালট পেপারে তাহাদের নাম সাজাইতে হইবে [১][***]।

(৪) ব্যালট পেপারের জন্য ব্যবহৃত কাগজের রং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১১। **পোস্টাল ব্যালট পেপার সরবরাহ**।-(১) রিটার্নিং অফিসার, যত শীঘ্র সম্ভব, অনুচ্ছেদ ২৭ এর অধীন পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে অধিকারী এবং যিনি উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুযায়ী দরখাস্ত করিয়াছেন, এমন প্রত্যেক ভোটারের নিকট ডাকযোগে একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরণ করিবেন এবং একইসঙ্গে-

(ক) ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে যে ভোটারের নিকট উহা প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার নাম, ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম লিপিবদ্ধ করিবেন ; এবং

(খ) উক্ত ভোটার যাহাতে কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করিতে না পারেন উহা নিশ্চিত করিবার জন্য ভোট কেন্দ্রে প্রেরিতব্য ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের ক্রমিক নম্বরের বাম পার্শ্বে "প" চিহ্ন প্রদান করিবেন এবং উহার একটি বিবরণী প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার ব্যালট পেপারের সঙ্গে নিম্নে উল্লিখিত খাম ও কাগজপত্রাদি ভোটারের নিকট প্রেরণ করিবেন, যথাঃ-

(ক) "ফরম-৮" এ একটি ঘোষণাপত্র ;

(খ) "ফরম-৯" এ একটি খাম ;

(গ) "ফরম-১০" এ রিটার্নিং অফিসারকে সম্বোধনকৃত একটি বড় খাম ; এবং

(ঘ) "ফরম-১১" এ ভোট প্রদানের নির্দেশাবলী।

(৩) প্রত্যেক কর্মকর্তা যাহার তত্ত্বাবধানে বা যাহার মাধ্যমে কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরিত হয়, তিনি বিলম্ব না করিয়া উহা সঠিক প্রাপকের নিকট বিলি করা নিশ্চিত করিবেন।

---

[১] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা বিলুপ্ত।

(৪) পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার অধিকারী সকল ভোটারের নিকট ব্যালট পেপার প্রেরিত হইবার পর রিটার্নিং অফিসার উক্তরূপ সকল ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র একটি প্যাকেটে সীলমোহর করিয়া রাখিবেন এবং প্যাকেটের উপর উহার অভ্যন্তরস্থ কাগজপত্রাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম এবং কোন্ তারিখে তিনি উহা সীলমোহর করিয়াছেন উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

১২। পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান।-(১) পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ভোটার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারে তাহার নাম বা প্রতীকের জায়গায় কলম দ্বারা টিক (√) চিহ্ন দিবেন।

(২) ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিয়া উক্ত ভোটার তাহার নিকট, বিধি ১১ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ঘ) এর অধীন প্রেরিত "ফরম-১১" এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণপূর্বক ব্যালট পেপারটি নির্ধারিত খাম (ফরম-৯) এর ভিতরে রাখিবেন।

(৩) ব্যক্তিগতভাবে ভোটারের পরিচিত এমন অন্য কোন ভোটারের সম্মুখে ভোটার "ফরম-৮" এর ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং তিনি তাহার স্বাক্ষর উক্তরূপ ভোটার দ্বারা প্রত্যয়িত করাইয়া লইবেন।

১৩। নিরক্ষর বা অসমর্থ ভোটারকে সহায়তা প্রদান।-(১) যদি কোন ভোটার নিরক্ষর হন বা শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্ন প্রদান করিতে ও "ফরম-৮" এ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অন্য কোন ভোটার দ্বারা ব্যালট পেপারে তাহার ভোট চিহ্ন প্রদান করাইতে এবং তাহার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করাইতে পারিবেন।

(২) অতঃপর উক্ত ভোটার নিরক্ষর ভোটারের ইচ্ছানুযায়ী তাহার সম্মুখে এবং তাহার পক্ষে ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং "ফরম-৮" এ উল্লিখিত যথাযথ জায়গায় প্রত্যয়ন করিবেন।

১৪। পোস্টাল ব্যালট পেপার পুনঃসরবরাহকরণ।-(১) বিধি ১১ এর অধীন প্রেরিত কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কোন কারণে বিলি না হইয়া ফেরৎ আসিলে রিটার্নিং অফিসার পুনরায় উহা ডাকযোগে প্রেরণ করিতে পারিবেন অথবা ভোটারের অনুরোধক্রমে উহা তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে সরবরাহ করিতে বা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(২) বিধি ১১ এর অধীন ভোটারের নিকট প্রেরিত ব্যালট পেপার বা এতদ্‌সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি, যদি তাহার অসাবধানতাবশতঃ ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে এবং তিনি যদি উহা রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরৎ দেন এবং ভোটারের এইরূপ অসাবধানতার বিষয়টি যদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে ভোটারকে অন্য একটি ব্যালট পেপার ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি সরবরাহ করা হইবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার অনুরূপভাবে ফেরতকৃত ব্যালট পেপার ও তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র বাতিল করিয়া একটি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন এবং প্যাকেটের উপর অনুরূপ বাতিলকৃত সকল ব্যালট পেপারের ক্রমিক নম্বরও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

১৫। পোস্টাল ব্যালট পেপার ফেরৎ প্রদান।-(১) বিধি ১২ এর অধীন কোন ভোটার ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া বা বিধি ১৩ এর অধীন ব্যালট পেপারে চিহ্ন ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করাইয়া "ফরম-১১" এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসারে ব্যালট পেপার এবং ঘোষণাপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরৎ দিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৭ এর দফা (১) এ উল্লিখিত সময় শেষ হইবার পর যদি কোন ভোটারের নিকট হইতে পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত খাম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং অনুরূপ সকল খাম একত্র করিয়া একটি আলাদা খামের ভিতর রাখিয়া দিবেন।

(৩) পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রেরিত ভোট গণনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত ব্যালট পেপারসমূহ প্রাপ্তির তারিখ ও সময় এবং ভোটারের নামসহ এতদসংক্রান্ত বিবরণী "ফরম ১২" অনুযায়ী একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন। রিটার্নিং অফিসার পোস্টাল ব্যালট পেপার গ্রহণের সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর প্রাপ্ত মোট পোস্টাল ব্যালট পেপারের সংখ্যা প্রকাশ করিবেন।

১৬। ব্যালট বাক্সের হিসাব।- অনুচ্ছেদ ২৮ এর দফা (৪) এর উপ-দফা (এ এ) এর অধীন [১][সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারের] নিকট ব্যালট বাক্স সরবরাহের হিসাব এবং অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১২) এর উপ-দফা (জিজি) এ উল্লিখিত সরবরাহকৃত বা ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সের হিসাব "ফরম-১৩" এ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৭। **ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি।**-(১) অনুচ্ছেদ ৩১ এর দফা (৫) এর উপ-দফা (বি) অনুসারে ভোটার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক তাহার ব্যালট পেপারে উক্ত প্রার্থীর নাম বা প্রতীক সম্বলিত নির্দিষ্ট জায়গায় [২][***] প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত নির্ধারিত মার্কিং সীল দ্বারা চিহ্ন দিতে হইবে এবং অন্য কোন চিহ্ন আইনসিদ্ধ হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ভোটার প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত নির্ধারিত মার্কিং সীল ব্যতীত অন্য কোন সীল দ্বারা তাহার ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিতে পারিবেন না। নির্ধারিত মার্কিং সীল ব্যতীত অন্য কোনভাবে চিহ্নিত ব্যালট পেপার গণনা হইতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। **ভোটার অসমর্থ হইলে ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি।**- (১) যদি কোন ভোটার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হন অথবা শারীরিক প্রতিবন্ধী হন বা অন্য কোন প্রকারে শারীরিকভাবে এমন অসমর্থ হন যে, তাহার কোন সহায়তাকারীর প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার অন্যূন একুশ বছর বয়স্ক একজন সহায়তাকারীকে সঙ্গে লইবার জন্য অনুমতি দিতে পারিবেন ; এবং যদি অসমর্থতা এমন হয় যে, ভোটার ব্যালট পেপারে চিহ্ন দিতে অক্ষম, তাহা হইলে ভোটারের সহায়তাকারী ভোটারের নির্দেশমত ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ব্যক্তি ভোটারের উক্তরূপ সহায়তাকারী হইয়াছেন তিনি স্বয়ং কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর এজেন্ট হইতে পারিবেন না।

---

[১] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা বিলুপ্ত।

(২) যদি সহায়তাকারী কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবেন যে, তাহাকে অবশ্যই ভোটারের পছন্দকৃত [১][প্রার্থীর] অনুকূলে ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে এবং তিনি ভোটারের পছন্দের বিষয়টি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না এবং অবশ্যই ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন।

(৩) যেই ক্ষেত্রে ভোটারের পক্ষে সহায়তাকারী কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করা হইবে, প্রিজাইডিং অফিসার, তাহাদের একটি তালিকা সংরক্ষণ করিবেন।

১৯। ব্যালট পেপার প্রবেশ করাইবার পদ্ধতি।- কোন ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক, বা বিধি ১৮ এর অধীন ব্যালট পেপারকে চিহ্ন দেওয়ার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক, চিহ্নিত হইবার পর ভোটার বা অনুরূপ ব্যক্তি গোপন স্থানে ব্যালট পেপারটি এমনভাবে ভাঁজ করিবেন যাহাতে ভোট গোপন রাখা যায়। অতঃপর তিনি উহা প্রিজাইডিং অফিসারের সম্মুখে রক্ষিত ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

২০। টেন্ডার্ড ভোট।- (১) অনুচ্ছেদ ৩২ এর দফা (৩) অনুসারে "ফরম-১৪" এ টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩২ এর দফা (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করিবার পূর্বে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ফরমে তাহার স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিবেন।

২১। আপত্তিকৃত ভোট।-(১) অনুচ্ছেদ ৩৩ এর অধীন আপত্তিকারী প্রত্যেক প্রার্থী বা তাহার পোলিং এজেন্ট অনুরূপ প্রত্যেক আপত্তির জন্য প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট নগদ একশত টাকা জমা দিবেন।

(২) অনুচ্ছেদ ৩৩ এর দফা (২) অনুসারে "ফরম-১৫" তে আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার ভোট প্রদান শেষ হইবার পর যথাযথ রসিদ গ্রহণ করিয়া উপ-বিধি (১) এর অধীন তাহার নিকট জমাকৃত অর্থ রিটার্নিং অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার উহা চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে জমা দিবেন।

২২। বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকা ব্যালট পেপার।- যদি কোন ভোটারকে সরবরাহকৃত কোন ব্যালট পেপার তৎকর্তৃক ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করানো না হয়, এবং যদি উহা ভোট কেন্দ্রের ভিতরে বা নিকটে কোন জায়গায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা বাতিল করা হইবে এবং "বিনষ্ট ব্যালট পেপার" বলিয়া উহাকে হিসাব করা হইবে।

২৩। ভোট গণনা।-(১) প্রিজাইডিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৪) এর অধীন ভোট কেন্দ্রের বিভিন্ন ভোট কক্ষে ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স খুলিয়া ব্যালট পেপার বাহির করিয়া আনিবার পর, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা ব্যালট পেপারসমূহ পৃথক পৃথকভাবে রাখিবেন। অতঃপর উক্ত অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে যথাযথভাবে চিহ্নিত না হইলে বা ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদা করিয়া ঐগুলিকে বাদ দিয়া গণনা করিবেন।

(২) ব্যালট পেপারে তাহাদের নাম যে বর্ণানুক্রমে সাজানো হইয়াছে সেইক্রমে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সম্পর্কে তাহার পক্ষে যথাযথভাবে চিহ্নিত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদাভাবে গণনা করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নাম ও প্রতীক সম্বলিত একটি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন। [২][***]

---

[১] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা বিলুপ্ত।

(৩) যথাযথভাবে চিহ্নিত নহে বা ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদাভাবে গণনা করিবেন এবং একটি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন ;

(৪) "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" লিখিত প্যাকেট খুলিবেন এবং ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারসমূহ গণনা হইতে বাদ দিয়া প্রত্যেক [১][প্রার্থীর] পক্ষে যথাযথভাবে চিহ্নিত ব্যালট পেপারগুলি গণনা করিবেন ;

(৫) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারগুলি অনুরূপভাবে গণনার পর প্রিজাইডিং অফিসার "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" লিখিত প্যাকেট হইতে নেওয়া সকল ব্যালট পেপার একটি আলাদা প্যাকেটের ভিতর রাখিবেন ;

(৬) অনুরূপ সকল প্যাকেট, উহাদের সংখ্যা উল্লেখকারী প্রত্যয়নপত্রসহ একটি প্রধান প্যাকেটে রাখিবেন।

২৪। ভোট গণনার বিবরণী।- অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৯) অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক "ফরম-১৬" এ ভোট গণনার বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে।

২৫। ব্যালট পেপারের হিসাব।- অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১০) অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক "ফরম-১৭" এ ব্যালট পেপারের হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে।

২৬। ফলাফল একত্রীকরণ।-(১) রিটার্নিং অফিসার, অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত ভোট গণনার ফলাফলসমূহ "ফরম-১৮" এ একত্রীকরণ করিবেন, যাহা অতঃপর ভোট গণনার একীভূত বিবরণী বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

(২) ফলাফল একত্রীকরণের পূর্বে রিটার্নিং অফিসার, অনুচ্ছেদ ৩৭ এর দফা (২) এর অধীন প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপার এবং আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিয়া ক্ষেত্রমত পুনরায় গণনা করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে রিটার্নিং অফিসার "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ" লিখিত প্যাকেট হইতে বাহির করিয়া আনা ব্যালট পেপারসমূহ অন্য কোন ব্যালট পেপারের সহিত মিলাইয়া ফেলিবেন না ;

আরও শর্ত থাকে যে, রিটার্নিং অফিসার আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একটি আলাদা প্যাকেটের ভিতর রাখিবেন।

(৩) যদি কোন ব্যালট পেপার অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৪) অনুযায়ী ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার উহার উপর কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা বাতিল করিতে পারিবেন, যাহা অতঃপর "বাতিলকৃত ব্যালট পেপার" বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

(৪) যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্ট কোন ব্যালট পেপার বাতিলে আপত্তি করেন, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার তাহার প্রত্যয়নের সহিত "বাতিল আপত্তিকৃত" শব্দগুলি যোগ করিবেন।

(৫) ফলাফল একত্রীকরণে, রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোট গণনার বিবরণীতে দৃশ্যমানভাবে প্রত্যেক [২][প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর] পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন ; তবে অনুচ্ছেদ ৩৭ এর দফা (৫) এর অধীন পুনরায় গণনার ফলে উক্ত সংখ্যা পরিবর্তিত হইলে পুনরায় গণনার ফলে যে সংখ্যা হইবে উহাই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

---

[১] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৬) একীভূত বিবরণীতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নামের বিপরীতে [১][***] বৈধ ভোটের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে, রিটানিং অফিসার বৈধ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসার গণনা হইতে বাদ দিয়াছিলেন এইরূপ ব্যালট পেপারের সংখ্যা, যদি থাকে, আপত্তিকৃত ভোটের মধ্যে যেইগুলি বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সেইগুলিসহ, হিসাবের মধ্যে আনিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৪) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একীভূত বিবরণীতে আলাদাভাবে দেখাইতে হইবে।

(৮) অপর কোন ভোট কেন্দ্রের ভোট সংখ্যা অন্তর্ভুক্তির পূর্বে একটি ভোট কেন্দ্রের ভোট সংখ্যা সম্পর্কিত একীভূত বিবরণীর প্রস্তুতকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৯) রিটার্নিং অফিসার পোস্টাল ব্যালট পেপার নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করিবেন, যথাঃ-

(ক) নির্ধারিত সময়ের পর প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত কোন খাম (ফরম-৯) খোলা হইবে না এবং অনুরূপ ব্যালট পেপারের কোন ভোট গণনা করা হইবে না ;

(খ) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত প্যাকেট বন্ধ ও সীলমোহর করিবেন ;

(গ) অতঃপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত অন্য সকল খাম একটির পর একটি খোলা হইবে ;

(ঘ) প্রত্যেক খাম যখন খোলা হইবে তখন রিটার্নিং অফিসার উহাতে রক্ষিত ঘোষণাপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং নিম্নে উল্লিখিত যে কোন ত্রুটির কারণে ব্যালট পেপারটি বাতিল করতঃ খাম (ফরম-৯) না খুলিয়া উহার উপর যথাযথ প্রত্যয়ন করিবেনঃ

(অ) যদি উক্ত ঘোষণাপত্র নির্দিষ্ট খামে পাওয়া না যায় ; বা

(আ) যদি উক্ত ঘোষণাপত্র উল্লেখ করার মত ত্রুটিপূর্ণ হয় ; বা

(ই) যদি উক্ত ঘোষণাপত্রে লিখিত ব্যালট পেপারের ক্রমিক নম্বর “ফরম-৯” এ খামের উপর প্রত্যয়নকৃত অনুরূপ নম্বর হইতে ভিন্নরূপ হয় ;

(ঙ) অনুরূপ প্রত্যয়িত প্রত্যেক খাম এবং উহার সহিত প্রাপ্ত ঘোষণাপত্র নির্দিষ্ট খামে পুনরায় রাখা হইবে এবং অনুরূপ সকল খাম একটি আলাদা প্যাকেটে রাখা হইবে যাহা সীলমোহর করা হইবে এবং যাহার উপর নিম্নলিখিত বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইবে -

(অ) নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ;

(আ) গণনার তারিখ ; এবং

(ই) উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ;

(চ) রিটার্নিং অফিসার নির্ভুল ঘোষণাপত্র একটি আলাদা খামে রাখিবেন, যাহা (ফরম-৯) খাম খুলিবার পূর্বে সীলমোহর করা হইবে এবং যাহার উপর দফা (ঙ) এ উল্লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইবে ;

(ছ) অতঃপর পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত “ফরম-৯” এ সকল খাম, যাহা এই বিধির পূর্বোল্লিখিত বিধানসমূহের অধীন ইতোপূর্বে চিহ্নিত করা হয় নাই, একটির পর একটি খোলা হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিয়া ভোটের বৈধতা স্থির করিবেন ;

[১] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা বিলুপ্ত।

(জ) কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৪) এ উল্লিখিত কারণে বাতিলযোগ্য হইবে এবং উক্ত দফায় উল্লিখিত নির্দিষ্ট চিহ্ন বলিতে বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত টিক (√) চিহ্ন বুঝাইবে ;

[১][(ঝ) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে পোস্টাল ব্যালটে প্রদত্ত সকল বৈধ ভোট গণনা করিবেন এবং "ফরম-১৮" এ একীভূত বিবরণীতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত ভোটের আলাদা যোগফল এবং অনুরূপ প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন ; এবং]

(ঞ) সকল বৈধ পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনার পর সীলমোহর করিয়া একটি আলাদা প্যাকেটে রাখা হইবে এবং যাহার উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হইবে-

(অ) নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ;

(আ) গণনার তারিখ ; এবং

(ই) উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

২৭। নির্বাচনের ফলাফলের রিটার্ন দাখিল।- রিটার্নিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৯ এর দফা (৩) এর অধীন "ফরম-১৯" এ কমিশনের নিকট নির্বাচনের ফলাফলের রিটার্ন দাখিল করিবেন।

২৮। দলিলপত্রের গণ-পরিদর্শন।- (১) অনুচ্ছেদ ৪২ এর অধীন কমিশন কর্তৃক সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ ও ব্যালট পেপার ব্যতীত, অফিস চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক দলিলের জন্য একশত টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত দলিলপত্রের কপি, বা উহার উদ্ধৃতাংশ কোন ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত দরখাস্তে প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাইবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এর অধীন পেশকৃত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিল রিটার্নিং অফিসারের অফিসে বা অন্য কোন স্থানে রাখা হইবে, যাহা অফিস চলাকালীন সময়ে একশত টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিলের কপি, বা উহার উদ্ধৃতাংশ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত দরখাস্তে উহার অনুলিপি বা উদ্ধৃতাংশ প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করা হইবে।

(৫) অনুচ্ছেদ ৪২ এর অধীন সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ এবং অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এবং ৪৪সি এর অধীন রক্ষিত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন ও দলিল পরিদর্শনের জন্য বা উহাদের কপি সরবরাহের জন্য প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত প্রয়োজনীয় মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্পে সংযুক্ত করিতে হইবে।

২৯। তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণ।-(১) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মনোনয়নপত্রের সহিত অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এর দফা (১) এর অধীন নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী "ফরম-২০" এ দাখিল করিবেন।

(২) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার মনোনয়নপত্রের সহিত, অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এর দফা (২) অনুসারে সম্পদ ও দায়-দেনা এবং তাহার বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী "ফরম-২১" এ দাখিল করিবেন।

[১] এস আর ও নং-৩৫০-আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩০। নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব।-(১) প্রত্যেক নির্বাচনী এজেন্ট অর্থ প্রাপ্তি ও খরচের একটি রেজিস্টার "ফরম-২২" এ সংরক্ষণ করিবেন।

(২) নির্বাচনী এজেন্ট অনুচ্ছেদ ১৯ বা অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট অনুচ্ছেদ ৪৪সি অনুসারে একটি নির্বাচনী খরচের হিসাব "ফরম-২২" এ দাখিল করিবেন।

(৩) নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাবের সহিত অর্থ প্রদানের তারিখ অনুযায়ী সাজাইয়া এবং ক্রমিক নম্বর প্রদান করিয়া সকল ভাউচার রাখিতে হইবে এবং অনুরূপ ক্রমিক নম্বর সংশ্লিষ্ট হিসাবের যথাযথ কলামে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) রিটার্নিং অফিসারের নিকট হিসাব প্রদানকালে অনুচ্ছেদ ৪৪বি এর দফা (৫) এর অধীন যেই সকল ব্যয়ের জন্য রসিদ গ্রহণ আবশ্যক নহে তৎসম্পর্কে পাওনাদারের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন হইবে না।

৩১। হলফনামা।- অনুচ্ছেদ ৪৪সি এর দফা (২) অনুযায়ী শপথপূর্বক নিম্নরূপে হলফনামা সংযুক্ত করিতে হইবে-

(ক) যে ক্ষেত্রে প্রার্থী নিজেই তাহার নির্বাচনী এজেন্ট সেইক্ষেত্রে, "ফরম-২২ক"-তে ;

(খ) নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী কর্তৃক "ফরম-২২খ" তে ; এবং

(গ) নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক, "ফরম-২২গ" -তে।

৩২। রাজনৈতিক দলের ব্যয়ের হিসাব।- অনুচ্ছেদ ৪৪সিসিসি এর অধীন রাজনৈতিক দলের ব্যয়ের হিসাব বিবরণী "ফরম-২৩" এ দাখিল করিতে হইবে।

৩৩। নির্বাচনী দরখাস্ত।- অনুচ্ছেদ ১৯ বা অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

৩৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) The Conduct of Elections Rules, 1972 এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত রহিত বিধিমালার অধীন কৃত কার্য এবং গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত কার্য এবং গৃহীত ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে।

[১][তফসিল-১]

[২]ফরম-১

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নম্বর

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য

প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

প্রথম খন্ড: মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, ________

(প্রস্তাবকারীর নাম)

ভোটার নম্বর ________

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর ________

(ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ________

(প্রস্তাবকারীর ভোটার এলাকার নাম)

উপজেলা/থানার নাম ________

(প্রস্তাবকারীর উপজেলা/থানার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম ________ এতদ্বারা

(প্রস্তাবকারীর পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম)

________ নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে ________ ,

(প্রার্থীর নাম)

________ ,

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর ________ এর নাম

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

প্রস্তাব করিতেছি।

(২) আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী রূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ: ____ দিন ____ মাস ________ বৎসর

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

[১]এস আর ও নং ২৬৯-আইন/২০২৩, তারিখঃ ১৮.০৯.২০২৩ দ্বারা সংখ্যায়িত।

[২]এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

দ্বিতীয় অংশ

(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, ____________________
(সমর্থনকারীর নাম)

ভোটার নম্বর ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর ☐☐☐☐
(ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ____________________
(সমর্থনকারীর ভোটার এলাকার নাম)

উপজেলা/থানার নাম ____________________
(সমর্থনকারীর উপজেলা/থানার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম ____________ এতদ্বারা
(সমর্থনকারীর পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম)

____________________ নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের
(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

জন্য প্রার্থীরূপে ____________________ ,
(প্রার্থীর নাম)

____________________ ,
(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ এর
(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

(২) আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী রূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় অংশ

(মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, ____________________
(প্রার্থীর নাম)

জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর

পিতা/স্বামীর নাম ____________________

মাতার নাম ____________________

ঠিকানা ____________________
(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ____________________
(প্রার্থী যে এলাকার ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত সেই ভোটার এলাকার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম ____________________
(প্রার্থী যে ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি র্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম)

উপজেলা/থানার নাম ____________________
(প্রার্থী যে ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার নাম)

জেলার নাম ____________________
(প্রার্থীর যে এলাকার ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট জেলার নাম)

(১) এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি-

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(১) অনুযায়ী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(২) এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নই।

(গ) তিনটির অধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমি মনোনয়নপত্রের সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা সংযুক্ত করিলাম।

(৩) আমার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ফরম-২০ এ এতদসংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক একাউন্ট নম্বর [ ] ও ব্যাংকের নাম [ ]

[১][(৫)(ক) আমার টিআইএন নম্বর

এবং আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।]

(খ) আমার সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী ফরম-২১ এ সংযুক্ত করিলাম। সেইসাথে আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ রিটার্নের কপি দাখিল করিলাম এবং যেহেতু আমি আয়কর দাতা সেহেতু কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি এতদসংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৬) (ক) আমি,			রাজনৈতিক দলের প্রার্থী

আমার সপক্ষে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।
অথবা

(খ) আমি, স্বতন্ত্র প্রার্থী উহার সপক্ষে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২(৩এ) অনুযায়ী দলিলাদি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৭) বিধি-৪(২) অনুসারে জামানত হিসাবে জমাকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারী চালান/রশিদ এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ: [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

[১] এস আর ও নং ২৬৯-আইন/২০২৩, তারিখঃ ১৮.০৯.২০২৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

চতুর্থ অংশ

(স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

প্রথম ভাগ

(ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন এমন প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, [ ] **এতদ্বারা**

(প্রার্থীর নাম)

ঘোষণা করিতেছি যে, ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত [ ] জাতীয় সংসদের নির্বাচনে [ ]

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

নির্বাচনী এলাকা হইতে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছিলাম।

তারিখ: [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

[ ]

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

অথবা

দ্বিতীয় ভাগ

(ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হননি এমন প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, [ ]

প্রার্থীর নাম

এতদ্‌সংগে আমার নির্বাচনী এলাকা [ ] এর এক শতাংশ ভোটারের

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা সংযুক্ত করিলাম।

২। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, সংযুক্ত তালিকায় প্রদত্ত সকল স্বাক্ষর ভোটারগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রদান করিয়াছেন এবং স্বাক্ষর প্রদানকারী সকলের নাম ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হইয়াছে।

তারিখ: [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

* দলীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই অংশ পূরণ করিবার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় খন্ডঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

প্রার্থীর ছবি

(এখানে সদ্য তোলা প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট সাইজের এক কপি সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

১। প্রার্থীর নাম:

২। জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর:

৩। পিতার নাম:

৪। মাতার নাম:

৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম:

৬। জন্ম তারিখ: দিন মাস বৎসর

৭। বয়স: বৎসর মাস দিন

৮। জন্মস্থান:

(জেলার নাম)

৯। ঠিকানা :

(ক) স্থায়ী :

(খ) বর্তমান :

১০। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ:

টেলিফোন নম্বর : ☐

মোবাইল নম্বর : ☐

ই-মেইল ঠিকানা : ☐

[১][১১। লিঙ্গ (টিক ✓ চিহ্ন দিন) : পুরুষ ☐ মহিলা ☐ হিজরা ☐]

১২। বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐ তালাকপ্রাপ্ত ☐

১৩। পেশা : ☐

১৪। বর্তমান কর্মস্থল:

(ক) কর্মস্থলের নাম: ☐

(খ) কর্মস্থলের ঠিকানা: ☐

১৫। স্বামী/স্ত্রীর পেশা: ☐

[১] এস আর ও নং-৪৮-আইন/২০২৩, তারিখঃ ২৩.০২.২০২৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৬। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্য:

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

ক্রমিক	সন্তানের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা ও কর্মস্থল /প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বৈবাহিক অবস্থা

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তৃতীয় খন্ড

(রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী [   ]

(প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম)

কর্তৃক [   ] তারিখ [   ] ঘটিকায়

আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ: [|] দিন [|] মাস [| | |] বৎসর [   ]

রিটার্নিং অফিসার
অথবা
সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

চতুর্থ খন্ড

মনোনয়ন গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষা করিলাম। পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে -

উপরে উল্লিখিত কারণে মনোনয়নপত্রটি গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

☐

রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

* প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

পঞ্চম খণ্ড

প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ ও বাছাই এর নোটিশ

(রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নম্বর

নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনের জন্য প্রার্থী

(প্রার্থীর নাম)

এর মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/ প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী কর্তৃক তারিখে ঘটিকায়

আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র তারিখ ঘটিকায়

এ বাছাই করা হইবে।

(স্থান)

তারিখ : দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসার
অথবা
সহকারী রিটার্নিং অফিসারের
নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্তি-১

হলফনামা
(প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, [ ]

প্রার্থীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম [ ]

মাতার নাম [ ]

ঠিকানা [ ]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে [ ]

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক। আমি এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১. আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা [ ] এবং সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম)

২.ক. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি [ ] [প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]

অথবা

২.খ. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ:

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার বর্তমান অবস্থা
১				
২				
৩				

৩.ক. অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই ☐ [প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]

অথবা

৩.খ. অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ:

ক্রমিক	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার ফলাফল
১				
২				
৩				

৪. আমার পেশার বিবরণী: ☐

৫. আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/উৎসসমূহ:

ক্রমিক	আয়ের উৎসের বিবরণ	এই খাত হইতে প্রার্থীর বাৎসরিক আয়	প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের আয়
১	কৃষিখাত		
২	বাড়ি/এপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া		
৩	ব্যবসা		
৪	শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত		
৫	পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি)		
৬	চাকুরী		
৭	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া)		

৬. আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী/স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণী:

(ক) অস্থাবর সম্পদ

ক্রমিক	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরন	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলের নামে
১	নগদ টাকা			
২	বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ)			
৩	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ			
৪	বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৫	পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ			
৬	বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৭	স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৮	ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৯	আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ			
১০	অন্যান্য			

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(খ) স্থাবর সম্পদ

ক্রমিক	সম্পদের বিবরণ	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীল নামে	যৌথ মালিকানা	যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ
১	কৃষি জমির পরিমাণ ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
২	অকৃষি জমি ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৩	দালান (আবাসিক বা বাণিজ্যিক) সংখ্যা, অবস্থান ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৪	বাড়ি/এপার্টমেন্ট সংখ্যা ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৫	চা বাগান, রাবার বাগান, মৎস্য খামার ইত্যাদির সংখ্যা ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৬	অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ অর্জনকালীন মূল্যসহ)					

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(গ) দায়

দায় সমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৭.ক. আমি ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হই নাই ☐ [প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]

অথবা

৭.খ. আমি ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলাম। নির্বাচনের পূর্বে আমার দ্বারা ভোটারদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং উহার কি পরিমাণ অর্জন সম্ভব হইয়াছিল তাহার বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতিসমূহ	অর্জনসমূহ
১		
২		
৩		
৪		

৮. **ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:** (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে ঐ সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলাম:

ঋণের ধরন	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণের পরিমাণ	খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে)	পুনঃ তফসিলি করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ
একক				
যৌথ				
নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ				
কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে				

আমি শপথপূর্বক আরও বলিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদ্‌সংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

এতদ্দারা জনাব/বেগম:

প্রার্থীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম :

মাতার নাম :

ঠিকানা :

যিনি জনাব/বেগম :

সনাক্তকারীর নাম

ঠিকানা :

এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য ______ তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত এই হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকের স্বাক্ষর

সংযুক্তি-২

(দলের মনোনয়ন)

(এই নমুনায় দলের নিজস্ব প্যাডে পৃথকভাবে প্রদান করিতে হইবে)

(১) আমি, __________________________

____

(পদবী, দলের নাম)

__________ এতদ্বারা নির্বাচনী এলাকা __________

(দলের নিবন্ধন নম্বর) (নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

হইতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে __________

(প্রার্থীর নাম)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | | কে

দলের মনোনয়ন প্রদান করিতেছি।

তারিখ : | | | দিন | | | মাস | | | | | বৎসর

দলের সভাপতি বা সাধারণ
সম্পাদক/মহাসচিব
অথবা
সমমর্যাদাধারী কার্যনির্বাহকের
নাম, স্বাক্ষর ও সীলমোহর

* স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই সংযুক্তির প্রয়োজন নাই।

সংযুক্তি-৩

এক শতাংশ ভোটারের সমর্থনযুক্ত তালিকা

স্বতন্ত্র প্রার্থীর নাম :	
নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম :	
মোট ভোটার সংখ্যা :	
এক শতাংশ ভোটারের সংখ্যা :	

ক্রমিক	ভোটারের নাম	বর্তমান ঠিকানা ও টেলিফোন/ মোবাইল ফোন (যদি থাকে)	ভোটার নম্বর	ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি
১	২	৩	৪	৫

তারিখ: [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

১। এ নমুনায় অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করিতে হইবে।

২। এই ক্রমিক নম্বর ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

[১][৩। প্রতি পৃষ্ঠায় প্রার্থীর অনুস্বাক্ষর ও শেষ পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।]

---

[১] এস আর ও নং ৩২৫- আইন/২০১৮, তারিখঃ ০৭.১১.২০১৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ফরম-২

[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

জামানত বহি

নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর :

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম	দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নম্বর	জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ব্যাংক বা ট্রেজারী চালানের বিবরণ অথবা নগদ টাকা প্রাপ্ত হইলে ফরম-৩ এ প্রদত্ত রসিদের বিবরণ	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	নগদ জমার ব্যবস্থা ও মন্তব্য (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ফরম-৩

[বিধি ৪(২) দ্রষ্টব্য]

জামানতের অর্থ নগদে জমাদানকারীকে প্রদেয় **রসিদ**	জামানতের অর্থ নগদে জমাদানকারীকে প্রদেয় **রসিদ**
ক্রমিক সংখ্যা ☐ **জাতীয় সংসদ নির্বাচন** প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ : অংকে ☐ কথায় ☐ জমাদানকারীর নাম ☐ প্রার্থীর নাম ☐ জামানত বহিতে ক্রমিক ☐ ☐ রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর তারিখ ☐	(এই অংশ জমাদানকারীকে প্রদান করিতে হইবে) ক্রমিক সংখ্যা ☐ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী জনাব/বেগম............. ....এর নিকট হইতে নগদ ☐ (অংকে) ☐ (কথায়) টাকা বুঝিয়া পাইলাম এবং জামানত বহিতে ☐ ক্রমিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিলাম। ☐ রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহর তারিখ ☐

ফরম-৪

[বিধি ৬(ক) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম :

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)	মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম/ স্বতন্ত্র	প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম	প্রার্থীর ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫

স্থান :

তারিখ: দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ফরম-৫

[বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা

(প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রকাশিতব্য)

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম :

ক্রমিক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)	মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম/স্বতন্ত্র	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা	বরাদ্দকৃত প্রতীক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আগামী ______ তারিখ সকাল ______ ঘটিকা হইতে বিকাল ______ ঘটিকা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে।

স্থান :

তারিখ: ______ দিন ______ মাস ______ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ফরম-৬

[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

ব্যালট পেপার

ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	ব্যালট পেপার
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ক্রমিক .... **নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম:** .... ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নং .... ভোটার এলাকার নাম................................ .... ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি **অফিসিয়াল/সরকারী সীল**	**জাতীয় সংসদ নির্বাচন** **নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম:** .... নাম...................... প্রতীক .... নাম...................... প্রতীক .... নাম...................... প্রতীক ....

ফরম-৭

[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

পোস্টাল ব্যালট পেপার

পোস্টাল ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	পোস্টাল ব্যালট পেপার
ক্রমিক	ক্রমিক ....
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	**জাতীয় সংসদ নির্বাচন**
নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম:...........	**নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম:**............
ভোটারের নাম:.......................................	নাম....................... প্রতীক ....
ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নং	নাম....................... প্রতীক ....
ভোটার এলাকার নাম.................................	নাম....................... প্রতীক ....

ফরম-৮
[বিধি ১১(২)(ক) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন
ভোটদাতা কর্তৃক ঘোষণা

(ভোটদাতা স্বয়ং যখন ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিবেন, কেবলমাত্র তখনই এই দিকটি ব্যবহার করিতে হইবে)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত নির্বাচনের উদ্দেশ্যে .... ক্রমিক নম্বর সম্বলিত পোস্টাল ব্যালট পেপার যে ভোটদাতার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, আমিই সেই ব্যক্তি।

ভোটদাতার নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ ....

ঠিকানাঃ..

গ্রাম/মহল্লা/রাস্তা ....

ইউনিয়ন/পৌর এলাকার নাম ....

উপজেলা/থানা ....

জেলা ....

ভোটার তালিকায় ভোটার ক্রমিক নং............................

(স্বাক্ষর সত্যায়ন)

উপরিউক্ত ফরমটি ....(ভোটদাতা) আমার সম্মুখে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার সহিত পরিচিত*/আমার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ....(সনাক্তকারী) তাহাকে আমার সন্তোষমত সনাক্ত করিয়াছেন।

....
সনাক্তকারী থাকিলে তাঁহার নাম ও স্বাক্ষর

ঠিকানাঃ..

....
সত্যায়নকারী অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ..

পদবী ....

ঠিকানা ....

(ভোটদাতা স্বয়ং স্বাক্ষরদানে অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত নির্বাচনের উদ্দেশ্যে................................ .... ক্রমিক নম্বর সম্বলিত পোস্টাল ব্যালট পেপার যে ভোটদাতার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, আমিই সেই ব্যক্তি।

ভোটদাতার পক্ষে সত্যায়নকারী অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ ....

পদবী ....

কর্মস্থল ....

ঠিকানা : ....

প্রত্যয়নপত্র

আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন প্রদান করিতেছি যে,-

(১) উপরে উল্লিখিত ভোটদাতা আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত*/আমার সন্তোষমতে আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ....(সনাক্তকারী) কর্তৃক সনাক্ত হইয়াছেন ;

(২) আমি নিশ্চিত হইয়াছি যে, ভোটদাতা নিরক্ষর।*/ .... রোগে পংগু এবং স্বয়ং রেকর্ড করিতে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অক্ষম ;

(৩) তিনি আমাকে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য এবং তাঁহার পদ হইতে উপরিউক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য অনুরোধ করেন ; এবং

(৪) তাঁহার উপস্থিতিতে এবং তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে আমি ব্যালট পেপারে চিহ্নিত করিয়াছি এবং তাঁহার পক্ষ হইতে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছি।

....

সনাক্তকারী (যদি থাকে) এর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ...............................

ঠিকানা..

** যেসব শব্দ প্রযোজ্য নয়, উহা কাটিয়া দিন।*

ফরম-৯
[বিধি ১১(২)(খ) দ্রষ্টব্য]

ক

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
(গণনার পূর্বে খোলা যাইবে না)

জাতীয় সংসদ নির্বাচন
পোস্টাল ব্যালট পেপার

পোস্টাল ব্যালট পেপারের ক্রমিক নং ....

ফরম-১০
[বিধি ১১(২)(গ) দ্রষ্টব্য]

খ

অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার

পোস্টাল ব্যালট পেপার
(গণনার পূর্বে খোলা যাইবে না)

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ....

প্রত্যয়ন করা গেল যে, এই খাম বিলি
করার জন্য ....
তারিখে পাওয়া গেল।
(তারিখসহ পোস্টাল সিল দিন)

প্রাপক
রিটার্নিং অফিসার
*...........................
....
....

* এইখানে রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ ঠিকানা দিন।

[১]ফরম-১১

[বিধি ১১(২)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

পোস্টাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ভোটদাতার অবগতির জন্য নির্দেশাবলী

এই সংগে প্রেরিত ব্যালট পেপারে যাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহারা ব্যালট পেপারে উল্লিখিত নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রার্থী। আপনি ভোট দিতে ইচ্ছুক হইলে যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে চান, তাঁহার নাম ও প্রতীক চিহ্নের স্থানে কলম বা পেন্সিলের সাহায্যে একটি টিক (√) দ্বারা আপনার ভোট প্রদান করিবেন। অতঃপর আপনি নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী পালন করিবেনঃ-

(ক) ব্যালট পেপারে আপনার ভোট চিহ্নিত করার পর ব্যালট পেপারটি এই সংগে প্রেরিত **'ক'** চিহ্নিত ক্ষুদ্রতর খামটিতে রাখুন ; খামটি বন্ধ করুন এবং সীলমোহর করিয়া বা অন্যভাবে উহাকে নিরাপদ করুন।

(খ) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে আপনার স্বাক্ষর সত্যায়ন করিবার মত যোগ্য কোন গেজেটেড অফিসার বা কমিশন্ড অফিসারের সম্মুখে এই সাথে প্রেরিত "ফরম ৮-এ" প্রদত্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করান।

(গ) যদি নিরক্ষতা বা অক্ষমতার কারণে উপরে উল্লিখিতভাবে স্বয়ং ব্যালট পেপার চিহ্নিত ও ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে উপরে (খ) দফায় বর্ণিত যে কোন অফিসার কর্তৃক আপনার পক্ষে আপনার ভোট চিহ্নিত করাইতে ও ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করাইতে পারিবেন। এইরূপ একজন অফিসার আপনার অনুরোধে আপনার সম্মুখে ও আপনার ইচ্ছা অনুসারে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবেন। আপনার পক্ষে তিনি প্রয়োজনীয় প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন।

(ঘ) উপরে (খ) দফা মোতাবেক আপনার ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করার পর ও আপনার স্বাক্ষর সত্যায়িত করার পর ঘোষণাটি ও ব্যালট পেপার পূর্ণ 'ক' চিহ্নিত ক্ষুদ্রতর খামটি 'খ' চিহ্নিত বৃহত্তর খামের মধ্যে রাখুন। বৃহত্তর খামটি বন্ধ করার পর ডাকযোগে তাহা রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করুন।

(ঙ) আপনি অবশ্যই নিশ্চয়তা বিধান করিবেন যে, অনুচ্ছেদ ৩৭(১) মোতাবেক রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যাহাতে খামটি তাহার নিকট পৌঁছে।

(চ) অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য রাখিবেন যে,

(১) যদি আপনি উপরে উল্লিখিতভাবে আপনার ঘোষণাপত্র সত্যায়িত করাইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আপনার ব্যালট পেপারটি নাকচ করা হইবে ; এবং

(২) যদি ৩৭(১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরে খামটি রিটার্নিং অফিসারের নিকট পৌঁছায়, তাহা হইলে আপনার ভোট গণনা করা হইবে না।

---

[১] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ফরম-১২

[বিধি ১৫(৩) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

পোস্টাল ব্যালট পেপার বিতরণ ও প্রাপ্তি রেজিস্টার

ক্রমিক	আবেদনকারীর নাম	আবেদনকারীর ঠিকানা*	আবেদনকারী ভোটার তালিকায় ক্রমিক নং এবং ভোটার এলাকার নাম	ভোটার তালিকায় ভোটার নম্বর	আবেদন প্রাপ্তির তারিখ	পোস্টাল ব্যালট প্রেরণের তারিখ	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	পোস্টাল ব্যালট প্রাপ্তির তারিখ ও সময়	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
মোট										

** ঠিকানা বলিতে ভোটার তালিকায় উল্লিখিত আবেদনকারীর পিতা/স্বামীর নাম, গ্রাম/রাস্তা/মহল্লা, ওয়ার্ড নম্বর, ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নাম, ডাকঘর, উপজেলা/থানা এবং জেলা বুঝাইবে।*

ফরম-১৩
[বিধি ১৬ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন
ব্যালট বাক্সের হিসাব

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম : ....

ভোটকেন্দ্রের নাম : ....

ভোটকক্ষের নম্বর	ব্যালট বাক্সের নম্বর	সীল নম্বর	সীল ও ব্যালট বাক্স গ্রহণকারী সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/ পোলিং অফিসারের স্বাক্ষর	তারিখ ও সময়	পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর, যদি কেহ সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষরদানে ইচ্ছুক
১	২	৩	৪	৫	৬

ইস্যুকৃত ব্যালট বাক্সের মোট সংখ্যা :

ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সের মোট সংখ্যা :

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

ফরম ১৪
[বিধি ২০ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন
টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

ভোটকেন্দ্রের নাম

টেন্ডার্ড ব্যালট পেপারের ক্রমিক	ভোটদাতার নাম	ভোটার তালিকায় ভোটদাতার ক্রমিক নং	ভোটার এলাকার নাম	ভোটদাতার ঠিকানা	ভোটদাতার স্বাক্ষর বা টিপসহি
১	২	৩	৪	৫	৬

স্থান :

তারিখ: দিন মাস বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

ফরম ১৫

[বিধি ২১(২) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

ভোটকেন্দ্রের নাম

ক্রমিক	ভোটারের নাম ও ঠিকানা	আপত্তিকৃত ভোটারের ভোটার এলাকার নাম	ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নং	আপত্তিকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর/টিপসহি	আপত্তিকৃত ব্যক্তির ঠিকানা	সনাক্তকারীর নাম (যদি থাকে)	আপত্তিকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, আপত্তিকৃত প্রত্যেক ভোট বাবদ একশত টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আদায়কৃত মোট .... টাকা রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে।

স্থান :

তারিখ: দিন মাস বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

[১]ফরম ১৬

[বিধি ২৪ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ভোট গণনার বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	
মোট ভোটার সংখ্যা	
ভোটকেন্দ্রের নাম	

ক্রমিক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রতীক	আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			মন্তব্য
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত বৈধ ভোট	মোট বৈধ ভোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৫ [৪(ক)+৪(খ)]	৬
১।						
২।						
৩।						
৪।						
৫।						
৬।						
মোট						

(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের মোট সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ)

(২) গণনা হইতে বাদ যাওয়া ভোটের মোট সংখ্যা

(৩) [(১) ও (২) এর সমষ্টি]

স্থান :

তারিখ: দিন মাস বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্টের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর

[১] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ফরম-১৭

[বিধি ২৫ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ব্যালট পেপারের হিসাব

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম: ______

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম: ______

মোট ভোটার সংখ্যা: ______

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ______ হইতে ______

মোট ______

২। ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা:

ক. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা ______

খ. টেন্ডার্ড ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা ______

গ. আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা ______

ঘ. হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা ______

ঙ. বিনষ্ট হওয়ার কারণে বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা ______

মোট সংখ্যা ______

৩। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ______ হইতে ______

মোট ______

৪। ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (২ ও ৩ এ বর্ণিত)
[(১) নম্বর দফায় মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে] ______

স্থান : ______

তারিখ: ___ দিন ___ মাস ___ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনী এজেন্টদের/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর

[১]ফরম-১৮

[বিধি ২৬(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোট গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম :

ক্রমিক	ভোটকেন্দ্রের নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ)						প্রত্যেক কেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা				মন্তব্য
			প্রার্থীর নাম (প্রতীক)						বৈধ	বাতিলকৃত	মোট	টেন্ডার্ড ভোটের সংখ্যা	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৪(ঘ)	৪(ঙ)	৪(চ)	৫	৬	৭	৮	৯

ভোট কেন্দ্রসমূহে প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যা :

পোস্টাল ব্যালট পেপারযোগে প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যা :

সর্বমোট :

স্থান :

তারিখ : দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্টের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর

[১] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[1]ফরম-১৯

[বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনের রিটার্ন

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

ক্রমিক নম্বর	*প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম (ব্যালট পেপারের ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)	দলের নাম/স্বতন্ত্র	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা
১	২	৩	৪

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা

মোট বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা

মোট টেন্ডার্ড ভোটের সংখ্যা

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, জনাব/বেগম

জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর

পিতা/স্বামী

মাতা

ঠিকানা

নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্থান :

তারিখ : দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর”

[1] এস আর ও নং ৩৫০- আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ফরম-২০

[বিধি ২৯(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

প্রার্থীর নাম

প্রার্থীর ঠিকানা

ক অংশ: নিজ আয় হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আয়ের উৎস

খ অংশ : আত্মীয়-স্বজন হইতে ধার বা কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়-স্বজনের নাম	আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা	সম্পর্ক	আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস

গ অংশ : আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রদত্ত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়-স্বজনের নাম	আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা	সম্পর্ক	আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস

ঘ অংশ : আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ধার বা কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা

ঙ অংশ : আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা

চ অংশ : ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ অংশে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	আয়ের উৎস

তারিখ : দিন মাস বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

ফরম-২১

[বিধি ২৯(২) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

প্রার্থীর নাম

প্রার্থীর ঠিকানা

অংশ ক-সম্পদ

শ্রেনী ক-গৃহ সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি

মোট পরিমাণ	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য
১	২	৩

শ্রেনী খ-গৃহ সম্পত্তি

গৃহের প্রকৃতি ও সংখ্যা	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য
১	২	৩

শ্রেনী গ-অন্যান্য সম্পদ

অন্যান্য সম্পদ, যথা-সিকিউরিটি, বন্ড, ব্যাংকের আমানত ইত্যাদি	আনুমানিক মূল্য
১	২

অংশ খ-দায়সমূহ

দায়সমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

অংশ গ-বাৎসরিক আয় ও ব্যয়

মোট আনুমানিক বাৎসরিক আয়	মোট আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয়
১	২

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

ফরম-২২
[বিধি ৩০(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন
নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম		নির্বাচনী এজেন্টের নাম	
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা		নির্বাচনী এজেন্টের ঠিকানা	

অংশ ক : নির্বাচনী ব্যয়ের সারসংক্ষেপ

১(ক)-অর্থ পরিশোধের প্রকার

অর্থ পরিশোধের ধরন	টাকা
১. পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	
২. দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থ	
৩. বিতর্কিত দাবী	
নির্বাচনী মোট খরচ*	

১(খ)-অর্থ ব্যয়ের শ্রেণী

ব্যয়ের উদ্দেশ্য	টাকা
১. প্রচারণা বাবদ	
২. পরিবহণ বাবদ	
৩. জনসভা বাবদ	
৪. নির্বাচনী ক্যাম্প বাবদ	
৫. এজেন্ট ও অন্যান্য স্টাফ খরচ বাবদ	
৬. আবাসন ও প্রশাসনিক খরচ বাবদ	
নির্বাচনী মোট খরচ*	

*১(ক) এবং ১(খ) এর মোট খরচ একই পরিমাণ হইতে হইবে।

(ফরম-২২-এর ২য় পৃষ্ঠা)

অংশ খ : নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব

যে তারিখে ব্যয় করা হয় বা ব্যয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়	ব্যয়ের প্রকৃতি	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ			অর্থ পরিশোধের তারিখ	অর্থ পরিশোধ কারীর নাম ও ঠিকানা	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে ভাউচার সমূহের ক্রমিক নম্বর	অপরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে বিলসমুহের ক্রমিক নম্বর (যদি থাকে)	অপরিশোধিত অর্থ যে ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধ যোগ্য তাহার নাম ও ঠিকানা	ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, চেক নম্বর এবং তারিখ
		পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (ক)	অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (খ)	(ক) ও (খ) এর যোগফল						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

অংশ গ : প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সর্বমোট ব্যক্তিগত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ

অংশ ঘ : বিতর্কিত দাবীর হিসাব

দাবী উত্থাপনের তারিখ	দাবী উত্থাপনকারীর নাম ও ঠিকানা	দাবীর প্রকৃতি	দাবীর পরিমাণ	দাবীকৃত অর্থ বিতর্কিত হওয়ার কারণ
১	২	৩	৪	৫

অংশ ঙ : দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের হিসাব

দাবী উত্থাপনের তারিখ	দাবী উত্থাপনকারীর নাম ও ঠিকানা	অপরিশোধিত দাবীর প্রকৃতি	দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	দাবীকৃত অর্থ অপরিশোধিত থাকার কারণ
১	২	৩	৪	৫

অংশ চ : নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থ, ইত্যাদির হিসাব

নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক অর্থ, সিকিউরিটি বা উহার সমতুল্য অর্থ গ্রহণের তারিখ	অর্থ, ইত্যাদি প্রদানকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অর্থের পরিমাণ অথবা সিকিউরিটির মূল্য, ইত্যাদি	অর্থ, ইত্যাদি গ্রহণ/প্রদান করার উদ্দেশ্য	ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, চেক নম্বর এবং তারিখ
১	২	৩	৪	৫

ফরম ২২ক

[বিধি ৩১(ক) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রার্থী স্বয়ং তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট হইলে প্রার্থীর হলফনামা

আমি, ... বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের
(প্রার্থীর নাম)

....নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি স্বয়ং আমার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং উক্ত রিটার্নের সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার, বিল ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং নির্ভুল।

তারিখ : [|] দিন [|] মাস [| | |] বৎসর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম ....
(প্রার্থীর নাম) (প্রার্থীর ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম ....
(সনাক্তকারীর নাম)

....কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য......................... তারিখে আমার
(সনাক্তকারীর ঠিকানা)

সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

....
ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর স্বাক্ষর

ফরম ২২খ

[বিধি ৩১(খ) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করা হইলে সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি, ...বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের
(প্রার্থীর নাম)

....নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী

হিসাবে শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি, ..., ... কে
(নির্বাচনী এজেন্টের নাম) (ঠিকানা)

আমার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিয়াছি। ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত যাবতীয় পাওনা, মীমাংসাকৃত যাবতীয় দাবী ও সকল হিসাব তাঁহার দ্বারা অথবা তাঁহার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত ব্যক্তিগত সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ উপরিউক্ত এজেন্ট-কে আমি সরবরাহ করিয়াছি এবং উহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং নির্ভুল।

৩। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে বর্ণিত অন্যান্য সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ : [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম ...., ...
(প্রার্থীর নাম) (প্রার্থীর ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম ....
(সনাক্তকারীর নাম)

.... কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য .... তারিখে আমার
(সনাক্তকারীর ঠিকানা)

সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

....

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর স্বাক্ষর

ফরম-২২গ

[বিধি ৩১(গ) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী এজেন্টের হলফনামা

আমি,..., ...
(নির্বাচনী এজেন্টের নাম) (নির্বাচনী এজেন্টের ঠিকানা)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের .... নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব/বেগম ...., এর নির্বাচনী
(প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম)

এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। আমি শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে, নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয় (প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত), প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী ও সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের মোট পরিমাণ এবং অন্যান্য ব্যয়ের বিবরণী সম্পর্কে আমি যে সকল তথ্য প্রদান করিয়াছি এবং উক্ত রিটার্নের সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার, বিল ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করিয়াছি উহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ : [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

নির্বাচনী এজেন্টের স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম..., ...
(নির্বাচনী এজেন্টের নাম) (ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম.. কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য
(সনাক্তকারীর নাম)

.... তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

....
ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর স্বাক্ষর

ফরম ২৩

[বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

রাজনৈতিক দল কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যয় বিবরণী

রাজনৈতিক দলের নাম:

রাজনৈতিক দলের ঠিকানা:

*ব্যয়ের খাত	নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	মনোনীত প্রার্থীর নাম	ব্যয়ের পরিমাণ	মন্তব্য
১. প্রার্থীকে প্রদত্ত অনুদান*				
২. প্রচারণা বাবদ				
৩. পরিবহণ বাবদ				
৪. জনসভা বাবদ				
৫. স্টাফ খরচ বাবদ				
৬. আবাসন ও প্রশাসনিক খরচ বাবদ				
৭. বিবিধ				

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক/মহাসচিব
অথবা
সমমর্যাদাধারী কার্যনির্বাহকের নাম,
স্বাক্ষর ও সীলমোহর

* উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন খাতে বিস্তারিত খরচ আলাদাভাবে এতদসংগে সংযুক্ত করিতে হইবে।

[১][তফসিল-২

[বিধি ৯ (১) দ্রষ্টব্য]

(নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীর অনুকূলে বরাদ্দযোগ্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহ)

ক্রমিক নং	নিবন্ধন নম্বর	রাজনৈতিক দলের পূর্ণ নাম	দলের সংক্ষিপ্ত নাম (যদি থাকে)	সংরক্ষিত প্রতীক
১।	০০১	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	এল.ডি.পি	ছাতা
২।	০০২	জাতীয় পার্টি-জেপি	জে.পি.	বাইসাইকেল
৩।	০০৩	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম. এল)	সাম্যবাদী দল (এম.এল)	চাকা
৪।	০০৪	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	--	গামছা
৫।	০০৫	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	সি পি বি	কাস্তে
৬।	০০৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	আওয়ামী লীগ	নৌকা
৭।	০০৭	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	বি এন পি	ধানের শীষ
৮।	০০৮	গণতন্ত্রী পার্টি	--	কবুতর
৯।	০০৯	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	ন্যাপ	কুঁড়ে ঘর
১০।	০১০	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ী
১১।	০১১	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	বিডিবি	কুলা
১২।	০১২	জাতীয় পার্টি	জাপা	লাঙ্গল
১৩।	০১৩	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	জাসদ	মশাল
১৪।	০১৫	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	জেএসডি	তারা
১৫।	০১৬	জাকের পার্টি	--	গোলাপ ফুল
১৬।	০১৭	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল	বাসদ	মই
১৭।	০১৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	বিজেপি	গরুর গাড়ী
১৮।	০১৯	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	বি টি এফ	ফুলের মালা
১৯।	০২০	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	--	বটগাছ
২০।	০২১	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	--	হারিকেন
২১।	০২২	ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টি	এন.পি.পি	আম
২২।	০২৩	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	--	খেজুর গাছ

[১] এস আর ও নং- ২৬৯-আইন/২০২৩, তারিখঃ ১৮.০৯.২০২৩ দ্বারা সংযোজিত।

ক্রমিক নং	নিবন্ধন নম্বর	রাজনৈতিক দলের পূর্ণ নাম	দলের সংক্ষিপ্ত নাম (যদি থাকে)	সংরক্ষিত প্রতীক
২৩।	০২৪	গণফোরাম	গণফোরাম	উদীয়মান সূর্য
২৪।	০২৫	গণফ্রন্ট	জি.এফ	মাছ
২৫।	০২৭	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	বাংলাদেশ ন্যাপ	গাভী
২৬।	০২৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	--	কাঁঠাল
২৭।	০৩০	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	আই.এফ.বি	চেয়ার
২৮।	০৩১	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	কল্যাণ পার্টি	হাতঘড়ি
২৯।	০৩২	ইসলামী ঐক্যজোট	আই.ও.জে	মিনার
৩০।	০৩৩	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	--	রিক্সা
৩১।	০৩৪	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	--	হাতপাখা
৩২।	০৩৫	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	B I F	মোমবাতি
৩৩।	০৩৭	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	কোদাল
৩৪।	০৩৮	খেলাফত মজলিস	--	দেওয়াল ঘড়ি
৩৫।	০৪০	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	বিএমএল	হাত (পাঞ্জা)
৩৬।	০৪১	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট	মুক্তিজোট	ছড়ি
৩৭।	০৪২	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ	বিএনএফ	টেলিভিশন
৩৮।	০৪৩	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন	এনডিএম	সিংহ
৩৯।	০৪৪	বাংলাদেশ কংগ্রেস	কংগ্রেস	ডাব
৪০।	০৪৫	তৃণমূল বিএনপি	--	সোনালী আঁশ
৪১।	০৪৬	ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ	ইনসানিয়াত	আপেল
৪২।	০৪৭	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	বাংলাদেশ জাসদ	মটরগাড়ি (কার)
৪৩।	০৪৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন	বি এন এম	নোঙ্গর
৪৪।	০৪৯	বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি	বি.এস.পি	একতারা

”।

তফসিল-৩

[বিধি ৯ (১) দ্রষ্টব্য]

(স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে বরাদ্দযোগ্য প্রতীকসমূহ)

১।	কলার ছড়ি	১২।	বেলুন	২১।	কাঁচি
২।	কেটলি	১৩।	মাথাল	২২।	ফ্রিজ
৩।	খাট	১৪।	রকেট	২৩।	সোফা
৪।	ঘণ্টা	১৫।	স্যুটকেস	২৪।	দোলনা
৫।	ট্রাক	১৬।	আলমিরা	২৫।	ঈগল
৬।	তবলা	১৭।	থালা		
৭।	তরমুজ	১৮।	ঢেঁকি		
৮।	দালান	১৯।	চার্জার লাইট		
৯।	ফুলকপি	২০।	মোড়া		
১০।	বাঁশি				
১১।	বেঞ্চ				

]

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে
(মুহম্মদ হুমায়ুন কবির)
সচিব

পরিশিষ্ট-ঘ

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ আশ্বিন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৬৯-আইন/২০০৮।–Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ–

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।–(১) এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। [১][সংজ্ঞা।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,–

(১) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন ;

(২) "দেওয়াল" অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ,সড়ক বিভাজন, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(৩) "নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল" অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O. No.155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল ;

(৪) "নির্বাচন" অর্থ জাতীয় সংসদের কোন আসনে নির্বাচন ;

(৫) "নির্বাচনি এলাকা" অর্থ সংসদ-সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন এলাকা ;

(৬) "নির্বাচন-পূর্ব সময়" অর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল ;

(৭) "পোস্টার" অর্থ কাগজ, [২][***], রেক্সিন ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(৮) "প্রার্থী" অর্থ কোন নির্বাচনি এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবার জন্য কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি ;

---

[১] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪/১১/২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

[২] এস আর ও নং-৩২০-আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১/১০/২০১৮ দ্বারা বিলুপ্ত

(৯) "যথাযথ কর্তৃপক্ষ" অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কমর্কর্তা ;

(১০) "যানবাহন" অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহন ;

(১১) "সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি" অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চীফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী বা তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।]

[১][৩। **কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান, ইত্যাদি প্রদান নিষিদ্ধ**।- কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।]

[২][৩ক। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ**।- (১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবেন না।]

৪। **সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার**।–(১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না ;

(২) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা এবং Warrant of Precedence ও প্রাধিকার অনুযায়ী সম-অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাইবেন।

৫। **নির্বাচনী প্রচারণা**।–নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধি ৬ হইতে বিধি ১৪ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

---

[১] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

[২] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত

৬। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**–(১) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি–

(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইবে তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান [১][বা ভীতি সঞ্চারমূলক কিছু] করিতে পারিবে না ;

(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে ;

(গ) সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে ;

(ঘ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথ সভা করিতে পারিবে না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা ইত্যাদি করিতে পারিবে না ;

(ঙ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৭। **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**–(১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথাঃ–

(ক) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দন্ডায়মান বস্তুতে ;

(খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে ; এবং

(গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দেশের যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না।

[২][(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার X ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এবং ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৩ (তিন) মিটার X ১ (এক) মিটার হইতে হইবে এবং পোস্টার বা ব্যানারে প্রার্থী তাহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না।]

---

[১] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত

[২] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে ছাপাইতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোন অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।

(৬) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন [১][৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার x ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার] এর অধিক হইতে পারিবে না।

(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

[২][(৮) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাইতে পারিবেন না।]

৮। **যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**–কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি–

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না ;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না ;

(গ) নির্বাচনী প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবে না ;

(ঘ) নির্বাচনে শান্তি শৃংখলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবে না।

[৩][৮ক। **কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা প্রদান নিষেধ।**– কোন প্রার্থী বা কোন প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা কোন ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।]

৯। **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**–কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি–

(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না ; এবং

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

---
[১] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত
[২] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সংযোজিত
[৩] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত

[১][৯ক। **প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।– নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।]

১০। **গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা নিষেধ**।–কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি–

(ক) নির্বাচনী প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না ;

(খ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরী করিতে পারিবেন না ;

(গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না ;

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না ; একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না ;

(ঙ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না ; এবং

(চ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।

১১। **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ এবং বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ**।–কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি–

(ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা [২][উস্কানিমূলক বা মানহানিকর] কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না ;

(খ) মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না ;

(গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না ;

---

[১]এস আর ও নং-৩২০-আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১-১০-২০১৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং [১][Arms Act,1878 (Act No. XI of 1878)] এর সংজ্ঞায় অর্থে Fire Arms বা অন্য কোন Arms বহন করিতে পারিবেন না [২][;

(ঙ) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।]

১২। **প্রচারণার সময়।**–কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

১৩। **মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**–কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

[৩][১৪। **সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনি প্রচারণা।**–(১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনি কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করিতে পারিবেন না।

(২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে বা তদকর্তৃক কোন মনোনয়ন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

(৫) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিজে প্রার্থী কিংবা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

(৬) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনি প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না।

---

[১]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা যথাক্রমে প্রতিস্থাপিত ও সংযোজিত।

[৩]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নির্বাচনি এলাকায় ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।]

১৫। **নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**–কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

১৬। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।**–(১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কমকর্তা কমর্চারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। **নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম।**–(১) এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন–

(ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে ; অথবা

(খ) তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) বা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি Representation of the People Order,1972 (P.O. No.155 of 1972) এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।

১৮। **বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**–(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

১৯। **রহিতকরণ**।—নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ৬০-আইন/৯৬, তারিখ ১৩ বৈশাখ ১৪০৩ মোতাবেক ২৬ এপ্রিল ১৯৯৬ দ্বারা জারীকৃত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সচিব

পরিশিষ্ট-৬

“তফসিল-২

[বিধি ৯ (১) দ্রষ্টব্য]

(নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীর অনুকূলে বরাদ্দযোগ্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহ)

ক্রমিক নং	নিবন্ধন নম্বর	রাজনৈতিক দলের পূর্ণ নাম	দলের সংক্ষিপ্ত নাম (যদি থাকে)	সংরক্ষিত প্রতীক
১।	০০১	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	এল.ডি.পি	ছাতা
২।	০০২	জাতীয় পার্টি-জেপি	জে.পি.	বাইসাইকেল
৩।	০০৩	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম. এল)	সাম্যবাদী দল (এম.এল)	চাকা
৪।	০০৪	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	--	গামছা
৫।	০০৫	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	সি পি বি	কাস্তে
৬।	০০৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	আওয়ামী লীগ	নৌকা
৭।	০০৭	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	বি এন পি	ধানের শীষ
৮।	০০৮	গণতন্ত্রী পার্টি	--	কবুতর
৯।	০০৯	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	ন্যাপ	কুঁড়ে ঘর
১০।	০১০	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ী
১১।	০১১	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	বিডিবি	কুলা
১২।	০১২	জাতীয় পার্টি	জাপা	লাঙ্গাল
১৩।	০১৩	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	জাসদ	মশাল
১৪।	০১৫	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	জেএসডি	তারা
১৫।	০১৬	জাকের পার্টি	--	গোলাপ ফুল
১৬।	০১৭	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল	বাসদ	মই
১৭।	০১৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	বিজেপি	গরুর গাড়ী
১৮।	০১৯	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	বি টি এফ	ফুলের মালা
১৯।	০২০	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	--	বটগাছ
২০।	০২১	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	--	হারিকেন
২১।	০২২	ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টি	এন.পি.পি	আম
২২।	০২৩	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	--	খেজুর গাছ

ক্রমিক নং	নিবন্ধন নম্বর	রাজনৈতিক দলের পূর্ণ নাম	দলের সংক্ষিপ্ত নাম (যদি থাকে)	সংরক্ষিত প্রতীক
২৩।	০২৪	গণফোরাম	গণফোরাম	উদীয়মান সূর্য
২৪।	০২৫	গণফ্রন্ট	জি.এফ	মাছ
২৫।	০২৭	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	বাংলাদেশ ন্যাপ	গাভী
২৬।	০২৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	--	কাঁঠাল
২৭।	০৩০	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	আই.এফ.বি	চেয়ার
২৮।	০৩১	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	কল্যাণ পার্টি	হাতঘড়ি
২৯।	০৩২	ইসলামী ঐক্যজোট	আই.ও.জে	মিনার
৩০।	০৩৩	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	--	রিক্সা
৩১।	০৩৪	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	--	হাতপাখা
৩২।	০৩৫	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	B I F	মোমবাতি
৩৩।	০৩৭	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	কোদাল
৩৪।	০৩৮	খেলাফত মজলিস	--	দেওয়াল ঘড়ি
৩৫।	০৪০	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	বিএমএল	হাত (পাঞ্জা)
৩৬।	০৪১	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট	মুক্তিজোট	ছড়ি
৩৭।	০৪২	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ	বিএনএফ	টেলিভিশন
৩৮।	০৪৩	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন	এনডিএম	সিংহ
৩৯।	০৪৪	বাংলাদেশ কংগ্রেস	কংগ্রেস	ডাব
৪০।	০৪৫	তৃণমূল বিএনপি	--	সোনালী আঁশ
৪১।	০৪৬	ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ	ইনসানিয়াত	আপেল
৪২।	০৪৭	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	বাংলাদেশ জাসদ	মটরগাড়ি (কার)
৪৩।	০৪৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন	বি এন এম	নোঙ্গর
৪৪।	০৪৯	বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি	বি.এস.পি	একতারা

“তফসিল-৩

[বিধি ৯ (১) দ্রষ্টব্য]

(স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে বরাদ্দযোগ্য প্রতীকসমূহ)

১। কলার ছড়ি	১২। বেলুন	২১। কাঁচি
২। কেটলি	১৩। মাথাল	২২। ফ্রিজ
৩। খাট	১৪। রকেট	২৩। সোফা
৪। ঘণ্টা	১৫। স্যুটকেস	২৪। দোলনা
৫। ট্রাক	১৬। আলমিরা	২৫। ঈগল
৬। তবলা	১৭। থালা	
৭। তরমুজ	১৮। ঢেঁকি	
৮। দালান	১৯। চার্জার লাইট	
৯। ফুলকপি	২০। মোড়া	
১০। বাঁশি		
১১। বেঞ্চ		

”।

পরিশিষ্ট-চ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ ফাল্গুন ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ৩৯-আইন/২০১১।-Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 94 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন উক্ত Order এর Article 12 এর clause (3a) এর sub-clause (a) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।– (১) এই বিধিমালা স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়–

(১) **"Article"** অর্থ Order এর কোন Article ;

(২) **"Order"** অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) ;

(৩) **"কমিশন"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন ;

(৪) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল ;

(৫) **"নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল"** অর্থ Article 90A এর অধীন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ;

(৬) **"নির্বাচনী এলাকা"** অর্থ Article 2(iv) এর অধীন সংজ্ঞায়িত কোন নির্বাচনি এলাকা ;

(৭) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার [১][****] কোন ফরম ;

(৮) **"ভোটার"** অর্থ Article 2(x) এর অধীন সংজ্ঞায়িত কোন ভোটার ;

(৯) **"ভোটার তালিকা"** অর্থ ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) এর অধীন প্রণীত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ;

(১০) **"রিটার্নিং অফিসার"** অর্থ Article 2(xxi) এর অধীন সংজ্ঞায়িত রিটার্নিং অফিসার ;

(১১) **"স্বতন্ত্র প্রার্থী"** অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী নহেন।

৩। **স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে ভোটারের সমর্থন সংগ্রহ, ইত্যাদি**।– (১) স্বতন্ত্র প্রার্থী যে নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক, কেবল সেই এলাকার ভোটারগণের সমর্থন ফরম-ক তে উক্ত প্রার্থীর প্রার্থিতার অনুকূলে সংগ্রহ করিতে হইবে।

[১] এস আর ও নং- ৩২১/আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১.১০.২০১৮ দ্বারা বিলুপ্ত।

(২) স্বতন্ত্র প্রার্থী বা তদকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক [২][****] ফরম-ক তে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার এক শতাংশ ভোটারের তথ্য লিপিবদ্ধপূর্বক ভোটারগণের স্বাক্ষর কিংবা টিপসহি সংগ্রহ করিতে হইবে।

৪। **প্রার্থীতার সমর্থনসূচক তালিকা যাচাই পদ্ধতি।**– (১) স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক বিধি ৩ এর অধীন সংগৃহীত এক শতাংশ ভোটারের তথ্যসহ স্বাক্ষর বা টিপসহি এর সমর্থনসূচক তালিকা Article 12 এর clause (3a) এর sub-clause (a) এর বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার উক্ত দাখিলকৃত এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন যাচাই করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত তালিকায় এক শতাংশ হইতে কম সংখ্যক সমর্থন এর ক্ষেত্রে উহা যাচাই এর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন না এবং রিটার্নিং অফিসার এইরূপ মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারগণ স্বতন্ত্র প্রার্থীর মোট সংখ্যা ফ্যাক্স, ই-মেইল কিংবা অন্য কোন মাধ্যমে কমিশনের মনোনীত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা অবগত হইবার পর মনোনীত কর্মকর্তা দ্বৈবচয়নের ভিত্তিতে কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ যে সমস্ত নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন, উহাদের প্রতিটির জন্য ১০টি সংখ্যা চিহ্নিত করিবেন, যাহা ক্রমিক ১ হইতে ১ শতাংশের মধ্যবর্তী যে কোন ১০টি সংখ্যা হইবে ।

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন সমর্থনসূচক তালিকায় এক শতাংশের অধিক ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত হইলে, যে ক্রমিক হইতে এই অধিক সংখ্যার শুরু উহা হইতে শেষ পর্যন্ত প্রাপ্ত ক্রমিকসমূহ উপ-বিধি (৪) এর অধীন দ্বৈবচয়নের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৬) কমিশনের মনোনীত কর্মকর্তা উপ-বিধি (৪) এর অধীন চিহ্নিত ১০টি সংখ্যা ফ্যাক্স, ই-মেইল বা অন্য কোন মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং রিটার্নিং অফিসার প্রাপ্ত সংখ্যার বিপরীতে উল্লিখিত তথ্যাদির সত্যাসত্য সরেজমিনে যাচাই এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন ।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরেজমিনে তদন্তপূর্বক [৩][****] ফরম-খ তে প্রত্যেক ভোটারের বিপরীতে একটি লিখিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন যাহাতে তদন্তের ফলাফলের উপর ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট এলাকার একজন ভোটারের প্রত্যয়ন অথবা যাচাইকৃত ভোটারের স্বাক্ষর কিংবা টিপসহি থাকিবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট এলাকার অপর একজন ভোটার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরকৃত বা টিপসহি থাকিবে।

৫। **যাচাইকৃত তালিকায় তথ্যের গরমিল থাকিলে মনোনয়ন বাতিল।**– বিধি ৪ এর অধীন স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রার্থীতার সমর্থনসূচক তালিকা যাচাই এর পর উক্ত তালিকার কোন একটি ক্রমিকে প্রদত্ত তথ্যের গরমিল থাকিলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী যথাযথ তথ্য প্রদান করেন নাই বলিয়া গণ্য হইবে এবং [৪][রিটার্নিং অফিসার উক্ত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ মনোনয়ন বাতিলের বিষয়টি কমিশনকে অবহিত করিবেন]।

---

[২] এস আর ও নং- ৩২১/আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১.১০.২০১৮ দ্বারা বিলুপ্ত।
[৩] এস আর ও নং- ৩২১/আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১.১০.২০১৮ দ্বারা বিলুপ্ত।
[৪] এস আর ও নং- ৩২১/আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১.১০.২০১৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫][“ফরম-ক

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

এক শতাংশ ভোটারের সমর্থনযুক্ত তালিকা

স্বতন্ত্র প্রার্থীর নাম: ______

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম: ______

মোট ভোটার সংখ্যা: ______

এক শতাংশ ভোটারের সংখ্যা: ______

ক্রমিক নম্বর	ভোটারের নাম	বর্তমান ঠিকানা ও টেলিফোন / মোবাইল ফোন (যদি থাকে)	ভোটার নম্বর	ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

তারিখ: [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

১। এই নমুনায় অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করিতে হইবে।

২। এই ক্রমিক নম্বর ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩। প্রতি পৃষ্ঠায় প্রার্থীর অনুস্বাক্ষর ও শেষ পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।”।]

---

[৫]এস আর ও নং- ৩২১/আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১.১০.২০১৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

ফরম-খ

[বিধি ৪(৭) দ্রষ্টব্য]

স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রার্থিতার পক্ষে সমর্থন যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম :	
স্বতন্ত্র প্রার্থীর নাম :	

প্রতিবেদন

আমি অদ্য..................................তারিখ......................ভোটার এলাকা......................
ভোটার নম্বরের বিপরীতে উল্লিখিত ভোটার......................সমর্থন সরেজমিনে যাচাই করি।

নিম্নের ১ ও ২ -এর মধ্যে যেটি প্রযোজ্য, সেটি রাখিয়া অন্যটি কর্তন করিতে হইবে।

১। যাচাইকালে সংশ্লিষ্ট ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে উল্লিখিত ভোটারের নাম ও ঠিকানায় কোন ভোটার নাই।

(...)
কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল

সাক্ষীর স্বাক্ষর কিংবা
টিপসহি ও ভোটার নম্বর

১। যাচাইকৃত ব্যক্তি নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করিয়াছেনঃ
(যাহা প্রযোজ্য নয়, তাহা কর্তন করিতে হইবে)

(ক) উল্লিখিত প্রার্থীর প্রার্থিতার পক্ষে তিনি তালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছেন/টিপসহি দিয়াছেন। প্রার্থীর দাবী সত্য।

(খ) উল্লিখিত প্রার্থীর প্রার্থিতার পক্ষে তিনি তালিকায় স্বাক্ষর করেন নাই/টিপসহি প্রদান করেন নাই। প্রার্থীর দাবী সর্বৈব মিথ্যা।

(..)
কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল

উপরে বর্ণিত প্রতিবেদনের তথ্য আমি সজ্ঞানে প্রদান করিয়াছি এবং উহা সঠিক।

প্রতিস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর বা টিপসহি যাচাইকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর বা টিপসহি

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে
(ড. মোহাম্মদ সাদিক)
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

পরিশিষ্ট-ছ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদ এবং ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারার উদ্বৃতাংশ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদ

২৭। (১) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ পোস্টাল ব্যালটে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) ও (৫) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি ;

(খ) কোনো ব্যক্তি তিনি যে ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদানের অধিকারী সেই কেন্দ্র ব্যতীত, অন্য কোনো ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত আছেন ; এবং

(গ) বিদেশে বসবাসরত কোনো বাংলাদেশি ভোটার।]

(২) এইরূপে ভোট প্রদানের অধিকারী কোনো ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানে ইচ্ছুক হইলে-

(ক) দফা (১) এর উপ-দফা (ক) [এবং (গ)] এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে পনেরো দিনের মধ্যে ; এবং

(খ) উক্ত দফার উপ-দফা (খ) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাহার নিযুক্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, তিনি যে নির্বাচনি এলাকার ভোটার, সেই এলাকার রিটার্নিং অফিসারের নিকট পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিবেন এবং অনুরূপ প্রত্যেক আবেদনে ভোটারের নাম, ঠিকানা এবং ভোটার তালিকায় তাহার ক্রমিক নম্বর সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার দফা (২) এর অধীন কোনো ভোটারের আবেদন প্রাপ্তির পর, অনতিবিলম্বে উক্ত ভোটারের নিকট ডাকযোগে একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং একটি খাম প্রেরণ করিবেন, যে খামের উপর তারিখ প্রদর্শন করত সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এর একটি ফরম থাকিবে, যাহা ভোটার কর্তৃক ডাকে প্রদানের সময় ডাকঘরের উপযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক পূরণ করা হইবে।

(৪) কোনো ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের জন্য তাহার ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তাহার ভোট রেকর্ড করিবার পর ব্যালট পেপারটি দফা (৩) এর অধীন তাহার নিকট প্রেরিত খামে ন্যূনতম বিলম্বের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারা

"৮। অধিবাসী অর্থ।-(১) অতঃপর ইহাতে ব্যবস্থিত বিধান ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি সচরাচর যে নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসবাস করেন কিংবা যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকায় বসতবাড়ী ভোগ দখল করেন কিংবা বসতবাড়ী ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মালিক হন তিনি উক্ত নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির একাধিক নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসতবাড়ীর দখল থাকিলে কিংবা বসতবাড়ী ও স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা থাকিলে, ঐ ব্যক্তিকে, তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী, যে কোন একটি নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করা যাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে থাকিলে বা কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে তিনি, যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকায় চাকুরীসূত্রে সচরাচর বসবাস করেন সেই নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী হিসাবে গণ্য হইবেন, যদি না তিনি অনুরূপ চাকুরীরত না থাকিলে বা অনুরূপ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে যে ভোটার এলাকার বা নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী থাকিতেন সেই এলাকার অধিবাসী হিসাবে তালিকাভুক্ত হইবার জন্য রেজিস্ট্রেশন অফিসার বরাবর আবেদন করেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত অনুরূপ কোন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহারা ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী তাহারা যদি সচরাচর অনুরূপ ব্যক্তির সহিত বসবাস করেন তাহা হইলে তাহারা অনুরূপ ব্যক্তি যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন সেই এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের কোন জেলখানায় বা অন্য কোন আইনগত হেফাজতে আটক থাকিলে, তিনি এইভাবে আটক না থাকিলে যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী থাকিতেন, সেই নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৬) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে বসবাস করিলে, তিনি সর্বশেষ যে নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসবাস করিয়াছেন অথবা তাহার নিজ বা পৈতৃক বসতবাড়ী যে স্থানে অবস্থিত ছিল বা আছে, তিনি সেই এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন"।

পরিশিষ্ট-জ

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১

(১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন)

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১

(১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন)

[৪ মে, ১৯৯১]

সূচীপত্র

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য

৪। নির্বাচন-কর্মকর্তার চাকুরী ও উহার নিয়ন্ত্রণ

৫। নির্বাচন-কর্মকর্তার শৃঙ্খলামূলক শাস্তি

৬। দণ্ড

৭। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

৮। রহিতকরণ

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১

(১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন)

[৪ মে, ১৯৯১]

নির্বাচন কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের বিধানকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন-কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :–

১। (১) এই আইন নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) "কমিশন" অর্থ সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন ;

(খ) "চাকুরী বিধি" বলিতে চাকুরী সংক্রান্ত যে কোন আইন, বিধি, বিধান, প্রবিধান, চুক্তি, দলিল নিয়োগপত্র ও শর্ত অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(গ) "নির্বাচন" অর্থ কমিশন কর্তৃক বা উহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বা অনুষ্ঠিত যে কোন নির্বাচন ;

(ঘ) "নির্বাচন-কর্মকর্তা" অর্থ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব বা কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এবং পোলিং স্টেশনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(ঙ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ কোন ব্যক্তিকে চাকুরীতে নিয়োগকারী কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ ;

(চ) "রিটার্নিং অফিসার" অর্থ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কোন রিটার্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালনরত কোন নির্বাচন-কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বা কোন চাকুরী বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। (১) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে, তিনি, কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ব্যতীত, তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণে বা পালনে অপারগতা বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নির্বাচন-কর্মকর্তা হিসাবে কোন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বাধা দিতে পারিবেন না বা বিরত রাখিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে তিনি তাঁহার উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে নির্বাচনী দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার চাকুরীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরীরত আছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) উক্তরূপ প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন-কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কমিশন এবং ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন এবং তিনি তাঁহাদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) উক্তরূপ প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন-কর্মকর্তার নিকট নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রাধান্য পাইবে এবং এই দায়িত্বের সহিত সাংঘর্ষিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে তিনি তাহার অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

৫। (১) কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে প্রদত্ত কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের কোন আদেশ বা নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করিলে বা উহার অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অসদাচরণ তাহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণ করিলে তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ বা বরখাস্ত করিতে পারিবে বা বাধ্যতামূলক অবসর দিতে পারিবে বা তাহার পদাবনতি করিতে পারিবে বা তাহার পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি অনধিক দুই বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন শাস্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যর্থতা, অস্বীকৃতি, লংঙ্ঘণ বা অপরাধের জন্য অন্য কোন আইনে নির্ধারিত কোন দণ্ড প্রদান বা উহার জন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ ব্যাহত বা বারিত করিবে না।

(৩) কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণ করিলে কমিশন বা ক্ষেত্রমত কমিশনের সম্মতিক্রমে রিটার্নিং অফিসার তাহাকে, তাহার বিরুদ্ধে তজ্জন্য তাহার চাকুরীবিধি অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণ সাপেক্ষে, অনধিক দুই মাসের জন্য সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ বরখাস্তের আদেশ তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী ইহা কার্যকর হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণের জন্য কোন নির্বাচন-কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণের জন্য কোন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসার অনুরোধ করিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে উক্তরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবে এবং তৎসম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবে।

৬। (১) কোন ব্যক্তি ধারা ৪(১) বা ৪(২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ৫(৩) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ পালন বা কার্যকর না করিলে বা ধারা ৫(৪) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে, বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭। কমিশন বা উহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৮। নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৯০ (অধ্যাদেশ নং ৩১, ১৯৯০) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

পরিশিষ্ট-ঝ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, আগারগাও, ঢাকা।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা-২০২৩

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯১সি এর ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ ও মোতায়েনের জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করিল। যথা;

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** ঃ

(১) এই নীতিমালা স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়-

ক. "**কমিশন**" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিস্থিত নির্বাচন কমিশন ;

খ. "**নির্বাচন প্রক্রিয়া**" অর্থ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণার পর হইতে প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনি প্রচার, ভোটগ্রহণ, ভোটগণনা ও ফলাফল ঘোষণা সংক্রান্ত কার্যাদি ;

গ. "নির্বাচন পর্যবেক্ষক" অর্থ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অধীন নির্বাচনসহ নির্বাচন কমিশনের অধীন যে কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশন বা কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা পর্যবেক্ষকগোষ্ঠী ;

ঘ. "**পর্যবেক্ষক সংস্থা**" অর্থ কোন সংস্থা যাহা বাংলাদেশের কোন আইনের অধীনে নিবন্ধিত এবং কমিশন হইতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য দুই বা ততোধিক সংস্থা একটি গ্রুপ কিংবা পার্টনারশিপ গঠন করিলে, ঐ গ্রুপ বা পার্টনারশিপকে একক পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হইবে ; এবং

ঙ. "**নির্বাচনি এলাকা**" অর্থ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে - সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন সংসদীয় এলাকা এবং উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত এলাকা।

৩। **নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য** ঃ

কমিশন মূলত দুইটি কারণে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয় উৎসাহিত করিয়া থাকে-

(১) সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি সংঘটিত হইয়া থাকিলে সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ; এবং

(২) নির্বাচনি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নির্বাচনি উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাহাতে ভবিষ্যতে চিহ্নিত ত্রুটিবিচ্যুতিসমূহ সংশোধন করা যায়। নির্বাচনি পরিবেশ এবং উহার ব্যবস্থাপনাসহ সমগ্র নির্বাচনি প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট সবকিছুই দেখা ও তথ্য সংগ্রহ করা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মূল কাজ। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নির্বাচনি প্রক্রিয়ার গুণগত মান ও যথার্থতা সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রতিবেদন তৈরি করিবার মধ্যেই পর্যবেক্ষণের সফলতা নিহিত।

(৩) নির্বাচন পরিচালনার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন কমিশনকে সরবরাহের জন্য স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কোন নির্বাচনের বিশেষ ফলাফলের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়, ইহা শুধুমাত্র নির্বাচনের ফলাফলের বিষয়ে সঠিক ও সততার সাথে স্বচ্ছ ও সময়ানুযায়ী রিপোর্ট প্রদানের সহিত সম্পৃক্ত। নির্বাচনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রদান ছাড়াও নির্বাচনে পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি নির্বাচনি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

৪। **নিবন্ধন প্রক্রিয়া** ঃ

নির্বাচন কমিশন পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যাদি নিম্নোক্তভাবে সম্পন্ন করিবেঃ

৪.১ পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধনের জন্য দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে। পর্যবেক্ষণে ইচ্ছুক সংস্থাকে গণবিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে [EO-1] আবেদন কমিশন সচিবালয়ে জমা দিতে হইবে। নির্ধারিত ফরমে বর্ণিত তথ্যাদি যথাযথ পূরণপূর্বক বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত দলিলাদি আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে;

৪.২ গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে কাজ করিয়া আসিতেছে এবং যাহাদের নিবন্ধিত গঠনতন্ত্রের মধ্যে এই সকল বিষয়সহ সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ে নাগরিকদের মধ্যে তথ্য প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণের অঙ্গীকার রহিয়াছে কেবল সেই সকল বেসরকারি সংস্থাই নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসাবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবে;

৪.৩ (ক) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সহিত সরাসরি জড়িত ছিলেন বা আছেন কিংবা নিবন্ধন লাভের জন্য আবেদনকৃত সময়ের মধ্যে কোন নির্বাচনের প্রার্থী হইতে আগ্রহী এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি পর্যবেক্ষণের জন্য আবেদনকারী কোন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কিংবা পরিচালনা পর্ষদের বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন উক্ত সংস্থাকে পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসাবে নিবন্ধন করা হইবে না।

(খ) আবেদনকারী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কিংবা পরিচালনা পর্ষদের বা ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় মর্মে আবেদনের সাথে লিখিত হলফনামা জমা দিবে।

(গ) নির্বাচন কমিশনে স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধন পেতে ইচ্ছুক এমন কোন প্রতিষ্ঠান যার নামের সাথে জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের নামের হুবহু মিল রয়েছে অথবা কাছাকাছি নাম ব্যবহার করা হয়েছে যা দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে এমন প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(ঘ) নির্বাচন কমিশনে স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধন পেতে ইচ্ছুক এমন কোন প্রতিষ্ঠান যার নামের সাথে আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক কোন প্রতিষ্ঠানের নামের হুবহু মিল রয়েছে অথবা কাছাকাছি নাম ব্যবহার করা হয়েছে যা দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানকে ঐ

আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক সংস্থা হতে লিখিত অনাপত্তিপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) এছাড়া আবেদনের সাথে নিম্নলিখিত দলিলাদি সংযুক্ত করতে হবে:-

- সংস্থার গঠনতন্ত্র (নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হতে হবে) ;
- সংস্থার বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড/পরিচালনা পর্ষদ/কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা(নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত) ;
- সংস্থার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক) ;
- সংস্থার নিবন্ধিত অফিসের নাম ও ঠিকানা (পরিবর্তন হলে তার স্বপক্ষে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকতে হবে) ;
- নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা ;
- নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কার্যাবলীর তালিকা ;
- সর্বশেষ দুই বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন ;

৪.৪(ক) কমিশন প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই-বাছাই করিয়া প্রাথমিকভাবে নিবন্ধনের উপযুক্ত সংস্থাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে। এই তালিকা সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য ১৫ (পনের) কার্যদিবস সময় দিয়ে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে ;

(খ) তালিকায় উল্লিখিত কোন সংস্থার বিষয়ে আপত্তি প্রদান করা হইলে আপত্তির সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় আপত্তি গ্রহণ করা হইবে না।

৪.৫ আপত্তির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর,

(ক) কোন আপত্তি পাওয়া না গেলে, আপত্তি প্রদানের তারিখ সমাপ্ত হইবার ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে ;

(খ) কোন আপত্তি দাখিল করা হইলে, ঐ আপত্তির উপর উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে কমিশনে শুনানি গ্রহণ করিবার পর কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। তবে শুনানীতে কোন পক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে কমিশন একতরফাভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে ;

(গ) উল্লিখিত ক ও খ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী ও আপত্তিকারী উভয়কে লিখিতভাবে অবহিত করা হইবে।

৪.৬। যেসব সংস্থাকে নিবন্ধন দেওয়া হইবে তাহাদেরকে নির্বাচন কমিশন হইতে নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে।

৫। **নিবন্ধনের মেয়াদ ঃ**

প্রতিটি সংস্থার নিবন্ধনের মেয়াদ অনুমোদনের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য বহাল থাকিবে, যদি না কোন কারণে উহা তৎপূর্বেই বাতিল করা হয়। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হলে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধিত পর্যবেক্ষক সংস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

শর্তসমূহ ঃ

(ক) নিবন্ধন প্রাপ্তির পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের যেকোন ১টি সাধারণ নির্বাচন ও স্থানীয় সরকারের অন্তত ৪টি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে দাখিল করতে হবে।

(খ) প্রতি ২ বছর অন্তর অন্তর নিবন্ধিত সংস্থাসমূহের দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন কমিশন সচিবালয়ে দাখিল করতে হবে।

(গ) নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত অবস্থায় সংস্থাটিকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নীতিমালা ও দেশের প্রচলিত আইন-বিধি মেনে চলতে হবে।

(ঘ) নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হলে উপরোক্ত শর্ত পূরণ করে নিবন্ধন নবায়নের জন্য সংস্থাটিকে সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত আবেদনের বিষয়ে মাননীয় কমিশন সংস্থাটির নবায়নের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

৬। নিবন্ধন বাতিল ঃ

৬.১ নিবন্ধিত কোন পর্যবেক্ষক সংস্থার বিরুদ্ধে পর্যবেক্ষণ নীতিমালা লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইবে। নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্বে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় পর্যবেক্ষক সংস্থাটিকে উহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়সহ একটি লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবে। অভিযোগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থাটি কমিশনের কাছে শুনানির জন্য আবেদন করিতে পারিবে। কমিশনে শুনানি গ্রহণ করিবার পর অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে সংস্থাটিকে অবহিত করা হইবে। শুনানিতে পর্যবেক্ষক সংস্থা আইনজীবী নিয়োগ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তথ্য প্রমাণাদি উপস্থাপনের সুযোগ পাইবে ;

৬.২ নিবন্ধিত কোন পর্যবেক্ষক সংস্থার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বা শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে জড়িত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত বা প্রতিবেদনের আলোকে উক্ত সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইবে ;

৭। পর্যবেক্ষক সংস্থার দায়িত্ব ঃ

পর্যবেক্ষক সংস্থা নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবেঃ

৭.১ ক.পর্যবেক্ষক সংস্থা নির্বাচনের সময়সূচি জারি হইবার ১০(দশ) দিনের মধ্যে কোন এলাকা বা এলাকাসমূহে কেন্দ্রীয় বা স্থানীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছুক তাহা উল্লেখপূর্বক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করা ;

খ. আবেদনের সাথে এলাকা ভিত্তিক পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রদান করা ;

গ. নির্বাচন কমিশন হইতে অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথেই উক্ত সংস্থার জন্য নির্ধারিত নির্বাচনি এলাকায় মোতায়েন করিবার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার/সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেওয়া ;

ঘ. রিটার্নিং অফিসার/সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট আবেদন জমা দেয়ার সময় প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের এস.এস.সি. বা সমমানের পরিক্ষার সার্টিফিকেট, জাতিয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ফরম EO-2 এবং ফরম EO-3 (অঙ্গীকারনামা) দাখিল করা।

৭.২ এমন একটি পর্যবেক্ষক মোতায়েন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যাহাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ এলাকা (যেমন- উপজেলা/থানা/সংসদীয় এলাকা) পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় ;

৭.৩ নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের তথ্যাবলী ফরম EO-2 তে সংরক্ষণ এবং প্রত্যেক পর্যবেক্ষক টীমের পর্যবেক্ষণ এলাকা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া ;

৭.৪ প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাহাদের কর্মদক্ষতা মনিটর করা ;

৭.৫ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক তাহার উপর আরোপিত দায়িত্ব যাহাতে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত পালন করিতে পারেন সেইজন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা ;

৭.৬ কোন পর্যবেক্ষক নীতিমালা অনুসরণ করিতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের কার্যাবলী মনিটরিং করা। কোন পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা তাহা দ্রুত তদন্ত করিয়া দেখিবে এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষককে মিশন হইতে প্রত্যাহার বা বহিষ্কার করা।

৮। **পর্যবেক্ষকের যোগ্যতা ঃ**

পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য একজন ব্যক্তির নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকিতে হইবেঃ

৮.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে ;

৮.২ বয়স ২৫ (পঁচিশ) বা তদূর্ধ্ব হইতে হইবে ;

৮.৩ ন্যূনতম এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে ;

৮.৪ কোন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হইতে পারিবে না ;

৮.৫ কোন নিবন্ধিত বা অনুমোদিত পর্যবেক্ষক সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইতে হইবে ;

৮.৬ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অঙ্গীকারনামা ফরম EO-3 স্বাক্ষর এবং স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন মানিয়া চলিতে হইবে ;

৮.৭ পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তির কোন রাজনৈতিক দল বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থীর সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থাকিতে পারিবে না ;

৮.৮ কোন রাজনৈতিকদল বা এর কোন অঙ্গসংগঠনের সাথে কোনভাবে যুক্ত কেহ নির্বাচন পর্যবেক্ষক হইতে পারিবেন না।

৯। **পর্যবেক্ষক মোতায়েন ঃ**

৯.১ শুধুমাত্র অনুমোদিত পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষকগণই নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন ;

৯.২ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের একক ইউনিট হইবে উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা অথবা সংসদীয় নির্বাচনি এলাকা এবং ইহার ভিত্তিতেই পর্যবেক্ষক নিয়োগের মাত্রা (scale) নির্ধারিত হইবে ;

৯.৩ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার বাসিন্দা বা ভোটার নয় এমন লোককে পর্যবেক্ষক হিসেবে মোতায়েন করিতে হইবে ;

৯.৪ একই এলাকার জন্য একাধিক পর্যবেক্ষক সংস্থা আবেদন জানাইলে কোন সংস্থাকে কোন ইউনিটে মোতায়েন করা হইবে উহা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে ;

৯.৫ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সংস্থা প্রতি দলে অনধিক পাঁচজন করিয়া একাধিক ভ্রাম্যমাণ পর্যবেক্ষক দল নিয়োগ করিতে পারিবে। ভোটকেন্দ্রে কক্ষ ভিত্তিক কোন সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা যাইবে না ; এইভাবে গঠিত দল নির্ধারিত ইউনিটের সকল ভোটকেন্দ্রের প্রতি কক্ষে স্বল্পসময়ের জন্য অবস্থান ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে ;

৯.৬ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সংস্থা উহার নির্ধারিত ইউনিটের ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনার কক্ষে এবং রিটার্নিং অফিসারের দপ্তরে ফলাফল একত্রীকরণের সময় একজন করিয়া পর্যবেক্ষক মোতায়েন করিতে পারিবে ;

৯.৭ ভোট গণনা এবং ফলাফল একত্রীকরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য যাহাদের দায়িত্ব দেওয়া হইবে তাহাদের নাম ভোটগ্রহণের দিন সকালেই প্রিজাইডিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারকে জানাইতে হইবে। ভোট গণনা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষক ভোট গণনা কক্ষ ত্যাগ করিতে পারিবেন না। ত্যাগ করিলে তাহাকে পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না ;

৯.৮ প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে নির্বাচনি আইন, বিধি-বিধান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইতে হইবে এবং নিয়োগকারী সংস্থার পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার ব্রিফিং ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিতে হইবে ;

১০. পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্র ঃ

১০.১ অনুমোদিত পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন কমিশন হইতে মুদ্রিত বিশেষ নির্দেশনা সম্বলিত 'পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্র' প্রদান করা হইবে। পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্র হস্তান্তর যোগ্য নয় ;

১০.২ যেইসব সংস্থা স্থানীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিবে তাহাদের পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্র রিটার্নিং অফিসার/সহকারি রিটার্নিং অফিসারের দপ্তর হইতে প্রদান করা হইবে ;

১০.৩ রিটার্নিং অফিসার/সহকারি রিটার্নিং অফিসার পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন পর্যবেক্ষকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ দাখিল করিলে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক সংস্থাকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং ঐ পর্যবেক্ষককে পর্যবেক্ষণ মিশন হইতে প্রত্যাহারের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন ;

১০.৪ কেন্দ্রীয়ভাবে যেইসব সংস্থা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিবে তাহাদের পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্র নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হইতে প্রদান করা হইবে।

১১। পর্যবেক্ষকদের করণীয় ঃ

১১.১ কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় পর্যবেক্ষক পরিচিতি কার্ড সার্বক্ষণিকভাবে ঝুলাইয়া রাখিবেন যাহাতে উহা সকলের নিকট দৃশ্যমান হয় ;

১১.২ পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় অবশ্যই ভোটারের ভোট প্রদানের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকবেন এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের কাজে যাতে বিঘ্ন না হয় সে বিষয়ে মনোযোগী থাকিবেন। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করিতে

পারিবেন না। যেখানে অবস্থান করিলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না ভোটকেন্দ্রের ভিতর এমন কোন জায়গায় স্বল্পসময়ের জন্য অবস্থান করিয়া নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন ;

১১.৩ কোন অবস্থাতেই কোন পর্যবেক্ষক ভোট প্রদানের গোপন কক্ষে (marking place) প্রবেশ করিতে পারিবেন না ;

১১.৪ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণ কাজে স্বার্থের সংঘাত কিংবা অন্য পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষকের অসঙ্গত আচরণ সম্পর্কে তাহার নিয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবেন।

১২। বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ঃ

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংস্থা/কূটনৈতিক মিশনের নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হওয়ার বিধান নাই। আন্তর্জাতিক সংস্থা/কূটনৈতিক মিশনের বিদেশী কর্মকর্তা/ কর্মচারী বিদেশী পর্যবেক্ষক এবং স্থানীয় কর্মকর্তাগণ স্থানীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে গণ্য হইবেন। বিদেশীদের বিদেশী পর্যবেক্ষক নীতিমালা অনুযায়ী এবং স্থানীয়দের স্থানীয় পর্যবেক্ষক নীতমালা অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে।

১৩। প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধান ঃ

ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হইবার এক মাসের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থা পর্যবেক্ষকদের নিকট হতে EO-4 ফরমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া প্রতিবেদন তৈরি করিবে এবং তা কমিশনে দাখিল করিবে। ভবিষ্যতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কীভাবে আরও উন্নত করা যায় তদসম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রতিবেদনে সংযুক্ত করিবে। তবে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক সংস্থার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে কোন বাধা হইবে না।

এছাড়া পর্যবেক্ষক সংস্থাকে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হইবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করিতে হইবে।

১৪। পর্যবেক্ষকদের আচরণ ঃ

পর্যবেক্ষকগণ পর্যবেক্ষণকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করিবেনঃ

১৪.১ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করিবার লক্ষ্যে সংবিধান, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বিধান অনুসরণ ;

১৪.২ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কার্যে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকা ;

১৪.৩ কোন প্রকার নির্বাচনি উপকরণ স্পর্শ বা অপসারণ করা হইতে বিরত থাকা ;

১৪.৪ পর্যবেক্ষণের সময় সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীনতা বা নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং এমন কোন আচরণ প্রদর্শন না করা যাহাতে কোন পর্যবেক্ষক কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা প্রার্থীর সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত হন ;

১৪.৫ নির্বাচনে প্রার্থী বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে পরিচয় বা চিহ্ন বহনকারী কোন কিছু পরিধান, বহন অথবা প্রদর্শন করা হইতে বিরত থাকা ;

১৪.৬ কোন রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা তাহার এজেন্ট, নির্বাচনের সাথে জড়িত কোন সংস্থা অথবা ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ বা ক্রয়ের চেষ্টা, সুবিধা গ্রহণ বা গ্রহণে উৎসাহিত করা হইতে বিরত থাকা ; এবং

১৪.৭ নির্বাচন চলাকালীন পর্যবেক্ষকগণ মিডিয়ার সম্মুখে এমন কোন মন্তব্য করিবেন না, যাহা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত বা প্রভাবিত করিতে পারে।

১৫। **বিবিধ** ঃ

নির্বাচন কমিশনের অনুমোদিত পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় ভোটকেন্দ্র বা নির্বাচনি এলাকায় কোন ধরনের অনিয়ম যা সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য হুমকি হইতে পারে, দেখতে পাইলে সেই বিষয়ে তাৎক্ষণিক নির্বাচন কমিশনে রিপোর্ট প্রদান করিতে পারিবে।

১৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত** ঃ

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০১৭ এতদ্বারা রহিত করা হলো।

##

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।
www.ecs.gov.bd

ফরম EO-1

স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধনের আবেদন ফরম

১। **সংস্থার তথ্যাবলী ঃ**

ক. নামঃ...

খ. ঠিকানাঃ..

গ. টেলিফোন নং...

ঘ. ই-মেইলঃ..

ঙ. ওয়েবসাইটঃ...

২। **সংস্থার পক্ষে যোগাযোগকারী ঃ**

ক. নামঃ...

খ. পদবীঃ...

গ. জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বরঃ...

ঘ. ফোন নম্বরঃ...

ঙ. মোবাইল ফোন নম্বরঃ..

৩। **ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ**

ক. সভাপতি/প্রধান নির্বাহীর নামঃ...

খ. জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বরঃ...

গ. ট্রাস্টি বোর্ডঃ...

ঘ. পরিচালনা পর্ষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদ/ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যঃ...............................

[বিষয়সমূহের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে]।

৪। **নিবন্ধন ঃ**

ক. নিবন্ধন বৎসর: ....

খ. নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ: ....
[নিবন্ধন সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে]

গ. নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া থাকিলে নবায়ন করা হইয়াছে কিনাঃ............................
[নবায়নকৃত সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে]

৫। সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য [গঠনতন্ত্র সংযুক্ত করিতে হইবে] ....

৬। সংস্থার গত দুই বছরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন:...।

৭। ইতঃপূর্বে নির্বাচন কমিশনে পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত ছিল কিনা? ....
নিবন্ধিত থাকিলে নিবন্ধন নম্বর:

৮। নিবন্ধিত সংস্থা হিসেবে কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে কি না? ....

পর্যবেক্ষণ করে থাকলে তার অনুমতি এবং যেসব নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন সংযুক্ত করিতে হইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
[নাম ও পদবীসহ সীলমোহর]

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।
www.ecs.gov.bd

দুই কপি
স্ট্যাম্প সাইজ
ছবি

ফরম EO-2

স্থানীয় পর্যবেক্ষক আবেদন ফরম

১। নাম :...

২। জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর :..

৩। ঠিকানা :...

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা :..

৫। জন্ম তারিখ :...

৬। মোবাইল নম্বর :...

৭। নিয়োগকারী পর্যবেক্ষক সংস্থা :..

৮। পূর্বে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকিলে উহার নাম ও সময় :...

৯। পূর্বের নিয়োগকারী সংস্থার নাম :...

১০। রেফারেন্স : পর্যবেক্ষক সম্পর্কে তথ্যাদি প্রদানে সক্ষম এমন দুজন সুপরিচিত ব্যক্তির নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ঠিকানা ও ফোন নম্বর : (পর্যবেক্ষকের আত্মীয়, নির্বাচনের প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের নেতা হইবেন না)

১। ....

২। ....

....
আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।
www.ecs.gov.bd

ফরম EO-3

পর্যবেক্ষকের অঙ্গীকারনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে-

১। আমি নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিব ;

২। আমি আসন্ন নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রার্থীর কর্মী নই এবং আমি নিজেও প্রার্থী নই ;

৩। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের সময় প্রার্থী, রাজনৈতিক দল এবং কোন কমিটি, আন্দোলন বা সংস্থার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন আনুকূল্য প্রদর্শন হইতে বিরত থাকিয়া আমি কঠোরভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখিব। ইহা ছাড়া আমি প্রার্থী বা তাহাদের এজেন্টদের নিকট হইতে যে কোন ধরনের সহায়তা বা হুমকি প্রত্যাখ্যান করিয়া সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করিব ;

৪। নির্দলীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে আমি নির্বাচন প্রক্রিয়ার যেই সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতেছি সেই সকল বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্ভুল ও নিরপেক্ষ তথ্যাদি আমার নিয়োগকারী সংস্থাকে প্রদান করিব ;

৫। আমি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালার মর্ম অবহিত হইয়াছি। আমার দ্বারা উহার কোন লঙ্ঘন হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

স্বাক্ষর :

আবেদনকারীর নাম :

জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর :

সংস্থার নাম :

ঠিকানা :

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।
www.ecs.gov.bd

ফরম EO-4

নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রতিবেদন

নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করিয়া অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর। ভোটকেন্দ্র পর্যায়ে নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য নির্বাচন কমিশন পর্যবেক্ষণের বিষয়টি উৎসাহিত করিয়া থাকে। সেই লক্ষ্যে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত সকল সংস্থার নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ পরবর্তী তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যবেক্ষণ সংস্থা কর্তৃক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রদানের সুবিধার্থে এই EO-4 ফরম প্রণয়ন করা হইয়াছে। পর্যবেক্ষক সংস্থা উহার নিয়োজিত সকল পর্যবেক্ষকের মাধ্যমে কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যসংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। সংস্থার পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করিবার পর কোন সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকিলে তাহা নির্ধারিত স্থানে লিখিতে হইবে। অনিয়ম বা ত্রুটি সম্পর্কে কোন ঘটনা/কেন্দ্রের তালিকা প্রদানের প্রয়োজন হইলে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে।

প্রথম খন্ড

১। পর্যবেক্ষক সংস্থার নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর :..
....

২। নির্বাচনের প্রকৃতি (যে কোন একটিতে চিহ্ন দিন) :

☐ জাতীয় সংসদ ☐ সিটি কর্পোরেশন ☐ উপজেলা পরিষদ ☐ পৌরসভা
☐ ইউনিয়ন পরিষদ ☐ অনান্য

৩। (ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনি এলাকা :

☐ জাতীয় সংসদ ☐ সিটি কর্পোরেশন ☐ উপজেলা পরিষদ ☐ পৌরসভা
☐ ইউনিয়ন পরিষদ ☐ অনান্য

(খ) নির্বাচনি এলাকার নাম :..
নম্বর (যেখানে প্রযোজ্য) :...

(গ) উপজেলা/থানা :...................................... (ঘ) জেলা:....................................

৪। (ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা :...

(খ) পরিদর্শিত ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা :..

৫। রিটার্নিং অফিসারের নাম, পদবী ও কর্মস্থল :...

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

(ভোটকেন্দ্রের উপযুক্ততা, ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, ভোটকেন্দ্র ও নির্বাচনি এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ভোটকেন্দ্রে ভোটগণনা, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে) :

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

সুপারিশসমূহ (যদি থাকে) :

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

তারিখ : স্বাক্ষর :

স্থান : পূর্ণ নাম :

জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর :

পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রধান :

মোবাইল নম্বর :

পরিশিষ্ট-ঞ

Bangladesh Election Commission
Election Commission Secretariat
Nirbachon Bhaban, Agargaon, Dhaka.
Website: www.ecs.gov.bd

GUIDELINES FOR INTERNATIONAL ELECTION OBSERVERS AND FOREIGN MEDIA

In pursuance of the provisions of Article 9lC of the Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972), Bangladesh Election Commission is pleased to make and promulgate the following Guidelines for International Election Observers and Foreign Media-

Chapter-I
Preliminary

1.1 Short Title- These guidelines may be called the **Guidelines for International Election Observers and Foreign Media.**

1.2 Commencement- It shall come into force at once.

1.3. Definitions:

In these guidelines, unless there is anything repugnant in the subject or context, the following terms and definitions shall apply:

a. "**Constitution**" means Constitution of the People's Republic of Bangladesh ;

b. "**Commission**" means the Bangladesh Election Commission within the meaning of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh ;

c. "**Electoral process**" means all aspects of the election process and all election technologies including, but not limited to, nomination of candidates, campaigning, polling, counting, and announcing results ;

d. **"International Election Observer**" or **"Observer Organization"** means a foreign national or an organization permitted in writing by the Commission or by any person authorized by the Commission to observe the process of conduct of election under the Representation of the People Order, 1972 or any other Act conducted by Bangladesh Election Commission ;

e. **"EC Secretariat"** means Bangladesh Election Commission Secretariat as set up under section 3 of the Election Commission Secretariat Act, 2009 ;

f. **"Order"** means Representation of the People Order, 1972.

Chapter-II

International Election Observer or Observer Organization

2.1. General Information:

2.1.1 No person shall be allowed to observe the process of conduct of election if he/she is not accredited as an observer by the Commission.

2.1.2 Article 91C of the Representation of the People Order, 1972 lays down the provisions regarding observations of parliamentary election by national or foreign observers. Election observers shall follow the provisions of Article 91C* of the Order. For quick reference and better understanding of the relevant legal provisions, Article 91C of the said Order has been reproduced as follows:

[*91C. (1) The Commission may permit in writing any person, whether national or foreign, as an election observer who is in no way associated with or affiliated to, any political party or contesting candidate and who is not known for his sympathy, direct or indirect, for any particular political ideology, creed or cause or for any manifesto, program, aims or object of any political party or contesting candidate.

(2) An election observer may, in accordance with the guidelines issued by the Commission, observe any poll by staying, nearabout any polling station or entering into, with the permission of the Presiding Officer, any polling booth or polling station or by being present at the counting of votes or consolidation of the results of the count.

(3) No election observer shall be allowed to observe the poll as aforesaid, unless he displays the permit of the Commission bearing his name, nationality and photograph attested by the Commission.

(4) An election observer may be asked by any Returning Officer or Presiding Officer to leave any constituency or polling station, if he is found indulging in any activities not befitting any neutral election observer or interfering with the polling process or with the work of the election authorities in any manner.

(5) Any action taken under clause (4) shall be reported to the Commission forthwith.

(6) An election observer may submit a report to the Commission or the Returning Officer on his observation about the fairness or otherwise of the poll, discipline and situation inside and outside the polling station, counting of votes, consolidation of the results of the count, compliance with the provisions of this Order or the rules or the Code of Conduct, or on any other matter relating to election.

(7) Notwithstanding anything contained in this Order, the Commission or the Returning Officer, as the case may be, may consider the report of an election observer along with any other report submitted or sent to it or him under this Order at the time of taking any decision under any provision of this Order in respect of any matter on which the report of the observer has any bearing]

2.2. Relevant Laws and Rules Applicable to Election Observations:

2.2.1 The following laws and rules related to parliamentary election might be useful in case of election observations-

a) The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, 1972 (Article 118-126)

b) The Representation of People Order, 1972

c) The Conduct of Election Rules, 2008

d) The Code of Conduct for Political Parties and Candidates, 2008

e) The Election Officials (Special Provisions) Act, 1991

f) Election Observations Policy, 2023 (For Local Observers)

g) The Delimitation of Constituencies Act, 2021

h) Electronic Voting Machine (EVM) Rules, 2018

i) Registration of Political Party Rules, 2008

j) Electoral Rolls Act, 2009

k) Electoral Rolls Rules, 2012

2.3. Call for Observation:

The Commission may publish a notice, calling applications from International Election Observer or Observer Organization in the format given in **Annexure-A**, providing at least 30 (Thirty) days of timeframe for such application. The notification for application will be published online on the website of the Commission.

2.4. Eligibility:

Each applicant, individual or organization, should meet the following requirements for accreditation:

a. Applicant, individual or organization, should have a working experience of good governance, election, democracy, peace building and human rights ;

b. Applicant organization should produce evidence of registration with the relevant authority of its own country ;

c. Applicant, individual or organization, shall comply with the election laws of Bangladesh ;

d. No application for accreditation as an observer by a person who has been convicted of any electoral offence or any other offence involving fraudulence or dishonesty will be considered by the Commission.

2.5 Submission of Required Documents:

2.5.1 International Election Observer shall submit the following documents along with the application for accreditation:

a) Curriculum Vitae along with the proof of relevant working experience ;

b) A copy of the valid passport ;

c) Duly signed Declaration and Pledge in the format given in Annexure-B ;

2.5.2 The application form submitted must have a cover page on the observer organization's letter head with a listing of the name of each observer and his/her nationality in the sequence in which the completed forms are enclosed.

2.5.3 International Election Observers may hire services of Bangladeshi interpreters, if required. However, they shall provide all necessary details of these interpreters while applying for accreditation card. These interpreters also need to undergo the due process of accreditation.

2.6 Accreditation Procedure for International Election Observer or Observer Organization:

The following procedures shall be followed for accreditation of the International Election Observers:

a) International election observer or such organization intending to observe any election shall apply to the Commission in the prescribed form in **Annexure-A** to these Guidelines.

b) Filled out form may be sent to the Commission through e-mail: secretary@ecs.gov.bd or by fax +880255007515.

c) Observer Organization may also forward the application directly to the Commission through their diplomatic mission based in Bangladesh.

d) Application for accreditation must be submitted within 30 (Thirty) days of notification/call for application.

e) Received applications shall be scrutinized by the EC Secretariat and forwarded to the Public Security Division, Ministry of Home Affairs

of Bangladesh for clearance with a simultaneous copy to the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh. The Public Security Division, Ministry of Home Affairs shall convey its clearance within 07 (seven) days directly to the Ministry of Foreign Affairs and also send an intimation to the Commission.

2.7 Issuance of Accreditation Card and Relevant Issues:

a) The Commission will decide upon the applications for accreditation after getting clearance from the Ministry of Home Affairs.

b) EC Secretariat will issue accreditation card along with vehicle sticker to each international observer on the basis of decisions of the Commission.

c) International Election Observer will collect accreditation card and vehicle sticker from the EC Secretariat.

d) The election observer should always carry the accreditation card while he/she is performing his/her functions/duties as an election observer.

e) After receiving the accreditation from the Commission, the Observer Organization shall submit the following additional documents to the EC Secretariat:

  i) Authorization Form for the Contact Person as per the format given in **Annexure-C**,

  ii) Observer's Information and Deployment Details in the format given in **Annexure-D**,

f) EC Secretariat might provide a copy of the election manual to election observers.

g) EC Secretariat might arrange briefing or orientation for election observers about electoral process and electoral laws of Bangladesh.

2.8 **. Responsibilities of International Election Observers:**

The responsibilities of International Election Observers shall be as follows:

2.8.1 International Election Observers have to submit election observation reports within 30 (thirty) days from the date of the polling day by email or hard copy addressing the Secretary of the EC Secretariat. The reports should be prepared based on the information of pre-poll, poll-day and post-poll observations.

2.8.2 Every election observer or, as the case may be, organization may submit a report to the Commission highlighting the electoral irregularities which were noticed during observation relating to conduct of election with recommendations, if any.

2.8.3 International Election Observers shall ensure that their observations and reporting are impartial, objective and depict the highest standards of accuracy.

2.8.4 Every observer organization can nominate only one person during counting of votes or consolidating of results.

2.8.5 No election observer shall engage in any illegal or corrupt practices in the electoral process as defined in the Order.

2.8.6 International Election Observers shall not conduct or participate in any activity that may generate an impression of favoring or opposing any political party or a candidate.

2.8.7 International Election Observers will not obstruct directly or indirectly in any pre-election, election and post-election process.

2.8.8 As far as practicable, the guidelines applicable to local election observers shall also be followed by an International Election Observer and Observer Organization.

Chapter-III
Foreign Media

3.1. Accreditation and Relevant Information for Foreign Media:

3.1.1 The Foreign Media intending to cover and report the election related news shall follow the same accreditation procedures for accreditation as far as practicable as in the case of the international election observers.

3.1.2 The accredited foreign journalists will be granted ‘J’ category visa following the same procedures as in the case of International Election Observers. The validity of visa shall follow the existing Visa Policy of Bangladesh Government.

3.1.3 Ministry of Information and Broadcasting will open a Media Center with all modern facilities for transmitting news and messages by the foreign journalists.

3.1.4 Upon arrival at the airport, the Airport Help Desk will arrange to establish their contact with the Media Centre which will coordinate with the EC Secretariat for providing them with accreditation cards and stickers for vehicles and other necessary documents.

3.1.5 Policies regarding reporting and coverage of election related news by Domestic Mass-media, 2023 issued by the Commission will be, as far as practicable, applicable to foreign media outlets and foreign journalists.

Chapter-IV
Code of Conduct

4.1. Code of Conduct for International Election Observers and Foreign Media:

4.1.1 Any person observing or reporting the electoral process as an individual or as a member of an Observer Organization or Foreign Media must read, understand and adhere to this Code of Conduct and shall sign a declaration and pledge as described in the **ANNEXURE-B** to these Guidelines.

4.1.2 In order to provide an impartial and accurate assessment of the nature of election process and for ensuring the integrity of international election observation, international election observers and foreign media shall-

a) Respect sovereignty of the country and international human rights ;

b) Respect the laws of the country and the authority of electoral bodies ;

c) Respect the integrity of the international election observation mission ;

d) Maintain strict political impartiality ;

e) Provide appropriate identification ;

f) Maintain accuracy of the observations and professionalism in drawing conclusions ;

g) Refrain from making comments to the public or the media before the mission speaks ;

h) Cooperate with other election observers ;

i) Maintain proper personal behavior ;

j) Always display accreditation cards provided by Bangladesh Election Commission Secretariat ;

k) Meet the presiding officer first in the polling station ;

l) Follow the lawful directions of the presiding officer ;

m) While counting votes, only one observer of each observer mission can be present in the counting room ;

n) Must not enter the place reserved for marking ballot papers ;

o) Must not obstruct election processes ;

p) Should avoid live telecast/air or live on Facebook/X or any other social media in a polling center ;

q) Every observer in the election observation mission must sign a pledge to follow it.

4.2. Violation of Code of Conduct:

4.2.1. In case of violation of this Code of Conduct and Declaration and Pledge, the Commission reserves the right to cancel or withdraw the accreditation of an individual observer or Observer Organization or foreign media. The authority to determine the violation also rests with the Election Commission of Bangladesh.

Chapter-V
Miscellaneous

5.1 **Grant of Visa:**

5.1.1 Accredited international election observers shall obtain prior visas from the concerned Bangladesh Missions abroad. In exceptional cases, Visa on Arrival may be issued subject to prior clearance from the Security Services Division, Ministry of Home Affairs of Bangladesh.

5.1.2 Application (along with a copy of the valid passport) for prior concurrence for Visa on Arrival shall be submitted to the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh through the concerned Bangladesh Mission abroad.

5.1.3 Ministry of Foreign Affairs will facilitate International Election Observers and Foreign Media personnel in getting visas from Bangladesh Missions abroad.

5.1.4 International election observers will be granted 'T' category visa. The validity of visa shall follow the existing Visa Policy of Bangladesh Government.

5.1.5 No International Election Observer or foreign media person shall stay in Bangladesh beyond the duration of granted visa.

5.1.6 Immigration officials at the Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka would mark the 'Election Observer' seal on the passports of the observers.

5.2 Airport Help Desk:

5.2.1 An Airport Help Desk would be set up at the Hazrat Shahjalal International Airport by Airport Immigration Authority 10 (ten) days prior to the actual date of polling for reception and assistance to incoming International Election Observers and foreign journalists.

5.3 Security

5.3.1 Observer Organization will provide the list of observers and the places of their deployment as in the format given in **Annexure-D.** EC Secretariat will send this list to the Ministry of Home Affairs and Returning Officer concerned for necessary support and security of election observers.

5.3.2 Public Security Division of the Ministry of Home Affairs will instruct the concerned Deputy Commissioners and Superintendents of Police concerned to provide necessary security to the International Election Observers and foreign journalists during their visits to different polling stations of the country.

5.3.3 The concerned diplomatic missions or sponsoring organizations of the International Election Observers and foreign journalists, as applicable, must provide their itinerary of visits well ahead to the Public Security Division of the Ministry of Home Affairs for ensuring required services.

5.4 Import or Carriage of Equipment and Materials by International Election Observer:

5.4.1 International Election Observers may temporarily import or carry necessary equipment and materials relating to election observation subject to the customs law of Bangladesh. National Board of Revenue (NBR) will facilitate International Election Observers regarding carriage or import of equipment and materials relating to their Election Observation.

5.4.2 In order to enjoy the benefits of customs duty exemption, if entitled, International Election Observer or such organization should apply to the National Board of Revenue (NBR) through the Ministry of Foreign Affairs, with required documents including the name of the observer, copy of the valid passport, particulars of the equipment and materials, and name of the carrier or importer concerned. These equipment and materials shall only be used for the purposes of election observation.

5.4.3 International Election Observer may get theses equipment and materials returned with them to their home country.

5.5 Repeal of previous Guidelines:

Upon commencement of these guidelines, the Guidelines for Election Observation (For International Observers), 2018 is hereby repealed.

.

ANNEXURE- A

Bangladesh Election Commission
Election Commission Secretariat
Nirbachon Bhabon.
Agargoan, Dhaka
www.ecs.gov.bd

Application Form for International Election Observer/Foreign Media Accreditation

1. Name: ....
2. Date of Birth: …………………………………
3. Name of delegation/Organization/Foreign Government: ....
4. Profession:
5. Experience as an election observer (if any):
   International :…………………….
   Domestic :………………..……..
6. Passport Details:
   Number: ....
   Date of expiry: ....
7. Nationality: ....
8. Address in Bangladesh ....
9. E-mail: ....
10. Phone: ....
11. Attachments:
    a. Recent photograph
    b. Duly signed Pledge Form
    c. Copy of the valid passport (Information page)
    d. Curriculum Vitae

By signing this application, I hereby confirm that I will abide by the Guidelines for International Election Observers and Foreign Media, 2023 issued by Bangladesh Election Commission. And I confirm that the Commission reserves the right to withdraw my accreditation in the appropriate cases.

Date : Seal and Signature of the Applicant

ANNEXURE-B

DECLARATION AND PLEDGE

I hereby pledge that I will follow the Code of Conduct and that all of my activities as an election observer will be conducted completely in accordance with it. I have no conflicts of interest - political, economic or other - that will interfere with my ability to be an impartial election observer and to follow the Code of Conduct.

I will maintain strict political impartiality all the time. I will make my judgments based on the highest standard of accuracy of information and impartiality of analysis, distinguishing subjective factors from objective evidence, and I will base all of my conclusions on factual and verifiable evidence.

I will not obstruct or interfere in the election process. I will fully respect national laws and the authority of election officials and will maintain a respectful attitude toward electoral and other national authorities. I will respect and promote the human rights and fundamental freedoms of the people of Bangladesh. I will maintain proper personal behaviour and respect others, including exhibiting sensitivity for Bangladeshi cultures and customs, exercise sound judgment in personal interactions and observe the highest level of professional conduct all the time, including leisure time.

I will protect the integrity of the international election observation mission and will follow the instructions of the observation mission. I will attend all briefings, training and debriefings required by the election observation mission and will cooperate in the production of its statements and reports as requested. I will refrain from making personal comments, observations or conclusions to the news media or the public before the election observation mission makes a statement, unless specifically authorized by the observation mission's leadership.

Signature ……………………………..

Name ……..…………....…………….

Organisation …………………….….

Date ……………………………......

ANNEXURE-C

Bangladesh Election Commission
Election Commission Secretariat
Nirbachon Bhabon.
Agargoan, Dhaka
www.ecs.gov.bd

Authorization Form for the Contact Person

The contact person will be the sole point of communication between the EC Secretariat and the Observer Organization. Please submit this form with complete contact details, as well as a passport sized photograph and a copy of the passport.

Name of Observer Organization: ....

Personal Detail of Contact Person: …………………………………………...

Name: ……………………………………………………………………..
Gender: ……………………………………………………………………
Nationality: ……………………………………………………………..
Office Location in Bangladesh: ………………………………………...
Mobile No.: ……………………………………………………………..
Telephone No.: ………………………………………………………….
Fax No.: …………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………..........

I, the Head of the Observer Organization, hereby authorize the contact person to perform the following tasks:

a. Sign all necessary documentation on behalf of the Observer Organization.

b. Receive/submit all documents and materials to/from the observer organization and the EC Secretariat.

Signature of Contact Person:

Place and Date:

Seal and Signature of the Head of the Observer Organizations:

ANNEXURE-D

Observer's Information and Deployment Details

Name of Observer Organization:

Address:

S.N.	Name of the Observer	Age	Gender	Nationality	Passport No.	Contact Number	Email	Proposed Deployment	
								District	Constituency

Name of the Head of Organization/Contact Person:

Signature:..

Seal of Observer Organization:

Date:..

পরিশিষ্ট-ট

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
www.ecs.gov.bd

জনসংযোগ শাখা

নং-১৭.০০.০০০০.০৪০.৪১.০১০.২১-২৪৩ তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিক/গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য নীতিমালা (সংশোধিত)

সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাংবাদিকগণ যাতে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকার পরিষদের সকল সাধারণ ও উপনির্বাচনে নির্বিঘ্নে নির্বাচনি এলাকা ও ভোটকেন্দ্র হতে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার করতে পারেন সেজন্য নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। নির্বাচনের সময় বিশেষ করে ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় যানবাহন চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বিধি অনুযায়ী নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাদের নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচন পর্যবেক্ষক ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন। এছাড়া কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন। সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানে গণমাধ্যম কর্মীদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশসহ নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রকাশ করছে :

১. **নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহে গণমাধ্যম ও সাংবাদিক** :

ক. প্রিন্ট মিডিয়া : ডিক্লারেশন প্রাপ্ত এবং নিয়মিত প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক প্রভৃতি ;

খ. টেলিভিশন : অনুমোদিত টেলিভিশন চ্যানেল যা বাংলাদেশ হতে প্রচারিত হয় ;

গ. অনলাইন নিউজ পোর্টাল : অনুমোদিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল ;

ঘ. আইপিটিভি : অনুমোদিত ইন্টারনেটভিত্তিক টেলিভিশন ;

ঙ. ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক : তথ্য অধিদপ্তরের সাংবাদিক পাসধারী (PID Accreditation) ;

চ. আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা : তথ্য অধিদপ্তর হতে অনুমতিপ্রাপ্ত ;

ছ. বিদেশী সাংবাদিক : তথ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে অন্যান্য দেশ হতে আগত সাংবাদিক।

২. **অনুমোদন প্রক্রিয়া** :

ক. **কেন্দ্রীয় সাংবাদিক** : রাজধানীকেন্দ্রিক গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় সাংবাদিক হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব সাংবাদিকদের পাশ ও গাড়ির স্টিকার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ অধিশাখা হতে প্রদান করা হয়।

খ. **স্থানীয় সাংবাদিক :** সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকা/জেলা/উপজেলা হতে প্রকাশিত পত্রিকা এবং জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন, অনলাইন, আইপিটিভি এর স্থানীয় প্রতিনিধি। স্থানীয় পর্যায়ের এসব সাংবাদিকদের কার্ড ও গাড়ির স্টিকার সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার বা তার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদান করবেন।

৩. **আবেদন প্রক্রিয়া :**

ভোটগ্রহণ দিনের অন্তত তিনদিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের অফিসিয়াল প্যাডে নিউজ এডিটর/ চিফ রিপোর্টার/বার্তা প্রধান/ব্যুরো প্রধান/ জেলা প্রতিনিধি স্বাক্ষরিত আবেদন নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বা রিটার্নিং অফিসার বরাবর দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে কতজন সাংবাদিককে এ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হলো -তাদের নাম, প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক পরিচয়পত্র/ পিআইডি কার্ড, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, সদ্য তোলা ০১ কপি পাসপোর্ট ও ০১ কপি স্ট্যাম্প সাইজ রঙিন ছবি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৪. **অনুমোদন ও কার্ড প্রদান :**

প্রাপ্ত আবেদনসমূহ ও দলিলাদি যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে নির্বাচনের কলেবর ও গুরুত্ব অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার স্বীয় বিবেচনায় যৌক্তিক সংখ্যক সাংবাদিককে অনুমোদন ও কার্ড ইস্যু করবেন। জটিলতা এড়াতে কতসংখ্যক স্থানীয় সাংবাদিককে পরিচয়পত্র দেয়া যায় তা স্থানীয় প্রেসক্লাব বা প্রেসক্লাবসমূহ বা সাংবাদিক সংগঠন বা সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করবেন। এছাড়া সাংবাদিকদের আবেদন যাচাই বাছাই করে পরিচয়পত্র ও গাড়ির স্টিকার প্রদানের জন্য রিটার্নিং অফিসার একটি কমিটি গঠন করে দিতে পারবেন।

আবেদন যাচাই বাছাইয়ের সময়, পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ হলে, পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয় কিনা তা দেখার জন্য গত এক সপ্তাহের পত্রিকা/ সাপ্তাহিকের ক্ষেত্রে তিনটি সংখ্যা জমা দেয়ার জন্য বলা যেতে পারে। সাংবাদিক পরিচয়পত্র বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকার এডিটর/ প্রেস ক্লাবের সভাপতির সাথে যোগাযোগ করা যাবে। যেসব সাংবাদিককে অনুমোদন দেয়া হবে তাদের বিস্তারিত তথ্য ইস্যু নম্বরসহ রেজিস্টারে লিখে রাখতে হবে এবং ইস্যুকৃত কার্ডে রিটার্নিং অফিসার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর, সিল ও তারিখ থাকতে হবে।

০৫. **সাপোর্ট স্টাফ :**

টেলিভিশনের সাংবাদিকদের প্রযুক্তিগতভাবে সহায়তা করার জন্য যে সকল সাপোর্ট স্টাফ (ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান) নিয়োজিত থাকবেন ; তাদেরকে সাপোর্ট স্টাফ (মিডিয়া) কার্ড প্রদান করতে হবে।

৬. **গাড়ির স্টিকার :**

সাংবাদিকদের যাতায়াতের জন্য যৌক্তিক সংখ্যক গাড়ির স্টিকার প্রদান করা হবে। প্রয়োজনীয়তার নিরীখে ও বাস্তবতার আলোকে স্থানীয় প্রশাসন (রিটার্নিং অফিসার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার সমন্বিতভাবে) প্রকৃত সাংবাদিকদেরকে ভোটকেন্দ্রে গমনাগমন করত: সংবাদ সংগ্রহের লক্ষ্যে সীমিত পর্যায়ে মোটরসাইকেল

ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপত্র, প্রেস আইডির কপি, এনআইডির কপি এবং যে মোটরসাইকেল ব্যবহার করা হবে সেই মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিলে তার সঠিকতা যাচাই করে রিটার্নিং অফিসার বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোটরসাইকেল ব্যবহারের অনুমতি দিবেন। কোন সাংবাদিকের জন্য গাড়ির স্টিকার প্রদান করা হলে স্টিকারের ক্রমিক নম্বর রেজিস্টারে লিখে রাখতে হবে।

৭. **সাংবাদিক কার্ড, সাপোর্ট স্টাফ (মিডিয়া) কার্ড, গাড়ির স্টিকার :**

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে বিভিন্ন নির্দেশনাসহ নির্বাচনভিত্তিক সাংবাদিক কার্ড, সাপোর্ট স্টাফ (মিডিয়া) কার্ড ও গাড়ির স্টিকার মুদ্রণ করা হয়। এগুলো বিভিন্ন নির্বাচনে চাহিদা অনুযায়ী সারাদেশে ব্যবহার করা হয়।

৮. **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ :**

নির্বাচনি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সময় সাংবাদিকদের বিষয়ে নির্দেশনাসমূহ প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দিতে হবে। এছাড়া সাংবাদিকদের জন্য কার্ডের নমুনা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেটদের সরবরাহ করতে হবে। নির্দেশনাসমূহ যেসব সাংবাদিকদের পরিচয়পত্র দেয়া হবে তাদেরকেও জানাতে হবে।

৯. **সাংবাদিক কার্ড ও গাড়ির স্টিকার :**

মাঠপর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাংবাদিক পরিচয়পত্র, সাপোর্ট স্টাফ (মিডিয়া) পরিচয়পত্র এবং গাড়ির স্টিকার অন্যান্য নির্বাচনি মালামাল সংগ্রহের সময় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ শাখা হতে সংগ্রহ করতে হবে।

১০. **নির্বাচনি এলাকা ও ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের পালনীয় নির্দেশাবলী :**

- নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বৈধ কার্ডধারী সাংবাদিক সরাসরি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পর প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করে ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, ছবি তোলা এবং ভিডিও ধারণ করতে পারবেন, তবে কোনক্রমেই গোপন কক্ষের ভিতরের ছবি ধারণ করতে পারবেন না ;
- একইসাথে দুইয়ের অধিক মিডিয়ার সাংবাদিক একই ভোটকক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না এবং ১০ মিনিটের বেশি ভোটকক্ষে অবস্থান করতে পারবেন না ;
- ভোটকক্ষে নির্বাচনি কর্মকর্তা, নির্বাচনি এজেন্ট বা ভোটারদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবেন না ;
- ভোটকক্ষের ভিতর হতে কোনভাবেই সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না ;
- ভোটকেন্দ্রের ভিতর হতে সরাসরি সম্প্রচার করতে হলে ভোটকক্ষ হতে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে তা করতে হবে, কোনক্রমেই ভোটগ্রহণ কার্যক্রমে বাঁধার সৃষ্টি করা যাবে না ;
- সাংবাদিকগণ ভোটগণনা কক্ষে ভোট গণনা দেখতে পারবেন, ছবি নিতে পারবেন তবে সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবেন না ;

- ভোটকক্ষ হতে ফেসবুকসহ কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি প্রচার করা যাবে না ;
- কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ কার্যক্রম ব্যাহত হয় এমন সকল কাজ থেকে বিরত থাকবেন ;
- ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকগণ প্রিজাইডিং অফিসারের আইনানুগ নির্দেশনা মেনে চলবেন ;
- নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজে কোনরুপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না ;
- কোন প্রকার নির্বাচনি উপকরণ স্পর্শ বা অপসারণ করতে পারবেন না ;
- নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহের সময় প্রার্থী বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে যেকোন ধরণের প্রচারণা বা বিদ্বেষমূলক প্রচারণা হতে বিরত থাকবেন ;
- নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তার জন্য নির্বাচনি আইন ও বিধিবিধান মেনে চলবেন ;

১১. উপরোল্লিখিত নির্দেশনা কোন সাংবাদিক পালন না করলে কার্ড ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ তার সাংবাদিক পাশ বাতিল করতে পারবেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আইন ও বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২. এ নীতিমালা নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ও উপনির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৩. নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে এ নীতিমালা জারী করা হলো। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ আশাদুল হক)
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)
ফোনঃ ৫৫০০৭৫৫৬

পরিশিষ্ট-ঠ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৩

ভূমিকা ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সর্বোত্তম স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন অত্যাবশ্যক। ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের প্রভাবমুক্ত ও ভোটারদের ভোট প্রদানের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণের উপর সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি অনুসারে ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ করা এবং **উহার** চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করল:-

২। **ভোটকেন্দ্রের তালিকা ঃ** নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রাথমিক তালিকা প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করে। প্রাথমিক তালিকার উপর দাবী, আপত্তি বা সুপারিশ গ্রহণ করে **উহা** যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতঃ তালিকা চূড়ান্ত করা **হয়** এবং সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

৩। **ভোটকেন্দ্র স্থাপনে করণীয়** ঃ নিম্নবর্ণিত করণীয় অনুসরণ করে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রস্তুত করতে হবে :

৩.১ ভোটারের সংখ্যানুসারে ভোটকেন্দ্র ও কক্ষ স্থাপন ঃ গড়ে ৩০০০ ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র এবং সাধারণভাবে ৫০০ জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৪০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হবে। তবে ইভিএম এর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ৪০০ জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৩৫০ জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হবে।

৩.২ যাতায়াতের সুবিধা ও অবস্থান ঃ ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধা ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে এরূপভাবে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যাতে-

(ক) ভোটার এলাকাগুলো যেন ভোটকেন্দ্রের সংলগ্ন ও সুনিবিড় হয় এবং দুটি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব ৩ কিলোমিটারের অধিক না হয় ;

(খ) কোন ভোটারএলাকার ভোটারগণকে যেন নিকটস্থ ভোটকেন্দ্র অতিক্রম করে দূরবর্তী স্থানে স্থাপিত ভোটকেন্দ্রে গমন করতে না হয় এবং

(গ) একটি ভোটকেন্দ্রের অতি নিকটে **যেন** অন্য একটি ভোটকেন্দ্র স্থাপন না করা হয়।

৩.৩ ভোটকেন্দ্র স্থাপনের সাধারণ নির্দেশনা ঃ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর **নির্বাচনি এলাকাসমূহে** ইতোমধ্যে অনেক নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা গড়ে উঠেছে। এছাড়াও পুরোনো অনেক স্থাপনা সংস্কার করে কিংবা নিকটবর্তী নতুন স্থানে নতুন স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ভোট প্রদানের সুবিধাদি বিবেচনায় উল্লিখিত নতুন স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ভোটার সংখ্যা, ভোটকক্ষের সংখ্যা, ভোটারদের যাতায়াতের সুবিধা, ভোটার এলাকাসমূহের নৈকট্য, আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সুবিধা এবং সর্বোপরি ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামোগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করতে হবে। বিগত নির্বাচনে যেসব ভোটকেন্দ্রে গোলযোগ বা নির্বাচনী পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে বা বর্তমানে কোন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর

প্রভাবাধীন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপনে সতর্ক থাকতে হবে। বিগত নির্বাচনে ব্যবহৃত কেন্দ্রসমূহ ব্যবহার অনুপযোগী হলে বা পর্যাপ্ত কক্ষ বা যাতায়াতের সুব্যবস্থা না থাকলে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনাকে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাক্রমে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করতে হবে। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেসব প্রতিষ্ঠান ভোটকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক কক্ষ এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বহাল থাকলে পূর্বে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করাই উত্তম হবে।

৩.৪ বিলুপ্তির কারণে পরিবর্তিত কেন্দ্র নির্ধারণ ঃ বিগত নির্বাচনে ব্যবহৃত ভোটকেন্দ্রের স্থাপনা নদী ভাঙ্গন বা অন্যবিধ কারণে বিলুপ্ত/ব্যবহার অনুপযোগী হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাক্রমে অন্যত্র নতুন স্থাপনাকে ভোটকেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাব করা যাবে।

৩.৫ ভোটার বৃদ্ধির কারণে নতুন কেন্দ্র নির্ধারণ ঃ ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নতুনভাবে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি/রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে নতুন ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা নির্ধারণ করতে হবে।

৩.৬ সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন ঃ ভোটকেন্দ্র স্থাপনে সরকারি ভবনসমূহকে প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পরিচালিত কমিউনিটি সেন্টার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও অন্যান্য অফিস ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, চৌহদ্দি, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩.৭ প্রভাবাধীন বা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন না করা ঃ কোন অবস্থাতেই কোন প্রার্থীর প্রভাবাধীন স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। তাছাড়া কবরস্থান, শ্মশান, হাটবাজার, সংকীর্ণ গলি- এরূপ স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না।

৩.৮ বিশেষ ক্ষেত্রে কম সংখ্যক ভোটার নিয়ে কেন্দ্র স্থাপন ঃ কম জনবসতিপূর্ণ, দুর্গম, পার্বত্য এলাকা, চরাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল ও নদ-নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন এলাকায় এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে কম সংখ্যক ভোটারের জন্যও ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। তাছাড়া কম জনবসতিসম্পন্ন এলাকা, দুর্গম, পার্বত্য এলাকা, চরাঞ্চল, দ্বীপ অঞ্চল এবং প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে উপরিউক্ত শর্তসমূহ শিথিল করা যাবে।

৩.৯ রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান পরিহার ঃ যে সকল ব্যক্তি রাজনীতির সাথে অথবা নির্বাচনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহে যতদূর সম্ভব ভোটকেন্দ্র স্থাপন থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে বিকল্প কোন প্রতিষ্ঠান না থাকলে শর্তটি শিথিলযোগ্য। সেক্ষেত্রে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়োগ পর্যাপ্ত হতে হবে।

৩.১০ প্রতিষ্ঠানের নাম ও স্থান উল্লেখসহ ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়ন ঃ ভোটকেন্দ্র যে স্থানে/প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হবে সে স্থানের/প্রতিষ্ঠানের নামানুসারে ভোটকেন্দ্রের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের নামের সাথে স্থানের নামও আবশ্যিকভাবে সংযোজিত ছকে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১১ অস্থায়ী ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ স্থাপন ঃ কোন স্থানে অস্থায়ী ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হলে উহার অবস্থান ও ভোটার এলাকার অবস্থান সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করলে এবং অস্থায়ী ভোটকক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব করলে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরে আলাদা প্রত্যয়ন দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই অস্থায়ী ভোটকেন্দ্রের (যেখানে কোন স্থাপনা নাই) ভোটকক্ষকে পৃথকভাবে অস্থায়ী কক্ষ হিসেবে গণনায় আনা যাবে না। বিদ্যমান ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনে অস্থায়ী ভোটকক্ষ স্থাপন করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রস্তাব প্রেরণের সময় কেন্দ্রের বিপরীতে অস্থায়ী ভোটকক্ষের সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩.১২ একই স্থাপনায় একাধিক কেন্দ্র স্থাপনে মূল প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার ঃ একই স্থাপনায় বিভিন্ন শিফটে চালু একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মূল প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্র নং- ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমিক নম্বর উল্লেখপূর্বক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।

৩.১৩ পুরুষ ও মহিলাদের সুশৃঙ্খলভাবে ভোটদানে নিশ্চয়তা বিধান ঃ একই ভোটকেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাতে পৃথক পৃথক এবং সুশৃঙ্খলভাবে ভোটপ্রদান করতে পারেন **উহার** ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকক্ষ স্থাপন এবং মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণ যাতে পৃথক পৃথকভাবে ভোটকক্ষে প্রবেশ ও বাহির হতে পারেন উহা নিশ্চিত করত: ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করতে হবে।

৩.১৪ শহর এলাকায় পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন ঃ শহর এলাকা অধিক ঘনবসতিপূর্ণ বিধায় পাশাপাশি একাধিক প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হয়। শহর এলাকায় যতদূর সম্ভব, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানে পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৩.১৫ তালিকায় পুরুষ-মহিলার উল্লেখ ঃ ভোটকেন্দ্রটি পুরুষ ভোটার, না মহিলা ভোটারের জন্য, নাকি উভয়ের জন্য তা আবশ্যিকভাবে সংযোজিত "ভোটকেন্দ্রের ছকের" মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১৬ ভোটার এলাকার নাম ও ভোটার সংখ্যা ঃ প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের নামের বিপরীতে উল্লিখিত প্রতিটি ভোটার এলাকার নাম উল্লেখ করতে হবে। ভোটার এলাকার নামের পার্শ্বে কতজন ভোটার উক্ত ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করবে উহার সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। পুরুষ ও মহিলা ভোটার সংখ্যা আলাদাভাবে দেখাতে হবে।

৩.১৭ বিভক্ত ভোটার এলাকার ভোটারের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করা ঃ কোন ভোটার এলাকাকে বিভক্ত করে একাধিক ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্ধারণ করা **হলে** ভোটার তালিকায় বর্ণিত ক্রমিক নম্বরগুলো ভোটকেন্দ্রের বিপরীতে প্রদর্শন করতে হবে, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভোটার তালিকায় কোন্ কোন্ ভোটারকে কোন্ কোন্ ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভোট গ্রহণের দিন ভোটারগণ অযথা হয়রানী বা বিভ্রান্তির সম্মুখীন না **হন**। ভোটগ্রহণের দিন প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের সম্মুখে ও প্রবেশপথে একাধিক স্থানে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটার এলাকার নাম ও ভোটারের ক্রমিক নম্বর সহজে দৃশ্যমান হয় এমনভাবে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে।

৩.১৮ ভোটার সংখ্যার আধিক্য রয়েছে এমন ভোটার এলাকাকে প্রাধান্য দেয়া ঃ ভোটার এলাকাসমূহের মধ্যে যে ভোটার এলাকায় ভোটার সংখ্যা অধিক এবং যেখানে সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে ভোটার এলাকাকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিয়ে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৩.১৯ প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, অসুস্থ ও মহিলা ভোটারদের সুবিধা বিবেচনায় রাখা ঃ ভোটকেন্দ্র স্থাপনের সময় প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ভোটার, অসুস্থ ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা, মাতৃদুগ্ধদানকারী মায়েদের এবং তৃতীয় লিঙ্গধারি (হিজরা) ভোটারদের ভোট প্রদানে অগ্রাধিকার আবশ্যিক বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩.২০ প্রাপ্ত আপত্তি লিখিতভাবে নিষ্পত্তিকরণ ঃ যদি কোন ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ সম্পর্কে কারো কোন লিখিত আবেদন/সুপারিশ বা আপত্তি থাকে তাহলে প্রাপ্ত আবেদন/সুপারিশ বা আপত্তিসমূহ সরেজমিনে যাচাই করে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ভোটকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি অন্তে আবেদনকারীকে নিষ্পত্তিমূলক পত্র প্রদান করতে হবে।

৪। মহানগর/**জেলা ও উপজেলা/থানা ভোটকেন্দ্র স্থাপন কমিটি ঃ** উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ তাঁর আওতাধীন উপজেলা/জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত অবস্থা, কক্ষের সংখ্যা, স্থাপনার অবস্থান বা যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত থাকেন। অন্যদিকে পুলিশ সুপার, থানার অফিসার ইন-চার্জ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্থাপনার যাতায়াত ব্যবস্থা ও সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকেন। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নানাবিধ কার্যক্রমে মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেন। তাই উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে উক্ত অফিসারগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে ভোটকেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম অধিকতর সহজ ও সুষ্ঠু হবে। এসকল বিষয় বিবেচনায় নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হল:

(ক) মহানগর/জেলা ভোটকেন্দ্র স্থাপন কমিটি ঃ

০১	জেলা প্রশাসক	আহ্বায়ক
০২	বিভাগীয় কমিশনারের উপযুক্ত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
০৩	পুলিশ সুপার	সদস্য
০৪	সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের উপযুক্ত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
০৫	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৬	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৭	সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(খ) উপজেলা/থানা ভোটকেন্দ্র স্থাপন কমিটি ঃ

০১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহ্বায়ক
০২	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৩	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৪	অফিসার ইন-চার্জ	সদস্য
০৫	উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

৪.১। উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা উপজেলা কমিটির সভায় খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা উপস্থাপন করবেন। খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করত: সংশ্লিষ্টগণের মতামত গ্রহণ করবেন। উপজেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে সম্মিলিতভাবে ভোটকেন্দ্রসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং সার্বিক বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনাক্রমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা চূড়ান্ত করবেন। উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা উক্ত খসড়া তালিকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। অত:পর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা উক্ত তালিকা মহানগর/জেলা কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। মহানগর/জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ দৈবচয়ন ভিত্তিতে ভোটকেন্দ্র সরেজমিন তদন্ত করবেন এবং পরবর্তীতে সভায় মিলিত হয়ে উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা এর নিকট হতে প্রাপ্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করবেন। উক্ত মতামতসহ খসড়া তালিকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। মহানগরীসমূহের ক্ষেত্রে থানা নির্বাচন কর্মকর্তা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা সরাসরি মহানগর/ জেলা কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। এক্ষেত্রে মহানগর/ জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ ভোটকেন্দ্রসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করবেন।

৫। **চূড়ান্ত তালিকায় কোন কেন্দ্র কোন প্রার্থীর নিয়ন্ত্রণে বা বাড়ি সংলগ্ন কিনা তা কমিশনকে অবহিতকরণ ঃ** ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত হলেও এমনকি গেজেটে প্রকাশ করা হলেও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৮(৫) অনুসারে চূড়ান্ত তালিকায় উল্লিখিত কোন ভোটকেন্দ্র কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে থাকলে রিটার্নিং অফিসার তা জরুরি ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবেন। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার সকল ভোটকেন্দ্র সরেজমিন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে এ বিষয়ে কমিশনে প্রতিবেদনসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৬। **ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ প্রেরণ ঃ** ভোটকেন্দ্রের তালিকার সাথে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা, পুরুষ ও মহিলা ভোটার সংখ্যা, কয়টি ভোটকেন্দ্র এবং কয়টি ভোটকক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে **তার** একটি সারসংক্ষেপ নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করত: নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সে সাথে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সংখ্যাও উল্লেখ করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়নের নিম্নের ছকটি ব্যবহার করতে হবে :

‘ছক’

ভোটকেন্দ্রের তালিকা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম..

ক্রমিক	ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান	ভোটকক্ষের সংখ্যা	যে এলাকার ভোটারগণ এই ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করবেন (ভোটার এলাকার নাম)			ভোটকেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য
			পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে গ্রামের নাম	শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং/ মহল্লা/ রাস্তার নাম	যেসব কেন্দ্রে ভোটার এলাকা বিভক্ত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ভোটারদের ক্রমিক নম্বর	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫(ক)	৫(খ)	৫(ক+খ)	৬
সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড									

ভোটকেন্দ্রের সার-সংক্ষেপ

উপজেলা/ থানার সংখ্যা ও নাম	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সংখ্যা ও নাম	ইউনিয়ন/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সংখ্যা	ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা			ভোটকক্ষের সংখ্যা			ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য
			স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট	স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪ (ক+খ)	৫(ক)	৫(খ)	৫ (ক+খ)	৬(ক)	৬(খ)	৬(ক+খ)	৭

....

সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা

পরিশিষ্ট-ড

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
ভোটারদের জন্য নির্দেশিকা

নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটারদের জন্য নির্দেশিকা

ভূমিকা

জাতীয় সংসদের নির্বাচন করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সারাদেশে ৩০০টি আসনে ৩০০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচনের বিধান রয়েছে। উল্লিখিত সংসদ সদস্যগণ ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচন সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ভোটারদের সচেতনতা অপরিহার্য।

ভোটার হওয়ার যোগ্যতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২২(২) এবং ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭(১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তি তালিকাভুক্ত হবেন–

(১) বাংলাদেশের একজন নাগরিক হন ;

(২) আঠারো বছরের কম বয়স্ক নন ;

(৩) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত না হন ;

(৪) উক্ত ভোটার এলাকা বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী বা অধিবাসী বলে গণ্য হন ; এবং

(৫) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত না হন।

(৬) International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর অধীন কোন অপরাধে দন্ডিত না হইয়া থাকেন

কিভাবে ভোট দেবেন

- ছবিসহ ভোটার তালিকায় আপনার ক্রমিক নম্বর, ভোটার নম্বর এবং ভোটার এলাকার নাম ভোটগ্রহণ দিনের আগেই জেনে নিন।
- কোন্ ভোটকেন্দ্রে আপনাকে ভোট প্রদান করতে হবে তাও আগেই জেনে নিন।
- আপনার ভোটার ক্রমিক নম্বর, ভোটার এলাকার নাম ইত্যাদি আগে জানা না থাকলে ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের বাইরে অবস্থানরত ও দায়িত্বরত ব্যক্তিগণের নিকট হতে তা জেনে নিন।
- নির্বাচনের দিন যে ভোটকেন্দ্রের ভোটার তালিকায় আপনার নাম রয়েছে সে কেন্দ্রে আপনি ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌঁছবেন।
- ভোট দেয়ার জন্য ভোটারদের সাথে আপনি লাইনে দাঁড়াবেন। যখন আপনার ভোটদানের সুযোগ আসবে, তখনই আপনি ভোট দিতে ভোট কক্ষের ভিতরে যাবেন।

- ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা আপনাকে ভোটার হিসেবে শনাক্ত করবেন। পোলিং এজেন্ট ভোটার শনাক্তকরণ কাজে সাহায্য করবেন এবং ভোটগ্রহণ অবলোকন করবেন।
- শনাক্তকরণের পর আপনার বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলি (বৃদ্ধাংগুলি না থাকলে বাম হাতের তর্জনী ব্যতীত অন্য আঙ্গুলে) ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা অমোচনীয় কালির চিহ্ন দিবেন।
- আপনি ব্যালট পেপার নেয়ার আগে অপর পিঠে অফিসিয়াল সিল ও সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর দেয়া আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে নিবেন।

ব্যালট পেপার ও সিল পাওয়ার সাথে সাথে আপনিঃ

(১) ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য মার্কিং প্লেসে যাবেন।

(২) যে প্রার্থীর অনুকূলে ভোট দিতে ইচ্ছুক, সে প্রার্থীর জন্য বরাদ্দকৃত প্রতীকের ঘরে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তার দেয়া মার্কিং সিল দিয়ে ছাপ দিবেন।

(৩) ব্যালট পেপারে সিল দেয়ার পর সিলের কালি যাতে অন্য প্রতীকের ঘরে বা অন্য কোথাও না লাগে সে জন্য সিল প্রদত্ত প্রতীকের ঘরের মাঝামাঝি লম্বা ভাঁজ দিয়ে পরে ইচ্ছে মত ভাঁজ দিন।

(৪) ভাঁজ করা ব্যালট পেপার ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার সামনে রাখা ব্যালট বাক্সে ফেলবেন।

তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোটকক্ষ ও ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করবেন।

· যদি কোন ভোটারের ভোটদানের সময় অসতর্কতাবশতঃ ব্যালট পেপার নষ্ট হয়ে যায়, তবে তিনি প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট বিনষ্ট ব্যালট পেপার জমা দিয়ে অন্য একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রিজাইডিং অফিসার এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হলে তিনি বিনষ্ট ব্যালট পেপারটির পরিবর্তে অন্য একটি ব্যালট পেপার দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবেন।

· যদি কোন ভোটার অমোচনীয় কালির চিহ্ন লাগাতে আপত্তি করেন বা যদি সে রকম কোন চিহ্ন বা চিহ্নাংশ আগে থেকেই আংগুলে থাকে তবে তাঁকে ব্যালট পেপার দেয়া হবে না এবং যদি কোন ভোটারের হাতের আংগুলে অমোচনীয় কালির চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও ব্যালট পেপার দাবী করেন তবে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাঁকে ব্যালট পেপার দিবেন না এবং প্রিজাইডিং অফিসার তাঁকে বেআইনী আচরণের জন্য ভোটকেন্দ্র হতে বের করে দিতে পারেন।

· যদি কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে অশোভন আচরণ করেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারের আইনসম্মত আদেশকে অমান্য করেন, তবে প্রিজাইডিং অফিসার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাহায্যে উক্ত ব্যক্তিকে ভোটকেন্দ্র হতে তাৎক্ষণিক বহিষ্কার করতে পারেন।

ভোটার হিসেবে অধিকার

বাংলাদেশের কোন নাগরিকের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলে এবং কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত না হলে তিনি যে এলাকায় বসবাস করেন, তিনি সে এলাকার ভোটার রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। নির্বাচনের সংগে সম্পৃক্ত নাগরিকদের অধিকারঃ

(১) ভোট হচ্ছে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন মতামত প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার।

(২) যে কোন ভোটার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারবেন।

(৩) প্রত্যেক নাগরিকের ভোটের প্রক্রিয়া জানার অধিকার রয়েছে। ভোটারগণ টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে ভোটের প্রক্রিয়া জানতে পারেন।

(৪) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং নির্বাচনের গুরুত্বপুর্ণ দিক সম্পর্কে প্রত্যেক নাগরিক/ ভোটারের জানার অধিকার রয়েছে।

(৫) প্রত্যেক ভোটারের ভোট গোপন রাখার অধিকার রয়েছে।

(৬) নারী-পুরুষ, ধর্ম বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদানে সমান অধিকার রয়েছে।

(৭) প্রত্যেক নাগরিকের নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে অবগত হবার অধিকার রয়েছে।

(৮) প্রত্যেক নাগরিকের নির্বাচন সম্পর্কিত অনিয়মের ব্যাপারে অভিযোগ করার অধিকার রয়েছে।

(৯) ভোটের মাধ্যমে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে প্রত্যেকের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন ভোটার হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।

ভোটারের কর্তব্য

অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পূরক। নির্বাচনে ভোট দেয়া যেমন একজন নাগরিকের অধিকার, তেমনি ভোটার হিসেবে নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত কিছু কর্তব্যও তাঁকে পালন করতে হয়। যেমনঃ

(১) ১৮ বছর পূর্ণ হলে ভোটার হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করুন।

(২) নিকটস্থ নির্বাচন অফিসে যোগাযোগ করে নির্বাচনী সময়সূচি ঘোষণার পূর্বে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত যে কোন সময় ভোটার হউন।

(৩) একজন ভোটার কেবলমাত্র একটি ভোটার এলাকায় রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।

(৪) ভোটদান প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(৫) ভোটদান আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার। নির্বাচনের দিন আপনাকে অবশ্যই আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার ভোট সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সহায়ক। কাজেই আপনার ভোট একটি মুল্যবান আমানত।

(৬) আপনার ভোট বিক্রি করবেন না। ভোট আপনার জন্মগত অধিকার, কোন সামগ্রী প্রাপ্তির চেয়ে তা অনেক বেশী মুল্যবান। নির্বাচনে আপনার বিবেক ও অধিকার প্রয়োগে আপনি ভোট দেবেন। সুতরাং আপনার অধিকার ও বিবেক বিক্রি করবেন না।

(৭) অন্যকে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে দিন। স্বাধীন এবং শান্তিপূর্ণভাবে আপনার যেমন ভোট দেয়ার অধিকার রয়েছে, তেমনি অন্যদেরও স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেয়ার সমান অধিকার রয়েছে। সকলকে ভোট দিতে উৎসাহিত ও সাহায্য করুন।

(৮) নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা রয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাদের সহযোগিতা করুন। নির্বাচনি আইন-কানুন মেনে চলুন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষায় সচেষ্ট থাকুন।

(৯) শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্ব শর্ত। নির্বাচনকালীন সময় সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখুন। বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকুন এবং এদের সম্পর্কে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করুন।

(১০) ভোটদানের পদ্ধতি আগেই সঠিকভাবে জেনে নিন। কারণ সামান্য ভুলেই আপনার মূল্যবান ভোটটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

(১১) আপনি কোন্ কেন্দ্রে ভোট দেবেন এবং আপনার ভোটার নম্বর কত তা আগেই জেনে রাখুন।

(১২) ভোটগ্রহণের দিন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট দিন।

(১৩) আপনি একজন সুনাগরিক, তাই ভেবে চিন্তে ভোট দিন। একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম এমন যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন। সুচিন্তিত ভোটাধিকার প্রয়োগ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করে, যা জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়ক হয়।

(১৪) ভোটের অধিকার মানবাধিকার, তার যথাযথ প্রয়োগ করার দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনার।

(১৫) সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করুন।

পরিশিষ্ট-ঢ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য

নির্দেশাবলী

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টগণের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা প্রার্থীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রার্থীর আইনানুগ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২। **নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে

(১) সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তার নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী লিখিতভাবে যে কোন সময়ে তাঁর এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন এবং তা এরূপভাবে বাতিল করা হলে অথবা নির্বাচনি এজেন্টের মৃত্যু ঘটলে, উক্ত প্রার্থী তার নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবে অন্য কোন ব্যাক্তিকে নিয়োগদান করতে পারবেন।

(৩) কোন নির্বাচনি এজেন্টকে নিয়োগদান করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত নির্বাচনি এজেন্টের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানাসহ অনুরূপ নিয়োগদানের বিষয় সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ না করলে তিনি নিজেই তার নির্বাচনি এজেন্ট বলে গণ্য হবেন।

৩। **পোলিং এজেন্ট নিয়োগঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের অনুচ্ছেদ ২২ বিধি অনুসারে-

(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট, ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে, প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য অনধিক একজন করে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট, যে কোন সময় পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন এবং এরূপভাবে বাতিল করা হলে বা পোলিং এজেন্টের মৃত্যু ঘটলে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার এজেন্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন এবং অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে প্রিজাইর্ডিং অফিসারকে তাৎক্ষনিক অবহিত করবেন।

৪। **নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ** একজন প্রার্থীর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টকে আইনের বিধান অনুসারে অন্যান্য দায়িত্বসহ নিম্নে বর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবেঃ

- প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ০১ জন করে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন এবং তা লিখিত নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারকে জানাইবেন।
- ভোটকেন্দ্রে যে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হবে তা খালি আছে কিনা, সে বিষয়ে নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিশ্চিত হবেন। তারা আরও নিশ্চিত হবেন যে, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি খালি অবস্থায় দেখানোর পর তা প্রিজাইডিং অফিসার নির্ধারিত উপায়ে সিল করেছেন। অতঃপর প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণের জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং

এজেন্ট-এর দৃষ্টি সীমার মধ্যে স্থাপন করেছেন কিনা তাও লক্ষ্য করবেন। কোন নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কক্ষে অযথা ঘুরাফিরা করতে পারবেন না। পোলিং এজেন্ট অবশ্যই তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থেকে ভোটগ্রহণ কার্যাদি অবলোকন করবেন।

- কোন ভোটার যাতে একাধিকবার ভোট প্রদান না করতে পারেন, সে জন্য নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং এ লক্ষ্যে প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করবেন। নির্বাচনি এজেন্ট পোলিং এজেন্ট বা যে কোন ভোটারের নিকট প্রদত্ত ব্যালট পেপারের অপর পৃষ্ঠায় অফিসিয়াল সিলমোহর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর আছে কিনা তা যাচাই করেও দেখতে পারবেন।

- কোন ব্যক্তি ভোটদানের উদ্দেশ্যে যখন ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করবেন, তখন আবেদনকারীর পরিচিতি সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হলে, পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন। ঐ ব্যক্তি এ ভোটকেন্দ্রে অথবা অন্য কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন অথবা যে ভোটারের নামে ভোট দিতে চান তিনি সে ব্যক্তি নন এ মর্মে আপত্তি উত্থাপিত হলে তিনি আদালতে উক্ত অভিযোগ প্রমাণ করতে অঙ্গীকার করে আপত্তি উত্থাপনের জন্য নগদ ১০০/- (একশত) টাকা জমা দিবেন। অতঃপর প্রিজাইডং অফিসার ঐ ব্যক্তিকে একটি ব্যালট পেপার সরবরাহ করে আপত্তিকৃত ভোট সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- যদি কোন ব্যক্তি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করে অবগত হন যে অন্য কোন ব্যক্তি ইতোপূর্বে নিজেকে উক্ত ভোটার হিসেবে ঘোষণা করে আবেদনকারীর নামে ভোট প্রদান করেছেন তাহলে তিনি অন্য যে কোন ভোটারের মত একই পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার পাবেন। এ ব্যালট পেপার "টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার" নামে অভিহিত হবে। টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে না ফেলে প্রিজাইডিং অফিসারকে দিতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তির নাম ও ভোটারের ক্রমিক নং ফরম-১৪ তে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তাতে ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করবেন। অতঃপর চিহ্নিত ব্যালট পেপার প্যাকেট-৬ এ রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার গণনা করা যাবে না।

- ভোটগ্রহণ কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পর পরই নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট ভোট গণনাকালে উপস্থিত থেকে ভোট গণনা অবলোকন করতে পারবেন। প্রিজাইডিং অফিসার বিধান অনুসারে ভোট গণনাকালে ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স খুলে সমস্ত ব্যালট পেপার হতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা ব্যালট পেপারগুলো পৃথক পৃথকভাবে রাখছেন কিনা তা অবলোকন করবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার আইনানুগভাবে ভোট গণনা কাজ সম্পন্ন করছেন কিনা সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। পোলিং এজেন্টদের ব্যালট পেপারের বাতিলের কারণসমূহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের নাম ও প্রতীকের অপর পাশে অর্থাৎ ব্যালট পেপারের পিছনের দিকে অফিসিয়াল সিল ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের অনুস্বাক্ষর না থাকলে ব্যালটটি বৈধ হবে না এবং গণনা হতে বাধ দিতে হবে। তা সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রেখে বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উল্লেখ্য, ভোট গণনা কক্ষে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ০১ জন করে পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকতে পারবেন।

- প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী এবং কাগজাদি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রস্তুত করে নিম্নে বর্ণিত প্যাকেটগুলোতে রাখছেন কিনা তাও নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্টগণ লক্ষ্য রাখবেন।

(১) প্যাকেট-১	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখার জন্য প্যাকেট
(২) প্যাকেট-২	গণনা থেকে বাদ দেয়া ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট
(৩) প্যাকেট-৩	প্যাকেট-১ ও প্যাকেট-২ রাখার জন্য প্রধান প্যাকেট
(৪) প্যাকেট-৪	অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার জন্য প্যাকেট
(৫) প্যাকেট-৫	বিনষ্ট ব্যালট কাগজসমূহ রাখার প্যাকেট
(৬) প্যাকেট-৬	টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহ রাখার প্যাকেট
(৭) প্যাকেট-৭	ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহের প্যাকেটগুলো (প্যাকেট-৬) রাখার প্যাকেট
(৮) প্যাকেট-৮	আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট
(৯) প্যাকেট-৯	চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপিসমূহ রাখার প্যাকেট
(১০) প্যাকেট-১০	ব্যবহৃত ব্যাল্ট পেপারের মুড়িপত্র রাখার প্যাকেট
(১১) প্যাকেট-১১	টেন্ডার্ড ভোটের তালিকার কপিসমূহ রাখার প্যাকেট
(১২) প্যাকেট-১২	ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে বিবরণী
(১৩) প্যাকেট-১৩	আপত্তিকৃত ভোটার তালিকা রাখার প্যাকেট
(১৪) প্যাকেট-১৪	ভোট গণনার হিসাব রাখার প্যাকেট
(১৫) প্যাকেট-১৫	ব্যালট পেপারের হিসাব রাখার প্যাকেট
(১৬) প্যাকেট-১৬	বিবিধ কাগজপত্র রাখার প্যাকেট
(১৭) বিশেষ খাম	ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোট গণনার বিবরণী প্রেরণ করার জন্য খাম

- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যদি ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকেন, তবে তারা প্যাকেটের উপর তাদের স্বাক্ষর ও সিল সংযুক্ত করতে পারবেন। ভোট গণনার পর নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ভোট গণনার বিবরণী সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ করতে পারবেন।
- প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনাকৃত ফলাফলের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যুক্তিসংগত কারণ দেখিয়ে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট পুনঃগণনার আবেদন করতে পারেন। তবে গণনার যৌক্তিকতা আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সূচি অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট উপস্থিত থেকে ফলাফল একত্রীকরণের কাজ অবলোকন করতে পারবেন।

- ফলাফল একত্রীকরণের পর উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট প্যাকেট গুলোতে স্বাক্ষর বা সিলমোহর প্রদান করতে পারবেন এবং যদি চাহেন, তবে একীভূত বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে গ্রহণ করতে পারবেন।
- পোলিং এজেন্টগণ ভোটকেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না।

<u>পরিশিষ্ট-ণ</u>

জাতীয় সংসদ নির্বাচন
ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ
নির্দেশাবলী

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী

ভোটকেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন প্রিজাইডিং অফিসার। তাঁহার সততা, নিষ্ঠা এবং আইনানুগ আচরণ সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার মূল চাবিকাঠি। সকল প্রকার প্রভাবের উর্ধ্বে থাকিয়া সততা, ন্যায়নীতি, নিষ্ঠা, আইন/বিধি মোতাবেক সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান তাঁহার এবং তাঁহার অন্যান্য সহকর্মীদের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ফলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবেঃ-

- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ম্যানুয়াল "প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশিকা" ও "পোলিং অফিসারদের জন্য নির্দেশিকা" বার বার পাঠ করিয়া উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনায় ইহা অপরিহার্য।
- নিয়োগপত্র পাওয়ার পর পরই প্রিজাইডিং অফিসারকে তাহার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের সহিত মিলিত হইয়া ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করিতে হইবে। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ভোটগ্রহণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহা তিনি যথাসময়ে গ্রহণ করিবেন।
- দূরবর্তী ভোটকেন্দ্রেগুলিতে নির্বাচনি মালামাল এবং ব্যালট পেপারসহ যাহাতে যথাসময়ে পৌঁছানো যায় তাহা নিশ্চিত করণার্থে ভোটকেন্দ্রের দুরত্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রিজাইডিং অফিসার তাঁহার সহকর্মীদের লইয়া আগের রাত্রিতেই ভোটকেন্দ্রে পুলিশসহ অবস্থান গ্রহণ করিবেন। তবে রাত্রে অবস্থানকালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁহার এজেন্ট অথবা সমর্থকদের নিকট হইতে আহারাদি বা অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা যাইবে না। কারণ এই ধরনের সুবিধা গ্রহণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।
- ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বেই সকল ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন প্রার্থী যাহাতে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন এবং নির্বাচনি প্রচারণামূলক কোন তৎপরতা চালাইতে না পারেন তাহাও প্রিজাইডিং অফিসার নিশ্চিত করিবেন।
- ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণের জন্য ভোটকক্ষের মার্কিং প্লেস এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন কোন ভোটার ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণের জন্য প্রবেশ করিলে বাহির হইতে চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া দেখা না যায়।
- ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্ন দেওয়ার মার্কিং প্লেসের আশেপাশে জানালা বা দেওয়াল বা বেড়া ভগ্ন বা উন্মুক্ত থাকিলে তাহা এমনভাবে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে যেন বাহির হইতে কেহ ভোটারের ভোট প্রদানের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিতে না পারে অথবা ইংগিত দিতে না পারে।
- ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন।
- ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ন্যূনপক্ষে আধঘণ্টা পুর্বে খালি ব্যালট বাক্স উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্টদিগকে দেখাইতে হইবে। অতঃপর সকলের সম্মুখে

তাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিলগালা করিয়া ভোটগ্রহণের জন্য যথাস্থানে রাখিতে হইবে। এরপর তিনি কত সংখ্যক ব্যালট পেপার রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে ভোটগ্রহণের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও আইনানুগ উপস্থিত সকলকে দেখাইতে হইবে।

- ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল নির্বাচনি কর্মকর্তাদেরকে প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ অনুসারে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ মানিয়া চলিবেন। ভোটকক্ষে উপস্থিত পোলিং এজেন্টগণ তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া ভোটদান পর্যবেক্ষণ করিবে।
- ভোটগ্রহণ শুরু হইবার পূর্বে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন এবং পোলিং এজেন্টদেরকে নিয়োগপত্র দেখাইতে বলিবেন।
- কোন ব্যক্তি প্রকৃতই ভোটার কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা যাইবে না। প্রত্যেক ভোটার সম্পর্কে একটি প্রাথমিক যাচাই/নিরীক্ষা কর্ম সম্পন্ন করিবার জন্য ভোটারের নাম এবং ক্রমিক নম্বর শুনামাত্র সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা উক্ত ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে রেকর্ডকৃত তথ্যাদি দেখিয়া লইবেন এবং ভোটার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অর্থাৎ ভোটারের বয়স, পেশা ইত্যাদির সহিত সংগতি আছে কিনা তাহা সাধারণ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া যাচাই করিবেন। কোন ভোটারের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হইলে ভোটার তালিকায় রেকর্ডকৃত পাঁচটি তথ্য সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তিনি প্রকৃতই ভোটার কিনা তাহা নিশ্চিত হইবেন। জাল ভোট প্রদানের প্রবণতা রোধ এবং প্রকৃত ভোটার সনাক্তকরণের জন্যই এই নির্দেশ প্রদান করা হইল।
- ভোটারকে ব্যালট পেপার সরবরাহের পূর্বে তাঁহার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে, বৃদ্ধাঙ্গুল না থাকিলে অন্য আঙ্গুলে অমোচনীয় কালি লাগাইবেন। ভোটার ভোট প্রদানের পর যখন মার্কিং প্লেস হইতে বাহিরে আসিয়া মার্কিং সিল ফেরত দিবেন তখন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা তাঁহার আংগুলে অমোচনীয় কালির ছাপ রহিয়াছে কিনা তাহা অবশ্যই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।
- ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি ভোটগ্রহণ বিঘ্নিত হয় এবং উহা যদি পুনরায় শুরু করা সম্ভব না হয় অথবা ব্যালট পেপারসহ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স যদি ছিনতাই হইয়া যায় অথবা হারাইয়া যায় অথবা কেহ যদি নষ্ট করিয়া ফেলে তাহা হইলে তিনি ভোটগ্রহণ বন্ধ করিতে পারিবেন। তবে ভোট গ্রহণ বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সদস্যদের বিষয়টি অবহিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহযোগিতা চাইবেন এবং একই সঙ্গে তিনি উহা সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারকে জানাইবেন।
- ভোটকেন্দ্রে কেহ যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বা বে-আইনী কাজে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে ভোটকেন্দ্র হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন।
- ভোটকেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য নিয়োজিত পুলিশ বা অন্য কাহাকে তিনি এই আদেশ পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।
- ভোটগ্রহণের কাজ শেষ হইবার পর পরই ভোটগণনার কাজ প্রিজাইডিং অফিসারকে ভোটকেন্দ্রেই সম্পন্ন করিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই ভোটকেন্দ্রের বাহিরে অন্য কোন স্থানে ভোট গণনার কাজ সম্পন্ন করা চলিবে না।

- প্রিজাইডিং অফিসার যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে তিনি স্ব-উদ্যোগে অথবা উপস্থিত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্টের অনুরোধক্রমে ফলাফল পুনঃগণনা করিতে পারিবেন (অবশ্য যদি উক্ত অনুরোধ ন্যায়সংগত বলিয়া মনে হয়)।
- ভোট গণনা সম্পন্ন হইবার পর প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁহার নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টদিগকে ভোট গণনার বিবরণীর সত্যায়িত কপি প্রদান করিবেন। এতদভিন্ন তিনি প্রত্যেক বিবরণী, প্যাকেট ইত্যাদিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন। তাহারা যদি উক্ত বিবরণী ও প্যাকেটে তাঁহাদের সিলমোহর সংযুক্ত করিতে চাহেন তবে তাহাও করিতে দিতে হইবে। ভোট গণনার বিবরণীর একটি কপি ভোটকেন্দ্রের দর্শনীয় স্থানে অবশ্যই লটকাইয়া বা টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে।
- ভোটগণনা শেষ হইবার পর ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য নির্বাচনি মালামাল যাহাতে আইনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্যাকেটে নির্ভুলভাবে দ্রুততার সংগে ঢোকানো যায় সেজন্য প্রিজাইডিং অফিসারগণ পূর্বেই উল্লিখিত কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া রাখিবেন। ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসারকে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, ফরম ও প্যাকেটসমূহ সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত ঐ কেন্দ্রে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ তাঁহার সংগে থাকিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমোদন ছাড়া তাঁহারা কর্তব্যস্থল ত্যাগ করিতে পারিবেন না।
- অনুমোদিত নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সহিত সহযোগিতা ও শোভন আচরণ করিতে হইবে। তবে খেয়াল রাখিতে হইবে যাহাতে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ না হয়।
- ভোটকেন্দ্রের উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তা যেমন-সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দসহ সকলেই ভোটকেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে যাহাতে একটি টিম হিসাবে কাজ করে সেই দিকে প্রিজাইডিং অফিসার লক্ষ্য রাখিবেন।
- ভোটকেন্দ্রে অনুমোদিতভাবে উপস্থিত নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টবৃন্দের সহিত সহজ কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখিতে সচেষ্ট থাকিবেন।
- ভোট গণনাকালে ব্যালট পেপারের পিছনে/উল্টা দিকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও অফিসিয়াল সীল নাই এমন ব্যালট পেপারসমূহ নিশ্চিত হয়ে প্রিজাইডিং অফিসার তা বাতিল করবেন।

পরিশিষ্ট-ত

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১, ২০২৩

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০১ জুন ২০২৩/১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০০৪.২২(অংশ-১)-৬০২।—নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন জাতীয় সংসদের পুনঃনির্ধারিত নির্বাচনি এলাকাসমূহের প্রাথমিক তালিকা প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০. ০২৫.২২.০০৪.২২(অংশ)-১৫৬, তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩/১৩ ফাল্গুন ১৪২৯ মূলে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন পুনঃনির্ধারিত নির্বাচনি এলাকা বিষয়ে দাবী/আপত্তি/সুপারিশ/মতামত আহবান করা হয়।

০২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০০৪.২২(অংশ)-১৫৬, তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩/ ১৩ ফাল্গুন ১৪২৯ এবং প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০০৪. ২২(অংশ-১)-২৪১, তারিখ ৫ এপ্রিল ২০২৩/ ২২ চৈত্র ১৪২৯ মূলে নির্ধারিত সময়সূচী মোতাবেক প্রাপ্ত দাবী/ আপত্তি/সুপারিশ/মতামত এর উপর কমিশন কর্তৃক প্রকাশ্য শুনানি গ্রহণ করা হয়।

০৩। নির্বাচন কমিশন উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী দাবী/আপত্তি/সুপারিশ/ মতামত দরখাস্তসমূহে উল্লিখিত তথ্যাবলী পর্যালোচনা করে এবং শুনানিকালে উপস্থাপিত তথ্য ও যুক্তিতর্ক বিবেচনান্তে প্রাথমিক তালিকায় প্রকাশিত নির্বাচনি এলাকার প্রয়োজনীয় সংশোধন করতঃ এতদসংগে সংযুক্ত তফসিল মোতাবেক জাতীয় সংসদের ৩০০ (তিনশত) আসনের পুনঃনির্ধারিত সীমানার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

মূল্য: টাকা ২৪.০০

জাতীয় সংসদের পুনঃনির্ধারিত নির্বাচনি এলাকার চূড়ান্ত তালিকা-২০২৩

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
১ পঞ্চগড়-১	(ক) পঞ্চগড় সদর উপজেলা (খ) তেতুলিয়া উপজেলা এবং (গ) আটোয়ারী উপজেলা
২ পঞ্চগড়-২	(ক) বোদা উপজেলা এবং (খ) দেবীগঞ্জ উপজেলা
৩ ঠাকুরগাঁও-১	ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা
৪ ঠাকুরগাঁও-২	(ক) বালিয়াডাংগী উপজেলা (খ) হরিপুর উপজেলা এবং (গ) রাণীশংকৈল উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ :- (১) ধর্মগড় ও (২) কাশিপুর
৫ ঠাকুরগাঁও-৩	(ক) পীরগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত রাণীশংকৈল উপজেলা -- (১) ধর্মগড় ও (২) কাশিপুর
৬ দিনাজপুর-১	(ক) বীরগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) কাহারোল উপজেলা
৭ দিনাজপুর-২	(ক) বোচাগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) বিরল উপজেলা
৮ দিনাজপুর-৩	দিনাজপুর সদর উপজেলা
৯ দিনাজপুর-৪	(ক) খানসামা উপজেলা এবং (খ) চিরিরবন্দর উপজেলা
১০ দিনাজপুর-৫	(ক) পার্বতীপুর উপজেলা এবং (খ) ফুলবাড়ী উপজেলা
১১ দিনাজপুর-৬	(ক) নবাবগঞ্জ উপজেলা (খ) বিরামপুর উপজেলা (গ) হাকিমপুর উপজেলা এবং (ঘ) ঘোড়াঘাট উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
১২ নীলফামারী-১	(ক) ডোমার উপজেলা এবং (খ) ডিমলা উপজেলা
১৩ নীলফামারী-২	নীলফামারী সদর উপজেলা
১৪ নীলফামারী-৩	জলঢাকা উপজেলা
১৫ নীলফামারী-৪	(ক) সৈয়দপুর উপজেলা এবং (খ) কিশোরগঞ্জ উপজেলা
১৬ লালমনিরহাট-১	(ক) পাটগ্রাম উপজেলা এবং (খ) হাতীবান্ধা উপজেলা
১৭ লালমনিরহাট-২	(ক) কালীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) আদিতমারী উপজেলা
১৮ লালমনিরহাট-৩	লালমনিরহাট সদর উপজেলা
১৯ রংপুর-১	(ক) গংগাচড়া উপজেলা এবং (খ) রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮
২০ রংপুর-২	(ক) তারাগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) বদরগঞ্জ উপজেলা
২১ রংপুর-৩	(ক) রংপুর সদর উপজেলা এবং (খ) রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ ব্যতীত রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
২২ রংপুর-৪	(ক) পীরগাছা উপজেলা এবং (খ) কাউনিয়া উপজেলা
২৩ রংপুর-৫	মিঠাপুকুর উপজেলা
২৪ রংপুর-৬	পীরগঞ্জ উপজেলা
২৫ কুড়িগ্রাম-১	(ক) ভুরুংগামারী উপজেলা এবং (খ) নাগেশ্বরী উপজেলা
২৬ কুড়িগ্রাম-২	(ক) কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা (খ) রাজারহাট উপজেলা এবং (গ) ফুলবাড়ী উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
২৭ কুড়িগ্রাম-৩	উলিপুর উপজেলা
২৮ কুড়িগ্রাম-৪	(ক) রৌমারী উপজেলা (খ) রাজিবপুর উপজেলা এবং (গ) চিলমারী উপজেলা
২৯ গাইবান্ধা-১	সুন্দরগঞ্জ উপজেলা
৩০ গাইবান্ধা-২	গাইবান্ধা সদর উপজেলা
৩১ গাইবান্ধা-৩	(ক) সাদুল্যাপুর উপজেলা এবং (খ) পলাশবাড়ী উপজেলা
৩২ গাইবান্ধা-৪	গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা
৩৩ গাইবান্ধা-৫	(ক) ফুলছড়ি উপজেলা এবং (খ) সাঘাটা উপজেলা
৩৪ জয়পুরহাট-১	(ক) জয়পুরহাট সদর উপজেলা এবং (খ) পাঁচবিবি উপজেলা
৩৫ জয়পুরহাট-২	(ক) আক্কেলপুর উপজেলা (খ) ক্ষেতলাল উপজেলা এবং (গ) কালাই উপজেলা
৩৬ বগুড়া-১	(ক) সারিয়াকান্দি উপজেলা এবং (খ) সোনাতলা উপজেলা
৩৭ বগুড়া-২	শিবগঞ্জ উপজেলা
৩৮ বগুড়া-৩	(ক) আদমদীঘি উপজেলা এবং (খ) দুপচাঁচিয়া উপজেলা
৩৯ বগুড়া-৪	(ক) কাহালু উপজেলা এবং (খ) নন্দীগ্রাম উপজেলা
৪০ বগুড়া-৫	(ক) শেরপুর উপজেলা এবং (খ) ধুনট উপজেলা
৪১ বগুড়া-৬	বগুড়া সদর উপজেলা
৪২ বগুড়া-৭	(ক) গাবতলী উপজেলা এবং (ঘ) শাজাহানপুর উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
৪৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১	শিবগঞ্জ উপজেলা
৪৪ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২	(ক) ভোলাহাট উপজেলা (খ) গোমস্তাপুর উপজেলা এবং (গ) নাচোল উপজেলা
৪৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা
৪৬ নওগাঁ-১	(ক) পোরশা উপজেলা (ঘ) সাপাহার উপজেলা এবং (গ) নিয়ামতপুর উপজেলা
৪৭ নওগাঁ-২	(ক) পত্নীতলা উপজেলা এবং (খ) ধামইরহাট উপজেলা
৪৮ নওগাঁ-৩	(ক) বদলগাছি উপজেলা এবং (খ) মহাদেবপুর উপজেলা
৪৯ নওগাঁ-৪	মান্দা উপজেলা
৫০ নওগাঁ-৫	নওগাঁ সদর উপজেলা
৫১ নওগাঁ-৬	(ক) রাণীনগর উপজেলা এবং (খ) আত্রাই উপজেলা
৫২ রাজশাহী-১	(ক) গোদাগাড়ী উপজেলা এবং (খ) তানোর উপজেলা
৫৩ রাজশাহী-২	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকা
৫৪ রাজশাহী-৩	(ক) পবা উপজেলা এবং (খ) মোহনপুর উপজেলা
৫৫ রাজশাহী-৪	বাগমারা উপজেলা
৫৬ রাজশাহী-৫	(ক) দুর্গাপুর উপজেলা এবং (খ) পুঠিয়া উপজেলা
৫৭ রাজশাহী-৬	(ক) চারঘাট উপজেলা এবং (খ) বাঘা উপজেলা
৫৮ নাটোর-১	(ক) লালপুর উপজেলা এবং (খ) বাগাতিপাড়া উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
৫৯ নাটোর-২	(ক) নাটোর সদর উপজেলা এবং (ঘ) নলডাংগা উপজেলা
৬০ নাটোর-৩	সিংড়া উপজেলা
৬১ নাটোর-৪	(ক) গুরুদাসপুর উপজেলা এবং (খ) বড়াইগ্রাম উপজেলা
৬২ সিরাজগঞ্জ-১	(ক) কাজিপুর উপজেলা এবং (খ) সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ :- (১) মেছড়া (২) রতনকান্দি (৩) বাগবাটি (৪) ছোনগাছা ও (৫)বহুলী
৬৩ সিরাজগঞ্জ-২	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়ন ব্যতীত সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা :- (১) মেছড়া (২) রতনকান্দি (৩) বাগবাটি (৪) ছোনগাছা ও (৫) বহুলী এবং (খ) কামারখন্দ উপজেলা
৬৪ সিরাজগঞ্জ-৩	(ক) রায়গঞ্জ উপজেলা এবং (খ) তাড়াশ উপজেলা
৬৫ সিরাজগঞ্জ-৪	উল্লাপাড়া উপজেলা
৬৬ সিরাজগঞ্জ-৫	(ক) বেলকুচি উপজেলা এবং (খ) চৌহালী উপজেলা
৬৭ সিরাজগঞ্জ-৬	শাহজাদপুর উপজেলা
৬৮ পাবনা-১	(ক) সাঁথিয়া উপজেলা এবং (খ) বেড়া উপজেলার নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ : (১) বেড়া পৌরসভা (২) হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়ন (৩) নতুন ভারেংগা ইউনিয়ন (৪) চাকলা ইউনিয়ন ও (৫) কৈটোলা ইউনিয়ন
৬৯ পাবনা-২	(ক) সুজানগর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ ব্যতীত বেড়া উপজেলা : (১) বেড়া পৌরসভা (২) হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়ন (৩) নতুন ভারেংগা ইউনিয়ন (৪) চাকলা ইউনিয়ন ও (৫) কৈটোলা ইউনিয়ন
৭০ পাবনা-৩	(ক) চাটমোহর উপজেলা (খ) ভাংগুড়া উপজেলা এবং (গ) ফরিদপুর উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
৭১ পাবনা-৪	(ক) আটঘরিয়া উপজেলা এবং (খ) ঈশ্বরদী উপজেলা
৭২ পাবনা-৫	পাবনা সদর উপজেলা
৭৩ মেহেরপুর-১	(ক) মেহেরপুর সদর উপজেলা এবং (খ) মুজিবনগর উপজেলা
৭৪ মেহেরপুর-২	গাংনী উপজেলা
৭৫ কুষ্টিয়া-১	দৌলতপুর উপজেলা
৭৬ কুষ্টিয়া-২	(ক) ভেড়ামারা উপজেলা এবং (খ) মিরপুর উপজেলা
৭৭ কুষ্টিয়া-৩	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা
৭৮ কুষ্টিয়া-৪	(ক) কুমারখালী উপজেলা এবং (খ) খোকশা উপজেলা
৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১	(ক) আলমডাংগা উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা : (১) তিতুদহ (২) বেগমপুর (৩) নেহালপুর ও (৪) গড়াইটুপি
৮০ চুয়াডাঙ্গা-২	(ক) দামুড়হুদা উপজেলা (খ) জীবননগর উপজেলা এবং (গ) চুয়াডাংগা সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহঃ (১) তিতুদহ (২) বেগমপুর (৩) নেহালপুর ও (৪) গড়াইটুপি ইউনিয়ন
৮১ ঝিনাইদহ-১	শৈলকূপা উপজেলা
৮২ ঝিনাইদহ-২	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত ঝিনাইদহ সদর উপজেলা : (১) নলডাংগা (২) ঘোড়াশাল (৩) ফুরসুন্দি ও (৪) মহারাজপুর এবং (খ) হরিণাকুণ্ডু উপজেলা
৮৩ ঝিনাইদহ-৩	(ক) কোর্টচাদপুর উপজেলা এবং (খ) মহেশপুর উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
৮৪ ঝিনাইদহ-৪	(ক) কালীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) নলডাংগা (২) ঘোড়াশাল (৩) ফুরসুন্দি (৪) মহারাজপুর
৮৫ যশোর-১	শার্শা উপজেলা
৮৬ যশোর-২	(ক) চৌগাছা উপজেলা এবং (খ) ঝিকরগাছা উপজেলা
৮৭ যশোর-৩	বসুন্দিয়া ইউনিয়ন ব্যতীত যশোর সদর উপজেলা
৮৮ যশোর-৪	(ক) বাঘারপাড়া উপজেলা (খ) অভয়নগর উপজেলা এবং (গ) যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া ইউনিয়ন
৮৯ যশোর-৫	মনিরামপুর উপজেলা
৯০ যশোর-৬	কেশবপুর উপজেলা
৯১ মাগুরা-১	(ক) শ্রীপুর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মাগুরা সদর উপজেলা :- ১) শত্রুজিৎপুর (২) গোপালগ্রাম (৩) কুচিয়ামোড়া ও (৪) বেরইল পলিতা
৯২ মাগুরা-২	(ক) মহম্মদপুর উপজেলা (খ) শালিখা উপজেলা এবং (গ) মাগুরা সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) শত্রুজিৎপুর (২) গোপালগ্রাম (৩) কুচিয়ামোড়া (৪) বেরইল পলিতা
৯৩ নড়াইল-১	(ক) কালিয়া উপজেলা এবং (খ) নড়াইল সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) কলোড়া (২) বিচালি (৩) ভদ্রবিলা (৪) সিঙ্গাশোলপুর ও (৫) শেখ হাটি
৯৪ নড়াইল-২	(ক) লোহাগড়া উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত নড়াইল সদর উপজেলা : (১) কলোড়া (২) বিচালি (৩) ভদ্রবিলা (৪) সিঙ্গাশোলপুর ও (৫) শেখ হাটি
৯৫ বাগেরহাট-১	(ক) ফকিরহাট উপজেলা (খ) মোল্লাহাট উপজেলা এবং (গ) চিতলমারী উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
৯৬ বাগেরহাট-২	(ক) বাগেরহাট সদর উপজেলা এবং (খ) কচুয়া উপজেলা
৯৭ বাগেরহাট-৩	(ক) রামপাল উপজেলা এবং (খ) মোংলা উপজেলা
৯৮ বাগেরহাট-৪	(ক) মোড়েলগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) শরণখোলা উপজেলা
৯৯ খুলনা-১	(ক) বটিয়াঘাটা উপজেলা এবং (খ) দাকোপ উপজেলা
১০০ খুলনা-২	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ১৬,১৭,১৮,১৯,২০,২১,২২,২৩,২৪,২৫,২৬,২৭,২৮,২৯,৩০ এবং ৩১
১০১ খুলনা-৩	(ক) খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫ (খ) দিঘলিয়া উপজেলার আড়ংঘাটা ও যোগীপোল ইউনিয়ন
১০২ খুলনা-৪	(ক) আড়ংঘাটা ও যোগীপোল ইউনিয়ন ব্যতীত দিঘলিয়া উপজেলা (খ) রূপসা উপজেলা এবং (গ) তেরখাদা উপজেলা
১০৩ খুলনা-৫	(ক) ফুলতলা উপজেলা (খ) ডুমুরিয়া উপজেলা (গ) গিলাতলা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা
১০৪ খুলনা-৬	(ক) কয়রা উপজেলা এবং (খ) পাইকগাছা উপজেলা
১০৫ সাতক্ষীরা-১	(ক) কলারোয়া উপজেলা এবং (খ) তালা উপজেলা
১০৬ সাতক্ষীরা-২	সাতক্ষীরা সদর উপজেলা
১০৭ সাতক্ষীরা-৩	(ক) আশাশুনি উপজেলা (খ) দেবহাটা উপজেলা এবং (গ) কালিগঞ্জ উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) চাম্পাফুল (২) ভাড়াশিমলা (৩) তারালী ও (৪) নলতা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
১০৮ সাতক্ষীরা-৪	(ক) শ্যামনগর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত কালিগঞ্জ উপজেলা : (১) চাম্পাফুল (২) ভাড়াশিমলা (৩) তারালী ও (৪) নলতা
১০৯ বরগুনা-১	(ক) বরগুনা সদর উপজেলা (খ) আমতলী উপজেলা এবং (গ) তালতলি উপজেলা
১১০ বরগুনা-২	(ক) বামনা উপজেলা (খ) পাথরঘাটা উপজেলা এবং (গ) বেতাগী উপজেলা
১১১ পটুয়াখালী-১	(ক) পটুয়াখালী সদর উপজেলা (খ) মির্জাগঞ্জ উপজেলা এবং (গ) দুমকি উপজেলা
১১২ পটুয়াখালী-২	বাউফল উপজেলা
১১৩ পটুয়াখালী-৩	(ক) দশমিনা উপজেলা এবং (খ) গলাচিপা উপজেলা
১১৪ পটুয়াখালী-৪	(ক) কলাপাড়া উপজেলা এবং (খ) রাঙ্গাবালী উপজেলা
১১৫ ভোলা-১	ভোলা সদর উপজেলা
১১৬ ভোলা-২	(ক) দৌলতখান উপজেলা এবং (খ) বোরহানউদ্দিন উপজেলা
১১৭ ভোলা-৩	(ক) তজুমদ্দিন উপজেলা এবং (খ) লালমোহন উপজেলা
১১৮ ভোলা-৪	(ক) মনপুরা উপজেলা এবং (খ) চরফ্যাশন উপজেলা
১১৯ বরিশাল-১	(ক) গৌরনদী উপজেলা এবং (খ) আগৈলঝাড়া উপজেলা
১২০ বরিশাল-২	(ক) উজিরপুর উপজেলা এবং (খ) বানারীপাড়া উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
১২১ বরিশাল-৩	(ক) মুলাদী উপজেলা এবং (খ) বাবুগঞ্জ উপজেলা
১২২ বরিশাল-৪	(ক) মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) হিজলা উপজেলা
১২৩ বরিশাল-৫	(ক) বরিশাল সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকা এবং (ঘ) বরিশাল সদর উপজেলা
১২৪ বরিশাল-৬	বাকেরগঞ্জ উপজেলা
১২৫ ঝালকাঠি-১	(ক) রাজাপুর উপজেলা এবং (খ) কাঁঠালিয়া উপজেলা
১২৬ ঝালকাঠি-২	(ক) ঝালকাঠি সদর উপজেলা এবং (খ) নলছিটি উপজেলা
১২৭ পিরোজপুর-১	(ক) পিরোজপুর সদর উপজেলা (খ) নাজিরপুর উপজেলা এবং (গ) ইন্দুরকানী উপজেলা
১২৮ পিরোজপুর-২	(ক) কাউখালী উপজেলা (খ) ভান্ডারিয়া উপজেলা এবং (গ) নেছারাবাদ উপজেলা
১২৯ পিরোজপুর-৩	মঠবাড়ীয়া উপজেলা
১৩০ টাংগাইল-১	(ক) মধুপুর উপজেলা এবং (খ) ধনবাড়ী উপজেলা
১৩১ টাংগাইল-২	(ক) গোপালপুর উপজেলা এবং (খ) ভুয়াপুর উপজেলা
১৩২ টাংগাইল-৩	ঘাটাইল উপজেলা
১৩৩ টাংগাইল-৪	কালিহাতী উপজেলা
১৩৪ টাংগাইল-৫	টাংগাইল সদর উপজেলা
১৩৫ টাংগাইল-৬	(ক) দেলদুয়ার উপজেলা এবং (খ) নাগরপুর উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
১৩৬ টাংগাইল-৭	মির্জাপুর উপজেলা
১৩৭ টাংগাইল-৮	(ক) বাসাইল উপজেলা এবং (খ) সখিপুর উপজেলা
১৩৮ জামালপুর-১	(ক) বকশীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা
১৩৯ জামালপুর-২	ইসলামপুর উপজেলা
১৪০ জামালপুর-৩	(ক) মাদারগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) মেলান্দহ উপজেলা
১৪১ জামালপুর-৪	সরিষাবাড়ী উপজেলা
১৪২ জামালপুর-৫	জামালপুর সদর উপজেলা
১৪৩ শেরপুর-১	শেরপুর সদর উপজেলা
১৪৪ শেরপুর-২	(ক) নকলা উপজেলা এবং (খ) নালিতাবাড়ী উপজেলা
১৪৫ শেরপুর-৩	(ক) শ্রীবর্দি উপজেলা এবং (খ) ঝিনাইগাতি উপজেলা
১৪৬ ময়মনসিংহ-১	(ক) হালুয়াঘাট উপজেলা এবং (খ) ধোবাউড়া উপজেলা
১৪৭ ময়মনসিংহ-২	(ক) ফুলপুর উপজেলা এবং (খ) তারাকান্দা উপজেলা
১৪৮ ময়মনসিংহ-৩	গৌরীপুর উপজেলা
১৪৯ ময়মনসিংহ-৪	(ক) ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকা এবং (খ) ময়মনসিংহ সদর উপজেলা
১৫০ ময়মনসিংহ-৫	মুক্তাগাছা উপজেলা
১৫১ ময়মনসিংহ-৬	ফুলবাড়ীয়া উপজেলা
১৫২ ময়মনসিংহ-৭	ত্রিশাল উপজেলা
১৫৩ ময়মনসিংহ-৮	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
১৫৪ ময়মনসিংহ-৯	নান্দাইল উপজেলা
১৫৫ ময়মনসিংহ-১০	গফরগাঁও উপজেলা
১৫৬ ময়মনসিংহ-১১	ভালুকা উপজেলা
১৫৭ নেত্রকোণা-১	(ক) কলমাকান্দা উপজেলা এবং (খ) দূর্গাপুর উপজেলা
১৫৮ নেত্রকোণা-২	(ক) নেত্রকোণা সদর উপজেলা এবং (খ) বারহাট্টা উপজেলা
১৫৯ নেত্রকোণা-৩	(ক) আটপাড়া উপজেলা এবং (খ) কেন্দুয়া উপজেলা
১৬০ নেত্রকোণা-৪	(ক) মোহনগঞ্জ উপজেলা (খ) মদন উপজেলা এবং (গ) খালিয়াজুরী উপজেলা
১৬১ নেত্রকোণা-৫	পূর্বধলা উপজেলা
১৬২ কিশোরগঞ্জ-১	(ক) কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা এবং (খ) হোসেনপুর উপজেলা
১৬৩ কিশোরগঞ্জ-২	(ক) কটিয়াদী উপজেলা এবং (খ) পাকুন্দিয়া উপজেলা
১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩	(ক) তাড়াইল উপজেলা এবং (খ) করিমগঞ্জ উপজেলা
১৬৫ কিশোরগঞ্জ-৪	(ক) ইটনা উপজেলা (খ) মিঠামইন উপজেলা এবং (গ) অষ্টগ্রাম উপজেলা
১৬৬ কিশোরগঞ্জ-৫	(ক) নিকলী উপজেলা এবং (খ) বাজিতপুর উপজেলা
১৬৭ কিশোরগঞ্জ-৬	(ক) কুলিয়ারচর উপজেলা এবং (খ) ভৈরব উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
১৬৮ মানিকগঞ্জ-১	(ক) দৌলতপুর উপজেলা (খ) ঘিওর উপজেলা এবং (গ) শিবালয় উপজেলা
১৬৯ মানিকগঞ্জ-২	(ক) সিঙ্গাইর উপজেলা (খ) হরিরামপুর উপজেলা এবং (গ) মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার হাটিপাড়া, ভাড়ারিয়া ও পুটাইল ইউনিয়নসমূহ
১৭০ মানিকগঞ্জ-৩	(ক) হাটিপাড়া, ভাড়ারিয়া ও গুটাইল ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা এবং (খ) সাটুরিয়া উপজেলা
১৭১ মুন্সীগঞ্জ-১	(ক) শ্রীনগর উপজেলা এবং (খ) সিরাজদিখান উপজেলা
১৭২ মুন্সীগঞ্জ-২	(ক) লৌহজং উপজেলা এবং (খ) টংগীবাড়ী উপজেলা
১৭৩ মুন্সীগঞ্জ-৩	(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা এবং (খ) গজারিয়া উপজেলা
১৭৪ ঢাকা-১	(ক) দোহার উপজেলা এবং (খ) নবাবগঞ্জ উপজেলা
১৭৫ ঢাকা-২	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত কেরানীগঞ্জ উপজেলা : (১) জিনজিরা (২) আগানগর (৩) তেঘরিয়া (৪) কোন্ডা ও (৫) শুভাঢ্যা (খ) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর-৫৫, ৫৬ ও ৫৭ এবং (গ) সাভার উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) আমিন বাজার (২) তেঁতুলঝরা ও (৩) ভাকুর্তা
১৭৬ ঢাকা-৩	কেরানীগঞ্জ উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) জিনজিরা (২) আগানগর (৩) তেঘরিয়া (৪) কোন্ডা ও (৫) শুভাঢ্যা
১৭৭ ঢাকা-৪	(ক) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪. ৫৮ এবং ৫৯
১৭৮ ঢাকা-৫	(ক) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ৪৮, ৪৯, ৫০, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯ এবং ৭০

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
১৭৯ ঢাকা-৬	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও ৪৬
১৮০ ঢাকা-৭	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫ ও ৩৬
১৮১ ঢাকা-৮	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৯, ২০ ও ২১
১৮২ ঢাকা-৯	(ক) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর-০১, ০২, ০৩, ০৪.০৫. ০৬,০৭,৭১,৭২,৭৩,৭৪ ও ৭৫
১৮৩ ঢাকা-১০	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ২২
১৮৪ ঢাকা-১১	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ২১, ২২, ২৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪২
১৮৫ ঢাকা-১২	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৫ ও ৩৬
১৮৬ ঢাকা-১৩	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪
১৮৭ ঢাকা-১৪	(ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ০৭, ০৮, ০৯, ১০. ও ১২ এবং (খ) সাভার উপজেলার কাউন্দিয়া ইউনিয়ন
১৮৮ ঢাকা-১৫	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ০৪, ১৩, ১৪ ও ১৬
১৮৯ ঢাকা-১৬	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর-০২, ০৩, ০৫ ও ০৬
১৯০ ঢাকা-১৭	(ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ১৫, ১৮, ১৯ ও ২০ এবং (খ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা
১৯১ ঢাকা-১৮	(ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ০১, ১৭, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪ ও বিমানবন্দর এলাকা
১৯২ ঢাকা-১৯	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত সাভার উপজেলা : (১) আমিন বাজার (২) তেতুলঝোড়া(৩) ভাকুর্তা ও (৪) কাউন্দিয়া
১৯৩ ঢাকা-২০	ধামরাই উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
১৯৪-গাজীপুর-১	(ক) কালিয়াকৈর উপজেলা এবং (খ) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯. ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮
১৯৫-গাজীপুর-২	(ক) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ এবং ৩৯ (খ) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ এবং (গ) গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা
১৯৬ গাজীপুর-৩	(ক) শ্রীপুর উপজেলা এবং (খ) গাজীপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর, ভাওয়াল গড় ও পিরুজালী ইউনিয়ন
১৯৭ গাজীপুর-৪	কাপাসিয়া উপজেলা
১৯৮ গাজীপুর-৫	(ক) কালীগঞ্জ উপজেলা (খ) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ৪০, ৪১ ও ৪২ এবং (গ) গাজীপুর সদর উপজেলার বাড়িয়া ইউনিয়ন
১৯৯ নরসিংদী-১	নিম্নবর্ণিত ইউনিয়ন ব্যতীত নরসিংদী সদর উপজেলা : (১) আমদিয়া (২) পাঁচদোনা ও (৩) মেহেরপাড়া
২০০ নরসিংদী-২	(ক) পলাশ উপজেলা এবং (খ) নরসিংদী সদর উপজেলার নিম্নবর্নিত ইউনিয়নসমূহ: (১) আমদিয়া (২) পাঁচদোনা ও (৩) মেহেরপাড়া
২০১ নরসিংদী-৩	শিবপুর উপজেলা
২০২ নরসিংদী-৪	(ক) মনোহরদী উপজেলা এবং (খ) বেলাব উপজেলা
২০৩ নরসিংদী-৫	রামপুরা উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	রূপগঞ্জ উপজেলা
২০৫ নারায়ণগঞ্জ-২	আড়াইহাজার উপজেলা
২০৬ নারায়ণগঞ্জ-৩	সোনারগাঁও উপজেলা
২০৭ নারায়ণগঞ্জ-৪	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়ন ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা— (১) আলীরটেক (২) গোগনগর এবং (খ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর-০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ ও ১০
২০৮ নারায়ণগঞ্জ-৫	(ক) নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার নিম্নবর্ণিত ইউনিয়নঃ (১) আলীরটেক (২) গোগনগর (ঘ) বন্দর উপজেলা এবং (গ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭
২০৯ রাজবাড়ী-১	(ক) রাজবাড়ী সদর উপজেলা এবং (খ) গোয়ালন্দ উপজেলা
২১০ রাজবাড়ী-২	(ক) পাংশা উপজেলা (খ) কালুখালী উপজেলা এবং (গ) বালিয়াকান্দি উপজেলা
২১১ ফরিদপুর-১	(ক) মধুখালী উপজেলা (খ) বোয়ালমারী উপজেলা এবং (গ) আলফাডাংগা উপজেলা
২১২ ফরিদপুর-২	(ক) নগরকান্দা উপজেলা এবং (খ) সালথা উপজেলা
২১৩ ফরিদপুর-৩	ফরিদপুর সদর উপজেলা
২১৪ ফরিদপুর-৪	(ক) ভাংগা উপজেলা (খ) চরভদ্রাসন উপজেলা এবং (গ) সদরপুর উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
২১৫ গোপালগঞ্জ-১	(ক) মুকসুদপুর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত কাশিয়ানী উপজেলা :- (১) সিংগা (২) হাতিয়াড়া (৩) পুইশুর (৪) বেথুড়ী (৫) নিজামকান্দি (৬) ওড়াকান্দি ও (৭) ফুকরা
২১৬ গোপালগঞ্জ-২	(ক) গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা এবং (খ) কাশিয়ানী উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ :- (১) সিংগা (২) হাতিয়াড়া (৩) পুইশুর (৪) বেথুড়ী (৫) নিজামকান্দি (৬) ওড়াকান্দি ও (৭) ফুকরা
২১৭ গোপালগঞ্জ-৩	(ক) টুংগীপাড়া উপজেলা এবং (খ) কোটালীপাড়া উপজেলা
২১৮ মাদারীপুর-১	শিবচর উপজেলা
২১৯ মাদারীপুর-২	(ক) রাজৈর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মাদারীপুর সদর উপজেলা-- (১) খোয়াজপুর (২) ঝাউদি (৩) ঘটমাঝি (৪) মস্তফাপুর ও (৫) কেন্দুয়া
২২০ মাদারীপুর-৩	(ক) কালকিনি উপজেলা (খ) ডাসার উপজেলা এবং (গ) মাদারীপুর সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ :- (১) খোয়াজপুর (২) ঝাউদি (৩) ঘটমাঝি (৪) মস্তফাপুর ও (৫) কেন্দুয়া
২২১ শরীয়তপুর-১	(ক) শরীয়তপুর সদর উপজেলা এবং (খ) জাজিরা উপজেলা
২২২ শরীয়তপুর-২	(ক) নড়িয়া উপজেলা এবং (খ) সখিপুর থানা, উপজেলা- ভেদরগঞ্জ
২২৩ শরীয়তপুর-৩	(ক) ডামুড্যা উপজেলা (খ) গোসাইরহাট উপজেলা এবং (গ) ভেদরগঞ্জ থানা, উপজেলা- ভেদরগঞ্জ
২২৪ সুনামগঞ্জ-১	(ক) ধর্মপাশা উপজেলা (খ) মধ্যনগর উপজেলা (গ) তাহিরপুর উপজেলা এবং (ঘ) জামালগঞ্জ উপজেলা
২২৫ সুনামগঞ্জ-২	(ক) দিরাই উপজেলা এবং (ঘ) শাল্লা উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
২২৬ সুনামগঞ্জ-৩	(ক) জগন্নাথপুর উপজেলা এবং (ঘ) শান্তিগঞ্জ উপজেলা
২২৭ সুনামগঞ্জ-৪	(ক) সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা এবং (খ) বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা
২২৮ সুনামগঞ্জ-৫	(ক) ছাতক উপজেলা এবং (খ) দোয়ারাবাজার উপজেলা
২২৯ সিলেট-১	(ক) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ এবং (খ) সিলেট সদর উপজেলা
২৩০ সিলেট-২	(ক) বিশ্বনাথ উপজেলা এবং (খ) ওসমানী নগর উপজেলা
২৩১ সিলেট-৩	(ক) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর-২৮, ২৯, ৩০, ৪০, ৪১ ও ৪২ (খ) দক্ষিণ সুরমা উপজেলা (গ) ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা এবং (ঘ) বালাগঞ্জ উপজেলা
২৩২ সিলেট-৪	(ক) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা (খ) গোয়াইনঘাট উপজেলা এবং (গ) জৈন্তাপুর উপজেলা
২৩৩ সিলেট-৫	(ক) কানাইঘাট উপজেলা এবং (খ) জকিগঞ্জ উপজেলা
২৩৪ সিলেট-৬	(ক) বিয়ানীবাজার উপজেলা এবং (খ) গোলাপগঞ্জ উপজেলা
২৩৫ মৌলভীবাজার-১	(ক) বড়লেখা উপজেলা এবং (খ) জুড়ী উপজেলা
২৩৬ মৌলভীবাজার-২	কুলাউড়া উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
২৩৭ মৌলভীবাজার-৩	(ক) মৌলভীবাজার সদর উপজেলা এবং (খ) রাজনগর উপজেলা
২৩৮ মৌলভীবাজার-৪	(ক) শ্রীমংগল উপজেলা এবং (খ) কমলগঞ্জ উপজেলা
২৩৯ হবিগঞ্জ-১	(ক) নবীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) বাহুবল উপজেলা
২৪০ হবিগঞ্জ-২	(ক) আজমিরীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) বানিয়াচং উপজেলা
২৪১ হবিগঞ্জ-৩	(ক) হবিগঞ্জ সদর উপজেলা (খ) লাখাই উপজেলা এবং (গ) সায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা
২৪২ হবিগঞ্জ-৪	(ক) চুনারুঘাট উপজেলা এবং (খ) মাধবপুর উপজেলা
২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	নাসিরনগর উপজেলা
২৪৪ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২	(ক) সরাইল উপজেলা এবং (খ) আশুগঞ্জ উপজেলা
২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩	(ক) ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা এবং (খ) বিজয়নগর উপজেলা
২৪৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪	(ক) আখাউড়া উপজেলা এবং (খ) কসবা উপজেলা
২৪৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫	নবীনগর উপজেলা
২৪৮ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬	বাঞ্ছারামপুর উপজেলা
২৪৯ কুমিল্লা-১	(ক) দাউদকান্দি উপজেলা এবং (খ) তিতাস উপজেলা
২৫০ কুমিল্লা-২	(ক) হোমনা উপজেলা এবং (খ) মেঘনা উপজেলা
২৫১ কুমিল্লা-৩	মুরাদনগর উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
২৫২ কুমিল্লা-৪	দেবীদ্বার উপজেলা
২৫৩ কুমিল্লা-৫	(ক) ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা এবং (খ) বুড়িচং উপজেলা
২৫৪ কুমিল্লা-৬	(ক) কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা (খ) কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এবং (গ) কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকা
২৫৫ কুমিল্লা-৭	চান্দিনা উপজেলা
২৫৬ কুমিল্লা-৮	বরুড়া উপজেলা
২৫৭ কুমিল্লা-৯	(ক) লাকসাম উপজেলা এবং (খ) মনোহরগঞ্জ উপজেলা
২৫৮ কুমিল্লা-১০	(ক) কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা (খ) লালমাই উপজেলা এবং (গ) নাংগলকোট উপজেলা
২৫৯ কুমিল্লা-১১	চৌদ্দগ্রাম উপজেলা
২৬০ চাঁদপুর-১	কচুয়া উপজেলা
২৬১ চাঁদপুর-২	(ক) মতলব (উত্তর) উপজেলা এবং (খ) মতলব (দক্ষিণ) উপজেলা
২৬২ চাঁদপুর-৩	(ক) চাঁদপুর সদর উপজেলা এবং (খ) হাইমচর উপজেলা
২৬৩ চাঁদপুর-৪	ফরিদগঞ্জ উপজেলা
২৬৪ চাঁদপুর-৫	(ক) হাজীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) শাহরাস্তি উপজেলা
২৬৫ ফেণী-১	(ক) পরশুরাম উপজেলা (খ) ছাগলনাইয়া উপজেলা এবং (গ) ফুলগাজী উপজেলা
২৬৬ ফেণী-২	ফেণী সদর উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
২৬৭ ফেণী-৩	(ক) সোনাগাজী উপজেলা এবং (খ) দাগনভূঁঞা উপজেলা
২৬৮ নোয়াখালী-১	(ক) চাটখিল উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত সোনাইমুড়ী উপজেলা: (১) বারগাঁও (২) নাটেশ্বর (৩) অম্বর নগর ও (৪) বজরা
২৬৯ নোয়াখালী-২	(ক) সেনবাগ উপজেলা এবং (খ) সোনাইমুড়ী উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) বারগাঁও (২) নাটেশ্বর (৩) অম্বর নগর ও (৪) বজরা
২৭০ নোয়াখালী-৩	বেগমগঞ্জ উপজেলা
২৭১ নোয়াখালী-৪	(ক) সুবর্ণচর উপজেলা এবং (খ) নোয়াখালী সদর উপজেলা
২৭২ নোয়াখালী-৫	(ক) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) কবিরহাট উপজেলা
২৭৩ নোয়াখালী-৬	হাতিয়া উপজেলা
২৭৪ লক্ষ্মীপুর-১	রামগঞ্জ উপজেলা
২৭৫ লক্ষ্মীপুর-২	(ক) রায়পুর উপজেলা এবং (খ) লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) উত্তর হামছাদী (২) দক্ষিণ হামছাদী (৩) দালাল বাজার (৪) চর রুহিতা (৫) পার্বতী নগর (৬) শাকচর (৭) টুমচর (৮) চর রমনীমোহন ও (৯) বশিকপুর
২৭৬ লক্ষ্মীপুর-৩	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা : (১) উত্তর হামছাদী (২) দক্ষিণ হামছাদী (৩) দালাল বাজার (৪) চর রুহিতা (৫) পার্বতী নগর (৬) শাকচর (৭) টুমচর (৮) চর রমনীমোহন ও (৯) বশিকপুর
২৭৭ লক্ষ্মীপুর-৪	(ক) রামগতি উপজেলা এবং (খ) কমলনগর উপজেলা
২৭৮ চট্টগ্রাম-১	মীরশ্বরাই উপজেলা
২৭৯ চট্টগ্রাম-২	ফটিকছড়ি উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
২৮০ চট্টগ্রাম-৩	সন্দ্বীপ উপজেলা
২৮১ চট্টগ্রাম-৪	(ক) সীতাকুন্ড উপজেলা এবং (খ) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ৯ ও ১০
২৮২ চট্টগ্রাম-৫	(ক) হাটহাজারী উপজেলা এবং (খ) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ০১ ও ০২
২৮৩ চট্টগ্রাম-৬	রাউজান উপজেলা
২৮৪ চট্টগ্রাম-৭	(ক) রাংগুনিয়া উপজেলা এবং (খ) বোয়ালখালী উপজেলার শ্রীপুর-খরনদ্বীপ ইউনিয়ন
২৮৫ চট্টগ্রাম-৮	(ক) শ্রীপুর-খরনদ্বীপ ইউনিয়ন ব্যতীত বোয়ালখালী উপজেলা এবং (খ) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর-০৩, ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৭
২৮৬ চট্টগ্রাম-৯	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ ও ৩৫
২৮৭ চট্টগ্রাম-১০	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ২৪, ২৫ ও ২৬
২৮৮ চট্টগ্রাম-১১	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪১
২৮৯ চট্টগ্রাম-১২	পটিয়া উপজেলা
২৯০ চট্টগ্রাম-১৩	(ক) আনোয়ারা উপজেলা এবং (খ) কর্ণফুলী উপজেলা
২৯১ চট্টগ্রাম-১৪	(ক) চন্দনাইশ উপজেলা এবং (খ) সাতকানিয়া উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (গ) কেওচিয়া (২) কালিয়াইশ (৩) বাজালিয়া (৪) ধর্মপুর (৫) পুরানগড় ও (৬) খাগরিয়া
২৯২ চট্টগ্রাম-১৫	(ক) লোহাগাড়া উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত সাতকানিয়া উপজেলা (১) কেওচিয়া (২) কালিয়াইশ (৩) বাজালিয়া (৪) ধর্মপুর (৫) পুরানগড় ও (৬) খাগরিয়া
২৯৩ চট্টগ্রাম-১৬	বাঁশখালী উপজেলা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনি এলাকার বিস্তৃতি
২৯৪ কক্সবাজার-১	(ক) চকরিয়া উপজেলা এবং (খ) পেকুয়া উপজেলা
২৯৫ কক্সবাজার-২	(ক) কুতুবদিয়া উপজেলা এবং (খ) মহেশখালী উপজেলা
২৯৬ কক্সবাজার-৩	(ক) কক্সবাজার সদর উপজেলা (খ) ঈদগাঁও উপজেলা এবং (গ) রামু উপজেলা
২৯৭ কক্সবাজার-৪	(ক) উখিয়া উপজেলা এবং (খ) টেকনাফ উপজেলা
২৯৮ খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
২৯৯ রাংগামাটি	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা
৩০০ বান্দরবান	বান্দরবান পার্বত্য জেলা

মোস্তাফিজুর রহমান, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্রেনজন চাম্বুগং, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস–সিডিপি-গ শাখা–৩৭৩/২০২৩-২০২৪/নির্বাচন–১৯-১১-২০২৩–১০,০০০ বই।